১২শ পর্ব্ব। ৫৭শ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শান্তি পর্ব্বীয়

রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

" এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রি-স্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শান্তি পর্ব্বীয়

রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত।

"এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রি-স্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯২৯।

মহাভারত

শান্তি পর্ব্ব ।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীরে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! এইরূপে পঞ্চ পাণ্ডব, মহামতি বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও যাবতীয় কৌরব-বনিতা স্ব স্ব সুহৃদ্গণের সলিলক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ আপনাদেব বিশুদ্ধি সম্পাদনের নিমিত্ত এক মাস পুরের বহির্ভাগে ভাগীরথীতীরে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময় শিষ্যসমবেত মহাত্মা ব্যাসদেব, নারদ, দেবল, দেবস্থান ও কণ্ব প্রভৃতি সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বেদবেত্তা স্নাতক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ভাগীরথীর তীরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মতনয় তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে বিপ্রগণ ধর্ম্মরাজের পূজা গ্রহণ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া

তাঁহারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বীয় বাহুবল ও বাসুদেবের প্রসাদে ধর্ম্মানুসারে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজয় করিয়াছেন। ভাগ্যবলে এই ভীষণ সমর হইতে আপনার মুক্তি লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি ক্ষত্রধর্ম্মে নিরত থাকিয়া ত সন্তুষ্ট হইতেছেন? অরাতিবিহীন হইয়া ত সুহৃদ্গণের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন? এবং রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করিয়া ত শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব, ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে এবং ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে এই পৃথিবী পরাজয় করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজ্যলোভ নিবন্ধন জ্ঞাতিকুলক্ষয় এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যুর বিনাশ হওয়াতে এক্ষণে এই জয়লাভ পরাজয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমার হৃদয় দুঃখানলে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে। হায়! মহাত্মা মধুসূদন দ্বারকায় সমুপস্থিত হইলে সুভদ্রা তাঁহারে কি বলিবেন! আমাদিগের হিতকাঙ্ক্ষিণী এই দ্রৌপদী পুত্রহীন ও বন্ধু বান্ধববিহীন হইয়া আমারে যাহার পর নাই ব্যথিত করিতেছেন। বিশেষত জননী কুন্তী এক বিষয় গোপন করিয়া আমারে নিতান্ত দুঃখিত করিয়াছেন। আমি সেই বিষয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ইহলোকে অযুত নাগতুল্য পরাক্রান্ত, অপ্রতিরথ, সিংহের ন্যায় দর্পিত, করুণা পরতন্ত্র, যতব্রত, বদান্য, অভিমানী, বিচিত্র যোদ্ধা ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রধান আশ্রয়

ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সমরে আমাদিগের প্রতি বাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর কর্ণ কুন্তীর গূঢ়োৎপন্ন পুত্র ও আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা কুন্তী বীরগণের উদকক্রিয়া সময়ে ঐ মহাবীরকে সূর্য্যের ঔরসজাত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে জননী সেই সর্ব্বগুণোপেত পুত্রকে মঞ্জুষামধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লোকে কর্ণকে রাধাগর্ত্ত সম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া বোধ করিত, কিন্তু বস্তুত তিনি কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদিগের সহোদর ভ্রাতা। আমি ঐ বৃত্তান্ত না জানিয়া রাজ্য লোভে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে নিপাতিত করিয়াছি। এক্ষণে সেই ভ্রাতৃবধজনিত শোক অনল যেমন তূল রাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে। পূর্ব্বে কি অর্জ্জুন কি ভীমসেন কি নকুল কি সহদেব কি আমি, আমরা কেহই তাঁহারে ভ্রাতা বলিয়া অবগত হই নাই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, জননী কুন্তী আমাদিগের শান্তি লাভার্থ তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! তুমি আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর। কুন্তী এই কথা কহিলে মহাত্মা কর্ণ তাঁহার অভীষ্টসাধনে অস্বীকার করিয়া কহিয়াছিলেন, জননি! আমি সংগ্রামকালে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুরুরাজকে পরিত্যাগ করিলে সকলেই আমারে অনার্য্য, নৃশংস ও কৃতঘ্ন বোধ করিবে। বিশেষত এক্ষণে যদি আমি আপনার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে লোকে আমারে অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত বোধ করিবে। অতএব আমি

বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিস্থাপন করিব। তখন জননী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, বৎস! তুমি তবে আমার আর চারি পুত্রকে অভয় প্রদান করিয়া কেবল অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মতিমান্ কর্ণ মাতার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে কহিলেন, জননি! আমি তোমার অন্য চারি পুত্রকে কদাচ বিনাশ করিব না। হয় আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইব, না হয় অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইবে। যাহা হউক, আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। তখন জননী কর্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহারে, বৎস! তুমি যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাদের মঙ্গলানুষ্ঠানে যত্নবান্ হও, এই কথা বলিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হে মহর্ষে! এক্ষণে সেই মহাধনুর্দ্ধর মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুন-শরে নিপাতিত হইয়াছেন। আমি এত দিনের পর জননীর মুখে ঐ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! ভ্রাতৃবধজনিত শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুন আমার সহায় থাকিলে আমি সুররাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিতে পারিতাম। আমি কৌরবসভায় দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের দৌরাত্ম্য দর্শনে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কর্ণকে দেখিবামাত্র আমার ক্রোধ শান্তি হইয়া যায়। দ্যূত-ক্রীড়া সময়ে মহাবীর কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় আমার প্রতি বিবিধ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি

তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া কোন কুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তৎকালে তাঁহার চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার ক্রোধ শান্তি হইয়াছিল। ঐ মহাবীরের পাদদ্বয় জননী কুন্তীর চরণযুগলের সদৃশ ছিল। আমি ঐ সাদৃশ্যের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই এত দিন উহার অনুসন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী কি নিমিত্ত কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন এবং ঐ মহাবীরই বা কি নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হন, আপনি তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। আপনি পৃথিবীর সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত আছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, সংগ্রামস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুনের অসাধ্য কিছুই ছিল না। আমি এক্ষণে কর্ণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ বৃত্তান্ত দেবগণেরও গোপনীয়। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম-মৃত্যুজনিত স্বর্গলাভ হইবার নিমিত্তই দৈব প্রভাবে অনূঢ়া কুন্তীর গর্ব্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কর্ণ বাল্যকালে সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ঐ মহাবীর, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের পরাক্রম, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, বাসুদেবের সহিত ধনঞ্জয়ের সখ্যভাব এবং তোমাদিগের প্রতি প্রজাগণের অনুরাগ চিন্তা করিয়া নিরন্তর মনে মনে দগ্ধ হইতেন এবং সেই নিমিত্তই বাল্যকালে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তোমরা স্বভাবত সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিতে। ঐ মহাবীর

ধনঞ্জয়কে ধনুর্ব্বেদে অপেক্ষাকৃত নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া একদা নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি আমারে মন্ত্রসমবেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন। অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। কি পুত্র, কি শিষ্য, সকলের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ আছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনার প্রসাদে পণ্ডিতেরা যেন আমারে অকৃতাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারেন। তখন অর্জ্জুনপক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, কর্ণ! নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারে, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই।

মহাবীর কর্ণ দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাঁহারে যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং তাঁহারে প্রণাম করিয়া আপনারে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে স্বাগত প্রশ্ন ও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই স্বর্গ সদৃশ মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করত ভার্গবের নিকট বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে প্রতিনিয়ত গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও দেবগণের সমাগম হইত। মহাবীর কর্ণ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমের

অনতি দূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরে যদৃচ্ছাক্রমে শরনিক্ষেপ করত একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষণ্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয় সহকারে তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি মোহ বশত আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দ্বিজবর কর্ণের বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে ভৎ´সনা করিয়া কহিলেন, দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ। তোমারে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে। তুমি যেমন প্রমত্ত হইয়া আমার হোমধেনু নিহত করিয়াছ, তেমনি প্রমত্তাবস্থাতেই শত্রু তোমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে। ব্রাহ্মণ এইরূপে শাপ প্রদান করিলে মহাবীর কর্ণ বিবিধ রত্ন ও গো দান দ্বারা তাঁহারে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দ্বিজবর কোন ক্রমেই প্রশান্ত না হইয়া তাঁহারে কহিলেন, কর্ণ! আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে তুমি এই স্থানে অবস্থান বা অন্যত্র গমন, অথবা তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। তখন সূতপুত্র ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে শঙ্কিত মনে

শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! এদিকে মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়, দমগুণ ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহারে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্র সমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্ন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করত পরম সুখে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শ্লেষ্মশোণিত-ভোজী মেদমাংসলোলুপ দারুণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার ঊরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই কীটদংশনজনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিত দেহে গুরুকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের ঊরু হইতে রুধির বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, আঃ আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ। ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর। তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীট-দংশনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাক্য

শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঐ কীট অলর্ক জাতীয়। উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচী সদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। যমদগ্নিনন্দন দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ঐ কীট সেই শোণিত মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ঐসময় অন্তরীক্ষে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতগ্রীব রাক্ষস দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ নিশাচর পরশুরামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ভৃগুবংশাবতংস! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমারে এই দারুণ নরক হইতে মুক্ত করিলেন। এক্ষণে আমি স্ব স্থানে চলিলাম। তখন প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবাহু জমদগ্নি তনয় তাহারে কহিলেন, হে বীর! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা নরকগামী হইয়াছিলে? আমার নিকট কীর্ত্তন কর। রাক্ষস কহিল, ভগবন্! আমি সত্যযুগে দংশ নামে মহাসুর ছিলাম। আপনার পূর্ব্ব পিতামহ মহর্ষি ভৃগুর অপেক্ষা আমার বয়ঃক্রম ন্যূন ছিল না। আমি বল পূর্ব্বক ঐ মহর্ষির প্রিয়তমা ভার্য্যারে হরণ করাতে তিনি আমারে শ্লেষ্মমূত্রভোজী কীট হও বলিয়া অভিসম্পাত করেন। আমি তাঁহার শাপে ভীত হইয়া শাপ মোচনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলাম। তখন তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, আমার বংশসম্ভূত রাম হইতে তোমার মুক্তি লাভ হইবে। হে মহাত্মন্! সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে আমার এই রূপ দুর্গতি হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমি পাপযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। মহাসুর এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কার করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

রাক্ষস প্রস্থান করিলে জমদগ্নিতনয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে মূঢ়! তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব অচিরাৎ আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর। তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি সূতপুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বেদবিদ্যাপ্রদ গুরু পিতার তুল্য, এই নিমিত্ত আপনার নিকট আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিত শরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশকাল বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। যাহা হউক, অতঃপর কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তখন মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দুর্য্যোধন সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদায় অস্ত্র শস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহারাজ! এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামের নিকট

অস্ত্র লাভ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনের সহিত পরমাহ্লাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভূপালগণ কলিঙ্গ-দেশে রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানী রাজপুর নামক নগরে কন্যা লাভার্থ স্বয়ম্বর সভায় গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সূতপুত্রের সহিত সুবর্ণ-খচিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে মহারাজ শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, রুক্মী, স্ত্রীরাজ্যাধিপতি শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর এবং দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দেশস্থিত কাঞ্চনাঙ্গদ-ধারী সুবর্ণবর্ণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলমদমত্ত ম্লেচ্ছাধিপতি ভূপাল-গণ আগমন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপতি স্বয়ম্বর সভায় উপবিষ্ট হইলে রাজকন্যা ধাত্রী ও বর্ষবরগণ সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধাত্রীমুখে ভূপালগণের নাম শ্রবণ ও পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে লাগি-লেন। তিনি ক্রমে দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিলেন। তখন বলমদমত্ত ভূপতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যান্য ভূপালগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণের বলবীর্য্য সাহায্যে সেই কন্যারে রথে আরোপিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ রথারোহণ ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

দুর্য্যোধন এইরূপে ভূপতিগণের সমক্ষে কন্যাহরণে প্রবৃত্ত হইলে নরপতিগণ যুদ্ধার্থী হইয়া তুমুল কোলাহল সহকারে বর্ম্ম ধারণ ও রথ যোজন করিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতদ্বয়ের উপর সলিল বর্ষণ করে, তদ্রূপ

দুর্য্যোধন ও কর্ণের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ এক এক শরে তাঁহাদিগের শর ও শরাসন ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। তৎকালে তাঁহার হস্তলাঘব প্রভাবে সেই শরশরাসনধারী গদাযুদ্ধবিশারদ বীরগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও পরাজিত হইয়া ভগ্নান্তঃকরণে স্বয়ং অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কর্ণের ভুজবীর্য্যে রক্ষিত হইয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধ সূতপুত্রের বলবীর্য্যের বিষয় শ্রবণগোচর করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মহাবীর কর্ণও অবিলম্বে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই দিব্যাস্ত্রবিশারদ বীরদ্বয়ের বহু ক্ষণ ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। পরিশেষে তাঁহাদিগের শর, শরাসন ও খড়্গ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার জরা রাক্ষসীসংযোজিত দেহের সন্ধি বিশ্লেষিত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ স্বীয় শরীরের বিকার নিরীক্ষণ করিয়া বৈরভাব পরিত্যাগ ও কর্ণের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে তাঁহারে মালিনী নগরী প্রদান করিলেন।

হে মহারাজ! সূতপুত্র অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে চম্পা নগরী শাসন করি-

তেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। তিনি এইরূপে শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার হিত সাধনার্থ সূতপুত্রের নিকট তাঁহার সহজ কবচ ও কুণ্ডলযুগল প্রার্থনা করিলে সূতপুত্র দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদায় প্রদান করেন। ঐ মহারথ সহজ কবচকুণ্ডল বিহীন হওয়াতেই মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহারে বিনাশ করিয়াছেন। হে মহারাজ! মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না। ধনঞ্জয় রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াই তাঁহার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। বিশেষত যদি ঐ মহাবীর পরশুরাম ও হোমধেনু বিনাশক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জ্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, যদি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবমায়া প্রকাশিত ও বাসুদেবের নীতি উদ্ভাবিত না হইত, যদি রথাতিরথসংখ্যা সময়ে ভীষ্ম উহাঁরে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ ও মদ্ররাজ সমরকালে ঐ মহাবীরের তেজ হ্রাস না করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনের হস্তে কখনই সেই সূর্য্যসন্নিভ সূর্য্যতনয়ের বিনাশ হইত না। হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা কর্ণ এইরূপে অভিশাপগ্রস্ত ও বহু ব্যক্তি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সমরে নিহত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি

নারদ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত ও নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া দীন মনে অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন ও ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শোকব্যাকুলা কুন্তী ধর্ম্মরাজকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি ও ভগবান্ ভাস্কর আমরা উভয়ে তুমি যে কর্ণের ভ্রাতা, ইহা কর্ণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। ভগবান্ সূর্য্য কর্ণকে স্বপ্নাবস্থায় সুহৃদের ন্যায় বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আমিও বিশেষ যত্ন সহকারে তাহারে অনুনয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরা উভয়েই কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কর্ণ তৎকালে কোন মতেই তোমার সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিল না। প্রত্যুত ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বিলক্ষণ প্রতিকূলাচারী হইয়া উঠিল। আমিও কর্ণকে নিতান্ত দুর্ব্বিনেয় বোধ করিয়া উপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

শোকাকুল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে কহিলেন, জননি! আপনি কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত গোপন করাতেই আমারে বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হইল। অতএব আমি অভিসম্পাত করিতেছি যে, কোন লোকেই কোন রমণী কোন বিষয় গোপন রাখিতে পারিবে না। শোকাকুলিতচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপে স্ত্রীজাতির প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পুত্র, পৌত্র ও বন্ধুবান্ধবগণকে স্মরণ পূর্ব্বক নিতান্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়ে সধূম পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির মহারথ কর্ণকে স্মরণ করিয়া দুঃখিত মনে বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমরা জ্ঞাতিবর্গকে নিঃশেষিত করিয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর এই দুর্গতি ভোগ করিতে পারিব না। চল, আমরা যাদব নগরে গিয়া ভিক্ষার্থ প্রর্য্যটন করি। কৌরবগণ আমাদিগের আত্মতুল্য ছিল। আমরা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া আত্মবিনাশ করিয়াছি, সুতরাং আত্মঘাতী হইয়া আমরা কি রূপে ধর্ম্মফল ভোগ করিব। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, বল, পৌরুষ ও অমর্ষে ধিক্! এই সমুদায়ের প্রভাবেই আমরা এক্ষণে এই দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি। ক্ষমা, ইন্দ্রিয়সংযম, শৌচ, বৈরাগ্য, অমৎসরতা, অহিংসা ও সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অরণ্যচারী সাধুগণ সতত ঐ সমুদায় গুণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যলাভ লোভে মোহ, অহঙ্কার ও অভিমানপরতন্ত্র হইয়া এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম। যখন আমাদিগের বন্ধুবান্ধব সমুদায় নিহত হইয়াছে, তখন কেহ ত্রৈলোক্যের রাজত্ব প্রদান করিয়াও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। আমরা রাজ্য লাভের নিমিত্ত অবধ্য ভূপালগণকে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বান্ধব শূন্য হইয়া জীবিত রহিয়াছি। আমরা আমিষলোলুপ কুক্কুরের ন্যায় রাজ্যগৃধ্নু হইয়া নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। পূর্ব্বে রাজ্যলাভ আমাদের প্রার্থনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে রাজ্য পরিত্যাগই আমাদের প্রীতিকর হইয়াছে।

আমাদের যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী, সুবর্ণরাশি এবং সমুদায় অশ্ব ও গোধনের বিনিময়েও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষভরে মৃত্যুযানে আরোহণ করিয়া যমলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। পিতা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক বহু কল্যাণযুক্ত পুত্রলাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। আর মাতা উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত ও মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করত মনে মনে চিন্তা করেন যে, আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহু দিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোক ও পরলোকে সুখী করিবে। আহা! এক্ষণে আমাদিগের এই সংগ্রামে যে সকল মহাবীর নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের জননীগণের সেই সমস্ত অভিলাষই নিষ্ফল হইল। ঐ হতভাগ্য কামিনীগণের যুবক তনয়েরা পার্থিব ভোগ সমুদায় উপভোগ না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত না হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সমুদায় বীরের বল বীর্য্য ও রূপ দর্শনে উহাঁদের জনকজননীগণের হৃদয়ে বহুবিধ শুভ প্রত্যাশা জন্মিবার সময়ই উহাঁরা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। উহাঁরা আর কখনই জয়লাভজনিত সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না। পাঞ্চাল ও কৌরবগণ পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে পরস্পর নিহত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিতে পারিতেন। আমরাই এই ঘোরতর লোক বিনাশের হেতুভূত, সন্দেহ

নাই ; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণের প্রতি এই দোষ সম্পূর্ণ রূপে আরোপিত করা যাইতে পারে। রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় শঠ, শুভদ্বেষী ও মায়াবী ছিল। আমরা কোন অপরাধ না করিলেও সে সতত আমা-দিগের অপকার করিত। এক্ষণে আমাদিগের অভীষ্ট ফল লাভ বা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মনোরথ পরিপূর্ণ হইল না। আমা-দিগের জয় লাভ হয় নাই এবং তাহারাও জয় লাভ করিতে পারে নাই। ঐ নির্ব্বোধগণ পূর্ব্বে আমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন কখনই সুস্থ অন্তঃ-করণে এই পৃথিবী উপভোগ, নারীগণের সহিত বিহার, গীত বাদ্য শ্রবণ, ধনদান, অর্থাগমের চেষ্টা এবং অমাত্য, সুহৃৎ ও জ্ঞানবৃদ্ধদিগের বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই। মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্র শকুনির মুখে আমাদিগের অভ্যুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবর্ণ ও একান্ত কৃশ হইয়াছিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের দুর্নীতি অবগত হইয়াও পুত্রস্নেহ নিবন্ধন বিদুর ও ভীষ্মের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিতেন। দুর্য্যো-ধন কি রূপে আমাদের ন্যায় সুখী হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার দিনযামিনী অতিবাহিত হইত। অন্ধরাজ তৎকালে লুব্ধপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ দুর্য্যোধনকে নিবারণ না করা-তেই এক্ষণে আমার ন্যায় তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন সহোদরগণের বিনাশ সাধন ও বৃদ্ধ জনক-জননীরে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া যাহার পর নাই অযশো-ভাগী হইয়াছে। বাসুদেব শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে গমন করিলে সেই দুরাত্মা সংগ্রামার্থী হইয়া তাঁহারে যে কথা

কহিয়াছিল, সৎকুলসম্ভূত আর কোন্ ব্যক্তি সুহৃদের প্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে ? এক্ষণে আমরা দিবা-করের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দশ দিক্ দগ্ধ করিয়া আপনা-দিগের দোষেই চিরকাল দুঃখ ভোগ করিব। আমাদিগের প্রবল শত্রু দুর্ম্মতিপরায়ণ দুর্য্যোধন এক্ষণে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ দুরাত্মার দোষেই কৌরবকুল উৎসন্নপ্রায় হইল এবং আমরাও অবধ্য জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইলাম।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বে কুলনাশক দুর্ম্মতি পাপাত্মা দুর্য্যো-ধনকে রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া এক্ষণে একান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষীয় বীর সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি পাপস্পৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সম্পত্তিও হস্তান্তর হইয়াছে। এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধ-শূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোকে আমারে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রচার, মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অনুতাপ, দান, তপস্যা, শান্তি, তীর্থ গমন, শ্রুতিস্মৃতি পাঠ ও জপ দ্বারা উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকে ত্যাগশীল হইলে পাপানুষ্ঠানে বিরত হয়। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ত্যাগশীল ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যু-জনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। তিনি মোক্ষপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মুনি হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগ-শীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় না। আমি

রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রুতি অনুসারে ত্যাগশীল হইলে আর আমারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব আমি সমস্ত রাজ্য সম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকদুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন দৃঢ়পরাক্রম অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত গর্ব্বিত ভাবে কহিলেন, মহারাজ! অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া ক্লীবের ন্যায় রাজশ্রী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। শত্রু সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, সন্দেহ নাই। ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রীর কখনই রাজ্য লাভ হয় না। আপনি কি নিমিত্ত ক্রোধপরায়ণ হইয়া ভূপালগণকে নিপাতিত করিলেন? যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে কোন ক্রমেই জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহার পুত্র কলত্র ও পশু প্রভৃতি কিছুই নাই, সেই অর্থচিন্তাপরাঙ্মুখ হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। আপনি রাজ্যসম্পদ্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচ জনোচিত ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিলে লোকে আপনারে কি বলিবে? আপনি কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত ও উদ্যমশূন্য হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছেন?

রাজকুলে জন্ম গ্রহণ ও স্বীয় বাহুবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক পরিশেষে ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া বন প্রস্থান করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। আপনি যজ্ঞক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা অবলম্বন করিলে অসাধুগণ কখনই উহার অনুষ্ঠান করিবে না ; সুতরাং আপনারে যজ্ঞনাশ নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হইবে। মহারাজ নহুষ কহিয়া গিয়াছেন যে, ইহ লোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্দ্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়। ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থরক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন ; কিন্তু ভূপতিগণের কখনই ঐ রূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে আমরা কখনই তাহারে ক্ষমা করি না।

ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। আমরা নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদদূষিত দেখিতে পাই। অতএব আপনি দরিদ্র হইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন। নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় সতত শোক করিয়া থাকে; সুতরাং পতিত ও নির্দ্ধনের কিছুই ইতর বিশেষ নাই। যেমন পর্ব্বত হইতে নদী সমুদায় সঞ্চার হয়, তদ্রূপ সঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্মকাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। ধনবিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষেরও ক্রিয়াকলাপ গ্রীষ্মকালে সামান্য নদী সমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহ-

লোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধব সম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অর্থ হইতে ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, ধৈর্য্য, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও মত্ততা উৎপন্ন হয়। ধনই কুল-মর্য্যাদা ও ধর্ম্মবুদ্ধির নিদান। নির্দ্ধন ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহারে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব, গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

আর দেখুন, অসুরগণ দেবতাদিগের জ্ঞাতি, কিন্তু দেবগণ তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যকে পরাজিত করিয়া অর্থ গ্রহণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত সহজ হয় না। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পাণ্ডিত্য লাভ ও বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবগণ বিদ্রোহাচরণ করিয়াই স্বর্গের সমুদায় স্থান অধিকার ও জ্ঞাতিবর্গের পীড়ন করিয়া বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও অর্থ সংগ্রহ অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য। অন্যের অপকার না করিলে প্রায়ই অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই নিমিত্তই রাজারা অন্যকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ এবং পুত্র যেমন পিতার ধন অধিকার করে, তদ্রূপ উহা অধিকার করিয়া গিয়াছেন। ভূপালগণের এইরূপ কার্য্যই ধর্ম্মানুগত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তাঁহারা ঐ রূপ কার্য্য করিয়াই স্বর্গলাভে

অধিকারী হইয়াছেন। সলিলরাশি যেমন পূর্ণ সাগর হইতে বহির্গত হইয়া দশ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধনরাশি রাজকুল হইতে নিঃসরণ পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবীতে সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই পৃথিবী রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার ভোগ্য ছিল, এক্ষণে ইহা আপনার ভোগার্হ হইয়াছে। অতঃপর আপনার সর্ব্বদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদি আপনি বিষয়বিজ্ঞ হইয়া উহা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারে অধর্ম্মভাগী হইতে হইবে। রাজা প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় প্রজাই সেই যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। বিশ্বরূপ মহাদেব মহাযজ্ঞ সর্ব্বমেধে সর্ব্বভূতের সহিত আপনারে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল অবিনশ্বর। মহারাজ দশরথ যজ্ঞকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়া নির্দ্দেশ ও সতত উহার অনুষ্ঠান করিতেন। অতএব আপনি মহাজনসেবিত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে পদার্পণ করিবেন না।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ক্ষণকাল একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলেই আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকিবে। আমি কি তোমার অনুরোধে সাধুজনসেবিত পথ অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হইব? কখনই নহে। আমি নিশ্চয়ই গ্রাম্য সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিব। এক্ষণে একাকী কোন্ পথে গমন করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে

এই প্রশ্ন করাই তোমার কর্ত্তব্য। অথবা তুমি জিজ্ঞাসা না করাতেই আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গ্রাম্য সুখ ও গ্রাম্য আচার পরিহার পূর্ব্বক অরণ্যে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া মৃগদিগের সহিত সঞ্চরণ করিব, মিতাহারী ও চর্ম্মচীরজটাধারী হইয়া দুই সন্ধ্যা সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব, ক্ষুৎপিপাসা, শ্রান্তি, শীত, আতপ ও বায়ুজনিত ক্লেশ সহ্য করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক শরীর শুষ্ক করিব এবং অরণ্যচারী একান্ত হৃষ্ট মৃগ ও পক্ষিগণের শ্রুতিসুখকর কলরব শ্রবণ, নানাপ্রকার পুষ্পের কোমল গন্ধ আঘ্রাণ ও অরণ্যস্থ বিবিধ রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিব। গ্রামবাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, বনবাসীদিগেরও কোন অপকার করিব না। একাগ্রচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা, পক্ব ও অপক্ক ফল ভক্ষণ এবং বনজাত দ্রব্য ও সুস্বাদু সলিলে পিতৃ ও দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিব। এইরূপে অতি কঠোর আরণ্যক আচার প্রতিপালন করত প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। অথবা মুণ্ডিতমুণ্ড মুনি হইয়া একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক এক দিবস ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিব! আমি গৃহ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া থাকিব। শোক বা হর্ষে কদাচ অভিভূত হইব না। স্তুতি ও নিন্দাবাদে আমার সমান জ্ঞান থাকিবে এবং আমি পরিগ্রহ ও মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়, অন্ধ ও বধিরাকার হইয়া সতত প্রসন্ন মনে অবস্থান করিব। স্বধর্ম্মনিরত স্থাবরজঙ্গমা-

ত্মক চতুর্ব্বিধ প্রজাগণের প্রতি কদাচ হিংসা প্রকাশ বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিব না। সকল জীবের প্রতি অপক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিব। কাহারও প্রতি কখন ভ্রূভঙ্গী ও উপহাস করিব না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া সতত প্রসন্ন মুখে অবস্থান করিব। কাহারে পথ জিজ্ঞাসা না করিয়া কাম-ক্রোধাদিশূন্য চিত্তে যে কোন একটি পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিব। কোন দেশ বা কোন দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন অথবা গমনকালে পশ্চাদ্ভাগ অবলোকন করিব না। দেহ ও আত্মার অভিমান পরিত্যাগ করিব। স্বভাব সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, তন্নিবন্ধন আমারে অবশ্যই আহার করিতে হইবে। কিন্তু আমি অল্প ভোজনাদিজনিত ক্লেশ এক-কালে পরিত্যাগ করিব। এক গৃহে অল্প পরিমাণেও ভিক্ষা না পাইলে অন্য গৃহে এবং তথায় ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে আর এক গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা করিব। যে দিন কোথাও কিছু না পাইব, সে দিন আমার নিরাহারেই অতিবাহিত হইবে। গৃহ সকল ধূমশূন্য ও অগ্নিহীন গৃহস্থগণের ভোজন ব্যাপার সুসম্পন্ন ও অতিথি সঞ্চার বিরহিত হইলে আমি এককালে দুই তিন বা পাঁচ গৃহে ভিক্ষার্থ সঞ্চরণ করিব। আশাপাশ হইতে এক কালে বিমুক্ত হইব। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই আমার পক্ষে সমান হইবে। আমি কদাচ জীবিতাভিলাষী বা মুমূর্ষুর ন্যায় ব্যবহার করিব না। জীবন ও মৃত্যুতে হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। এক ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক হস্ত ছেদন ও অন্য ব্যক্তি আমার অপর হস্তে চন্দনানুলেপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি সেই দুই ব্যক্তির শুভ বা অশুভ

কিছুই প্রার্থনা করিব না। জীবিত ব্যক্তি যে সকল উন্নতিজনক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সেই কার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল দেহমাত্র ধারণ করিব। আমি কোন কার্য্যেই লিপ্ত হইব না; সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিহার করিব; বিষয় বাসনাকে মনেও স্থান প্রদান করিব না; আত্মারে পাপ হইতে বিমুক্ত করিব; অসৎকার্য্যরূপ পাশ হইতে অন্তরিত হইব এবং বায়ুর ন্যায় কাহারই আয়ত্ত হইব না।

হে অর্জ্জুন! আমি এইরূপে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শাশ্বত সন্তোষ লাভ করিব। আমি বিষয়বাসনাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। অনেকানেক লোক উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আপনার পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দের নিদানভূত ভার্য্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদিগকে দেহাবসানে সেই সমুদায় কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। এই সংসার রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে জীবগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া জীবগণের সহিত সমাগত হয়। এই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সংসার জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় নিতান্ত সমাকীর্ণ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সুখ লাভে সমর্থ হন। দেবগণকে স্বর্গ হইতে এবং মহর্ষিগণকে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া কোন্ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সংসার বাসের বাসনা করিবেন। আর দেখ, এক জন রাজা নানা প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে সামান্য কারণে অন্যান্য ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন ! বহু কালের পর আমার এই দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। জ্ঞান প্রভাবে আমি শাশ্বত স্থান লাভের অভিলাষ করিয়াছি। অতঃপর নিরন্তর ঐ রূপ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভয়পথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনায় অভিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব।

দশম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ ! আপনার অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হওয়াতে এক্ষণে আপনি হতভাগ্য শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কথা কহিতেছেন। যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কাল হরণ করিবেন, তবে কিনিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন ? ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে আপনার এরূপ বুদ্ধি জানিতে পারিলে কদাচ শস্ত্র গ্রহণ বা কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতাম না। যাবজ্জীবন ভিক্ষা করিয়া কাল হরণ করিতাম। তাহা হইলে ভূপালগণ কদাচ এই দারুণ যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হইতেন না। পণ্ডিতগণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তুকেই প্রাণ ধারণের উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষত্রধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরা কহেন যে, রাজ্য গ্রহণ কালে যে যে ব্যক্তি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগকে নিপাতিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি ; এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য ভোগ করুন। জলার্থী ব্যক্তির কূপ খনন পূর্ব্বক জল প্রাপ্ত না হইয়া পঙ্কলিপ্ত গাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, মধুলোলুপ ব্যক্তির

মহাবৃক্ষে আরোহণ ও মধু আহরণ পূর্ব্বক মধু পান না করিয়া প্রাণ ত্যাগ করা, ধনার্থী ব্যক্তির আশাবলে প্রভূত পথ অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, বীর পুরুষের সমুদায় শত্রু নিপাতিত করিয়া পরিশেষে আত্মহত্যা করা এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন লাভ ও কামুক পুরুষের কামিনী লাভ করিয়া ভোগ না করা যে রূপ শোচনীয়, আমাদের শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। আমরা আপনারে জ্যেষ্ঠ বলিয়া আপনার অনুগত থাকিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইতেছি। আমরা বাহুবলশালী ও কৃতবিদ্য হইয়াও অশক্তের ন্যায় ক্লীবের বাক্যের অধীন হইয়া রহিয়াছি; সুতরাং লোকে কেন আমাদিগকে গতিহীন ও অর্থভ্রষ্ট অবলোকন না করিবে। আপদ্গ্রস্ত জরাগ্রস্ত অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করেন। ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্ম গ্রহণ করেন। হিংসাই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ হিংসাধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ নির্দ্ধন ব্যক্তিগণই ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করা অকর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসরূপ কপট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে অচিরাৎ জীবন নাশ হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি,

অতিথি ও গুরুজনের ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যমধ্যে সুখে কাল হরণ করিতে পারে। অরণ্যচারী মৃগ, বরাহ ও পক্ষিগণের ন্যায় পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিমুখ বনচারী মনুষ্যগণও স্বর্গলাভে অসমর্থ হয়। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে পর্ব্বত ও বৃক্ষগণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। লোকে আপনার ভাগ্যবলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্যবলে কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধি লাভের উপায়ান্তর নাই। যদি কেবল আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত, তাহা হইলে জলজন্তু ও স্থাবরগণেরও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই বিষয়ে তাপসগণের সহিত ভগবান্ পুরন্দরের কথোপকথন উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে; আমি আপনার নিকট সেই ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কতগুলি অজাতশ্মশ্রু ব্রাহ্মণ ইতস্তত পরিভ্রমণ করাই যথার্থ ধর্ম্ম এই রূপ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া হিরণ্ময় পক্ষীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমক্ষে কহিলেন, বিঘসাশীরা যে

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, প্রাকৃত মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত সুকঠিন। ঐ কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়, জীবনের সার্থকতা ও অন্তে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

তখন সেই ঋষিগণ পক্ষীর বাক্য শ্রবণে পরস্পর কহিলেন, ঐ দেখ, এই বিহঙ্গম বিঘসাশীদিগের প্রশংসা করিতেছে। আমরা বিঘসাশী, অতএব এ প্রশংসা আমাদিগেরই তাহার আর সন্দেহ নাই।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! তোমরা পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, রজোগুণযুক্ত, উচ্ছিষ্টভোজী ও মন্দবুদ্ধি; তোমরা কখনই বিঘসাশী নও, আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করি নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, বিহঙ্গম! আমরা এইরূপে অবস্থান করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ইহাতে রত হইয়াছি। যদি ইহা অপেক্ষা কিছু শ্রেয়স্কর থাকে, তবে তাহার উপদেশ প্রদান কর। আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব।

পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! যদি তোমরা আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার কোন পথই অবিদিত নাই; অতএব আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ এবং তোমার বাক্যানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিব, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে উপদেশ প্রদান কর।

তখন পক্ষী কহিল, হে তাপসগণ! চতুষ্পদ মধ্যে গোধন, ধাতুদ্রব্য মধ্যে সুবর্ণ, শব্দমধ্যে মন্ত্র এবং দ্বিপদমধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মন্ত্রোক্ত জাতকর্ম্মাদি

দ্বারা সংস্কার হইয়া থাকে। বেদমন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের স্বর্গলাভের উপায়। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে যে দেবতারে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে, সে দেহান্তে সেই দেবতার সালোক্য প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। সিদ্ধিলাভ সকলেরই প্রার্থনীয়; কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান উপায় গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা কর্ম্মের নিন্দা করিয়া কুপথে পদার্পণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, অর্থহীন ও পাপাত্মা। যাহারা শাশ্বত দেবলোক গমন, পিতৃলোক গমন ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ ত্যাগ করে, তাহাদিগকে পরিশেষে কীটযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গার্হস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়। অতএব তোমরা ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। প্রতিদিন যথানিয়মে দেবার্চ্চনা, পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। দেখ, দেবতারা ঐ রূপ দুরূহ তপোনুষ্ঠান করিয়া পরম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাদিগকে সুকঠিন গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি। গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবদিগের মহাতপস্যা, সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে। রাগদ্বেষশূন্য নির্ম্মৎসর ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। হে তাপসগণ! যাহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক,

অতিথি, দেবতা ও আত্মীয়গণকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশী-দিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। উহাঁরা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠানফলে ইহ-লোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরা-পদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! তখন ব্রাহ্মণগণ সেই বিহঙ্গের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রমে সিদ্ধিলাভের সম্ভা-বনা নাই স্থির করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিলেন। অতএব আপনিও এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এই শত্রুশূন্য সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মিতভাষী মহাবাহু নকুল অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবগণ বিশাখযূপক্ষেত্রে বহ্নি স্থাপনার্থ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সমুদায় স্থণ্ডিল অদ্যাপি নেত্রগোচর হয়। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, দেবগণও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। যে পিতৃলোকেরা জলবর্ষণাদি দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিধি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা বেদোক্ত নিয়ম পরিত্যাগ করে, তাহারাই নাস্তিক। যে ব্রাহ্মণ সমুদায় কার্য্যেই বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনিই বেদমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে

সমুদায় আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া প্রধান প্রধান যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখাস্বাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষ কামনায় বনে পরিভ্রমণ করত দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান ও কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহারেও ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলা যায়। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, এক গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য। অন্য অন্য আশ্রমে কেবল স্বর্গ লাভ হয়, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে কাম ও স্বর্গ উভয়ই লাভ হইতে পারে। অতএব এই আশ্রম লোকতত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণের প্রধান গতি। যে ব্যক্তি গার্হস্থাশ্রম প্রধান জ্ঞান করিয়া উহা অব-লম্বন পূর্ব্বক রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগশীল। যে ব্যক্তি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কেবল অরণ্যে গমন করে তাহারে ত্যাগশীল বলা যায় না। ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি বনে থাকিয়া কামাদি স্মরণ করিলে যম পরিণামে মৃত্যুপাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠবন্ধন করেন। অভি-মান সহকারে কার্য্য করিলে উহা কদাপি ফলপ্রদ হয় না। ত্যাগী হইয়া কার্য্য করিলেই উহা মহাফল প্রদান করে। গৃহস্থাশ্রমে শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম প্রভৃতি তপস্বিজনোচিত কার্য্যকলাপ এবং দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের অর্চ্চনা অনায়াসে সম্পাদিত হইতে

পারে। এই আশ্রমে ত্রিবর্গ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রাহ্মণসেবিত গার্হস্থ ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া ত্যাগশীল হইতে পারেন, তাঁহার কখনই অপকার হয় না। হে মহারাজ! ধর্মপরায়ণ নিষ্পাপ প্রজাপতি বহুদক্ষিণ যজ্ঞ সমুদায়ের ভাগ গ্রহণ করিবেন বলিয়া সমুদায় প্রজা, যজ্ঞীয় তরুলতা, ওষধি, পশু ও পবিত্র ঘৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৃহস্থের যজ্ঞকার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তই গার্হস্থ ধর্ম নিতান্ত দুর্লভ। গৃহস্থ যদি পশু ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞ না করে, তাহা হইলে তাহারে নিয়ত পাপ ভোগ করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন ও মনে মনে শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কই ঋষিদিগের যজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণদিগের মনঃসমাধান দেবগণেরও প্রার্থনীয়।

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি এই সমস্ত সমাহৃত বিচিত্র রত্ন যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার বাসনা না করিয়া নাস্তিকের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, সর্ব্বত্যাগী হওয়া তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনি আমাদের আহৃত ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অভিমত রাজসূয়, অশ্বমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। রাজার প্রমাদদোষেই প্রজারা দস্যু তস্করাদি কর্ত্তৃক ক্লেশিত হয়। যে রাজা প্রজাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি কলি স্বরূপ। আমরা যদি ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সমলঙ্কৃত হস্তী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহ প্রদান না করিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ হই, তাহা হইলে আমাদিগকে নিশ্চয়ই কলিস্বরূপ হইতে হইবে। রাজা অদাতা ও শরণাগত প্রতিপালনে

পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহারে নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তিনি কদাচ সুখাস্বাদন করিতে পারেন না। যদি আপনি মহাযজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তীর্থাবগাহনে পরাঙ্মুখ হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার মাহাত্ম্য মারুতোদ্ধূত ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনারে উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পিশাচযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহ ত্যাগ করিলে ত্যাগশীল হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহারে কখনই হীন হইতে হয় না। হে মহারাজ! কোন্ ব্যক্তি দৈত্যসূদন দেবরাজের ন্যায় স্বধর্ম্মানুসারে বলশালী অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়া শোক করিয়া থাকে। আপনি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছেন। এক্ষণে উহা মন্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ পূর্ব্বক অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিতে পারেন। অতএব আপনার শোক করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নকুলের বাক্যাবসান হইলে সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র, আমার কলত্র, আমার ধন ইত্যাদি জ্ঞানকে মমকার কহে। মমকার দুই প্রকার, বাহ্য ও আন্তরিক। কেবল বাহ্য মমকার পরিত্যাগ করিলে কোন রূপেই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। আন্তরিক মমকার পরিত্যাগ করিতে পারিলেও সিদ্ধি লাভ হয় কি না

সন্দেহ। বাহ্য মমকার শূন্য আন্তরিক মমকার সম্পন্ন ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, তাহা আমাদের বিপক্ষগণের হউক। আর আন্তরিক মমকার শূন্য ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও সুখ লাভ হয়, আমাদের মিত্রগণ সেইরূপ ধর্ম্ম ও সুখ লাভ করুন। মমকার মৃত্যুস্বরূপ ও নির্ম্মমতা শাশ্বত ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত ভাবে আত্মারে আশ্রয় করিয়া জীবগণকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। হে মহারাজ! যদি আত্মা অবিনাশী হয়, তাহা হইলে অন্যের জীবন নষ্ট করিলে হিংসাধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যদি দেহের সহিত আত্মার এক কালে উৎপত্তি ও এককালে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে পর-লোকোদ্দেশে যে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায় বৃথা। অতএব আত্মা অবিনশ্বর, কি বিনশ্বর, ইহা নির্ণয় না করিয়া পূর্ব্বতন সাধু লোকেরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর।

যে মহীপাল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া উহা ভোগ না করেন, তাঁহার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষত যে ব্যক্তি বনে বাস ও বনজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বাহ্য পদার্থ রাজ্যাদির মমতা করে, তাহারে করাল কৃতান্তের আস্যদেশে বাস করিতে হয়। এক্ষণে আপনি প্রাণিগণের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করুন। যাঁহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই সংসার হইতে বিমুক্ত হন। আপনি আমার পিতা, ভ্রাতা, রক্ষিতা ও গুরু; অতএব আপনি আমার এই আর্ত্ত-প্রলাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ না হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি যে

সমস্ত কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আন্তরিক ভক্তি সহকারেই কহিয়াছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভ্রাতৃগণ এইরূপ বিবিধ বেদবিধানানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছু-মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অসাধারণ রূপলাবণ্য সম্পন্না সৎকুলসম্ভূতা ধর্ম্মদর্শিনী দ্রৌপদী গজযূথ পরিবেষ্টিত যূথপতির ন্যায় ভ্রাতৃগণ পরিবৃত ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নাথ! এই তোমার ভ্রাতৃগণ চাতকের ন্যায় বারংবার শুষ্ক কণ্ঠে চীৎকার করি-তেছে; কিন্তু তুমি একবারও উহাদিগের অভিনন্দন করিতেছ না। এক্ষণে যুক্তিযুক্ত বচন বিন্যাস দ্বারা ঐ চিরদুঃখভোগী ভ্রাতৃগণের আহ্লাদ বর্দ্ধন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে তোমার ভ্রাতৃগণ শীত, বায়ু ও আতপে একান্ত পরিক্লিষ্ট হইলে তুমি উহাদিগকে কহিয়াছিলে যে, আমরা রথারোহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে নিধন করিয়া সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিব। যখন তোমরা রথিগণকে রথবিহীন এবং গজ ও আরোহিগণের মৃত কলেবরে ও রথ সমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন করিয়া বিপুল দক্ষিণা সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, সেই সময় তোমাদিগের এই বনবাসদুঃখ অতীব সুখকর হইয়া উঠিবে। তুমি তৎকালে উহাদিগকে ঐ কথা কহিয়া আজি কি নিমিত্ত আমাদিগের মন ব্যথিত করিতেছ। ক্লীব ব্যক্তি কখনই পৃথিবী বা ঐশ্বর্য্য ভোগে অধিকারী হয় না। মৎস্য যেমন পঙ্কে অবস্থান করে না, তদ্রূপ ক্লীবের গৃহে কখনই পুত্র

বিদ্যমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রাজা দণ্ডবিহীন হইলে তাঁহার কিছুমাত্র প্রতাপ বা ভূমিভোগে অধিকার থাকে না এবং তাঁহার প্রজারাও সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। সকলের সহিত মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণেরই নিত্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের নহে। অসাধুদিগের দমন ও সাধুগণের প্রতিপালন এবং যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতাই নরপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহার শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভীকতা এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে, লোকে তাঁহারে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করে। তুমি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ কর নাই। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রভূত গজাশ্বরথ সম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার করিয়াই উহা অধিকার করিয়াছ। অতএব এক্ষণে পৃথিবী উপভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি দণ্ডবলে বিবিধ জনপদাকীর্ণ জম্বুদ্বীপ, মহামেরুর পশ্চিমস্থিত ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বস্থিত শাকদ্বীপ, উহার উত্তরস্থিত শাকদ্বীপ সদৃশ ভদ্রাশ্ব প্রদেশ এবং বিবিধ দেশ পরিপূর্ণ সমীপবর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপ শাসন করিয়াছ। এই সমস্ত অলৌকিক অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট সম্মান লাভ করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রীত হইতেছ না? একবার উদ্ধত বৃষভ তুল্য, প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভ্রাতৃগণকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হও। উহাঁরা সকলেই অরাতিতাপন ও অমর সদৃশ। আমার বোধ হয়, তোমাদের মধ্যে এক জন মাত্র স্বামী হইলেই আমার সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু আমার অদৃষ্টবলে শরীর-

স্থিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় তোমরা পাঁচ জনই আমার স্বামী হইয়াছ। মহারাজ! পূর্ব্বে কুন্তী দেবী আমারে কহিয়াছিলেন, পাঞ্চালি! যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিরে বিনাশ করিয়া তোমারে যার পর নাই সুখে রাখিবেন। সেই পরিণামদর্শিনী আর্য্যার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু এক্ষণে তোমার মোহ প্রভাবে বুঝি তাঁহার সেই বাক্য মিথ্যা হয়। হে মহারাজ! জ্যেষ্ঠ উন্মত্ত হইলে তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সুতরাং এক তোমার উন্মত্ততাতে সকল পাণ্ডবই উন্মত্ত হইয়াছে। যদি উহাঁরা উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে তোমারে নাস্তিকদিগের সহিত বদ্ধ কবিয়া আপনারাই পৃথিবী শাসন করিতেন। এক্ষণে তুমি যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছ, শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া উঠে, ধূপ, কজ্জল ও নস্য প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আমি পুত্রহীন, সুতরাং কামিনীগণের মধ্যে নিতান্ত অধম হইয়াও জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছি। তুমি ইহাঁদিগের সমক্ষে আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিও না। তুমি পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়া স্বয়ং অগাধ বিপদসাগরে নিপতিত হইতেছ। মহারাজ মান্ধাতা ও অম্বরীষ যেমন পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূপতির মাননীয় ছিলেন, এক্ষণে তুমিও তদ্রূপ হইয়াছ। অতএব মনঃক্ষোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এই গিরিকানন সমম্বিতা সদ্বীপা পৃথিবী শাসন, প্রজাপালন, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অরাতিদিগের সহিত সংগ্রাম এবং দ্বিজগণকে ভোজ্য বস্ত্র ও ধনরত্ন প্রদান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ, ! মহাত্মা অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে । পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর দেখুন, অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলত সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত । দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তি দিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। মনুষ্যের মোহান্ধকার নিরাস ও অর্থ রক্ষার নিমিত্ত জনসমাজে দণ্ডের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে। দণ্ডের কলেবর কৃষ্ণ ও নেত্র লোহিতবর্ণ। যে স্থানে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব এবং রাজার সাধুদর্শিতা থাকে তথায় প্রজারা কদাচ মোহে অভিভূত হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও

ভিক্ষুক ইহাঁরা দণ্ডের ভয়েই স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না। আর দেখুন, অন্যের মর্ম্ম ছেদন, দুষ্কর কার্য্য সাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় লোকের প্রাণ সংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ হয় না। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। দেখুন, যে সকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকেই ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বেদেব গণ ইহাঁরা সকলেই অসুরঘাতী, মনুষ্যেরা ইহাঁদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণ পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা, বিধাতৃ প্রভৃতি সুরগণের নিকট প্রণত হয় না। শান্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতগুলি সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান তৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহই হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র কুক্কুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ সমুদায়কে জীবের জীবন ধারণোপযোগী অন্ন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞেরা হিংসা সহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সঙ্কুচিত হন না।

হে মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ

করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই আপনাব কর্ত্তব্য। মূঢ়েরাই ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। দেখুন, তাপসগণও হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না। সলিলে, ভূতলে ও ফল সমুদায়ে বহুসংখ্য জীব বাস করিয়া থাকে। লোকে প্রাণ ধারণের নিমিত্ত সেই জীবগণের জীবন বিনাশ করিতেছে। এই পৃথিবীতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীব আছে যে, কেবল তর্ক দ্বারা তাহাদিগের সত্ত্বা অবগত হইতে হয়। লোকের অক্ষি-পক্ষ্মের আঘাতেও সেই সকল জীবের প্রাণনাশ হইতেছে। অনেক মুনি রাগ দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত ও অরণ্যবাসী হইয়াও বিমুগ্ধ চিত্তে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমি ভেদ এবং ওষধি, পশু, পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিতেছে। যাহা হউক, দণ্ডনীতির প্রভাবেই সকল জীবের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। যদি এই জীবলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজা সকল বিনষ্ট হইত এবং বলবান্ মনুষ্য দুর্ব্বল মনুষ্যগণকে মৎস্যের ন্যায় ভক্ষণ করিত। ব্রহ্মা পূর্ব্বে কহিয়া গিয়াছেন যে, দণ্ড সুবিহিত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বিধাতার এই বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দেখুন, হুতাশন একবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াও ফূৎকার-প্রভাবে ভীত হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হন। যদি দণ্ড সৎ ও অসতের বিচার না করিত, তাহা হইলে এই জীবলোক গাঢ় তিমিরপরিবৃতের ন্যায় লক্ষিত হইত। আর কোন বিষয়ই

অনুভূত হইত না। দেখুন, বেদনিন্দক নাস্তিকদিগকেও দণ্ড-প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। ফলত সমুদায় লোকই দণ্ডের আয়ত্ত। যথার্থ শুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন লোক নিতান্ত দুর্লভ। বিধাতা বর্ণচতুষ্টয়ের ভেদ নির্দ্দেশ, উৎকৃষ্ট নীতি প্রবর্ত্তন এবং ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। দণ্ডভয় না থাকিলে বায়স ও হিংস্র পশুগণ যজ্ঞীয় হবি এবং অন্যান্য পশু ও মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিত; মনুষ্যেরা বেদাধ্যয়ন ও সবৎসা ধেনু দোহন করিত না; স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারিণী হইত সমস্ত বস্তু উচ্ছিন্ন ও নিয়মাবলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত; সকলে সকল বস্তুই আপনার বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারিত; প্রভূত দক্ষিণা সম্পন্ন সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমুদায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত না; কেহই বিধানানুসারে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন ও বিদ্যানুশীলন করিত না; উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভেরা যান বহনে প্রবৃত্ত হইত না; ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইত এবং বালিকা পিতাব আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মানুষ্ঠান করিত। ফলত সমস্ত প্রজা দণ্ডেরই একান্ত বশবর্ত্তী। মনুষ্যেরা দণ্ডপ্রভাবে স্বর্গ লাভ ও ভূলোকে সুখে বাস করিয়া থাকে। যে স্থানে শত্রুবিনাশন দণ্ড বিরাজমান আছে, তথায় পাপ ও প্রতারণার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। যদি দণ্ড উদ্যত না থাকিত, তাহা হইলে কুক্কুর হবি নিরীক্ষণ করিবামাত্রই অবলেহন ও কাক সকল পুরোডাশ অপহরণ করিত, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! এক্ষণে এই রাজ্য ধর্ম্মানুসারে বা অধর্ম্মা-

নুসারেই হউক, আমাদিগেরই আয়ত্ত হইয়াছে ; এ বিষয়ে শোক প্রকাশ করিবার আর আবশ্যক নাই । অতঃপর আপনি উদ্‌যোগী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এই রাজ্য ভোগ করুন । পরম সুন্দর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী মনুষ্যেরা পুত্র কলত্র সমভি-ব্যাহারে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক অক্লেশে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । সমস্ত কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন ; সেই অর্থ আবার দণ্ডেরই আয়ত্ত ; অতএব আপনি দণ্ডের যে কতদূর গৌরব, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন । ধর্ম্ম লোকযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্তই সংস্থাপিত হইয়াছে । যদি কেহ প্রবল জন্তুকে দুর্ব্বল জন্তুর বিনাশার্থ উদ্যত দেখিয়া প্রবলের বিনাশ সাধন না করে, তাহা হইলে তাহারে সেই দুর্ব্বল জন্তুর হিংসায় এক প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয় ; অতএব সে স্থলে প্রবল জন্তুরে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলকে পরিত্রাণ করাই প্রধান ধর্ম্ম । সকল কার্য্যেই আংশিক দোষ ও আংশিক গুণ থাকে । কোন কার্য্যই সম্পূর্ণ দোষযুক্ত বা সম্পুর্ণ গুণ সম্পন্ন হয় না । মনুষ্যেরা পশুগণের বৃষণ ছেদ ও নাসিকা ভেদ করিয়া তাহা-দের দ্বারা ভার বহন করাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে প্রহা-রও করিয়া থাকে । জীব লোকের সমুদায় কার্য্যই এইরূপে দণ্ডপ্রভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে ; অতএব আপনি নীতিপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন । যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, প্রজা পালন, মিত্রগণের রক্ষা ও শত্রুদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হউন, শত্রু বিনাশ বিষয়ে দীন ভাব অবলম্বন করিবেন না ; শাস্ত্রানুসারে শত্রু বিনাশ করিলে কিছুমাত্র পাপ-জন্মে না । শস্ত্র দ্বারা আত-

তায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; কারণ ক্রোধই ঐ হত্যার মূলীভূত। বিশেষত আত্মা অবধ্য ; সুতরাং আত্মারে বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। যেমন কোন ব্যক্তি পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কলেবর আশ্রয় করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা উহারেই মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

তখন অমর্ষপরায়ণ তেজস্বী ভীমসেন অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, নরনাথ! ইহলোকে আপনার কোন ধর্ম্ম অবিদিত নাই। আমরা সতত আপনার চরিত্রের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন ক্রমেই উহাতে সমর্থ হই না। আমি বারংবার মনে করি যে, আপনারে উপদেশ প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য, অতএব তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখাবেগপ্রভাবে কোন ক্রমেই নিরস্ত থাকিতে পারি না। এক্ষণে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার মোহ বশত আমাদের সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়াছে এবং আমরাও নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়াছি। আপনি প্রজারঞ্জন ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া কি নিমিত্ত দৈন্যগ্রস্ত কাপুরুষের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছেন? আপনি লোকের সদ্গতি ও দুর্গতি এবং ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে আমি আপনারে রাজ্য গ্রহণ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া যে যুক্তিযুক্ত কথা কহিতেছি,

তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। ব্যাধি দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক, ঐ উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মন অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে। কফ্, পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শারীরিক গুণ। যাহাদিগের এই তিন গুণ সমভাবে থাকে, তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এই গুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য জন্মে, তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়। পণ্ডিতেরা উষ্ণ দ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের নিবারণ করিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক রোগের প্রতি-বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনেরও তিন গুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ব, রজ ও তম। যাহাদিগের ঐ গুণত্রয় সমভাবাপন্ন থাকে, তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতি-বিধান করা আবশ্যক। শোক দ্বারা হর্ষবেগ ও হর্ষ দ্বারা শোকবেগ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। অনেকে সুখ সম্ভোগ কালে দুঃখ স্মরণ ও অনেকে দুঃখের সময় সুখ স্মরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনি কখনই দুঃখে অভিভূত বা সুখে একান্ত আসক্ত হন নাই। সুতরাং আপনার সুখ দুঃখ স্মরণ হইবার বিষয় কি? অথবা যদি আপনি স্বভাবের দুস্ত্যজ্যতা বশত এক্ষণে দুঃখ স্মরণ করেন, তাহা হইলে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী যে আমাদিগের সমক্ষে সভামধ্যে সমানীত হইয়াছিলেন,

আমরা অজিন পরিধান পূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে মহারণ্যে বাস করিয়াছিলাম ; চিত্রসেনের সহিত আমাদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, দুরাত্মা জটাসুর ও জয়দ্রথ আমাদিগকে যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং অজ্ঞাত বাসকালে পাপাত্মা কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীরে যে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই সমুদায় দুঃখ স্মরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

হে মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত আপনার যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মনের সহিত সেই রূপ যুদ্ধ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যুদ্ধে শর-নিকর বা বন্ধুবান্ধবের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কেবল নির্ব্বি-কল্পাত্মক আত্মারে সহায় করিতে হইবে। যদি এই যুদ্ধে আপনি জয়লাভ না করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে দেহান্তর আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ব সংস্কার বশত পুনরায় মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। অতএব আজিই আপনার আত্মারে একাগ্র করিয়া মনকে যুদ্ধে পরাজয় করি-বার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহারে জয় করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! অতঃপর এই বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিয়া পিতৃ পিতামহগণের রীত্যনুসারে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন। এক্ষণে আমাদিগের সৌভাগ্য বশতই পাপাত্মা দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত নিহত ও দ্রৌপদীর কেশকলাপ সংযত হইয়াছে। আমরা বলবীর্য্যশালী বাসুদেবের সহিত আপনার কিঙ্কর হইলাম। আপনি অতঃপর প্রভূতদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি কেবল অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ, বল, অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়া রাজ্য ভোগে বাসনা করিতেছ। এক্ষণে ঐ সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্য ভোগের প্রশংসা করিতেছ? এক দিন বা কতিপয় মাসের কথা দূরে থাকুক, যাবজ্জীবন চেষ্টা করিলেও কেহ আশা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আর কাষ্ঠ শূন্য হইলে শান্ত ভাব অবলম্বন করে; অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তি কেবল আপনার উদর পূরণের নিমিত্তই অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজয় কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। তুমি ঐশ্বর্য্য ও কামাসক্ত মানবগণকে প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাহারা ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহারাই চরমে পরম পদ লাভে সমর্থ হয়। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহৎ ভার হইতে বিমুক্ত হও। ব্যাঘ্র আপনার উদর পূরণের নিমিত্ত অধিকতর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করে এবং লোভপরতন্ত্র অন্যান্য মৃগেরা তাহারে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়।

রাজাও ব্যাঘ্রের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া অধিক সংগ্রহ করেন, আর অন্যে তাহার সেই সংগৃহীত দ্রব্যজাত অনায়াসে ভোগ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রায় কোন নরপতিই বিষয় সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন না। পত্রভোজী, অশ্মকুট্ট, দন্তোলুখল জলাহারী ও বায়ুভক্ষ তপস্বীরাই নরক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে নরপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারে কৃতকার্য্য বলা যায় না; যাঁহার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই যথার্থ কৃতকার্য্য; অতএব এক্ষণে সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হইয়া অক্ষয় পদ লাভের চেষ্টা কর, ভোগাভিলাষ পরিশূন্য ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। তুমি বৃথা কেন ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত অনুতাপিত হইতেছ; অচিরাৎ ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় হইতে বিমুক্ত হও। দেবলোক ও পিতৃলোক এই উভয় স্থানে গমন করিবার পথ অতি সুপ্রসিদ্ধ। যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোকে, আর যাহারা অভিমান শূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। মহর্ষিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়ন করত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। তাঁহাদিগকে মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হয় না। ইহলোকে ভোগ্য বস্তুই বন্ধন ও কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই পরম পদ লাভে সমর্থ হয়।

হে পার্থ! পূর্ব্বে জনক রাজা মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক

মমতা শূন্য হইয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ; কিন্তু আমার কিছুই নাই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলে কখনই অশোচ্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করে না এবং পর্ব্বতারূঢ় ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজ হইতে অন্তরিত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কার্য্য সকল সন্দর্শন করে। যে ব্যক্তি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় অবলোকন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চক্ষুষ্মান্ এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অন্যের অজ্ঞাত বিষয় বুঝিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি দিগের বাক্যাববোধে সমর্থ, তিনি সমাজমধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আর যিনি শরীরস্থিত পঞ্চ ভূতকে একাকার, আত্মায় বিলীন ও আত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। মূর্খ, লঘুচেতা, নির্ব্বোধ, তপোনুষ্ঠান বিমুখ ব্যক্তিরা কদাচ ব্রহ্মলোক গমনে সমর্থ হয় না। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। ফলত সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে অর্জ্জুন তাঁহার বাক্‌শল্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দুঃখশোকসন্তপ্ত চিত্তে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বিদেহরাজ জনকের স্বীয় মহিষীর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছে। আমি আপনার সমীপে সেই

কথোপকথন কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ জনক রাজ্য, ধন, রত্ন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধহীন ও নিরীহ হইয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিলে তাঁহার মহিষী তাঁহারে ভৃষ্টযবমুষ্টি ভিক্ষা করিতে দেখিয়া নির্জ্জনে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত ধনধান্য পরিপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে? ভৃষ্টযবমুষ্টি যাচ্ঞা করা কি তোমার কর্ত্তব্য? তুমি সমুদায় রাজ্য ধন পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু ভৃষ্টযবমুষ্টি গ্রহণ লোভ থাকাতে তোমার সর্ব্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা বিফল হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন ক্রমেই অতিথি, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইবে। তুমি ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত হইলে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণ তোমারে পরিত্যাগ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে সহস্র সহস্র ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অসংখ্য লোক তোমার নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তুমিই অন্যের অনুগ্রহে আপনার উদর পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছ। আজি স্বীয় সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন প্রত্যাশায় ইতস্তত পরিভ্রমণ করাতে তোমার জননী পুত্রহীন ও ভার্য্যা পতিবিহীন হইলেন। ধর্ম্মফললাভার্থী ক্ষত্রিয়গণ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সতত তোমার উপাসনা করিতেন। তুমি তাঁহাদিগের আশা বিফল করিয়া কোন্ লোকে গমন করিবে। প্রাণিমাত্রেই

অদৃষ্টের অধীন ; সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলেও লোকে মোক্ষ লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ। তুমি যখন ধর্ম্ম-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করিতেছ, তখন তুমি নিতান্ত পাপাত্মা ; তোমার কোন লোকেই অধিকার নাই। তুমি কি নিমিত্ত গন্ধমাল্য অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াবিহীন হইয়া প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ ? তুমি নিপানের ন্যায়, মহাবৃক্ষের ন্যায় সর্ব্ব ভূতের আশ্রয় স্বরূপ ; আত্মোদর পূরণার্থ অন্যের উপাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কর্ম্মহীন হইয়া নিতান্ত কুকর্ম্ম করিয়াছ। হস্তীও কার্য্য বিহীন হইলে ক্রব্যাদ ও কৃমিগণ তাহার মাংস ভোজন করে। হায় ! যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে দণ্ড কমণ্ডলু ও বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তুমি কি নিমিত্ত তাহাতে অনুরক্ত হইতেছ ? তুমি সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভৃষ্টযবমুষ্টি ভিক্ষা অবলম্বন করিয়াছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ যবমুষ্টিও রাজ্যাদির ন্যায় লোভের দ্রব্য। সুতরাং উহা গ্রহণ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবে। মহারাজ ! এক্ষণে তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর। যে ব্যক্তি পরম সুখার্থী সন্ন্যাসীদিগের সমাহৃত কমণ্ডলু প্রভৃতি দর্শন ও স্বয়ং তৎসমুদায়ের আহরণে যত্ন করে, তাহার প্রাসাদ, শয়নীয়, যান, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্রব্যজাত পরিত্যাগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। যে ব্যক্তি সতত প্রতিগ্রহ করে, আর যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করে, এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? যে ব্যক্তি সতত যাচ্ঞা করে, তাহারে দক্ষিণা দান করা দাবানলে আহুতি

প্রদানের তুল্য। হুতাশন যেমন দাহ্য বস্তু না পাইলে স্বয়ং প্রশান্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ যাচক ব্রাহ্মণও ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে স্বয়ং নিরস্ত হয়। ইহলোকে সাধু লোকেরা অন্ন দান করিবার নিমিত্ত জীবন ধারণ করেন। রাজা যদি দাতা না হন, তাহা হইলে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন। ইহলোকে অন্নসম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। ভিক্ষুকগণ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই জীবন ধারণ করে। সকলেই অন্ন দ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ। গৃহত্যাগী ব্যক্তিগণ গৃহস্থের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া দমগুণ প্রভাবে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। লোকে কথঞ্চিৎ বিষয় ত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই ভিক্ষুক হয় না। যে ব্যক্তি সরল ভাবে সমুদায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভিক্ষুক। যিনি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া অনুরাগীর ন্যায় ব্যবহার এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারেই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কষায় বসনধারী মুণ্ডিতমুণ্ড ব্যক্তিগণ প্রায়ই বিবিধ কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দান গ্রহণার্থ পরিভ্রমণ ও মঠশিষ্যাদি লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলত বেদাধ্যয়ন, বার্ত্তাশাস্ত্র ও পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ড ও কষায় বস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। মুণ্ডব্রতধারী ধর্ম্মধ্বজীদিগেরই কষায় বস্ত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া অজিনধারী, নগ্ন, মুণ্ডিতমুণ্ড ও জটাধর সন্ন্যাসীদিগকে

প্রতিপালন করিয়া সমুদায় লোক জয় কর। যে ব্যক্তি গুরু লোকের প্রীতি সম্পাদনার্থ অহরহ বিপুলদক্ষিণ বহুপশু সমন্বিত বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই জগতে তাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ আর কে হইতে পারে ?

হে ধর্ম্মরাজ ! লোকে যে রাজর্ষি জনককে তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তিনিও এইরূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অতএব বোধ হয়, মোহ সকলকেই অভিভূত করিতে পারে। অতঃপর আপনি আর মোহের বশতাপন্ন হইবেন না। বদান্য মনুষ্যেরাই গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা অনৃশংস, কামক্রোধ বর্জ্জিত, দানধর্ম্মপরায়ণ, গুরুসেবা নিরত ও সত্যবাদী হইয়া যথাবিধি দেবতা ও অতিথিদিগের সেবা করত প্রজা পালন করিলেই ইষ্ট লোক লাভ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ উভয়ই অবগত আছি। বেদে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেখ, শাস্ত্র সমুদায় নিতান্ত জটিল। যুক্তি দ্বারা উহার যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, আমি তাহা সম্যক্ অবগত আছি। তুমি কেবল বীরব্রতধারী ও অস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রার্থ প্রকৃতরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ নও। যদি তুমি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও ধর্ম্মনিশ্চয় সম্যক্‌রূপ অবগত হইতে তাহা হইলে আমারে কদাচ এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে না। যাহা হউক, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ নিবন্ধন আমারে যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি পরম

প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যুদ্ধধর্ম্ম ও কার্য্যনৈপুণ্য বিষয়ে এই ত্রিলোকমধ্যে তোমার সদৃশ আর কেহই নাই। তুমি যুদ্ধ বিষয়ে সূক্ষ্মতর নিতান্ত দুষ্প্রবেশ্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে পার। কিন্তু আমি যাহা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি কেবল যুদ্ধশাস্ত্রই অনুশীলন করিয়াছ। জ্ঞানবৃদ্ধদিগের সেবা কর নাই এবং যাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপ ও সবিস্তরে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মনির্ণয়ও সবিশেষ অবগত নও। বুদ্ধিমান্ লোকে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গিয়াছেন যে, তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ শ্রেষ্ঠ। তুমি ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, কিন্তু আমি উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি না। দেখ সাধ্যায় সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ তপঃপ্রভাবে অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। আর অন্যান্য বনবাসীরাও স্বাধ্যায় সম্পন্ন হইয়া স্বর্গ লাভ করেন। আর্য্য ব্যক্তিরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অজ্ঞানান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ত্যাগশীল ব্যক্তিদিগের অধিকৃত উত্তর দিগ্স্থিত লোক সমুদায় লাভ করিয়া থাকেন। আর ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিরা শ্মশানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী লোকে গমন করেন। মোক্ষার্থীরা যে গতি লাভ করেন, তাহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত সুকঠিন ; অতএব যোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রার্থনীয়। এক্ষণে যোগের বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সার ও অসার পরীক্ষার্থ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক ও বিবিধ শাস্ত্রের

অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে যেমন কদলীস্তম্ব বিপাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে সার নিরীক্ষণ করে না, তদ্রূপ তাঁহারাও শাস্ত্রমধ্যে সার নিরীক্ষণে বঞ্চিত হন। কেহ কেহ অদ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে অবস্থিত আত্মারে ইচ্ছাদিসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ফলত আত্মা চক্ষুর অপ্রত্যক্ষ, বাক্যে অনির্দ্দেশ্য ও অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ। উহা অবিদ্যা প্রভাবে জীবরূপে পরিবর্ত্তন করিতেছে। লোকে মন ও ইচ্ছারে দমন, অহঙ্কার ও ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ এবং আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই সুখী হয়।

হে ধনঞ্জয়! এইরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির গোচর সাধু জনসেবিত পথ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি নিমিত্ত অনর্থবহুল অর্থের প্রশংসা করিতেছ। জ্ঞানসম্পন্ন দানযজ্ঞাদিনিরত ব্যক্তিরাও অর্থকে অনর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ভূমণ্ডলে আর কতকগুলি এরূপ লোক আছে, যাহারা অধ্যয়ন করিয়া পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঐরূপ লোকেরা নিতান্ত মূঢ়। উহারা আত্মা নাই বলিয়া বাচালতা প্রকাশ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করে। হে অর্জ্জুন! এই জীবলোকে এরূপ বহুসংখ্য শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও মহৎলোক আছেন যে, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া আমাদের বা অন্যান্য লোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহা হউক, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে তপ ও বুদ্ধি প্রভাবে মহত্ত্ব এবং ত্যাগ দ্বারা অবিনশ্বর সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই!

বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসান

হইলে পর মহাতপস্বী সদ্বক্তা দেবস্থান তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন ধনকে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, আমি তোমার সমক্ষে তাহা সপ্রমাণ করিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছ, অতএব অকারণে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। লোকমধ্যে যে চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য অতএব এক্ষণে তুমি প্রভূত দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ঋষিগণ বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জ্জন, বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তপস্যা করিয়া থাকেন। বৈশম্পায়ন কহেন, ধন যাচ্ঞা করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা উহা না করা শ্রেয়। যাচ্ঞা করা নিতান্ত দোষাবহ। যে সকল নির্দ্ধন ব্যক্তি যজ্ঞাদির নিমিত্ত অতি কষ্টে ধন ও বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ পূর্ব্বক পাত্রসাৎ না করিয়া অপাত্রে সমর্পণ করে, তাহারা আত্মারে ব্রহ্মহত্যা দোষে দূষিত করিয়া থাকে। পাত্র অপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করাও নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

যাহা হউক, ভগবান্ বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্তই অর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষকে উহার রক্ষক রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব যজ্ঞাদিতে সমস্ত ধন ব্যয় করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়। মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রভাবেই সমস্ত দেবতারে অতিক্রম ও ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসা মহাত্মা মহাদেব

অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। এই জগৎ যে জরা মৃত্যুরূপ গ্রাহ সম্পন্ন কালরূপ অতি গভীর সাগরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদবিশারদ অনেকানেক বৈদ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর কষায়-রস পান ও ঘৃত ভোজন করিতেছে, কিন্তু মহাসাগর যেমন বেলাকে অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা কখনই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। অনেক রসায়ন বিদ্যাপারদর্শী মনুষ্য জরাব্যাধি নাশক ঔষধ সেবন করিয়াও মহাগজ বিদলিত বৃক্ষের ন্যায় জরা প্রভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইতে-ছেন। তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন, অতি বদান্য, যজ্ঞশীল ব্যক্তিরাও জরা মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। যে বৎসর, যে মাস, যে পক্ষ, যে দিবস ও যে রাত্রি এক বার অতি-ক্রান্ত হয়, তাহা আর পুনরায় আগমন করে না। হে মহা-রাজ! অবশ মনুষ্য কাল প্রভাবে সর্ব্বসাধারণ সংসার-মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, জীব হইতে দেহের উৎপত্তি এবং কেহ কেহ বলেন, দেহ হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই জীবলোকে পুত্রকলত্র সমাগম যে পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বীয় শরীরের সহিতও লোকের চিরকাল সহবাস হয় না। হে মহারাজ! এখন তোমার পিতা ও পূর্ব্ব পিতামহগণ কোথায়? আজি তুমিও তাঁহাদিগের সন্দর্শন লাভ করিতেছ না, তাঁহারাও তোমারে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য ইহ-লোকে অবস্থান পূর্ব্বক স্বর্গ ও নরক দেখিতে পায় না; শাস্ত্রই

সাধুগণের চক্ষুঃ; তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর। পিতৃলোক, দেবলোক ও মর্ত্ত্য লোকের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মনুষ্যের ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব লোকে হৃদয়দুঃখ অপনীত করিয়া পবিত্রদৃষ্টি হইয়া ঐ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উভয় লোকে সুখী হইবে। যে রাজা রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ন্যায়ানুসারে দ্রব্যজাত আহরণ করেন, সমুদায় লোকে তাঁহার যশোরাশি পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! বিদর্ভরাজ জনক মহাত্মা অশ্মার মুখে এইরূপ যুক্তিপরিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অতএব এক্ষণে তুমিও শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্ত হও। তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী অধিকার করিয়াছ, স্বচ্ছন্দে ইহা উপভোগ কর; কদাচ ইহাতে অনাদর প্রদর্শন করিও না।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বেদব্যাস এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তখন মহামতি অর্জ্জুন বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! ধর্ম্মরাজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি উহাঁরে আশ্বাস প্রদান কর। ইহাঁর শোক নিবন্ধন আমরা সকলেই পুনরায় ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, অতএব ইহাঁর শোক নিবারণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুন কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করিলেন। ধর্ম্ম-রাজ বাল্যকালাবধি অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন এবং কিছুতেই তাঁহার বাক্য অতিক্রম করি-তেন না। মহাবাহু মধুসূদন ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন পূর্ব্বক শৈলশৃঙ্গ সদৃশ চন্দনচর্চ্চিত হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, নরনাথ! শোক দ্বারা গাত্র শোষণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। এই সমরাঙ্গনে যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, আপনি কোন রূপেই তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি-বেন না। তাঁহারা স্বপ্নলব্ধ অর্থের ন্যায় এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন। উহাঁরা সকলেই ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে মহারণে সম্মুখীন হইয়া বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরজনোচিত পরম পবিত্র গতি লাভ করি-য়াছেন। উহাঁদের কেহই রণপরাঙ্মুখ বা পলায়মান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্তও শোক করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থলে আমি একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ করুন। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্র-শোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ! কি আমি কি তুমি কি অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলকেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং পরিণামে সকলকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে হইবে; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? আমি এক্ষণে পূর্ব্বতন মহীপালগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া ইহা শ্রবণ কর; তাহা হইলেই তোমার

শোকসন্তাপ নিবারণ হইবে। যে ব্যক্তি সেই মহানুভব ভূপালগণের মনোহর চরিত্র শ্রবণ করে, তাহার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও শুভগ্রহ সঞ্চার হয়। অবিক্ষিততনয় মহারাজ মরুত্ত অতি সৌভাগ্যশালী ছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ বৃহস্পতি সমভিব্যাহারে ঐ মহাত্মার যজ্ঞে সমাগত হইতেন। উনি স্পর্দ্ধা সহকারে দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত ঐ মহাত্মার যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদনে অস্বীকার করাতে সুরাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সংবর্ত্ত ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উহাঁর রাজ্য শাসন কালে পৃথিবী অকৃষ্ট হইয়াও শস্যশালিনী হইত। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিশ্বদেবগণ সভাসদ এবং সাধ্য ও মরুদ্গণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। দেবগণ ঐ যজ্ঞে সোমরস পানে যাহার পর নাই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ রাজা দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহা বহন করিতে পারেন নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই সমস্ত রাজা তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তাঁহারেও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তখন তুমি কেন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

উতথির পুত্র মহারাজ সুহোত্রকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ মহাত্মার রাজ্যে এক বৎসর সুবর্ণ বর্ষণ করেন। বসুমতী ঐ রাজার অধিকার সময়ে যথার্থনামা হইয়াছিলেন। ঐ সময় নদী সমুদায়ের প্রবাহে হিরণ্য প্রবাহিত হইত। লোকপূজিত দেবরাজ ঐ সকল

নদীতে সুবর্ণময় কুর্ম্ম, কর্কটক, নক্র, মকর ও শিশুমার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহারাজ সুহোত্র নদীতে সহস্র সহস্র সুবর্ণময় মকর, মৎস্য ও কচ্ছপ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তৎসমুদায় গ্রহণ ও কুরুজাঙ্গলে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। তিনি তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

অঙ্গাধিপতি মহারাজ বৃহদ্রথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। ঐ মহাত্মা বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ লক্ষ শ্বেত অশ্ব, দশ লক্ষ সুবর্ণালঙ্কৃত কন্যা, দশ লক্ষ দিগ্গজ তুল্য মাতঙ্গ, এক কোটি হেমমালা বিভূষিত বৃষ ও সহস্র গাভী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা বিষ্ণুপদনামা পর্ব্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবরাজ সোমরস পান ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা ক্রমে ক্রমে একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণকে এত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিতে পারেন নাই। অঙ্গরাজ অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি সাত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে ধন বিতরণ করিয়াছিলেন, তত ধন দান করিতে পারে, এমন পুরুষ অদ্যাপিও জন্ম গ্রহণ করে নাই, করিবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই বৃহদ্রথ তোমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বৈরাগ্যযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী

এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন পুত্রের নিনিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ।

উশীনরতনয় মহাত্মা শিবিরেও কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাবীর একমাত্র রথে আরোহণ ও সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূপালগণকে পরাজয় করেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আপনার সমুদায় গো, অশ্ব ও অন্যান্য আরণ্য পশু প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাপতি উহাঁরে অদ্বিতীয় ধুরন্ধর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ফলত রাজমণ্ডলে অদ্যাপি শিবির ন্যায় গুণ সম্পন্ন আর কেহই হয় নাই, হইবেও না। হে সৃঞ্জয়! সেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী শিবিরাজা তোমা অপেক্ষা বলবান্, ধার্ম্মিক, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কেন সেই অযাজ্ঞিক পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

বিপুল বিভবশালী শকুন্তলাগর্ব্ভজাত দুষ্মন্তপুত্র মহাত্মা ভরত রাজাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা দেবগণের উদ্দেশে যমুনাপুলিনে তিন শত, সরস্বতীতটে বিংশতি এবং গঙ্গাতীরে চতুর্দ্দশ অশ্ব বদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন নরপতিই ভরতের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। ঐ মহাত্মা যজ্ঞবেদী বিস্তার ও তাহাতে অসংখ্য অশ্ব বন্ধন করিয়া যজ্ঞাবসানে মহর্ষি কণ্বকে পদ্ম সহস্র অশ্ব প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! দুষ্মন্তপুত্র তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক

জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কি নিমিত্ত পুত্রের জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

দশরথতনয় রামচন্দ্রকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে কোন কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। জলদাবলি যথাকালে বারিবর্ষণ করাতে প্রচুর শস্য সমুৎপন্ন হইত, কখনই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। অকালমৃত্যু, অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না। প্রজাগণ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিত। ঐ সময় সকলেই কৃতকর্ম্মা ছিল। পুরুষদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়া দূরে থাকুক্, কামিনীগণের মধ্যেও কখন কলহ উপস্থিত হইত না। প্রজাগণ সকলেই ধার্ম্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত, নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাদপ সকল নিয়মিত ফল পুষ্পে সুশোভিত থাকিত। সকল গাভীরই কলসপরিমিত দুগ্ধ হইত। মহাতপা রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ, লোহিতনেত্র, আজানুলম্বিতবাহু, সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। উনি অযোধ্যার অধিপতি হইয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন। ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, নিস্পৃহ ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন।

যখন তিনিও কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তখন তুমি কি জন্য আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

রাজা ভগীরথকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার অতি বিস্তীর্ণ যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া ভুজবলে অসংখ্য অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। সেই মহীপাল যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণা প্রদান করেন। ঐ কন্যাগণ প্রত্যেকে অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেক রথের পশ্চাৎ সুবর্ণ মাল্য পরিশোভিত এক শত হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর পশ্চাৎ সহস্র অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের পশ্চাৎ সহস্র গাভী ও প্রত্যেক গাভীর পশ্চাৎ সহস্র মেষ ও ছাগ গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে একদা রাজা ভগীরথ নির্জ্জনে উপবেশন করিলে গঙ্গা তাঁহার উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই গঙ্গার নাম উর্ব্বশী হইয়াছে। গঙ্গা ঐ রাজারে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিয়া অদ্যাবধি ভাগীরথী নামে অভিহিত হইতেছেন। হে স্বঞ্জয় ! সেই মহাত্মা ভগীরথ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

মহাত্মা দিলীপকেও মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ মহাত্মার বিচিত্র চরিত্র সমুদায় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ মহাত্মা যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে এই ধনরত্নপরিপূর্ণ বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার

সর্ব্বযজ্ঞে আপনারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বমধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি ও দেবদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র অপেক্ষা ধনসম্পত্তি-শালী মহীপতি মরুত্ত সুবর্ণময় যজ্ঞীয় পাত্র সকল নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক শোক-তাপ শূন্য ও পুণ্যশালী হইয়াছিলেন। উহাঁর সম্পত্তিও ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক ছিল। অতএব যজ্ঞেই সমুদায় ধন ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

দেবস্থান কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকট জ্ঞানোপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিয়াছিলেন যে, সন্তোষ অতি সুখকর পদার্থ, সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। মনুষ্যের কাম সকল কূর্ম্মের শুণ্ডাদির ন্যায় সঙ্কুচিত হইলেই আত্মজ্যোতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। যখন মনু-ষ্যের মনে ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না এবং কাম ও দ্বেষ এককালে পরাজিত হইয়া যায়, তখনই আত্মার সহিত সাক্ষাৎ-কার হইয়া থাকে। আর যৎকালে প্রাণিগণের অনিষ্টবাঞ্ছা তিরোহিত হয় এবং কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা থাকে না সেই সম-য়ই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

হে ধর্ম্মনন্দন! এইরূপে প্রাণিগণের মধ্যে যিনি যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন; অতএব বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জগতে কেহ কেহ সন্ধির ও কেহ কেহ যুদ্ধের প্রশংসা করে এবং কেহ কেহ ঐ উভয়েরই প্রশংসা করেন

না। কেহ কেহ যজ্ঞ, কেহ কেহ সন্ন্যাস ধর্ম্ম, কেহ কেহ দান ও কেহ কেহ প্রতিগ্রহকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে। আর কেহ কেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া থাকে। কেহ কেহ অরাতিগণের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ ও প্রজা প্রতিপালন এবং কেহ কেহ বা নির্জ্জন বাসকেই প্রশংসা করিয়া থাকে। বিদ্বান ব্যক্তিরা এই সমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুও অহিংসা, সত্য বাক্য, সম্যক্ রূপে বিভাগ, দয়া, দম, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা এবং স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, এই সকলকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি যত্ন সহকারে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যে রাজনীতিবেত্তা ক্ষত্রিয় জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বীয় রাজ্যমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন, অসাধুগণের নিগ্রহ, সাধুগণের সম্মান ও ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বন্য ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে নিরত হন, তিনি উভয় লোকেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। হে মহারাজ! আমার মতে মুক্তিপদ লাভ করা নিতান্ত কঠিন। উহাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব ভূপতিদিগের পক্ষে প্রজাপালনাদিই শ্রেয়। যাঁহারা সত্য, দান, তপস্যা ও অহিংসাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কাম ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা প্রতিপালন করেন এবং গো ও ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অতি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া

থাকেন । রুদ্র, বসু আদিত্য, সাধ্য ও রাজর্ষিগণও ঐ সকল ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায় ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ঐ সময় অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আপনি ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে শত্রু জয় ও নিতান্ত দুর্ল ভ রাজ্য অধিকার করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত সন্তপ্ত হইতেছেন ? ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; উহা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । আর ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস ও তপস্যা এবং ক্ষত্রিয়ের সংগ্রামমৃত্যুই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ভয়ঙ্কর । সংগ্রামকালে শস্ত্র দ্বারা মৃত্যুলাভ হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের শ্রেয় । ক্ষত্রিয়জাতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; সুতরাং ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলে এই জীবলোকে অতিশয় সম্মানাস্পদ হইয়া থাকেন । সন্ন্যাস, যাচ্ঞা, তপ ও পরধনে জীবিকা নির্ব্বাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ । আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পূর্ব্বাপরদর্শী ; অতএব এক্ষণে আপনি শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য । ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বজ্রের ন্যায় অতি কঠিন ; উহাতে শোক সন্তাপ প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অনুচিত । আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে শত্রুজয় ও নিষ্কণ্টক রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, অতঃপর দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন । দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপের পুত্র হইয়াও স্বীয় কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নবনবতিবার পাপস্বভাব

জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যও পূজ্য ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রভাবেই দেবগণের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি শোক তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রের ন্যায় প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। যাঁহারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সমরমৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়াছে ; সুতরাং সেই মহাত্মাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহা ঘটিয়াছে, উহা অবশ্যম্ভাবী, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অর্জ্জুন যাহা কহিলেন, সমুদায়ই যথার্থ। শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থাশ্রমেই পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেবতা, পিতৃলোক ও অতিথি গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভৃত্যগণ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী সমুদায় গৃহস্থের নিকট প্রতিপালিত হয়। অতএব গৃহী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তুমি গার্হস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যত্ন কর। তোমার বেদজ্ঞান ও প্রভূত তপঃসাধন হইয়াছে ; অতঃপর পৈতৃক রাজ্যভার বহন করাই তোমার কর্ত্তব্য। তপস্যা, যজ্ঞ, ক্ষমা, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম,

ধ্যান, একান্ত শীলতা, তুষ্টি ও জ্ঞান ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। আর যজ্ঞানুষ্ঠান, বিদ্যোপার্জ্জন, পৌরুষপ্রকাশ, সম্পদে অসন্তোষ, দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব প্রজাপালন, বেদজ্ঞান, বিবিধ তপোনুষ্ঠান, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও যোগ্য পাত্রে দান এই সমস্ত কার্য্য ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সকল কর্ম্মপ্রভাবেই ক্ষত্রিয়েরা উভয় লোকে জয় লাভ করিয়া থাকেন। ঐ সমুদায়ের মধ্যে দণ্ডধারণই সর্ব্বপ্রধান। সেই দণ্ড আপনার বলসাপেক্ষ; সুতরাং বলই ক্ষত্রিয়ের মহৎ গুণ। বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়া গিয়াছেন যে, সর্প যেমন মূষিকদিগকে গ্রাস করে, তদ্রূপ পৃথিবী যুদ্ধনৈপুণ্য বিহীন রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ড ধারণ করিয়া দক্ষপ্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! মহারাজ সুদ্যুম্ন কি রূপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, আপনি ঐ বিষয় কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পুরাতন ইতিহাসে কীর্ত্তিত আছে যে, শংসিতব্রত শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর বাহুদা নদীর অনতি দূরে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। ঐ আশ্রমদ্বয় পুষ্পফলান্বিত পাদপ সমূহে পরিশোভিত ছিল। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। তপোধন শঙ্খ ঐ সময় স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। লিখিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারে আশ্রমে না দেখিয়া তত্রত্য বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সমুদায় আহরণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। লিখিত

না করিয়া পবিত্র করিলেন না ? তখন শঙ্খ কহিলেন, ভ্রাত ! তোমার দণ্ড বিধানে ত আমার অধিকার নাই। এই নিমিত্তই তোমারে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার দণ্ড নিবন্ধন সেই দণ্ডধর ভূপতি ও তুমি তোমরা উভয়েই পিতৃলোকের সহিত পবিত্রতা লাভ করিয়াছ।

বেদব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! মহারাজ স্বদ্যুম্ন এই রূপে মহাত্মা লিখিতের দণ্ড বিধান করিয়া দক্ষ প্রজাপতির ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব প্রজাপালন ও দণ্ড বিধানই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। মুণ্ডব্রত অবলম্বন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর মহর্ষি ব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! তোমার ভ্রাতৃগণ অরণ্যবাস কালে যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সফল হউক। তুমি নহুষতনয় যযাতির ন্যায় পৃথিবী পালন কর। তোমার ভ্রাতৃগণ বনমধ্যে অতিক্লেশে কাল যাপন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহাঁরা দুঃখাবসানে সুখানুভব করুন। তুমি কিয়ৎকাল ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে প্রস্থান করিবে। তুমি অগ্রে অতিথি, পিতৃ ও দেবগণের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত হও। পশ্চাৎ যেরূপ অভিলাষ হয় করিও। অগ্রে সর্ব্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ আরণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার শ্রেয়।

তুমি ভ্রাতৃগণকে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিলেই তোমার মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হইবে।

এক্ষণে আমি তোমারে আরও কএকটি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে তোমারে কদাচ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পরস্বাপহারী দস্যুর সমকক্ষ ব্যক্তিরাই ভূপালকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। যে রাজা দেশকাল প্রতীক্ষা করিয়া দস্যুকেও বিনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে কদাচ হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা না করেন, তাঁহারে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশে লিপ্ত হইতে হয়।

রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে নির্ভীক হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা কাম ও ক্রোধকে পরাজয় করিয়া শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারে কদাচ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয় না। রাজা যদি দৈবের প্রতিকূলতা বশত কোন কার্য্য সংসাধন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে তাঁহারে দোষী বলা যাইতে পারে না। বল দ্বারাই হউক বা বুদ্ধিকৌশলেই হউক শত্রুনিগ্রহে যত্নবান্ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্যে পাপ সঞ্চার করা উচিত নহে; প্রত্যুত যাহাতে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়। বীর ও সাধু লোকের সম্মান এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগকে প্রতিপালন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বহুশ্রুত ব্যক্তিকেই ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করিবে।

বহু গুণসম্পন্ন হইলেও এক ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম, অসূয়া পরবশ, অভিমান পরতন্ত্র ও মান্য ব্যক্তির সম্মান রক্ষায় পরাঙ্মুখ, তাঁহারে পাপগ্রস্ত ও জনসমাজে দুর্দ্দান্ত বলিয়া বিখ্যাত হইতে হয়। যদি প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে রক্ষিত না হইয়া দৈবের প্রতিকূলতা বশত নিতান্ত দুরবস্থা-পন্ন ও তস্করদিগের উপদ্রবে একান্ত ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে রাজারে যাহার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়। সুমন্ত্রণা ও সুনীতির অনুসারে পুরুষকার প্রদর্শন করিলে কিছু-মাত্র অধর্ম্ম নাই। পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কার্য্যা-নুষ্ঠান করিলে যদি দৈব প্রভাবে সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে রাজারে পাপভাগী হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজর্ষি হয়গ্রীবের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা শত্রু নিগ্রহ ও প্রজা পালন পূর্ব্বক মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। উনি একাকী অশ্বচতুষ্টয় সম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন আকর্ষণ ও অনবরত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং সংগ্রামে নিহত হন। তিনি নিরহঙ্কার হইয়া বুদ্ধিবলে ও নীতিকৌশলে রাজ্য রক্ষা করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অভি-মানশূন্য হইয়া দৈব ও মানুষ কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান এবং দণ্ডনীতি সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি বিদ্বান্, শ্রদ্ধাবান্, ত্যাগশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ঐ মহীপাল বিবিধ

সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এই জীবলোক পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী, বিচক্ষণ ও সাধুসম্মত ব্যক্তিদিগের লোক লাভ করিয়াছেন। তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক এই চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে সোমরস পান, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন, প্রজাবর্গের প্রতি অপরাধানুসারে দণ্ড বিধান করিতেন। ঐ মহাত্মার চরিত্র অতি বিচিত্র ও শ্লাঘনীয়। বিদ্যাবান্ সাধু লোকেরা সতত তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা অপূর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করিয়া বীর জনসমুচিত লোক সমুদায় অধিকার করিয়াছেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কুপিত অবলোকন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে এই মর্ত্ত্য রাজ্য ও অন্যান্য বিবিধ ভোগে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। পতিপুত্রবিহীনা কামিনীগণের বিলাপ শ্রবণে আমার চিত্ত শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে; আমি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

মহাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে যোগবিদগ্রগণ্য বেদবেত্তা বেদব্যাস তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হয় না এবং এক ব্যক্তি আর ব্যক্তিরে দান করিতেও পারে না। ভগবান্ বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সময়ে সে অনায়াসেই তৎ সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত না হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কিছুই লাভ করিতে পারে না, আবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে নিতান্ত মূর্খেরও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় উপস্থিত না হইলে কি শিল্প কি মন্ত্র কি ঔষধি কিছুতেই ফলোদয় হয় না; কিন্তু সময় সমুপস্থিত হইলে সমস্তই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলদগণ সলিল সমাযুক্ত, বনস্থিত পাদপগণ পুষ্প-পরিশোভিত, সলিল সমুদায় পদ্মপত্রসমাকীর্ণ, রজনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত এবং চন্দ্র ষোড়শ কলাপরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত কাল উপস্থিত না হইলে কখনই পাদপাবলির ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমূহের প্রবল বেগ, পশু, পক্ষী ও পন্নগ-গণের মত্ততা, কামিনীগণের গর্ব্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, জীবগণের জন্ম মৃত্যু, বালকদিগের মধুর বাঙ্নিষ্পত্তি, নরগণের যৌবন প্রাপ্তি, যত্নসমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ ভাস্করের উদয় ও অস্তাচলে সমাগম এবং ভগবান্ চন্দ্রমা ও তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না।

হে কৌন্তেয়! এই বিষয়ে শ্যেনজিৎ রাজার পুরাতন ইতি-বৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ রাজা দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, দুর্নিবার কালের গতি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কালক্রমে সকল ভূপতিকেই শমনসদনে গমন করিতে

হইবে, এক জন অন্য ব্যক্তিরে, অপরাপর ব্যক্তিগণ তাহারে বিনাশ করে, ইহা কেবল কথামাত্র, বস্তুত কেহ কাহারে বিনাশ করে না, প্রাণিগণের স্বভাবতই জন্মমৃত্যু নিরূপিত রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ধন নষ্ট বা পুত্র কলত্র ও পিতা নিহত হইলে হায় কি হইল! হায় কি হইল! এই অনুধ্যান করিয়া দুঃখের প্রতিকার করিয়া থাকে। তুমি কি নিমিত্ত সেই মূঢ় দিগের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। দেখ, দুঃখ করিলেই দুঃখ এবং ভয় করিলেই ভয় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সসাগরা পৃথিবী আপনার, আবার আপনার আত্মাও আপনার নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া কখনই মুগ্ধ হন না। এই ভূমণ্ডলে শোকের বিষয় সহস্র সহস্র ও হর্ষের বিষয় শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই সতত তৎ সমুদায়ে অভিভূত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কখনই উহাতে আক্রান্ত হন না। প্রথমত যে বস্তু প্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার দুঃখজনক হয় এবং যাহা প্রথমে অপ্রিয় থাকে, কালক্রমে তাহাই আবার সুখকর হইয়া উঠে। জীবমণ্ডলে সুখ দুঃখ এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহলোকে প্রকৃত সুখ নাই, কেবল দুঃখই আছে। এই নিমিত্ত মনুষ্যকে সতত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দুঃখের অভাবই সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লোকের আশা পূর্ণ না হইলেই দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহলোকে সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কেহই নিয়ত দুঃখ বা নিয়ত সুখ ভোগ করে না। অতএব যে ব্যক্তি শাশ্বত সুখ লাভে অভিলাষ করেন, তাঁহারে লৌকিক সুখ ও দুঃখ উভয়কেই জয় করিতে

হয়। যাহার নিমিত্ত শোক, তাপ ও আয়াস সমুপস্থিত হয়, তাহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় অবশ্য পরিত্যজ্য। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না কেন, অনাকুলিত চিত্তে তাহা অনুভব করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পুত্রকলত্র-গণের অল্পমাত্র প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিলেই জানিতে পারা যায় যে, উহাদের মধ্যে কে কি নিমিত্ত আত্মীয় হই-য়াছে। যাহা হউক, ইহলোকে যাহারা নিতান্ত মূঢ় এবং যাহারা তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে; মধ্যবিত্ত লোকদিগকে নিতান্ত ক্লেশে কালাতিপাত করিতে হয়। সুখ দুঃখবেত্তা মহাত্মা শ্যেনজিৎ এই সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন।

আর দেখ, যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ দর্শনে দুঃখ বোধ করে, সে কদাচ সুখী হইতে পারে না। কোন কালেই লোকের দুঃখের অন্ত নাই। সকলেরই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ, লাভা-লাভ, বিপদ্ সম্পদ্ ও জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে; এই জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কিছুতেই আহ্লাদিত বা শোকার্ত্ত হন না। নরপতিদিগের যুদ্ধই যাগ স্বরূপ, দণ্ডনীতির আলোচনাই যোগ স্বরূপ, আর যজ্ঞে দক্ষিণা দানই সন্ন্যাস স্বরূপ। রাজা নিরহঙ্কৃত ও যজ্ঞশীল হইয়া নীতিমার্গানুসারে বুদ্ধি পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মানুসারে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত, সংগ্রামে জয় লাভ, যজ্ঞে সোমরস পান, প্রজাপরিবর্দ্ধন, যুক্তি অনুসারে দণ্ডবিধান, সম্যক্‌রূপে বেদ ও শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং চারি বর্ণের প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া পরি-শেষে সমরশয্যায় শয়ন করিতে পারিলেই পবিত্রতা লাভ ও

চরমে দেবলোকে বাস করিতে সমর্থ হন। মহারাজ! যে রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলে পুরবাসী, প্রজা ও অমাত্যগণ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

তখন উদারবুদ্ধি ধর্ম্মরাজ বিনীত বাক্যে অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তোমার মতে ধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ এবং নির্ধন ব্যক্তির স্বর্গ, সুখ ও অর্থ লাভ হয় না। কিন্তু বস্তুত ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত, সন্দেহ নাই। অনেকানেক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠাননিরত হইয়া অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ হন, দেবগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মহর্ষিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ ও কেহ কেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। বৈখানসদিগের মতে জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাদিগের বাক্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। অজ, প্রশ্নি, সিকত, অরুণ ও কেতুগণ স্বাধ্যায় প্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। লোকে দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও নিতান্ত দুষ্কর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বেদোক্ত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ দিগ্‌স্থ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে। আমি পূর্ব্বে তোমারে কহিয়াছি যে, কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাই দক্ষিণ দিগ্‌স্থিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। উত্তর দিকে যে পথ আছে, যোগীরা সেই পথ দিয়া অক্ষয় লোকে গমন করেন। পুরাণবেত্তারা ঐ উত্তর

পথের মধ্যে উত্তর দিগের পথকেই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

হে ধনঞ্জয়! সন্তোষপ্রভাবে স্বর্গ ও পরম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। যাঁহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্তোষসুখ অনুভব করিতে পারেন। সন্তোষই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এক্ষণে রাজা যযাতি যাহা কহিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে লোকের কাম সকল কূর্ম্মশূণ্ডের ন্যায় প্রতিসংহৃত হয়। "পুরুষ যখন স্বয়ং ভীত হয় না এবং কাহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করে না, যখন সে ইচ্ছাদ্বেষ শূন্য হয় এবং প্রাণিগণমধ্যে কায়মনোবাক্যেও পাপ স্বভাব প্রকাশ করে না, তখনই ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে। যিনি অভিমান ও মোহকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি পুত্র কলত্র বিবর্জ্জিত ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সেই সাধু ব্যক্তিই মুক্তি লাভের উপযুক্ত পাত্র।" হে অর্জ্জুন! এই সংসারে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ চরিত্র এবং কেহ কেহ বা ধন লাভের বাসনা করিয়া থাকে। অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠান না করাই শ্রেয়। যাচ্ঞা করিলে মহাদোষে দূষিত হইতে হয়। যাহারা ধনার্থী, তাহারা কখনই অবশ্য পরিহার্য্য বস্তু পরিহার করিতে পারে না। আমরা ইহা সততই প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং তোমার উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহাদিগের অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা বলবতী, সৎকর্ম্ম তাহাদের নিকট স্থান লাভে সমর্থ হয় না। অন্যের অনিষ্টাচরণ ব্যতিরেকে কিছুতেই

অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার অর্থ হস্তগত হইলে মনোমধ্যে সততই ভয় উপস্থিত হয়। যাহারা অতি দুশ্চরিত্র এবং ভয় ও শোক বিবর্জ্জিত, তাহারা অল্পমাত্র অর্থ লাভের অভিলাষে ব্রহ্মহত্যাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রভু ভৃত্য-দিগকে অর্থপ্রদান না করিলে অতিশয় অযশোভাগী হন এবং অর্থপ্রদান করিলেও ব্যয় নিবন্ধন যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া থাকেন। বিশেষত অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সততই চৌরভয়ে ভীত হইতে হয়। কিন্তু ভোগাভিলাষবিমুক্ত পরম সুখী নির্দ্ধন ব্যক্তি কাহারই নিন্দাভাজন বা কাহার ভয়ে ভীত হয় না। পাছে লোভ বৃদ্ধিহয়, এই ভয়ে তিনি দৈব কার্য্য অনুষ্ঠানার্থ যা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহাতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা যজ্ঞ সংস্কার উদ্দেশে যাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রবণ কর। বিধাতা যজ্ঞানু-ষ্ঠানের নিমিত্তই ধন এবং ধনরক্ষক পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ধন যাগযজ্ঞে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য; উহা দ্বারা ভোগাভি-লাষ চরিতার্থ করা উচিত নহে। বিধাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত মনুষ্যদিগকে ধন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য অনেকেই বিবেচনা করেন যে, ধন কাহারই অধিকৃত নহে। অতএব পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধন দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সৎ পুরুষেরা উপার্জ্জিত অর্থ দান করিবারই উপ-দেশ দিয়াছেন, ভোগ বা অপব্যয় করিতে আদেশ করেন নাই। দানরূপ সুমহৎ কার্য্য বিদ্যমান থাকিতে অর্থ সঞ্চয় করা নিতান্ত অনুচিত। দানও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা

কর্ত্তব্য। যে নির্ব্বোধেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে অর্থ দান করে, তাহাদিগকে দেহান্তে শত বৎসর পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব পাত্রাপাত্রের পরিজ্ঞান নিবন্ধন দানধর্ম্মও নিতান্ত দুষ্কর। অযোগ্য পাত্রে দান করা আর যোগ্য পাত্রে দান না করা এই দুইটি উপার্জ্জিত ধন ব্যবহারের সম্যক্ ব্যতিক্রম, সন্দেহ নাই।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

হে মহাত্মন্! এক্ষণে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট, ধর্ম্মজ্ঞ বসুসেন, রাজা ধৃষ্টকেতু ও অন্যান্য নানাদেশীয় ভূপালগণ সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করাতে আমি শোকে অধীর হইয়াছি। হায়! আমা হইতেই আমাদের কুলক্ষয় হইল। আমি নিতান্ত রাজ্যকামুক ও নরাধম। পূর্ব্বে যিনি আমারে ক্রোড়ে করিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন, আমি রাজ্যলোভে সেই পিতামহকে সমরে নিপাতিত করিয়াছি। সংগ্রাম সময়ে শিখণ্ডীর সমীপস্থিত জীর্ণ সিংহ সদৃশ পিতামহকে অর্জ্জুনের শরজাল প্রভাবে বজ্রাহত অচলের ন্যায় কম্পিত ও বিঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিল। তৎকালে আমি সেই মহাত্মারে নিতান্ত অবসন্ন, রথোপরি বিঘূর্ণমান ও প্রাঙ্মুখে রথ হইতে নিপতিত দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। যিনি শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সহিত বহু দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি বারানসীতে কন্যালাভার্থ একাকী রথারোহণে একত্র সমবেত অসংখ্য পার্থিবকে আহ্বান করিয়াছিলেন, যাঁহার শস্ত্রপাতে

সমরদুর্দ্ধর্ষ মহারাজ উগ্রায়ুধ দগ্ধ হইয়াছিলেন, আমি সেই মহাত্মা পিতামহকে নিপাতিত করিলাম ; ঐ মহাত্মা সংগ্রাম-কালে শিখণ্ডীর প্রতি শর নিক্ষেপ করেন নাই, অর্জ্জুন সেই অবসরে তাঁহারে নিপাতিত করিয়াছে। পিতামহকে শোণি-তাক্ত কলেবরে ভূতলে নিপতিত হইতে দেখিয়া তখন আমার মন যে কি রূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমার মত পাপাত্মা নরাধম আর কেহই নাই। আমরা যাঁহার যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি ; যিনি আমাদিগকে সতত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন ; আমি অল্পকালস্থায়ী সামান্য রাজ্যলাভ প্রত্যাশায় মোহ বশত সেই পরম গুরু পিতামহকে নিপাতিত করিলাম।

হায় ! আমি সর্ব্বপার্থিবপূজিত মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চনা করিয়াছি। ঐ মহাত্মা সত্য বৃত্তান্ত অব-গত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক " হে ধর্ম্ম-রাজ ! আমার পুত্র জীবিত আছে কি না যথার্থ করিয়া বল," এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি রাজ্যলোভ বশত তাঁহার নিকটে স্পষ্টাভিধানে অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে বলিয়া অস্পষ্টাভিধানে গজ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। না জানি গুরুতর পাপ নিবন্ধন আমারে পরিশেষে কোন্ লোকে গমন করিতে হইবে।

হায় ! আমি যখন সমরে অপরাঙ্মুখ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে নিপাতিত করিয়াছি, তখন আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। আমি পর্ব্বতসমুৎপন্ন সিংহশাবক সদৃশ বালক অভি-

মন্যুরে দ্রোণরক্ষিত ব্যুহমধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিয়া অবধি ব্রহ্মহত্যাকারী নরাধমের ন্যায় বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে স্থিরচিত্তে অবলোকন করিতে অসমর্থ হইয়াছি। পঞ্চ পুত্র-বিহীনা দ্রৌপদীরে পঞ্চ পর্ব্বত শূন্য পৃথিবীর ন্যায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে এই ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় প্রভৃতি অনর্থ সমুদায় আমা হইতেই হইয়াছে। অতএব আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশনে কলেবর শোষণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। তাহা হইলে আমারে আর কোন জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীত ভাবে তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা আমারে কলেবর পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রস্থান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন তপোধনাগ্রগণ্য বেদব্যাস ধর্ম্মরাজকে বন্ধুবিয়োগশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি পুনরায় তোমারে উপ-দেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বুদ্বুদ সকল যে প্রকার সলিলে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রই ইহলোকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। সুখলাভার্থে আলস্যে কালক্ষেপ করিলে পরিণামে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, আর কষ্ট সহকারে কার্য্যে নিপুণতা প্রকাশ করিলে পরিণামে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। নিপুণ ব্যক্তিই অনিমাদি

ঐশ্বর্য্য, শ্রী, লজ্জা, ধৈর্য্য ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। অলস ব্যক্তি কখনই ঐ সকল লাভে সমর্থ হয় না। লোকে বন্ধুবান্ধব ও ধন দ্বারা সুখী, শত্রু দ্বারা দুঃখী ও প্রজ্ঞাপ্রভাবে ধনবান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব কর্ম্ম অবলম্বন করাই তোমার কর্ত্তব্য। কর্ম্ম ত্যাগে তোমার অধিকার নাই।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই বিষয়ে অশ্মা নামে এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ যাহা কহিয়া গিয়াছেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা বিদেহ দেশাধিপতি জনক দুঃখশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া স্বীয় সংশয় ছেদনের নিমিত্ত মহাত্মা অশ্মারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! জ্ঞাতি ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ও বিনাশ সময়ে লোকে কি রূপ অবস্থায় অবস্থান করিলে কল্যাণভাজন হইতে পারে?

তখন মহামতি অশ্মা জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! মনুষ্যের জন্ম হইবামাত্র সুখ ও দুঃখ তাহার আত্মারে আশ্রয় করে। ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের প্রাদুর্ভাব হইলেই মনুষ্যের চৈতন্য বায়ুসঞ্চালিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় অন্তর্হিত হয়। জন্মের পর মনুষ্যের মনে ক্রমে ক্রমে আমি কেবল মানুষ নহি, এক জন সদ্বংশজাত কৃতী পুরুষ বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। সেই অহঙ্কার প্রভাবে সে বিবিধ ভোগে আসক্ত হইয়া পিতৃসঞ্চিত সমুদায় অর্থ নৃত্য গীতাদিতে ব্যয় করিয়া পরিশেষে চৌর্য্যবৃত্তিই হিতকর বলিয়া অবলম্বন করে। তখন ব্যাধ যেমন শর-

সংযোগ দ্বারা মৃগের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ নরপতি সেই উন্মার্গ প্রস্থিত ব্যক্তির বধ সাধন করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তিরা বিংশতি বা ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহাদিগের প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে হয় না। লোকে দারিদ্র্যদোষে এইরূপে অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব জীবগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই সকল দুঃখের প্রতীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিবিপর্য্যয় ও অনিষ্টাপাত এই দুইটি মানসিক দুঃখের মূল কারণ। এই ভূমণ্ডলে ঐ দুই কারণেই বিবিধ প্রকার দুঃখ মানবগণের অনুসরণ করিয়া থাকে। জরা ও মৃত্যু বৃকের ন্যায় মনুষ্যগণের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, কি খর্ব্ব, কি দীর্ঘ, কাহারই জরামৃত্যু অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। যিনি এই সসাগরা বসুন্ধরা জয় করেন, তাঁহারেও জরা মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয়। মানবজাতির সুখ বা দুঃখ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না অনাকুলিত চিত্তে তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। সুখ ও দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই। কি বাল্যাবস্থা কি প্রৌঢ়াবস্থা কি বৃদ্ধাবস্থা কোন অবস্থাতেই লোকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। অপ্রিয়সমাগম, প্রিয়বিচ্ছেদ, অর্থ, অনর্থ, সুখ, দুঃখ, উন্নতি, ক্ষয়, লাভ ও বৃথা পরিশ্রম সমুদায়ই অদৃষ্ট সাপেক্ষ। যেমন কোন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ স্বভাবতই জন্মিয়া থাকে, সুখ দুঃখ তদ্রূপ স্বভাবতই জীবনের অনুসরণ করে। জীবমাত্রকেই নিয়মিত সময়ে শয়ন, উপবেশন, গমন ও অন্নাদি ভোজন করিতে হয়। এই জগতে কালপ্রভাবে

বৈদ্যও আতুর, বলবান্‌ও দুর্ব্বল এবং সুন্দর পুরুষও নিতান্ত কদাকার হইয়া যায়। লোকে অদৃষ্টক্রমেই সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করে এবং বলবান্‌, রূপবান্‌, সুস্থশরীর, সৌভাগ্য সম্পন্ন ও ভোগী হয়। বিধির কি বিচিত্র মহিমা! দরিদ্র ব্যক্তিরা ইচ্ছা না করিলেও তাহাদিগের অনেক সন্তান সন্ততি হয়, আর মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কামনা করিলেও পুত্রমুখ, নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাধি, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বিষপান, উদ্বন্ধন বা অধঃস্খলন ইহার মধ্যে যাহার অদৃষ্টে যাহাতে মৃত্যু নিরূপিত হইয়াছেন, সে তাহাতেই কলেবর পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে যাহারা সৎকুলসম্ভূত ও বিপুল বিভবশালী, তাহারা যৌবনাবস্থাতেই পতঙ্গের ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করে; আর যাহারা দরিদ্র, তাহারা জরাজীর্ণ হইয়া বহু কষ্টে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। প্রায়ই ধনবান্‌ ব্যক্তিদিগের ভোজনশক্তি থাকে না, আর দরিদ্র ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত জীর্ণ করিতে পারে। দুরাত্মারা কালের বশবর্ত্তী হইয়া অসন্তোষ নিবন্ধন পাপ কার্য্যে রত হয়। বিদ্বান্‌ ব্যক্তিদিগকেও অনেকবার সজ্জননিন্দিত মৃগয়া, পাশক্রীড়া, পরস্ত্রী সমাগম, মদ্যপান ও কলহে আসক্ত হইতে দেখা যায়। হে মহারাজ! এইরূপে কালপ্রভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয় সকল জীবকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অদৃষ্ট ভিন্ন উহার আর কিছুমাত্র কারণ লক্ষিত হয় না। যিনি বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, তিনিই মনুষ্যের অন্তঃ-

কারণে সুখ দুঃখ প্রদান করিয়াছেন। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখ কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঔষধ, হোম, মন্ত্র ও জপ প্রভাবে মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করা যায় না। সমুদ্রে যেমন কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ ও বিয়োগ হয়, তদ্রূপ এই ভূমণ্ডলে প্রাণি সমুদায় একবার সংযুক্ত ও পুনরায় বিযোজিত হই-তেছে। যে সকল মনুষ্য সতত গীত বাদ্য শ্রবণ ও মহিলা-গণের সহিত বিহার করিয়া থাকে, আর যাহারা অনাথ হইয়া পরান্ন ভোজন করে, কৃতান্ত তাহাদের সকলের প্রতিই তুল্য-রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেকেরই মাতা, পিতা, পুত্র ও কলত্র আছে, কিন্তু বস্তুত কেহই কাহার নহে। জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আর কাহারই সহিত কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বন্ধুবান্ধব সমাগম পান্থসমাগমের ন্যায় অচিরস্থায়ী। আমি কে? কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছি? কোথায় বা গমন করিব? আমি এই স্থানে কি বিদ্যমান আছি? আমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছি? মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সুস্থির করিবে। ফলত এই সংসার চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে কিছুরই স্থিরতা নাই।

পরলোক কেহ কখন নিরীক্ষণ করে নাই; কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তি অনুসারে মঙ্গলার্থী ব্যক্তির পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা করা এবং তন্নিবন্ধন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ, যাগ-যজ্ঞাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও পর্য্যায়ক্রমে ত্রিবর্গের

পুরোহিত প্রত্যেক যজ্ঞে সুবর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। ঐ মহাত্মার যজ্ঞে বিপুল কনকময় যূপ নিখাত হইত। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত যজ্ঞীয় কার্য্যানুষ্ঠান, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সপ্ত স্বরানুসারে বীণা বাদন করিতেন। বিশ্বাবসু বীণাবাদন আরম্ভ করিলে সকলেই বিবেচনা করিত যেন গন্ধর্ব্বরাজ আমারই সমক্ষে বীণাবাদন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত কোন ভূপালই সেই দিলী-পের কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ মহারাজের মত্ত মাতঙ্গগণ সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পথ-মধ্যে শয়ান থাকিত। যাঁহারা সেই সত্যবাদী মহাত্মা দিলী-পকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও স্বর্গলাভ হই-য়াছে। ঐ মহাত্মার আবাসে বেদাধ্যয়ন ধ্বনি, জ্যানির্ঘোষ ও দীয়তাং এই শব্দটি কদাচ বিলুপ্ত হয় নাই। হে সৃঞ্জয়! সেই প্রবল প্রতাপসম্পন্ন দিলীপ তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনুত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা স্বীয় পিতা যুবনাশ্বের উদরমধ্যে দধিমিশ্রিত ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইলে দেবগণ যুবনাশ্বের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উহাঁরে নিষ্কাসিত করেন। ঐ দেবতুল্য রূপসম্পন্ন বালক পিতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে শয়ান হইলে দেবগণ তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর কহিতে

লাগিলেন, এই বালক কি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই বালক আমার অঙ্গুলি পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। আমি উহার নাম মান্ধাতা রাখিলাম। সুররাজ এই বলিয়া ঐ বালকের মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিলে উহার দেহপুষ্টির নিমিত্ত ইন্দ্রের অঙ্গুলি হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। বালক সেই ইন্দ্রের অঙ্গুলিনিঃসৃত দুগ্ধ পান করিয়া এক দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইলেন। তিনি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমযুক্ত বালকের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য বলশালী মান্ধাতা এক দিবসেই সমগ্র পৃথিবী অধিকার করেন। ঐ মহাত্মা নৃপতি অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয়, অঙ্গ ও বৃহদ্রথকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ অঙ্গারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবগণ তাঁহার শরাসনের টঙ্কারশব্দ শ্রবণে বোধ করিয়াছিলেন যে, নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের উদয়স্থান হইতে অস্তমিত হইবার স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় প্রদেশই মান্ধাতার অধিকৃত। তিনি এক শত অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দীর্ঘে দশ যোজন ও প্রস্থে এক যোজন সুবর্ণময় রোহিত মৎস্য সকল দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যে সমস্ত মৎস্য অবশিষ্ট ছিল, অন্যান্য লোক তাহা বিভাগ করিয়া লয়। হে সৃঞ্জয়! সেই রাজা মান্ধাতা তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনা শূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ ছিলেন। তিনিও যখন লোকান্তরিত হইয়া-

ছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

নহুষাত্মজ মহারাজ যযাতিরেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বল পূর্ব্বক যুগকীলক নিক্ষেপ করিতেন। সেই নিক্ষিপ্ত কীলক যত দূরে নিপতিত হইত, তিনি স্বীয় অবস্থান হইতে তত দূর পর্য্যন্ত এক একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করাইতেন। ঐ রূপ কীলক নিক্ষেপকে শম্যাপাত কহে। মহাত্মা যযাতি ঐ রূপে শম্যা-পাত সহকারে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সহস্র প্রধান যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তিন সুবর্ণ পর্ব্বত দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন ঐ মহাত্মা অসুর-গণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া পরিশেষে যদু, দ্রুহ্যু প্রভৃতি স্বীয় তনয়গণকে অংশ ক্রমে সমুদায় পৃথিবী প্রদান এবং পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা যযাতি তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ কবিতেছ ?

মহারাজ নাভাগতনয় অম্বরীষকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার প্রজাগণ উহাঁর প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল। ঐ মহাত্মা স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দশ লক্ষ যাজ্ঞিক ভূপতিরে দ্বিজগণের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। অদ্যাপি কোন ব্যক্তিই অম্বরীষের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন নাই এবং পরেও কেহ পারিবেন না। যে সকল ভূপতি যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণদিগের দাসত্ব করিয়াছিলেন, মহাত্মা অম্বরীষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহাত্মা নাভাগতনয় তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মশীল, জ্ঞানবান্, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মাও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর গুণবিহীন পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

মহারাজ শশবিন্দুকেও দেহ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মার এক লক্ষ মহিষী ও দশ লক্ষ পুত্র ছিল। রাজকুমারগণ সকলেই সুবর্ণ বর্ম্মধারী ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন। উহাঁরা প্রত্যেকে এক এক শত কন্যা বিবাহ করেন। ঐ কন্যাগণের প্রত্যেকের পশ্চাৎ এক এক শত হস্তী, প্রতি হস্তীর পশ্চাৎ এক এক শত রথ, প্রতি রথের পশ্চাৎ হেমমালাবিভূষিত এক এক শত অশ্ব, প্রতি অশ্বের পশ্চাৎ এক এক শত বেগবান্ গাভী, প্রতি গাভীর পশ্চাৎ এক এক শত মেষ ও ছাগ আগমন করিয়াছিল। মহারাজ শশবিন্দু অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন। হে সৃঞ্জয়! মহারাজ শশবিন্দু তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান, ধর্ম্মশীল, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন সেই মহাত্মারও মৃত্যু হইয়াছে, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ?

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র মহারাজ গয়কেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ ভূপাল শত বর্ষ হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। হুতাশন প্রীত হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলে তিনি কহিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার যেন ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও সত্যে অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হয়। এবং আমি অনবরত দান করিলেও যেন আমার ধনক্ষয় না হয়। ভগবান্ হুতাশন গয় রাজার প্রার্থনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয় সহস্র বৎসর অনবরত দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিজগণকে বারংবার এক লক্ষ গাভী ও শত অশ্বতর প্রদান করেন। ঐ মহাত্মা সোমরস দ্বারা দেবগণের, ধন দ্বারা দ্বিজগণের, স্বধা দ্বারা পিতৃগণের এবং অভীষ্ট সাধন দ্বারা নারীগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীর্ঘে বিংশতি ব্যাম ও প্রস্থে দশ ব্যাম স্থবর্ণময় পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন। গঙ্গার যত গুলি বালুকা আছে, মহাত্মা গয় বিপ্রদিগকে তত গুলি গাভী প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! ঐ মহাত্মা তোমা অপেক্ষা জ্ঞানবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়বাসনা শূন্য ও ঐশ্বর্য্যশালী এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ?

হে সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। ঐ মহাত্মা ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুররাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট এইরূপ বর

প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার গৃহে প্রচুর অন্ন ও অতিথির সমাগম হয়। আমার শ্রদ্ধা যেন কদাচ অপনীত না হয় এবং আমি যেন কদাচ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করি। ঐ মহাত্মার ক্রিয়ানুষ্ঠান-কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশু সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপ-স্থিত হইয়া আমারে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন বলিয়া উপা-সনা করিত। উহাঁর যজ্ঞনিহত পশুগণের চর্ম্মরাশি হইতে ক্লেদ নির্গত হওয়াতে এক নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ মহানদী তন্নিবন্ধন অদ্যাপি চর্ম্মণ্বতী নামে প্রখ্যাত আছে। মহাত্মা রন্তিদেব অতি বিস্তীর্ণ সভামধ্যে ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক প্রদান করিতেন। সভামধ্যে তোমারে শত নিষ্ক প্রদান করা যাই-তেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে কোন ব্রাহ্মণই তাহা গ্রহণ করিতেন না। পরে তোমারে সহস্র নিষ্ক প্রদান করা যাইতেছে গ্রহণ কর এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকল ব্রাহ্মণই উহা গ্রহণ করিতেন। মহাত্মা রন্তিদেবের গৃহে অন্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের আহরণোপযোগী পাত্র, ঘট, কটাহ, স্থালী ও পিঠর প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্যই সুবর্ণময় ছিল। অতিথিরা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রি বাস করিত, সেই রাত্রিতে তথায় বিংশতি সহস্র এক শত গো ছেদন করা হইত। তথাপি মণিকুণ্ডল-ধারী পাচকেরা অদ্য সূপভূয়িষ্ঠ অন্ন ভক্ষণ কর, পূর্ব্ববৎ মাংস ভোজন করিতে পাইবে না বলিয়া চীৎকার করিত। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বৈরাগ্যযুক্ত এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ

করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

ইক্ষ্বাকুবংশীয় অলৌকিক পরাক্রমশালী মহাত্মা সগরকেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শরৎকালীন মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে জ্যোতিঃপদার্থ সমুদায় যেমন চন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ সগররাজের গমনকালে ঐ মহাত্মার ষষ্টি সহস্র পুত্র অনুগমন করিত। তিনি স্বীয় প্রতাপবলে পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিনিয়ত পদ্মপলাশাক্ষী রমণীগণে পরিপূর্ণ, মহার্হ শয্যাসমাকুল, সুবর্ণস্তম্ভ সুশোভিত, কাঞ্চনময় প্রাসাদ ও অন্যান্য দ্রব্যজাত ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। ঐ পরাক্রমশালী ভূপতি ক্রোধভরে পৃথিবী খনন পূর্ব্বক সমুদ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাঁর নামানুসারে সমুদ্র সাগর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। হে সৃঞ্জয় ! মহাত্মা সগর তোমা অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানবান্, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয় বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ ?

বেণনন্দন মহাত্মা পৃথুরাজারেও কলেবর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ; মহর্ষিগণ একত্র সমবেত হইয়া ঐ মহাত্মারে দণ্ডকারণ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় লোক প্রথিত করিবেন বলিয়াই পৃথু নাম ধারণ করেন। তিনি ক্ষত বা বিনাশ হইতে লোক সকলকে পরিত্রাণ করিতেন বলিয়া

ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি রাজ পদবী প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে ভূমি হল দ্বারা কর্ষিত না হইয়াও প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিত। প্রতি পত্রেই মধু উৎপন্ন এবং ধেনু দোহন করিবামাত্র দুগ্ধে কলস পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যেরা নিরোগ, নির্ভয় ও পূর্ণকাম হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্ষেত্র ও গৃহে বাস করিত। পৃথুরাজ সমুদ্রযাত্রা করিলে সাগরের জল স্তব্ধ হইয়া থাকিত এবং তিনি নদীতে গমন করিলে নদী সকল সমুচ্ছ্রিত না হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিত। কুত্রাপি ঐ মহাত্মার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে তিন নল উন্নত সুবর্ণময় এক বিংশতি পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন। হে সৃঞ্জয়! সেই মহারাজ পৃথু তোমা অপেক্ষা ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিষয়বাসনাশূন্য এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা সমধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। যখন তিনিও তনু ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তুমি কেন আর পুত্রের নিমিত্ত বৃথা অনুতাপ করিতেছ? এক্ষণে আর মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিও না। আমার কথা কি তোমার কর্ণগোচর হইল না? আমি যাহা কহিলাম, উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির হিতকর ঔষধের ন্যায় সম্যক্ ফলোপধায়ক, সন্দেহ নাই।

তখন মহাত্মা সৃঞ্জয় নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! আমি শোকাপনোদনার্থ পুণ্যশীল কীর্ত্তিসম্পন্ন রাজর্ষিগণের অতি বিচিত্র চরিত্র সকল শ্রবণ করিলাম। আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায়

কোন ক্রমেই নিষ্ফল হইবার নহে। অধিক কি কহিব, আপনার দর্শনমাত্রেই আমি শোকশূন্য হইয়াছি। অমৃত পান করিলে যেমন তৃপ্তি লাভ না হইয়া প্রত্যুত পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শ্রবণেচ্ছা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পুত্র শোকে একান্ত কাতর হইয়াছি। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদ্য আমার পুত্র যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহার উপায় করুন। তখন নারদ কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তোমার পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী মহর্ষি পর্ব্বতের বর প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি উহারে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অতঃপর তোমার পুত্র সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবে।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব! সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত কাঞ্চনষ্ঠীবী হইয়াছিল, পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে মনুষ্যেরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিত, তবে সৃঞ্জয়ের পুত্র কি নিমিত্ত অপ্রাপ্ত কৌমারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিল, ঐ পুত্র কি কেবল নামেতেই কাঞ্চনষ্ঠীবী, অথবা যথার্থই কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত এই সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে, তুমি উহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার অভিলষিত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে নারদ ও পর্ব্বত নামে দুই মহর্ষি মনুষ্যলোকে শাল্যন্ন ও ঘৃত ভোজন

করিয়া বিহার করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপোধন নারদ মহাত্মা পর্ব্বতের মাতুল ছিলেন। ঐ তাপসদ্বয় ধরণীতলে মানুষভোজ্য দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া প্রীতমনে স্বেচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিতে করিতে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহার মনে যাহা উদয় হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন। যিনি এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেন, তাঁহারে অবশ্যই পাপভাগী হইতে হইবে।

মহর্ষিদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের সমীপে গমন পূর্ব্বক করিলেন, মহারাজ! আমরা তোমার হিতার্থে কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থান করিব। তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও। মহারাজ সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগের যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা নরপতি সৃঞ্জয় পরম প্রীত মনে স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে নারদ ও পর্ব্বতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমার এই একমাত্র পরম রূপবতী কন্যা আছেন, ইনি অতি সুশীলা, অদ্যাবধি ইনিই আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিবেন। নরপতি সৃঞ্জয় তাপসদ্বয়কে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি আজি হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর। তখন সেই ধর্ম্মচারিণী কন্যা পিতার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে মহর্ষিদ্বয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তপোধন নারদ রাজকুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য ও শুশ্রূষা

দর্শনে একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার হৃদয়ানলে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন কামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি লজ্জার অনুরোধে ভাগিনেয় পর্ব্বতকে স্বীয় হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর একদা মহাত্মা পর্ব্বত স্বীয় তপোবল ও নারদের ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহারে কামার্ত্ত বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মাতুল! পূর্ব্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, যখন যাহার মনে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিব। কিন্তু এক্ষণে এই সুকুমারীর রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে আপনার যেরূপ মনোবিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করেন নাই। আপনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি আপনার কর্ত্তব্য হইয়াছে? আমি আপনার প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন নিবন্ধন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছি। এক্ষণে আপনারে শাপ প্রদান করিতেছি। এই সুকুমারীর সহিত আপনার বিবাহ কার্য্য সমাধান হইলে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য লোক আপনারে বানরের ন্যায় অবলোকন করিবে। তখন মহর্ষি নারদ পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণে কোপপূর্ণ ও তাঁহারে শাপপ্রদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্যানিরত, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণান্বিত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না।

হে মহারাজ! এই রূপে সেই তাপসদ্বয় পরস্পরকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সৌহার্দ্দে বিরত হইলেন। মহামতি পর্ব্বত তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সকলের পূজিত হইয়া সমুদায় পৃথিবী

পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা নারদ ধর্ম্মানুসারে সৃঞ্জয়কুমারী সুকুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বিবাহের মন্ত্র শেষ হইবামাত্র সুকুমারী পর্ব্বতের শাপপ্রভাবে নারদের মুখমণ্ডল বানরবদনের ন্যায় বিকৃত দেখিতে লাগিলেন। রাজকুমারী ভর্ত্তারে এই রূপ কুৎসিত দেখিয়াও তাঁহার অবমাননা করিলেন না, প্রত্যুত পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেবতা, যক্ষ বা অন্য কোন মুনির সহিত প্রণয়ের বিষয় এক বার মনেও করিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে একদা ভগবান্ পর্ব্বত নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে এক অরণ্যমধ্যে উপনীত হইলেন এবং তথায় মহর্ষি নারদকে অবলোকন করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে স্বর্গগমনে অনুমতি করুন। মহাত্মা নারদ পর্ব্বতকে দীনভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারে কহিলেন, ভাগিনেয়! তুমি প্রথমে আমারে অভিসম্পাত পূর্ব্বক বানরত্ব প্রদান করিয়াছ; আমি পশ্চাৎ তোমারে শাপ প্রদান করিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার পুত্রতুল্য, তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। তাপসদ্বয় এই রূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে পরস্পরকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন রাজকুমারী সুকুমারী নারদের পরম সুন্দর দেবরূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহারে পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তথা হইতে ধাবমান হইলেন। মহাত্মা পর্ব্বত তদ্দর্শনে রাজকন্যারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পতিব্রতে! পলায়ন করিও না; ইনি তোমারই ভর্ত্তা। ইনিই সেই ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ নারদ। এবিষয়ে

তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই। রাজকুমারী সুকুমারী মহাত্মা পর্ব্বত কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ভর্ত্তার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মহাত্মা পর্ব্বত স্বর্গারোহণ ও মহর্ষি নারদ আপনার আবাসে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সেই ভগবান্ নারদ আপনার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, ইহাঁরে জিজ্ঞাসা করিলে সৃঞ্জয় রাজা ও তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আপনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, উহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব ইতি পূর্ব্বে যাহা কহিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা আমি ও আমার ভাগিনেয় মহর্ষি পর্ব্বত আমরা উভয়ে মহারাজ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তৎকর্ত্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া তাঁহার আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ ভোগসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে বর্ষাকাল অতীত ও আমাদের গমন সময় সমুপস্থিত হইলে মহর্ষি পর্ব্বত আমারে কহিলেন, মাতুল! আমরা এই ভূপতির আলয়ে পরম সমাদরে এত দিন বাস করিলোম, এক্ষণে ইহাঁর শুভ চিন্তা করা আমা-

দের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর আমি প্রিয়দর্শন পর্ব্বতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, বৎস! তুমি মনে করিলেই রাজার হিতানুষ্ঠান করিতে পার। অতএব অচিরাৎ উহাঁরে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক উহাঁর মনোরথ সফল কর। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ ভূপতি আমাদিগের তপোবলে সিদ্ধি লাভ করুন।

তখন মহর্ষি পর্ব্বত মহারাজ সৃঞ্জয়কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! আমরা তোমার অকপট ব্যবহার ও পরিচর্য্যায় যাহার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমারে অনুমতি করিতেছি, তুমি আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কিন্তু এইরূপ বর প্রার্থনা করিও যেন তদ্দ্বারা দেবতা ও মনুষ্যের কোন অনিষ্ট না হয়। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আর আমার অন্য কোন বর প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনাদিগের প্রসন্নতাতেই আমার মহাফল লাভ হইয়াছে। মহর্ষি পর্ব্বত সৃঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি বহু দিন যাহা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছ, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনা কর। তখন সৃঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আমারে বর প্রদান করা যদি আপনার অভিপ্রেতই হইয়া থাকে, তবে আপনাদের প্রসাদে যেন আমার এক মহাবল পরাক্রান্ত দেবরাজ সদৃশ পুত্র উৎপন্ন হয় এবং ঐ পুত্র যেন বহু কাল জীবিত থাকে। তখন পর্ব্বত কহিলেন, হে সৃঞ্জয়! তুমি যে রূপ পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছ অবশ্যই সেরূপ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে

যে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার নিমিত্তই ঐ রূপ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছ; অতএব তোমার সেই আত্মজ কদাচ দীর্ঘায়ু হইবে না। তোমার ঐ পুত্র স্বর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সতত তাহারে ইন্দ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিও। মহারাজ সৃঞ্জয় মহর্ষি পর্ব্বতের এই কথা শ্রবণে পুত্রের বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে যেন আমার সেই পুত্রটি দীর্ঘজীবী হয়। মহাত্মা সৃঞ্জয় এই কথা বলিয়া পর্ব্বতকে বারংবার অনুনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত ইন্দ্রের অনুরোধে তৎকালে তাঁহার বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন আমি রাজা সৃঞ্জয়কে একান্ত কাতর দেখিয়া কহিলাম, মহারাজ! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার পুত্র অকালে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তুমি আমারে স্মরণ করিও, আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব। হে মহারাজ! আমরা রাজা সৃঞ্জয়কে এইরূপ কহিয়া স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম। সৃঞ্জয়ও আপনার আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র কাল সহকারে সরোবর মধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঐ পুত্র কাঞ্চনষ্ঠীবন করিত বলিয়া সৃঞ্জয় তাহার নাম কাঞ্চনষ্ঠীবী রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে সৃঞ্জয়তনয়ের ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া বিবেচনা

করিলেন, মহর্ষি পর্ব্বতের বরদান প্রভাবে সৃঞ্জয়ের ঐ রূপ পুত্র জন্মিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক যদি বালক দীর্ঘ-জীবী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমারে উহার নিকট পরা-ভূত হইতে হইবে। দেবরাজ মনে মনে ঐ রূপ আশঙ্কা করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুসারে সেই বালকের রন্ধ্রা-ন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মূর্ত্তিমান দিব্যাস্ত্র বজ্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বজ্র! সৃঞ্জয়ের পুত্র মহর্ষি পর্ব্বতের বর প্রভাবে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া আমারে পরাভব করিবে; অতএব তুমি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহারে সংহার কর। তখন বজ্র ইন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সতত সেই রাজকুমারের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে মহারাজ সৃঞ্জয় সেই অপূর্ব্ব পুত্র লাভ করিয়া পুলকিত মনে পত্নীগণ সমভিব্যাহারে বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাহার সেই পুত্রটিও ক্রমে ক্রমে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক হইয়া উঠিল। একদা সেই নাগেন্দ্র তুল্য পরাক্রমশালী বালক সেই বনমধ্যে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ধাত্রী সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে ধাবমান হইল। ইত্যব-সরে সেই ব্যাঘ্ররূপী বজ্র সহসা আগমন পূর্ব্বক তাহারে আক্রমণ করিল। রাজকুমার ব্যাঘ্রের আক্রমণে কম্পিত কলে-বর হইয়া প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। ধাত্রী বালককে গতাসু দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাজা সৃঞ্জয় ধাত্রীর আর্ত্তস্বর শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, সুবর্ণষ্ঠীবী প্রাণ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল পরিচ্যুত নিশাকরের ন্যায় ভূতলে

শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া সেই শোণিতসিক্ত পুত্ত্রকে উৎসঙ্গে আরোপিত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সেই বালকের মাতৃগণও অবিলম্বে শোকাকুলিত চিত্তে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন।

ঐ সময় রাজা সৃঞ্জয় আমারে স্মরণ করাতে আমি তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইলাম। হে ধর্ম্মরাজ! যদুপ্রবীর বাসুদেব তোমারে যে সমস্ত কথা কহিলেন, আমি সৃঞ্জয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারে ঐ সকল কথাই কহিয়াছিলাম। পরিশেষে আমি দেবরাজের অনুমতিক্রমে সেই বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করা কাহার সাধ্য।

এইরূপে সেই সৃঞ্জয়রাজকুমার পুনরায় জীবন লাভ করিয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ঐ রাজকুমার পিতার লোকান্তর প্রাপ্তির পর সুপ্রণালীক্রমে এক সহস্র শত বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিল। উহার তুল্য গুণবান্ আর কেহই ছিল না। ঐ রাজপুত্ত্র প্রভূত দক্ষিণাদান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন এবং বহুপুত্ত্র উৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাস ও কেশব বাক্যানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া প্রজাপালন ও যজ্ঞানুষ্ঠান কর। তাহা হইলেই তোমার অতি পবিত্র লোকে গতি লাভ হইবে।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাপালন করাই ভূপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া মনুষ্যের নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ কর। বেদে তপস্যা ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অতএব তপস্যা করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। ক্ষত্রিয়েরা সমস্ত ধর্ম্মের রক্ষকরূপে নির্দ্দিস্ট হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিষয়নিরত হইয়া শাসন অতিক্রম করে, তাহারে সমুচিত দণ্ড প্রদান করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। কি ভৃত্য কি পুত্র কি তপস্বী যে কেহ হউক না কেন, মোহবশত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে, রাজা অবশ্যই তাহারে শাসন বা বিনাশ করিবেন। যে রাজা ইহার অন্যথাচরণ করেন, তাঁহারে পাপ ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উহার রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মহন্তা। তুমি ধর্ম্মহন্তা কৌরবগণকে সবংশে নিপাতিত করিয়াছ, তন্নিবন্ধন তোমার শোক করিবার আবশ্যক কি? বধার্হদিগের বধ, ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের রক্ষা ও সৎপাত্রে ধনদানই ত রাজার ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই নাই। আপনি সমুদায় ধর্ম্মই অবগত আছেন। এক্ষণে আমি রাজ্যলোভে অনেক অবধ্য

লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছি বলিয়াই শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও দেহ দগ্ধ হইতেছে।

তখন বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! কর্ম্মের কর্ত্তা কে, ঈশ্বর না পুরুষ? আর লোকে যে ফল ভোগ করে, তাহা কি কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন না অকস্মাৎ সমুপস্থিত হয়? যদি ঈশ্বর সমুদায় কার্য্যের কর্ত্তা হন, তাহা হইলে পুরুষেরা ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সুতরাং ঈশ্বরকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি অরণ্যমধ্যে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করে, তাহা হইলে মনুষ্যকে বৃক্ষচ্ছেদন জনিত পাপগ্রস্ত হইতে হয়; কুঠার কখনই ঐ পাপে লিপ্ত হয় না। যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ, উহার ত পাপভোগের সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং কুঠার ব্যবহারকারী মনুষ্যকেই পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহা হইলে কুঠার নির্ম্মাণকর্ত্তার বৃক্ষচ্ছেদনের পাপে লিপ্ত হওয়া উচিত। কেন না যদি সে কুঠার নির্ম্মাণ না করিত, তাহা হইলে ছেদনকর্ত্তা কখনই বৃক্ষচ্ছেদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না; কিন্তু শস্ত্রপ্রহারকর্ত্তা স্বকার্য্য সাধনার্থে বৃক্ষচ্ছেদন পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত না হইয়া শস্ত্র নির্ম্মাণকর্ত্তা পাপভাগী হইবে, ইহা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব যদি একজনের কর্ম্মফল অন্যকে ভোগ করিতে না হইল, তাহা হইলে মনুষ্য কি নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে তাঁহার কার্য্য সাধন করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিবে? ঐ ফল ঈশ্বরেরই ভোগ করা উচিত। পক্ষান্তরে যদি তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পুরুষকেই কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া

স্থির কর, তাহা হইলে তুমি অহিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র দুরাত্মা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অতি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ; তাহার নিমিত্ত চিন্তার বিষয় কি? আর দেখ, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং মনুষ্য অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্ম করিয়া কি নিমিত্ত পাপভাগী হইবে? বিশেষত যদি মৃত্যুকে মনুষ্যের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বিবেচনা কর, তাহা হইলে কেহই কখন কাহারও বধজনিত পাপে লিপ্ত হয় নাই, হইবেও না। আর যদি তুমি শাস্ত্র যুক্তির অনুসারে লোকের পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে রাজার পক্ষে যে দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা তোমারে শাস্ত্র ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, আমার মতে ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম সমুদায় প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, তাহারে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়, অতএব তুমি অশুভফলপ্রদ কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও; আর শোক করিও না। তুমি ক্ষত্রিয়; সুতরাং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তোমার উহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আত্মপরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। মনুয্য জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে; কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে কখনই উহাতে সমর্থ হয় না। অতএব জীবিত থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসকে বিনীত বচনে কহিলেন, পিতামহ! আমি রাজ্যলোভে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত মহীপালগণকে নিহত করিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপালগণের অভাবে কি লইয়া অবস্থান করিব। এই পৃথিবী সেই সমস্ত পার্থিব-বিহীনা হইয়াছে, ইহা বারংবার চিন্তা করাতে আমার হৃদয় অদ্যাপি নিরন্তর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। জ্ঞাতিবধ ও অন্যান্য অসংখ্য মনুষ্যের নিধন স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকসাগর সমুচ্ছলিত হইয়াছে। হা! যে সমস্ত মহিলারা পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃবিহীন হইয়াছে, আজি তাহাদিগের কি অবস্থা ঘটিবে! তাহারা পাণ্ডব ও যাদবগণকে পরম শত্রু স্থির করিয়া চীৎকার করিতে করিতে দীনভাবে ভূতলে নিপতিত হইবে এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিরীক্ষণ না করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ নিবন্ধন প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। সেই বন্ধুবান্ধব বিহীনা কামিনীগণের প্রাণত্যাগ নিবন্ধন আমাদিগকে প্রকারান্তরে স্ত্রীবধপাতকেও লিপ্ত হইতে হইল। হায়! আমরা সুহৃদ্‌গণকে বিনাশ করিয়া যে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আমাদিগকে নিশ্চয়ই অধঃশিরা হইয়া নরকে নিপতিত হইতে হইবে। ঐ পাপের প্রতিকারের নিমিত্ত আমি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি কোন্

আশ্রম অবলম্বন করিলে ঐপাপ বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হওয়া তোমার নিতান্ত অনুচিত হই-তেছে। দেখ, তোমার জ্ঞাতিবর্গ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ বিপুল যশ ও মহতী শ্রীলাভের অভিলাষে ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের অপরাধেই আপনারা নিহত হইয়াছেন। তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব তোমরা কেহই তাঁহা-দিগকে বিনাশ কর নাই। ধর্ম্মসাক্ষী কালই প্রাণিগণের প্রাণ অপহরণ করিয়া থাকে। তাহার অনুগ্রহের পাত্র আর কেহই নাই। যুদ্ধাদি ব্যাপার নিমিত্ত মাত্র; প্রাণিগণ ঈশ্বরের নিয়মানু-সারেই পরস্পর নিহত হইয়া থাকে। কাল পুণ্য পাপের সাক্ষী স্বরূপ ও কর্ম্ম সূত্রাত্মক। উহা সকলকে সুখদুঃখবহুল কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি একবার সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সবিশেষ পর্য্যালোচনা কর; তাহারা আত্মবিনাশজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। আর তুমি আপনার কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, তুমি ব্রতপরায়ণ শান্ত-স্বভাব হইয়াও কেবল দৈব প্রভাবে সেইরূপ হিংসাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তষ্টৃনির্ম্মিত যন্ত্র যেমন পরি-চালকের অধীন, তদ্রূপ এই জগৎ কালকৃত কর্ম্মেরই সম্যক্ আয়ত্ত। যখন পুরুষের যদৃচ্ছাক্রমে উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, তখন শোক ও হর্ষ প্রকাশ করা নিতান্ত

নিষ্ফল। হে মহারাজ! এক্ষণে তোমার এই যে মিথ্যা মনঃ-পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্ত তুমি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর শ্রী লাভার্থী হইয়া একাদিক্রমে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে দেবগণ অসুরগণকে নিহত ও তাহাদিগের শোণিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গ অধিকার করেন। আর ত্রিলোক মধ্যে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্প প্রভাবে দানবগণকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিলে, সুরগণ তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়াছেন। অতএব যাহারা অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা ধর্ম্ম উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে অবিলম্বেই সংহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যদি এক ব্যক্তিরে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা একটি কুল নির্ম্মূল করিলে সমস্ত রাজ্য নিরাপদ হয়, তবে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাতে ধর্ম্মের কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং কোন স্থানে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত হয়; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কোন্‌টি যথার্থ ধর্ম্ম আর কোন্‌টী যথার্থ অধর্ম্ম তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তুমি অতি বিচক্ষণ; অতএব এস্থলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দেবগণের পূর্ব্ব প্রদর্শিত পদবীতেই পদার্পণ করিয়াছ। যাহারা রাজ্য-লাভার্থী হইয়া অন্যের প্রাণ সংহার করে, তাহাদিগকে কখনই নিরয়গামী হইতে হয় না। অতএব তুমি এক্ষণে ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবর্গকে আশ্বাস প্রদান কর। যে দুরাত্মা সতত পাপা-

নুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পাপকার্য্য বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না ; তাহারে প্রতিনিয়ত সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। ঐ রূপ ব্যক্তির পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে ; কিন্তু তুমি পাপশূন্য হৃদয়ে দুর্য্যোধনের দোষে অনিচ্ছা পূর্ব্বক ভূপতিগণের হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছ। এক্ষণে তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সমুদায় পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অরাতিগণকে পরাজয় পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এক শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্বচ্ছন্দে দেবগণের সহিত বিবিধ সুখসম্ভোগ করিতেছেন। অপ্সরাগণ তাঁহার সুশ্রূষায় এবং দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহার উপাসনায় নিরত রহিয়াছেন। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমিও ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় ভুজবলে শত্রুপক্ষ পরাজয় করিয়া এই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াছ ; অতএব যে সমস্ত মহীপাল সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রগণকে স্ব স্ব অধিকার প্রদান পূর্ব্বক গর্ব্ভস্থ সন্তানগণকে রক্ষা ও প্রজারঞ্জন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালনে প্রবৃত্ত হও। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহাদিগের কন্যাগণকে রাজ্য প্রদান কর। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবত সাতিশয় ভোগাভিলাষ পরতন্ত্র ; সুতরাং তাহারা রাজ্যপদ লাভ করিলে নিশ্চয়ই শোক পরিত্যাগ করিবে। হে মহারাজ! তুমি এইরূপে সমুদায় রাজ্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া জয়শালী

দেবরাজের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর। মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের বলপ্রভাবে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ; অতঃপর স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও, তাহা হইলেই পরলোকে মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! ইহলোকে মানবগণ কি কি কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হয় এবং কি কি কার্য্য করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি বিধিবিহিত কার্য্যের অননুষ্ঠান, নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কপট ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী হইয়া সূর্য্যোদয়ের পর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও সূর্য্যাস্ত সময়ে শয়ন করে, যে ব্যক্তি কুনখ ও শ্যাবদন্ত যুক্ত হয়, যে পুরুষ জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে, যাহার অনূঢ়াবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা ও পরনিন্দা করে, যে ব্যক্তি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা অনূঢ়া থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি কনিষ্ঠার বিবাহের পর জ্যেষ্ঠারে বিবাহ করে আর যাহারা ব্রত ধ্বংস, দ্বিজাতি হত্যা, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণতা, অনেক জীবের প্রাণ সংহার, মাংস বিক্রয়, বেদ বিক্রয়, অগ্নি পরিত্যাগ, গুরু ও স্ত্রীলোকের প্রাণ সংহার, অকারণে পশু ছেদন, গৃহদাহ, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ, গুরুর

প্রতি অত্যাচার ও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

হে মহারাজ! এতদ্ভিন্ন লোকে যে সমস্ত বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, পরধর্ম্ম আশ্রয়, অযাজ্য যাজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, শরণাগত ব্যক্তিরে পরিত্যাগ, ভৃত্যগণের ভরণপোষণে অনাস্থা, লবণাদি বিক্রয়, তির্য্যগ্‌যোনি বধ, ক্ষমতা সত্বে গোগ্রাসাদি নিত্য দেয় বস্তুর অপ্রদান, দক্ষিণাদান-পরাঙ্মুখতা, ব্রাহ্মণের অবমাননা, অনুপযুক্ত সময়ে পুত্রগণকে বিভাজ্য ধন প্রদান, গুরুপত্নী হরণ ও যথাসময়ে ধর্ম্মপত্নীর সহবাস পরিত্যাগ নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহারা ঐ সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা অধার্ম্মিক! তাহাদিগকে ঐ সকল কুকর্ম্মের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

এক্ষণে যে যে স্থলে লোকে কুকর্ম্ম করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদপারক ব্রাহ্মণও যদি জিঘাংসাপরবশ হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে ধাবমান হয়, তাহারে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ ব্রাহ্মণকে নিপাতিত করিলে কখনই ব্রহ্মহত্যার পাপভোগ করিতে হয় না। বেদপ্রমাণানুসারে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট আততায়ী ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ হত্যাকারীর ক্রোধই তাহার শত্রুকোপের প্রতি ধাবমান হইয়া অরাতির প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশত বা প্রাণনাশক উৎকট পীড়ার সময় সুবিচক্ষণ চিকিৎসকের আদেশানুসারে মদিরা পান করে, তাহার পুন-

র্ব্বার সংস্কার করিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়। ইতিপূর্ব্বে অভক্ষ্য ভক্ষণ প্রভৃতি যত প্রকার পাপকার্য্য কীর্ত্তন করিলাম, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে সমুদায় পাপেরই ধ্বংস হইতে পারে। গুরুর আজ্ঞানুসারে গুরুপত্নীতে গমন করিলে তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষি উদ্দালক শিষ্য দ্বারা স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুরে উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি গুরুর নিমিত্ত আপৎ কালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করে, তাহারে চৌর্য্যদোষে দূষিত হইতে হয় না। ফলত ভোগাভিলাষে সতত চৌর্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেই তন্নিবন্ধন পাপ ভোগ করিতে হয়। আপনার বা অপরের প্রাণ রক্ষা, গুরুর কার্য্য সাধন, বিবাহ সম্পাদন এবং স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দূষ্য নহে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের রেতঃস্খলন হইলে তাহার পুনর্ব্বার উপনয়ন করিতে হয় না; কেবল সমিদ্ধ অগ্নিতে আজ্যহোম করিলেই উহার প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত বা প্রব্রাজিত হইলে তাহার অনূঢ়াবস্থায় কনিষ্ঠের পাণি গ্রহণ দোষাবহ নহে। অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রী সম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। পশুগণ বিধিনির্দ্দেশানুসারে পবিত্রতা লাভ করিয়াছে; অতএব শ্রাদ্ধাদিকার্য্য ভিন্ন পশুহত্যা বা পশুহত্যায় উপদেশ প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণকে ধনদান ও সৎপাত্রে অপ্রদান দোষাবহ নহে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, স্বামীরেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। সোমরসের তত্ত্ব

অবগত হইয়া তাহা বিক্রয়, অসমর্থ ভৃত্যকে পরিত্যাগ এবং গোরক্ষার্থ বনদাহ করা দোষাবহ নহে। হে মহারাজ! যে যে স্থলে যে সকল কার্য্য করিলে মানবগণকে পাপ ভোগ করিতে হয় না, তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

মনুষ্য যদি এক বার পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ব্রহ্মহত্যাকারী খট্টাঙ্গ ও নর কপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহার, সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন, অসূয়া শূন্য, অধঃশায়ী হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য সংসাধন এবং জনসমাজে আপনার কুকর্ম্ম প্রকাশ করিলে দ্বাদশ বৎসরের পর স্বীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা বা স্বেচ্ছানুসারে শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রে জীবন পরিত্যাগ, অধঃশিরা হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে তিন বার আত্ম নিক্ষেপ, বেদ পাঠ করিতে করিতে শত যোজন গমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব বা জীবন যাপনোপযোগী ধন অথবা পরিচ্ছদ সমবেত গৃহ প্রদান এবং গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা সম্পাদন এই সকলের অন্যতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যৎসামান্যরূপ আহার করে, সে ছয় বৎসরে, যে ব্যক্তি মাসের মধ্যে সপ্তাহ প্রাতঃকালে আহার, সপ্তাহ সায়ংকালে আহার, সপ্তাহ

অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও সপ্তাহ উপবাস করে, সে তিন বৎসরে, যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়ংকালে আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন ও এক মাস উপবাস করে, সে এক বৎসরে এবং যে ব্যক্তি কেবল উপবাসে কালযাপন করে, সে অল্প দিবসের মধ্যেই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অনুসারে যে ব্যক্তি অশ্বমেধ সমাধানান্তে স্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারে আর ব্রহ্ম-হত্যা পাপ ভোগ করিতে হয় না। সহস্র ধেনু পাত্রসাৎ করিতে পারিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা দান করে এবং যে ব্যক্তি প্রাণসঙ্কট সময় উপস্থিত হইলে সাধু দরিদ্রদিগকে সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু দান করে, সে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণগণকে এক শত কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব দান করে, তাহার পাপভয় নিবারণ হয়। যদি কেহ অন্তত এক জনেরও প্রার্থনানুরূপ অর্থ দান করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তন না করে, তাহা হইলে সে ইহলোক ও পরলোকে আপনার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি একবারমাত্র সুরাপান করে, অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিলেই উভয়লোকে তাহার আত্মা পবিত্র হয়। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ, ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ খণ্ডন হইয়া থাকে। ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে,

সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিসত্র অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। সুরাপায়ী ব্যক্তি যদি ভূমি দানরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও মৎসর শূন্য হইয়া পুনরায় উহা পান না করে, তাহা হইলে তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে লৌহ ফলক তপ্ত করিয়া তাহাতে শয়ন ও আপনার লিঙ্গ ছেদন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বনে গমন করিবে। শরীর পরিত্যাগ করিলে অশুভ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা আহার বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মাবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্ব্বস্ব দান, অথবা গুরুকার্য্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে সমুদায় অশুভ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ বা তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করে, সে গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গাদি দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘন করে, সে ব্রহ্মহত্যা বিহিত ব্রত পালন ও ছয় মাস গোচর্ম্ম পরিধান করিলে নিষ্পাপ হয়। যে ব্যক্তি পরদারাভিগমন ও পরবিত্তা-পহরণ করে, সে, সম্বৎসর নিয়মানুষ্ঠান করিলে পাপ শূন্য হয়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, সে যে কোন উপায়ে হউক, তাহারে সেই পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতে পারিলে তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্ত্বে বিবাহ করে, সে ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রত পালন করিলে উভয়েই পবিত্র হয়; কিন্তু সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতারে

পিতৃলোকের উদ্ধার সাধনার্থ অবশ্যই পুনরায় বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববিবাহিত পত্নীও নির্দ্দোষ ও পরিশুদ্ধ হইবে। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীলোকেরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক পাপে দূষিত বিবেচনা করেন না ; কেন না ভস্ম দ্বারা পাত্র যেমন শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণ রজোযোগ হইলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্য-পাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত বা ব্রাহ্মণের গণ্ডূষ দ্বারা দূষিত হইলে উহা দশবিধ শোধনীয় দ্রব্যে শুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। লোকে ধর্ম্মের তারতম্য অনুসারেই উহাঁদিগের গৌরব ও লাঘব অবধারণ করিবে। পশু পক্ষী বধ ও বৃক্ষ ছেদন করিলে আপনার কুকর্ম্ম জনসমাজে প্রচার পূর্ব্বক তিন রাত্রি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। অগম্যা-গমন করিলে ছয় মাস ভস্মে শয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিচরণ করিবে।

হে মহারাজ! কুকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে দৃষ্টান্ত, শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রজাপতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে এই রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মণ অহিংস্র ; মিতভাষী ও পরিমিত ভোজী হইয়া পবিত্র স্থানে গায়ত্রীজপ করে, তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। দ্বিজগণ দিবসে অনাবৃত স্থলে উপবেশন, রজনী যোগে তথায় নিদ্রাসেবন, দিবসে তিন বার ও রজনীতে তিন বার বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্নান এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে

বিমুক্ত হইতে পারেন। হে মহারাজ ! সমুদায় প্রাণিগণই দেহান্তে নিজ নিজ শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পাপ অথবা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারে তাহার অতিরিক্ত ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব জ্ঞান, তপস্যা ও সৎকার্য্য দ্বারা শুভফল পরিবর্দ্ধিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও নিত্য ধন দান করিলে নিষ্পাপ হইতে পারে। এক্ষণে যে পাপের যে রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সমুদায় পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য বিষয়ে জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দুই প্রকার পাপ আছে। জ্ঞানকৃত পাপ গুরু ও অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু। আস্তিক ও শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিরা বিধি পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। নাস্তিক, দাম্ভিক ও অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরা প্রায়ই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হয় না; প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাদের পাপনাশের সম্ভাবনা নাই। যে পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভের প্রত্যাশা করে, তাহারে অবশ্যই শিষ্টাচার আশ্রয় ও শিষ্ট ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি শিষ্টাচারযুক্ত; বিশেষত প্রাণ ও ধন রক্ষার্থ যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছ, অতএব অবশ্যই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যদি তোমার নিতান্তই আপনারে পাপী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর। মূঢ়ের ন্যায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাণত্যাগ করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদ-ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহারে পুনরায় কহিলেন, পিতামহ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য আর কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তু দান করিলে লোকে প্রশংসাভাজন হয় এবং কাহারে পাত্র আর কাহারেই বা অপাত্র বলা যায়, এই সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে সায়ম্ভুব মনু সিদ্ধগণকে যাহা কহিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ সুখাসীন ভগবান্ মনুর সন্নি-ধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রজাপতে! অন্ন, পাত্র, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা ও কার্য্যাকার্য্যের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করুন। তখন ভগবান্ সায়ম্ভুব মনু সেই মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি সংক্ষেপে ও সবিস্তরে ধর্ম্মকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদী, জপহোমাদি কার্য্য নিরত অসংখ্য ব্যক্তির অধিষ্ঠিত দেশ, পবিত্র পর্ব্বত এবং সুবর্ণ ভক্ষণ, রত্নাদি দ্বারা স্নান, দেবস্থানে অভিগমন ও আজ্য ভোজন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্রতা লাভ করে, সন্দেহ নাই। লোকে গর্ব্বপ্রকাশ করিলে, কখনই প্রাজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞলোক যদি অহঙ্কার প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্রিরাত্রি উষ্ণবস্তু পান করা কর্ত্তব্য। অদত্ত বস্তুর অনাদান, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও যজ্ঞ এই কয়েকটী ধর্ম্মের লক্ষণ। স্থূল

বিশেষে গ্রহণ, মিথ্যা ব্যবহার ও হিংসাও ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তি নিবন্ধন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই প্রকার ; আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবস্থানুসারে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিরও দুই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষ মুক্তি লাভ করেন, আর কর্ম্মনিরত ব্যক্তিরে পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অশুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অশুভ ফল ও যে ব্যক্তি শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতি নীচ লোকেও যদি দৈব, শাস্ত্র, প্রাণ ও প্রাণধারণোপযোগী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারে। ক্রোধমোহাদি বশত মন দূষিত হইলে ঔষধ, মন্ত্র ও উপবাসাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে তাঁহারে এক রাত্রি ও পুরোহিত দণ্ডবিধানের উপদেশ প্রদান না করিলে তাঁহারে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যে ব্যক্তি পুত্রবিয়োগাদি শোকে অভিভূত হইয়া শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহার তিন রাত্রি প্রায়োপবেশন করা কর্ত্তব্য। যাহারা জাতিশ্রেণী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করে, তাহারা নিতান্ত দুরাত্মা ; তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম ক্ষয়ের নিমিত্ত কোন প্রায়-শ্চিত্তই নাই। ধর্ম্মসংশয় সমুপস্থিত হইলে দশ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ অথবা তিন জন ধর্ম্ম পাঠক পণ্ডিত যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ধর্ম্মস্বরূপ গণনা করা কর্ত্তব্য। বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শল্কবর্জ্জিত মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পাদ জন্তু, মণ্ডুক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ,

চক্রবাক, প্লব, বক, কাক, মদ্গ, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পাদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভি, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। প্রেতান্ন, সূতিকান্ন ও অনির্দ্দিষ্টান্ন ভোজন এবং অনির্দ্দিষ্ট ধেনুর দুগ্ধ পান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভূপতির অন্ন তেজের, শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজের এবং সুবর্ণকার ও অবীরা-স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে। বৃদ্ধিজীবীর অন্ন বিষ্ঠা এবং বেশ্যা, পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী ও স্ত্রীজিত ব্যক্তির অন্ন শুক্র স্বরূপ। অগ্নিষোমীয় বসাহোমের পূর্ব্বে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। দানভোগ পরাঙ্মুখ, যজ্ঞবিক্রয়ী, সূত্রধর, চর্ম্মকার, রজক, চিকিৎসক, গ্রামপাল, পাতকী, রঙ্গস্ত্রীজীবী, বন্দী ও দ্যূতবেত্তাদিগের অন্ন, বামহস্তে আহৃত পর্য্যুষিত, সুরামিশ্রিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অন্ন, পিষ্টক, ইক্ষু, শাক, দুগ্ধ শক্তু, ভৃষ্টযব ও দধিশক্তুর বহু দিনস্থিত বিকার এবং দেবতার উদ্দেশে অপ্রদত্ত পায়স, তিলমিশ্রিত ভক্ষ্য ও পিষ্টক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ও অপেয়। দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, পিতৃ ও গৃহ দেবতাগণের যথোচিত তৃপ্তি সাধন করিয়া পশ্চাৎ ভোজন এবং প্রব্রজিত ভিক্ষুকের ন্যায় স্বীয় গৃহে বাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ রূপ নিয়মে আপনার স্ত্রী সমভিব্যাহারে গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ হয়।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি কদাচ যশোলাভার্থ বা ভয় প্রযুক্ত দান করিবে না। উপকারী, নৃত্যগীতপরায়ণ, পরিহাসপর, ভণ্ড,

মদমত্ত, উন্মত্ত, তস্কর, নিন্দক, মূর্খ, বিবর্ণ, বিকলাঙ্গ, বামন, দুর্জ্জন, দুষ্কুলজাত, অশ্রোত্রিয়, বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ব্রতহীন ব্যক্তিরে দান করা বিধেয় নহে। অসম্যক্ দান ও অসম্যক্ প্রতিগ্রহ দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। খদির ফলক অবলম্বন পূর্ব্বক সাগরে সন্তরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফলক যেমন স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিত ব্যক্তিরে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অসম্যক্ দাতা আপনারে ও প্রতিগৃহীতারে পাপসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন আর্দ্র কাষ্ঠে সমাচ্ছন্ন হইলে প্রজ্বলিত হয় না, তপঃস্বাধ্যায় শূন্য দুশ্চরিত্র প্রতিগৃহীতাও তদ্রূপ কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না। নর কপালে জল ও কুক্কুর চর্ম্মনির্ম্মিত কোশে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা স্থানদোষে অপবিত্র হয়, ব্রতবিহীন ব্যক্তির অধ্যয়নও তদ্রূপ ব্যর্থ হইয়া থাকে। নির্ম্মন্ত্র নিব্রত, মূর্খ, অসূয়াপরবশ, হীনচরিত্র ও ব্রতবিহীন ব্যক্তিরেও দান করিলে কেবল দয়াই প্রকাশ করা হয়, উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। দীন ও আতুর ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মলাভ উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উহাদিগকে দান করা কর্ত্তব্য নহে। অবৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করিলে উহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ; দারুময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করিয়া থাকে। বৎসহীন গাভী, পক্ষহীন বিহঙ্গম, জলশূন্য স্থান ও জলশূন্য কূপ যেমন নিতান্ত নিষ্ফল, নির্ম্মন্ত্র ব্রাহ্মণও তদ্রূপ কোন কার্য্যকারক নহে। মূর্খকে দান করিলে উহা অগ্নিশূন্য প্রদেশে হোমের ন্যায় কোন ফলোপধায়ক হয়

না । দেবতা ও পিতৃগণের হব্য কব্য বিনাশক অর্থাপহারী মূর্খ ব্যক্তি কদাচ উৎকৃষ্ট লোক সমুদায় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে । হে ধর্ম্মরাজ ! তুমি আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম ।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সমগ্র রাজধর্ম্ম ও আপদকাল নির্দ্দিষ্ট নীতির বিষয় কীর্ত্তন করুন । আর আমি ধর্ম্মপথ অবলম্বন পূর্ব্বক কিরূপে পৃথিবী বশীভূত করিব, তাহাও বলুন । আপনার মুখে উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও হর্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে । ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ অতএব এক ব্যক্তি কি রূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভি-ভূত হইতেছি ।

তখন বেদবিদগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাস সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস ! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুল পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন কর । সেই সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা ভীষ্মই তোমার ধর্ম্মগত সংশয় নিরা-করণ করিবেন । যিনি ভগবতী ভাগীরথীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের নিকট রাজনীতি শিক্ষা করিয়া-ছেন, যিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ও সুরগুরু বৃহস্পতির

বিদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, যিনি ভৃগুনন্দন চ্যবন ও মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে তেজঃপুঞ্জ কলেবর আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করেন, যিনি পরশুরাম ও ইন্দ্র হইতে অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়াছেন, যিনি আপনার ইচ্ছানুসারে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ হইতেন, জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে কিছুই যাঁহার অপরিজ্ঞাত নাই, সেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যবেত্তা মহামতি ভীষ্ম তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব ঐ মহাত্মা প্রাণ পরিত্যাগ না করিতে করিতে তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর।

বহুদর্শী ধর্ম্মরাজ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের প্রাণ সংহারের কারণ হইয়া সকলেরই নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমা হইতেই জ্ঞাতিকুল নির্মূল হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবীর পিতামহকে ছলপ্রকাশ পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া এক্ষণে কি রূপে তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মসংশয় জিজ্ঞাসা করিব।

তখন যদুকুলতিলক মহামতি বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতসাধনার্থ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! শোকের একান্ত বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে মহর্ষি ব্যাস যে রূপ কহিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই

সমস্ত ব্রাহ্মণ, হতাবশিষ্ট ভূপালগণ এবং আপনার ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদী ইহাঁরা সকলেই আপনার অধীন হইতে বাসনা করিতেছেন। বিশেষত আপনার রাজ্যে চারি বর্ণের সমুদায় লোক সমাগত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাদিগের হিতানুষ্ঠান, অমিততেজা ব্যাসের আদেশ প্রতিপালন এবং আমাদিগের ও দ্রৌপদীর অনুরোধ রক্ষার্থ মহাবীর ভীষ্মের নিকট গমন করুন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভগবান্ ব্যাস এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অনুনীত হইয়া মানসিক শোক সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক লোকের হিতানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং নক্ষত্র পরিবৃত শশাঙ্কের ন্যায় বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বনগরে প্রবেশ করিবার মানসে অসংখ্য দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ কম্বলাজিন সংবৃত, বন্দিগণের পবিত্র মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, লক্ষণাক্রান্ত শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট শুভ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার রথরশ্মি গ্রহণ ও মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহার মস্তকোপরি সুশোভিত শ্বেতাতপত্র ধারণ করিলেন। সেই শ্বেতছত্র অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রথোপরি ধৃত হইয়া নভোমণ্ডলে নক্ষত্র জালমণ্ডিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সমলঙ্কৃত শ্বেত চামর দ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বীজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারূঢ় হইলে ঐ রথ

পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় ধৃতরাষ্ট্রকুমার যুযুৎসু মনোমারুতগামী বেগবান অশ্বগণে সমলঙ্কৃত শুভ্র রথে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব সাত্যকির সহিত শৈব্য সুগ্রীব সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহ্য যানে আরূঢ় হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তী দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ নানাবিধ যানে আরোহণ পূর্ব্বক মহাত্মা বিদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। সকলের পশ্চাৎ অসংখ্য অলঙ্কৃত রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি ধাবমান হইল। এইরূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া সূতমাগধবন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে অসংখ্য ব্যক্তির সমাগম ও পরস্পরের কোলাহল হওয়াতে ধর্ম্মরাজের নগরযাত্রা অতি রমণীয় হইয়া উঠিল। নগরবাসী মনুষ্যগণ দ্বারা সমস্ত নগর ও রাজমার্গ সমলঙ্কৃত হইল। পৃথিবী শ্বেতমাল্য ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত, রাজমার্গ ধূপ দ্বারা প্রধূপিত এবং রাজভবন বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও মাল্য সমূহ দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল। নগরদ্বার গৌরাঙ্গী কুমারী, অভিনব পূর্ণকুম্ভ ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই অসামান্য শোভাসম্পন্ন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণের পুরপ্রবেশ কালে সহস্র সহস্র পুরবাসী প্রজা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় আগমন করিতে লাগিল। তখন সেই বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যে সুশোভিত রাজমার্গ জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত মহোদধির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। রাজপথের সমীপবর্ত্তী সমলঙ্কৃত অট্টালিকা সমুদায় রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইয়া উঠিল। কামিনীগণ লজ্জানম্রমুখে মৃদুস্বরে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা; গোতমী যেমন মহর্ষিগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ এই মহাত্মাদিগকে আশ্রয় করিয়াছ। তোমার ব্রত ও কর্ম্ম সমুদায় সার্থক। বরবর্ণিনীগণ এই বলিয়া দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাক্য ও হর্ষসূচক শব্দে সমুদায় পুর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সেই রাজমার্গ অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরবাসী প্রজাগণ তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া শ্রুতিসুখকর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি সৌভাগ্য ও পরাক্রম প্রভাবে ধর্ম্মানুসারে শত্রুগণকে পরাজয় ও পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের অধীশ্বর হইয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে শত বৎসর প্রজা পালন করুন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ মঙ্গলবাক্য শ্রবণ ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে

সেই ইন্দ্রালয়তুল্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ রত্ন ও গন্ধমাল্য দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার পুরদ্বারে আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিপ্রগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ধৌম্য গুরু ও জ্যেষ্ঠ তাতের সহিত অসংখ্য মোদক, রত্ন, সুবর্ণ, গাভী, বস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ বস্তু দ্বারা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সুহৃদ্গণের প্রীতিকর শ্রুতিসুখাবহ পবিত্র পুণ্যাহ নির্ঘোষে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইল। ধর্ম্মরাজ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অর্থসংযুক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়শব্দমনোহর দুন্দুভি ধ্বনি ও শঙ্খনিস্বন হইতে আরম্ভ হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ধর্ম্মরাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণের মধ্যে দুর্য্যোধনের সখা দুরাত্মা চার্ব্বাক রাক্ষস ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। ঐ পাপাত্মা পাণ্ডবগণের অপকার করিবার বাসনায় ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্ভীক চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গর্ব্বিত বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই ব্রাহ্মণগণ আপনারে জ্ঞাতিঘাতী ও অতি কুৎসিত রাজা বলিয়া ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। ফলত

এইরূপ জ্ঞাতিসংক্ষয় ও গুরুজনদিগের বিনাশ সাধন করিয়া আপনার কি লাভ হইল ? এক্ষণে আপনার মৃত্যুই শ্রেয়। জীবন ধারণ করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তখন তত্রত্য অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের সেই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ, ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে তদবস্থ দেখিয়া লজ্জিত ভাবে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীন বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব, আপনারা আর আমারে ধিক্কার প্রদান করিবেন না।

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমরা আপনারে ধিক্কার প্রদান করি নাই; আপনার মঙ্গল হউক। তপোনুষ্ঠান সম্পন্ন বেদবেত্তা দ্বিজাতিগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্ব্বাককে বিশেষ জ্ঞাত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! যে ব্যক্তি আপনার প্রতি কটূক্তি করিল, ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু চার্ব্বাক নামে রাক্ষস। ঐ পাপাত্মা দুর্য্যোধনের হিত কামনায় আপনার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, আমরা কোন কথাই কহি নাই। অতএব আপনার কিছুমাত্র শঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত কল্যাণভাজন হউন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ চার্ব্বাকের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎসনা করত হুঙ্কার শব্দ পরিত্যাগ করিতে লাগি-

লেন। তখন চার্ব্বাক সেই মহাত্মাদিগের ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ প্রায় হইয়া অশনিদগ্ধ পাদপের ন্যায় অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রগণ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর সর্ব্বদর্শী জনার্দ্দন ভ্রাতৃগণ সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণগণ আমার সতত অর্চ্চনীয়। উহাঁরা ভূতলস্থিত দেবতা। উহাঁরা ক্রুদ্ধ হইলে উহাঁদের বাক্য হইতে বিষ নির্গত হয়। ঐ মহাত্মাদিগকে প্রসন্ন করা অতি অনায়াসসাধ্য। পূর্ব্বে সত্যযুগে চার্ব্বাক নামে এক রাক্ষস বদরী তপোবনে বহু কাল অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার তপঃ প্রভাবে অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তাহারে বর গ্রহণার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস কমলযোনিরে বরপ্রদানে সমুদ্যত দেখিয়া কহিল, ভগবন্ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমারে এই বর প্রদান করুন যেন কোন প্রাণী হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় না থাকে। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে চার্ব্বাক ! আমি তোমারে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি ; কিন্তু তুমি কদাচ ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিও না। ব্রাহ্মণের অপমান করিলেই তোমারে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে।

চার্ব্বাক রাক্ষস এইরূপে ব্রহ্মার প্রসাদে বর লাভ করিয়া স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে দেবগণকে সন্তাপিত করিতে লাগিল। সুরগণ সেই রাক্ষসের বাহুবলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাহার বধ সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মারে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! যাহাতে অচির কাল মধ্যে ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হইবে, আমি তাহার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছি। মনুষ্যগণমধ্যে দুর্য্যোধন নামে এক রাজার সহিত চার্ব্বাকের অতিশয় সখ্যভাব জন্মিবে এবং ঐ রাক্ষস দুর্য্যোধনের স্নেহের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করিবে। ব্রাহ্মণগণ রাক্ষসকৃত অপমাননায় নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহারে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক দগ্ধ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে এই সেই চার্ব্বাক রাক্ষস ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি আর শোক প্রকাশ করিবেন না। আপনার জ্ঞাতিবর্গ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে শোক সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকার্য্যানুষ্ঠান, শত্রু সংহার, প্রজাপালন ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করাই আপনার কর্ত্তব্য।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শোকসন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রহৃষ্ট মনে পূর্ব্বাস্য হইয়া কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি ও বাসুদেব ধর্ম্মরাজের অভিমুখে সুবর্ণময় উজ্জ্বল পীঠে, মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জ্জুন উভয় পার্শ্বে মণিময় আসনে,

মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্তময় সিংহাসনে, এবং মহাত্মা সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও ধৃতরাষ্ট্র পাবকের ন্যায় সমুজ্জ্বল আসনে উপবিষ্ট হইলেন। যুযুৎসু, সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলদায়ক অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাবর্গ পুরোহিতের সহিত বিবিধ মঙ্গল বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারে দর্শন করিতে লাগিল। ঐ সময় মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময় রজতময় ও মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ, অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, শ্রুব, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্‌পল ও পলাশের সমিধ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সমাহৃত হইল। তখন পুরোহিত ধৌম্য বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুসারে পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশ নিম্ন বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদুপরি হুতাশন সন্নিভ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণারে উপবেশন করাইয়া বিবিধ মন্ত্র অনুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাত্মা বাসুদেব রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র ও প্রজাগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্য গ্রহণ পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। ধর্ম্মরাজ বাসুদেব ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সংকৃত ও পাঞ্চজন্যের জলে অভিষিক্ত হইয়া যাহার পর নাই সুশোভিত হইলেন। ঐ সময় পণব, আনক ও দুন্দুভির মধুর নিস্বন হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ তৎসমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যশালী, সৎস্বভাবান্বিত

বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া তাঁহাদের যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তখন দ্বিজগণ যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া হংসের ন্যায় মধুর স্বরে তাঁহার জয় কীর্ত্তন ও প্রশংসা করত কহিলেন, মহারাজ ! আপনি সৌভাগ্যবশত স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে শত্রু-বিজয় ও স্বধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, মহাবীর ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরক্ষয়কর ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ধর্ম্মরাজ এইরূপে সাধুদিগের পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া স্বীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সেই দেশকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! পাণ্ডুনন্দনদিগের গুণ প্রকৃত হউক বা অপ্রকৃতই হউক, যখন আপনারা সমবেত হইয়া উহা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন পাণ্ডবগণ ধন্য ; তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনারা সুস্থ চিত্তে আমাদিগকে গুণ সম্পন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন ; অতএব আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাও আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পরম দেবতা ও পিতা ; অতএব যদি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করা আপনাদিগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনারা সতত উহাঁর শাসনানুবর্ত্তী ও হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র হইবেন। প্রতিনিয়ত অধ্যবসায় সহকারে ঐ মহাত্মার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য।

আমি সমস্ত জ্ঞাতি বধ করিয়া কেবল উহাঁর শুশ্রূষা করিবার নিমিত্তই জীবন ধারণ করিতেছি। এক্ষণে যদি আমার প্রতি ও আমার অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের প্রতি আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রদর্শন করা সমুচিত হয়, তাহা হইলে আপনারা রাজা ধৃত-রাষ্ট্রের সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করুন। উনি আমার, আপনা-দিগের ও এই জগতের অধিপতি। সমগ্র পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ উহাঁরই আয়ত্ত। হে বিপ্রগণ! এক্ষণে আমি যে সমস্ত কথা কহিলাম, আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় করিলেন।

অনন্তর তিনি পুর ও জনপদ নিবাসী প্রজাগণকে বিদায় করিয়া ভীমসেনকে যৌবরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক ধীমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা ও সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য অবধারণ, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান ও আয় ব্যয় চিন্তা, নকু-লকে সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগকে ভক্ত বেতন প্রদান ও তাহাদের কার্য্য পরীক্ষা, মহাবীর অর্জ্জুনকে পর সৈন্যো-পরোধ ও দুষ্ট নিগ্রহ, মহাবীর সহদেবকে শরীর রক্ষা এবং পুরোহিতপ্রধান মহর্ষি ধৌম্যকে ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য ও দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে মহীপাল যুধিষ্ঠির যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহারে সেই কার্য্যের ভার প্রদান করিয়া বিদুর, সঞ্জয় ও যুযুৎসুরে কহিলেন, তোমরা সতত অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যে রূপ আদেশ করিবেন অবিলম্বে তাহা সম্পাদন এবং পৌর ও জানপদবর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে উহাঁর আজ্ঞা লইয়া তাহা সমাধান করিবে।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমরনিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও স্বীয় পুত্রগণের স্বর্গার্থে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, গাভী, বিবিধ ধন, রত্ন প্রদান করিলেন। মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত একত্র হইয়া মহাত্মা দ্রোণ, কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারপরায়ণ সুহৃদ্গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের উদ্দেশে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে ধন, রত্ন, গাভী ও বস্ত্র সকল প্রদান করিতে লাগিলেন। যে সকল নরপতিদিগের বন্ধু বান্ধব কেহই বিদ্যমান ছিল না, ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগেরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং সুহৃদ্গণের উদ্দেশে বিবিধ ধর্ম্মশালা, পয়ঃপ্রণালী ও তড়াগ সকল প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই রূপে নিহত বীরগণের নিকট অঋণী হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতিপুত্র-বিহীন কৌরবস্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া নিষ্কণ্টকে পরম সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! আমি কেবল তোমার অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধিকৌশল ও বিক্রম প্রভাবেই এই পিতৃপিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত

হইলাম ; অতএব তোমারে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি অদ্বিতীয় পুরুষ ও যাদবদিগের একমাত্র অবলম্বন। ব্রাহ্মণগণ তোমার বহুবিধ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক স্তব করিয়া থাকেন। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বাত্মক ; এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিষ্ণু, জিষ্ণু, হবি, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ ও পুরুষোত্তম। তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি একমাত্র হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন গর্ব্ভে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান্ আছ। তুমি পুণ্যকীর্ত্তি, হৃষীকেশ ও যজ্ঞেশ্বর। তুমি ব্রহ্মারও গুরু। তুমি ত্রিনয়ন শম্ভু। তুমি দামোদর, বরাহ, অগ্নি ও সূর্য্য। তুমি ধর্ম্ম, তুমি গরুড়ধ্বজ, তুমি শত্রুসেনাবিমর্দ্দন ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ। তুমি শ্রেষ্ঠ ও উগ্র। তুমি কার্ত্তিকেয়, সত্য, অন্নদ, অচ্যুত ও অরাতিনাশক। তুমি বিপ্রাদি বর্ণ এবং অণুলোম, বিলোমজাতি। তুমি ঊর্দ্ধবর্ত্ম ও পর্ব্বত। তুমি ইন্দ্রদর্পহন্তা ও হরিহররূপী। তুমি সিন্ধু, নির্গুণ এবং পূর্ব্ব দিক্, পশ্চিম দিক্ ও ঈশানকোণ স্বরূপ। তুমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি সম্রাট্, বিরাট্ ও স্বরাট্। তুমি ইন্দ্রেরও কারণ। তুমি বিভু, শরীরী ও অশরীরী। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পিতা। তুমি কপিল। তুমি বামন, যজ্ঞ, যজ্ঞসেন, ধ্রুব ও গরুড়। তুমি শিখণ্ডী ও নহুষ। তুমি মহেশ্বর, দিবস্পৃক্, পুনর্ব্বসু, বভ্রু ও সুবভ্রু। তুমি সামবেদ, সুষেণ, দুন্দুভি, কাল ও শ্রীপদ্ম। তুমি পুষ্কর, পুষ্করেক্ষণ, ঋতু ও সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। তুমি চরিত্র, নির্ম্মল জ্যোতি ও হিরণ্যগর্ব্ভ। তুমি স্বধা ও স্বাহা। তুমি এই জগতের স্রষ্টা এবং তুমিই ইহার সংহর্ত্তা। তুমি অগ্রে এই বিশ্বমধ্যে বেদের

সৃষ্টি করিয়াছ এবং এই চরাচর বিশ্বকে স্ববশে রাখিয়াছ। হে শার্ঙ্গপাণে! তোমারে নমস্কার।

রাজা যুধিষ্ঠির সভামধ্যে বাসুদেবকে এইরূপে স্তব করিলে তিনি যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া বিনীত বাক্যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে গৃহগমনে অনুমতি করিলে তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। তখন ধর্ম্মনন্দন ভীমপরাক্রম ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা মহারণে শত্রুদিগের শরজালে ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছ। আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে কাপুরুষের ন্যায় অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তোমরা নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক পরিশ্রমাপনোদন ও স্বচ্ছন্দে বিজয়সুখ অনুভব কর। কল্য প্রাতে পুনরায় আমরা পরস্পর মিলিত হইব।

ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরকে দুর্য্যোধনের প্রাসাদপরিশোভিত নানা রত্নখচিত দাসদাসী সমন্বিত ইন্দ্রালয় তুল্য গৃহ, অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনগৃহের ন্যায় সুদৃশ্য মাল্য সংযুক্ত হেমতোরণ বিভূষিত দাসদাসী ও ধনধান্য পরিপূর্ণ দুঃশাসন ভবন, নকুলকে দুর্ম্মর্ষণের সুবর্ণ মণিমণ্ডিত কুবেরভবন তুল্য প্রাসাদ এবং প্রাণাধিক সহদেবকে দুর্ম্মুখের কমলদলাক্ষী কামিনীগণে পরিপূর্ণ কনকভূষিত গৃহ প্রদান করিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ এইরূপে

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগ্রহে সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে সুখানুভব করিতে লাগিলেন। মহাত্মা যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা ও ধৌম্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন সাত্যকির সহিত অর্জ্জুনের মন্দিরে সমুপস্থিত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব আবাসে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং চরাচরগুরু ভগবান্ হৃষীকেশই বা ঐ সময় কি কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য অধিকার করিয়া চতুর্ব্বর্ণাত্মক লোক সমুদায়কে স্ব স্ব কার্য্যে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে তিনি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেকের হস্তে সহস্র নিষ্ক প্রদান, অনুজীবী, ভৃত্য, আশ্রিত, অতিথি, দীন ও যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান এবং পুরোহিত ধৌম্যকে অযুত গো, সুবর্ণ, রজত ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান করিয়া কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও বিদুরকে যথোচিত সৎকার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের আশ্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট উপযুক্ত অন্ন, পান, বস্ত্র, শয়ন

ও আসন প্রাপ্ত হইয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি স্বীয় লব্ধ রাজ্যে শান্তি স্থাপন ও যুযুৎসুর সম্মান করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের উপর রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মরাজ নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাসুদেবের নিকট গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, নীলনীরদসপ্রভ, দিব্যাভরণভূষিত, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, মহাত্মা মধুসূদন পীতাম্বর পরিধান পূর্ব্বক হেমমণ্ডিত মণির ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া মণিকাঞ্চন সমলঙ্কৃত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ মহাত্মার বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ মণি বিরাজিত হওয়াতে উহাঁরে উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে লাঞ্ছিত উদয়াচলের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার উপমা নাই। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা হৃষীকেশের সন্নিহিত হইয়া হাস্যমুখে মধুরবাক্যে কহিলেন, ত্রিলোকনাথ! তুমি ত পরম সুখে এই নিশা অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি ত সুপ্রসন্ন আছে? আমরা তোমারই অনুগ্রহে রাজ্য অধিকার করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়াছি। তোমার অনুগ্রহেই আমাদের জয়লাভ ও যশোলাভ হইয়াছে। তোমার কৃপাবলেই আমরা ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেও মহাত্মা বাসুদেব কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তখন ধর্ম্মরাজ কেশবকে একান্ত মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে অমিতপরাক্রম ! তুমি কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিস্ময়কর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছ ? এক্ষণে ত্রিজগতের মঙ্গল ত ? তুমি জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ বা সুষুপ্তি প্রাপ্ত নও ; কাষ্ঠ, কুড্য ও পাষাণের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমারে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার মন নিতান্ত বিচলিত হইতেছে। তুমি শরীরস্থিত পঞ্চ বায়ুকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে মনে সন্নিবেশিত করিয়াছ। তোমার বাক্য ও মন বুদ্ধিতে এবং শব্দাদি গুণ সমুদায় উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তোমার রোম সকল কম্পিত হইতেছে না ; মন ও বুদ্ধি এককালে স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং তুমি নির্ব্বাত প্রদেশস্থিত দীপের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চল হইয়াছ। তোমার এরূপ অবস্থার কারণ কি ? যদি উহা শ্রবণ করিতে আমার কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় ছেদন কর। হে কৃষ্ণ ! তুমি কর্ত্তা, তুমিই সংহর্ত্তা, তুমি ক্ষয়, তুমিই অক্ষয়। তোমার আদি বা অন্ত নাই ; অতএব তুমিই আদি পুরুষ। এক্ষণে আমি প্রণত হইয়া ভক্তিভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই ধ্যানের যথার্থ তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া আমারে চরিতার্থ কর।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! কুরুপিতামহ ভীষ্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের ন্যায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া আমারে চিন্তা

করিতেছেন, এই নিমিত্তই আমি তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহার অশনিনিস্বন সদৃশ জ্যানির্ঘোষ সহ্য করিতে সমর্থ হন নাই ; যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডল পরাজিত করিয়া স্বয়ম্বর স্থল হইতে তিনটী কন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন ; মহাবীর পরশুরাম ত্রয়োবিংশতি রাত্রি যুদ্ধ করিয়াও যাঁহারে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই ; ভগবতী ভাগীরথী যাঁহারে স্বীয় গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাঁহার উপদেষ্টা ; যিনি বিবিধ দিব্যাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ সমুদায় অবগত আছেন ; যিনি পরশুরামের প্রিয় শিষ্য ও সমস্ত বিদ্যার আধার ; ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাঁহার প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মন সংযত করিয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত আমি তাঁহাতেই মনঃসংযোগ করিয়া রহিয়াছিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ ! সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীর শান্তনুতনয় স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী শশাঙ্কশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা বিহীন হইবে ; অতএব আপনি সেই ভীষণপরাক্রম ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ বিদ্যা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায় বিষয় তাঁহারে জিজ্ঞাসা করুন। সেই কৌরব ধুরন্ধর ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে জ্ঞান সমুদায়ও এককালে ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইবে। এই নিমিত্তই আপনারে তথায় গমন করিয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সেই হিতকর বাক্য

শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদ্‌গদ্ স্বরে কহিলেন, জনার্দ্দন ! তুমি ভীষ্মের যেরূপ প্রভাব কীর্ত্তন করিলে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমি অনেক ব্রাহ্মণের মুখে ভীষ্মের প্রভাব ও মহানুভাবকতার কথা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি ত্রিলোকের কর্ত্তা, অতএব তোমার বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ হইবার নহে। যাহা হউক, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন কর। ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন ; অতএব এ সময় অবিলম্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি আদিদেব ও ব্রহ্ম ; অতএব তোমার দর্শন লাভ হইলে শান্তনুতনয় কৃতার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ভগবান্ বাসুদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান ! অবিলম্বে আমার রথযোজনা করিতে আদেশ কর। মহাত্মা সাত্যকি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া দারুককে রথযোজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণসারথি দারুক সাত্যকির বাক্য শ্রবণমাত্র মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণি খচিত, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শৈব্য সুগ্রীব প্রভৃতি মনোমারুতগামী অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযুক্ত, সুবর্ণমণ্ডিত চক্র বিশিষ্ট, গরুড়ধ্বজ রথ সুসজ্জিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহাশয় ! রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় ।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শরশয্যায় শয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্ম কোন্ যোগ অবলম্বন করিয়া কি রূপে তনু ত্যাগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি মহাত্মা ভীষ্মের কলেবর পরিত্যাগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। দিবাকরের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলেই মহাত্মা ভীষ্ম অবহিত হইয়া দেহত্যাগের অভিলাষ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার শরনিচিত কলেবর কিরণজালে পরিশোভিত দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। বেদবিৎ ব্যাস, সুরর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবরাত, মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, কৌশিক, হারীত, লোমশ, আত্রেয় বৃহস্পতি, শুক্র, চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গাল্য, ভৃগুনন্দন রাম, তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ুসম্বর্ত্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ড, মাণ্ডব্য, ধৌম্র, কৃষ্ণানুভৌতিক, উলূক, মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পুরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্ম্মিক সূত ও অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিগুণোপেত মহর্ষিগণ তাঁহারে পরিবেষ্টন করাতে তিনি গ্রহগণসমাকীর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা শান্তনুতনয় শরশয্যায় শয়ান থাকিয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে পুরুষোত্তম! আমি তোমারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সবি-

স্তরে যে সমস্ত কথা কহিব, তদ্দ্বারা তুমি প্রীত ও প্রসন্ন হও। তুমি দোষহীন ও নির্দ্দোষতার আস্পদ, তুমি পরম হংস ও ঈশ্বর। এক্ষণে আমি তনুত্যাগ করিয়া যেন তোমারে প্রাপ্ত হই। তুমি অনাদি, অনন্ত ও পরব্রহ্ম স্বরূপ, দেবতা ও ঋষিগণ তোমারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। কেবল ভগবান্ ধাতাই তোমার তত্ত্ব অবগত আছেন এবং তাঁহা হইতেই কোন কোন মহর্ষি, সিদ্ধ, দেবতা, দেবর্ষি ও মহোরগ তোমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ নির্ণয় করিয়াছেন। তুমি পরম ও অব্যয়। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ তুমি কে ও কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহেন। সূত্রগ্রথিত মণি সমূহের ন্যায় কার্য্যকারণসম্বন্ধ সমস্ত বিশ্ব ও ভূত সমুদায় তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। তুমি নিত্য ও বিশ্বকর্ম্মা। লোকে তোমারে সহস্রশিরা, সহস্রবদন, সহস্রচক্ষু, সহস্রচরণ, সহস্রবাহু ও সহস্র মুকুট সম্পন্ন নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূল, গুরু হইতেও গুরু এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র, মন্ত্রার্থ প্রকাশক ব্রাহ্মণবাক্য, নিষৎ, উপনিষৎ ও সামবেদ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমি সত্যস্বরূপ ও সত্যকর্ম্মা, তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে চারি দেহ ধারণ করিতেছ। তুমি একমাত্র বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত; তুমি ভক্তদিগের রক্ষিতা। লোকে তোমার পরম গুহ্য দিব্য নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তোমার প্রীতি সম্পানের নিমিত্ত নিত্য তপোনুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ ক্ষয় হয় না। তুমি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবন। অরণি-

কাষ্ঠ যেমন বহ্নি রক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ভূতলস্থ বেদের রক্ষা বিধানার্থ দেবকীর গর্ব্ভে বসুদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নিষ্পাপ ও সর্ব্বেশ্বর। মনুষ্য অভেদ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশে তোমারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। তুমি বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য ও তেজকে অতিক্রম করিয়াছ। তুমি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি পুরাণে পুরুষ, যুগপ্রারম্ভে ব্রহ্ম ও ক্ষয়কালে সঙ্কর্ষণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাক। তুমি পরমারাধ্য, অতএব আমি তোমার উপাসনা করি। তুমি একমাত্র হইয়াও বহু অংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। তুমি সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদক; তোমারই একান্ত ভক্ত ক্রিয়াবান্ লোকেরা তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি জগতের ভাণ্ডার স্বরূপ। জগতের সমস্ত ব্যক্তি তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। নীর মধ্যে হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের ন্যায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অক্ষর, ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত, তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। দেবতা ও মহর্ষিগণ তোমারে অবগত হইতে সমর্থ নহেন। সুর, অসুর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও উরগগণ প্রযত মনে প্রতিনিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তুমি দুঃখ নাশের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তুমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়। তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের অধিপতি। তুমি পরম পদ, হিরণ্যবর্ণ ও দৈত্যনাশক। তুমি একমাত্র হইয়াও দ্বাদশ অংশে আবির্ভূত হইয়াছ। তুমি সূর্য্য স্বরূপ, তোমারে নমস্কার। যিনি শুক্ল পক্ষে দেবগণকে

ও কৃষ্ণ পক্ষে পিতৃগণকে অমৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন, তুমি সেই চন্দ্ররূপী, তোমারে নমস্কার। যিনি নিবিড়তর অজ্ঞানান্ধকারের পরপারবর্ত্তী, যাঁহারে অবগত হইলে মৃত্যুভয় থাকে না ; সেই জ্ঞেয়াত্মারে নমস্কার। অতি বিস্তীর্ণ সামবেদে যাঁহারে বৃহৎ বলিয়া কীর্ত্তন করে, অগ্নিসন্নিধানে ও যজ্ঞস্থলে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, ব্রাহ্মণগণ যাঁহারে সতত ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই বেদ স্বরূপকে নমস্কার। ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ যাঁহার তেজ, যিনি পঞ্চহবি ও সপ্ততন্তু বলিয়া অভিহিত হন, সেই যজ্ঞ স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সপ্তদশ অক্ষরে আহুত হইয়া থাকেন, সেই হোম স্বরূপকে নমস্কার। যে বেদপুরুষের নাম যজু, ছন্দ সকল যাঁহার গাত্র· ঋক্, যজু ও সামবেদ প্রবর্ত্তিত তিন যজ্ঞ যাঁহার তিন মস্তক এবং রথন্তর যাঁহার প্রীতিবাক্য, সেই স্তোত্র স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সহস্র বৎসরসাধ্য যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি বিশ্বস্রষ্টাদিগেরও শ্রেষ্ঠ, সেই হিরণ্ময় পক্ষ সম্পন্ন হংস স্বরূপকে নমস্কার। সুপ্‌তিঙন্ত পদ সমুদায় যাঁহার অঙ্গ, সন্ধি যাঁহার পর্ব্ব, স্বর ও ব্যঞ্জন যাঁহার ভূষণ, সেই দিব্য অক্ষর বাক্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞাঙ্গভূত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ত্রিলোকের হিত সাধনার্থ পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্তের সহস্র ফণাবিরচিত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই নিদ্রা স্বরূপকে নমস্কার। যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়বর্গ, মোক্ষোপায় ও বেদোক্ত উপায় দ্বারা সাধুগণের যোগধর্ম্ম বিস্তার করিতেছেন, সেই সত্য স্বরূপকে নমস্কার। ভিন্ন ভিন্ন

ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মফলাভিলাষী মহাত্মারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্মাত্মারে নমস্কার। যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় কামময়, যিনি সকল প্রাণীরে কামমদে উন্মত্ত করিয়া থাকেন, সেই কামাত্মারে নমস্কার। মহর্ষিগণ যে দেহস্থিত অব্যক্ত পুরুষকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সতত বুদ্ধিতে বিরাজমান আছেন, সেই ক্ষেত্র স্বরূপকে নমস্কার। যিনি নিত্য স্বরূপ, যিনি ষোড়শগুণে পরিবৃত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় অবস্থিত আছেন, সাঙ্খ্যে যাঁহারে সপ্তদশ বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই সাঙ্খ্যাত্মারে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি ইন্দ্রিয়দমনশীল মনুষ্যেরা নিদ্রা ও শ্বাস প্রশ্বাস পরাজয় পূর্ব্বক যোগে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহারে জ্যোতিস্বরূপে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই যোগাত্মারে নমস্কার। শান্তপ্রকৃতি মোক্ষার্থী সন্ন্যাসীরা পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে যাঁহারে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই মোক্ষস্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগসহস্রের পর প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডরূপ ধারণ করিয়া, সমস্ত ভূতের বিনাশ সাধন করেন, সেই ঘোর স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত ভূত বিনষ্ট ও সমুদায় জগৎ একার্ণবময় করিয়া একাকী বালকবেশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই মায়াস্বরূপকে নমস্কার। যিনি স্বয়ম্ভুর নাভি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, যাহাঁতে সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই পদ্মস্বরূপকে নমস্কার। যে সহস্র মস্তক সম্পন্ন নিরুপম পুরুষ এককালে সমুদায় কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রা স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার কেশপাশে জলদজাল, অঙ্গসন্ধিতে নদী

এবং জঠরমধ্যে চারি সমুদ্র বিরাজমান হইতেছে, সেই জল স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহা হইতে সমুদায় পদার্থ সমুৎপন্ন এবং যাঁহাতে সমুদায় লীন হয়, সেই কারণ স্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাত্রিতে শয়ান এবং দিবাভাগে উপবিষ্ট হইয়া ইষ্টানিষ্ট সমুদায় বিষয় সন্দর্শন করিতেছেন, সেই দর্শক স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সমস্ত কার্য্য অবিচলিত ও ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মাচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন, সেই ক্রূরতা স্বরূপকে নমস্কার। যিনি বায়ুরূপে শরীরমধ্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাণিগণকে সচেষ্ট করিতেছেন, সেই পবন স্বরূপকে নমস্কার। যিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরব্যাপী যোগে আসক্ত হন, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই কাল স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদর হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্ববর্ণ স্বরূপকে নমস্কার। অগ্নি যাঁহার আস্যদেশ, স্বর্গ মস্তক, আকাশমণ্ডল নাভি, ভূমণ্ডল চরণদ্বয়, সূর্য্যমণ্ডল চক্ষু ও দিঙ্মণ্ডল যাঁহার কর্ণ, সেই লোক স্বরূপকে নমস্কার। যিনি কাল ও যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যিনি এই বিশ্বসংসারের আদি কারণ এবং যাঁহার আদি কেহই নাই, সেই বিশ্ব স্বরূপকে নমস্কার। যিনি রাগদ্বেষাদি দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রক্ষিতারে নমস্কার। যিনি অন্ন পান ও ইন্ধনরূপী, যিনি লোকের বল ও জীবনের বর্দ্ধনকর্ত্তা এবং যিনি এই প্রাণিগণকে

ধারণ করিতেছেন, সেই প্রাণ স্বরূপকে নমস্কার। যিনি প্রাণ-ধারণের নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন এবং প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্নাদি পাক করিতেছেন, সেই পাক স্বরূপকে নমস্কার। যিনি পিঙ্গলনেত্র পিঙ্গলকেশর নরসিংহরূপ ধারণ পূর্ব্বক নখ ও দশন দ্বারা দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপুরে সংহার করিয়াছেন, সেই দৃপ্ত স্বরূপকে নমস্কার। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য ও দানবগণ যাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে অসমর্থ সেই সূক্ষ্ম স্বরূপকে নমস্কার। যিনি রসাতলগত হইয়া অনন্ত-রূপে জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্য স্বরূপকে নমস্কার। যিনি এই সংসার পরিরক্ষণার্থ প্রাণিগণকে স্নেহ-পাশে বদ্ধ করিয়া মুগ্ধ করিতেছেন সেই মোহ স্বরূপকে নম-স্কার। যিনি আত্মজ্ঞানের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কেবল আত্মজ্ঞান প্রভাবেই অবগত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার দেহ অপ্রমেয় এবং যাঁহার পরিমাণের ইয়ত্তা নাই, সেই জ্ঞাননেত্র সম্পন্ন দিব্য-স্বরূপকে নমস্কার। যে লম্বোদর পুরুষ জটা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্ম স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মদিগ্ধ, যিনি নিরন্তর ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ত্রিদশেশ্বর, ত্রিলোচন, ঊর্দ্ধলিঙ্গ ও রুদ্র স্বরূপকে নম-স্কার। যাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, হস্তে শূল ও পিনাক, সেই নাগ যজ্ঞোপবীতধারী উগ্র স্বরূপকে নমস্কার। যিনি সর্ব্ব ভূতের আত্মা, সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা এবং ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহ পরিশূন্য, সেই শান্ত স্বরূপকে নমস্কার। যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব লীন রহিয়াছে এবং যাঁহা হইতে ইহা

সম্ভূত হইয়াছে, সেই সর্ব্বময় সর্ব্ব স্বরূপকে নমস্কার। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পঞ্চভূতকে অতিক্রম পূর্ব্বক নিত্য নির্মুক্ত হইয়াছ, তুমি ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ, তুমি ধর্ম্মময় এবং প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা। আমি ভূতাদি কালত্রয়ে তোমার অবস্থিতি অবলোকনে সমর্থ নহি, কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তোমার সনাতন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমার মস্তক দ্বারা স্বর্গ, পদযুগল দ্বারা মর্ত্ত্য ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমি ত্রিবিক্রম সনাতন পুরুষ। দিক্ সকল তোমার বাহু, সূর্য্য তোমার চক্ষু এবং শুক্র ও প্রজাপতি তোমার বল স্বরূপ। তুমি বায়ুর সপ্ত মার্গ রোধ করিয়া রহিয়াছ। তুমি অতসী পুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবস্ত্রধারী। তোমারে যে নমস্কার করে, তাহার কিছুমাত্র ভয় থাকে না। অতএব আমি ভক্তিভাবে তোমারে নমস্কার করিতেছি।

কৃষ্ণকে একটিমাত্র প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দশ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু যে একবার কৃষ্ণকে প্রণাম করে, তাহারে আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রত পরায়ণ এবং যাহারা রাত্রিকালেও উত্থিত হইয়া কৃষ্ণরে স্মরণ করে, তাহারা বহ্নিমধ্যে মন্ত্রপূত ঘৃতের ন্যায় কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। হে কৃষ্ণ! তুমি নরকভয় নিবারক এবং সংসারসাগর পার হইবার নৌকাস্বরূপ। তুমি ব্রহ্মণ্য দেব এবং গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী; তোমারে নমস্কার। হরি এই দুইটি অক্ষর জীবনবন ভ্রমণের পাথেয়, সংসার শৃঙ্খল ছেদনের

উপায় এবং শোক দুঃখের অন্তকস্বরূপ। সত্য বিষ্ণুময়, জগৎ বিষ্ণুময় এবং সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুময় ; অতএব সেই বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পাপ সকল বিনষ্ট হউক। হে পদ্মপলাশলোচন ! এক্ষণে এই নরাধম অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, তুমি ইহার শুভানুধ্যান কর। তুমি বিদ্যা ও তপস্যার উৎপত্তি স্থান এবং স্বয়ম্ভূ, এক্ষণে আমার এই বাক্যে প্রীত ও প্রসন্ন হও। বেদ, তপস্যা ও বিশ্বসংসার সকলই নারায়ণাত্মক। হে নারায়ণ ! তুমি সর্ব্বদা সকল বস্তুতেই বিরাজমান আছ।

মহাত্মা ভীষ্ম এই রূপে তদ্গত চিত্তে কৃষ্ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব যোগবলে ভীষ্মের ভক্তিভাব অবগত হইয়া তাঁহারে ত্রিকালদর্শন-জ্ঞান প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা বাষ্পগদগদকণ্ঠে পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব করিয়া বারংবার ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পরম পুলকিত বাসুদেব সাত্যকির সহিত, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সহিত এবং ভীমসেন নকুল ও সহদেবের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক চক্রের ঘর্ঘর ঘোষে বসুন্ধরা কম্পিত করিয়া ভীষ্মদর্শনার্থ ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃপ, যুযুৎসু ও সঞ্জয় ইহাঁরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা মধুসূদন গমন কালে পথি মধ্যে ব্রাহ্মণগণের মুখে আপনার স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাত্মা ভীষ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত দেখিয়া হৃষ্ট মনে তাঁহারে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব, মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ পতাকাধ্বজ পরিশোভিত বায়ুবেগগামী নগরাকার রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ স্থানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ ভীষণ স্থান রাশি রাশি কেশ, মজ্জা, অস্থি, মৃত মাতঙ্গগণের পর্ব্বতাকার দেহ, নরকপাল, সহস্র সহস্র চিতা, অসংখ্য বর্ম্ম ও শস্ত্র এবং প্রভূত রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মৃত্যুর উৎকৃষ্ট পান ভূমির ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষ্মদর্শনার্থী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সেই সমরাঙ্গন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবাহু বাসুদেব যুধিষ্ঠির সমীপে পরশুরামের পরাক্রম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ যে দূরপ্রদেশে পাঁচটি হ্রদ দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম রামহ্রদ। ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়গণের শোণিত দ্বারা ঐ পাঁচ হ্রদ পরিপূর্ণ ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মহাত্মা কর্ম্মত্যাগী হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যদুনন্দন! তুমি কহিলে যে, ভগবান্ ভার্গব একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের ঐ যুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিহত হওয়াতে ঐ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। তিনি একবার ক্ষত্রিয়গণকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে পুনরায় কি রূপে তাহাদের

উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইল ? আর তিনি কি নিমিত্তই বা পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ? তুমি এই সকল বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। আমরা তোমার নিকট হইতেই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া থাকি।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ ! তখন মহাত্মা বাসুদেব পৃথিবী যে রূপ নিঃক্ষত্রিয় ও যে রূপ পুনরায় ক্ষত্রিয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! আমি মহর্ষিগণের নিকটে ভার্গবের জন্ম, বিক্রম ও প্রভাবের বিষয় যে রূপে শ্রবণ করিয়াছি, ঐ মহাবীর যে রূপে কোটি কোটি ক্ষত্রিয় নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যে রূপে রাজবংশে পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত ও নিহত হইয়াছেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলকাশ্ব ও বলকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্রত্বে লাভ করিবার মানসে কঠোর তপোনুষ্ঠান করাতে দেবরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটীরে ভৃগুনন্দন ঋচীকের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ ঋচীক স্বীয় প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্র লাভের নিমিত্ত দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীরে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে ! তোমার মাতারে এই প্রথম চরুটী ভোজন করিতে কহিও এবং তুমি স্বয়ং এই দ্বিতীয় চরুটী

ভোজন করিও। তোমার মাতা এই প্রথম চরু ভোজন করিলে নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীর পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি এই দ্বিতীয় চরুটী ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ঋচীক ভার্য্যারে এই কথা কহিয়া তপঃসাধনার্থ অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে মহারাজ গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া ভগবান্ ঋচীকের আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতার দর্শনে নিতান্ত পুলকিত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া মহর্ষি ঋচীকের বাক্য আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। তখন গাধিমহিষী পরমাহ্লাদে সেই চরুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার চরু কন্যারে প্রদান ও কন্যার চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। এইরূপে সত্যবতী ভ্রমক্রমে মাতার চরু ভোজন করাতে তাঁহার গর্ভ ক্রমে ক্রমে নিতান্ত ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। মহাত্মা ঋচীক ভার্য্যার গর্ভের ভীষণাকার দর্শন করিয়া তাঁহারে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার জননী তোমারে তোমার চরু প্রদান না করিয়া তাঁহার চরু ভোজন করাইয়াছেন; এবং স্বয়ং তোমার চরু ভক্ষণ করিয়াছেন; অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষাত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম। অতএব তোমার জননীর পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ ঋচীক এই কথা কহিলে পতিপরায়ণা সত্যবতী কম্পান্বিত কলেবরে ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমার পুত্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। তখন ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি ত তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র হইবে মনে করিয়া চরু প্রস্তুত করি নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অপ-রাধ কি ? তুমি কেবল চরুভোজনদোষেই অতিক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে। সত্যবতী কহিলেন, মহর্ষে ! আপনি ইচ্ছা করিলে পুত্রের কথা দূরে থাকুক, সমুদায় লোকের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমারে এক শান্ত-প্রকৃতি ধীর পুত্র প্রদান করুন । ঋচীক কহিলেন, প্রিয়ে ! মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবার সময়ের কথা দূরে থাকুক, আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। বিশেষত তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপত্তি হইবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তখন সত্যবতী কহিলেন, নাথ ! যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে উহার প্রভাবে আমার পৌত্র যেন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু আপনারে অনুগ্রহ করিয়া আমারে শান্তগুণাবলম্বী পুত্র প্রদান করিতেই হইবে। মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কথ-ঞ্চিৎ সম্মত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! আমার মতে পুত্র ও পৌত্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যাহা হউক, তুমি যাহা কহিলে, তাহার অন্যথা করিব না। তোমার মনোরথ সফল হউক।

অনন্তর পতিপরায়ণা সত্যবতী যথাসময়ে তপোনুষ্ঠাননিরত

শান্তস্বভাব জমদগ্নিরে প্রসব করিলেন। কুশিকনন্দন মহারাজ গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে তপোনুষ্ঠান পরায়ণ পুত্র সমুৎপন্ন হইল। কিয়দ্দিন পরে ঋচীকপুত্র মহাত্মা জমদগ্নির ঔরসে দীপ্ত পাবক তুল্য ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ মহাবীর গন্ধমাদন পর্ব্বতে দেবদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রভূত অস্ত্র ও জ্বলিতানলতুল্য অকুণ্ঠধার পরশু প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন।

ইত্যবসরে হৈহয়াধিপ মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে সহস্র বাহু লাভ করিয়া স্বীয় বাহুবল ও অস্ত্রবলে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হুতাশন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট দাহ্য বস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহারে বিবিধ গ্রাম নগর প্রভৃতি প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহার বাণাগ্রসম্ভূত হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া শৈল ও পাদপ সমূহ ভস্মসাৎ করিতে করিতে বায়ুবেগ বশত মহর্ষি বশিষ্ঠের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিল। মহাত্মা বশিষ্ঠ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে দুরাত্মন্! তুমি জ্ঞাতসারে আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, অতএব এই পাপে জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সমুদায় বাহু ছেদন করিয়া ফেলিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুন মহাবল পরাক্রান্ত, শান্তগুণাবলম্বী, দাতা, শরণাগত প্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন, সুতরাং

বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়াও তৎকালে কিছুমাত্র চিন্তাযুক্ত হইলেন না। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিতান্ত গর্ব্বিত ও নৃশংস ছিল। তাহারা সেই অভিশাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়াতে পরশুরাম যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট ও কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহস্র বাহু ছেদন পূর্ব্বক তাহার অন্তঃপুর হইতে সেই বৎসটী স্বীয় আশ্রমে প্রত্যানীত করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহাত্মা পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পরশুরাম সমিৎ-কুশাদি আহরণ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃবধ দর্শনে নিতান্ত কোপান্বিত হইলেন এবং পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্ত-বীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দমময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া করুণার্দ্র চিত্তে বনপ্রস্থান করিলেন। সহস্র বৎসর অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ ভগবান্ জামদগ্ন্য সেই বনমধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইলেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহারে নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাম! রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন নিবন্ধন যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য

ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন ? তুমি পৃথিবীরে নিঃক্ষত্রিয়া করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পরিপূর্ণ করিতে পার নাই। এক্ষণে জনসমাজে কেবল বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে পৃথিবী পুনরায় অসংখ্য ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ও অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। তিনি তদ্দর্শনে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের অল্পবয়স্ক বালকদিগকে অবিলম্বে সংহার করিয়া ফেলিলেন। কিয়দ্দিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয় সন্তানগণ প্রসূত হইতে লাগিল। উহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র জমদগ্নিতনয় উহাদিগকেও বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্ন সহকারে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাবীর জমদগ্নিনন্দন এই রূপে পৃথিবীরে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি কশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের রক্ষা বিধানার্থ স্রুক ও প্রগ্রহ সম্পন্ন হস্ত দ্বারা দিক্ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, মহাত্মন্ ! এক্ষণে তুমি দক্ষিণ সাগরের উপকূলে গমন কর। আজি

হইতে সমুদায় পৃথিবী আমার অধিকৃত হইল। অতএব আর ইহাতে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিতনয় কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পাকর নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জমদগ্নিতনয় সেই সমুদ্রদত্ত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহর্ষি কশ্যপও বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া উহাতে ব্রাহ্মণগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক বনে প্রবেশ করিলেন।

এই রূপে পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য ও অরাজক হইলে শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণপত্নীতে গমন করিতে লাগিল। বলবানেরা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং ধনে আর কাহারই অধিকার রহিল না। পৃথিবী দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অবিলম্বে রসাতলে গমন করিতে লাগিলেন। মনস্বী কশ্যপ পৃথিবীরে ভীত মনে রসাতলে ধাবমান দেখিয়া উরু দ্বারা অবরোধ করিলেন। তৎকালে কশ্যপের উরু দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই পৃথিবীর নাম উর্ব্বী হইয়াছে। অনন্তর অবনী কশ্যপকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় রক্ষা বিধানার্থ তাঁহার নিকট এক ভূপতি প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমি হৈহয়-বংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়রমণীর গর্ব্ভে ক্ষত্রিয়সন্তান সমুদায় রক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারাই আমারে রক্ষা করুন। পৌরব-গণের জ্ঞাতি বিদুরথের পুত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ভল্লুকদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। অলৌকিক তেজস্বী মহর্ষি পরাশর অনুকম্পা পরবশ হইয়া

সৌদাস পুত্রকে রক্ষা করিয়া শূদ্রের ন্যায় স্বয়ং ঐ বালকের সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ বালকের নাম সর্ব্বকর্ম্মা। প্রতর্দ্দনের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বৎস বিদ্যমান আছেন। তিনি গোষ্ঠে বৎসকুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন। মহারাজ শিবির পুত্র গো সমুদায়ের প্রযত্নে রক্ষিত হইয়াছেন। উহাঁর নাম গোপতি। দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্র মহর্ষি গৌতম কর্ত্তৃক ভাগীরথীতীরে রক্ষিত হইয়াছেন। প্রভূত সম্পদশালী বৃহদ্রথ গৃধ্রকূটে গোলাঙ্গুল কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। আর মহাসাগর মরুত্তবংশীয় দেবরাজ সদৃশ বল বিক্রম সম্পন্ন বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় কুমারকে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রাজকুমার এক্ষণে স্থপতি ও সুবর্ণকারজাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যদি ইহাঁরা আমার রক্ষাভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি সুস্থির হইয়া থাকিব। ইহাঁদিগের পিতৃপিতামহগণ আমারই নিমিত্ত রণস্থলে পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। বিশেষত অধার্ম্মিক রাজা আমারে যে শাসন করিবে, তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না। অতএব হে তপোধন! এক্ষণে যাহাতে আমার রক্ষা হয়, আপনি তাহার উপায় করুন।

তখন মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয় কুমার ও তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্র প্রভৃতিরে আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমারে ইতিপূর্ব্বে যে

পুরাবৃত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুপ্রবীর কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিতে কহিতে দিবাকরের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মহাবেগে রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির পরশুরামের সেই অসামান্য কার্য্য শ্রবণে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাসুদেবকে কহিলেন, জনার্দ্দন! মহাত্মা পরশুরাম ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ মহাবীর রোষপরবশ হইয়া সমুদায় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। ক্ষত্রিয়গণ উহাঁর ভয়ে গো, সমুদ্র, গোলাঙ্গূল, ভল্লুক ও বানরগণকে আশ্রয় পূর্ব্বক পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। যখন এক জন ব্রাহ্মণে এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তখন অবশ্যই এই মর্ত্ত্য লোককে ধন্য ও মানবগণকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বাসুদেবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুরুপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর শান্তনুতনয় সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকেন, তদ্রূপ মুনিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়াছেন। ভগবান্ বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার চারি ভ্রাতা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ দূর হইতে ওঘবতী নদীর সমীপে ভীষ্মকে অবলোকন

করিবামাত্র স্ব স্ব বাহন হইতে অবতীর্ণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া ব্যাসাদি মহর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক অচিরাৎ ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মহামতি বাসুদেব প্রশান্ত পাবক সদৃশ ভীষ্মকে ক্ষণকাল অবলোকন করিয়া দীনমনে তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, শান্তনুতনয়! আপনার জ্ঞান সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্ন আছে ত? আপনার বুদ্ধি ত পর্য্যাকুল হয় নাই এবং শরাঘাত নিবন্ধন আপনার গাত্র ত নিতান্ত অবশ হইতেছে না? মানসিক দুঃখ অপেক্ষা শারীরিক দুঃখ সমধিক বলবান্। আপনার পিতা ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুরাজার বরপ্রভাবেই আপনি এরূপ ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকারী হইয়াছেন। আমি আপনার ইচ্ছামৃত্যুর কারণ নহি। একটী সূক্ষ্ম শল্য শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যাহার পর নাই ক্লেশ উপস্থিত হয়, কিন্তু আপনি শর সমূহে সমাচিত হইয়াছেন; শর দ্বারা শরীরভেদ নিবন্ধন আপনার ত কোন ক্লেশ হইতেছে না? যাহা হউক, আপনি যখন দেবগণকেও উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, তখন আপনার নিকট প্রাণিগণের জন্মমৃত্যু বিষয় কীর্ত্তন করা নিতান্ত অবিধেয়। আপনি জ্ঞান বৃদ্ধ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আপনার অবিদিত নাই। প্রাণিগণের মৃত্যু ও সৎকার্য্যের ফলোদয়ের বিষয় আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি ধর্ম্মময়। আপনি পূর্ব্বে যে বিশাল রাজ্যে সুস্থ শরীরে সহস্র সহস্র মহিলাগণে পরিবৃত থাকিতেন, উহা এখনও আমার চিত্তে বর্ত্তমানের ন্যায় জাগরূক রহিয়াছে।

আপনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত। আপনি ব্যতীত ত্রিলোক মধ্যে তপঃপ্রভাবে মৃত্যু অতিক্রম করে, এমন আর কোন ব্যক্তিই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। হে কুরুপিতামহ! আপনি সততই সত্য, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, বেদ, ধনুর্ব্বেদ, নীতি প্রজারক্ষণ, সরলতা, পবিত্রতা ও প্রাণিগণের দয়াপরতাতেই তৎপর ছিলেন। আপনার সদৃশ মহারথ আর কেহই নাই। আপনি এক রথে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি বসুগণের শ্রেষ্ঠ, আমি আপনারে বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি বলবীর্য্য প্রভাবে স্বর্গলোকেও বিখ্যাত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যলোকে আপনার সদৃশ গুণশালী আর কেহই দর্শন বা শ্রবণগোচর হয় নাই। আপনি স্বীয় গুণগ্রামপ্রভাবে দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন। আপনি যখন তপোবলে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তখন স্বীয় উত্তম গুণপ্রভাবে যে উত্তম লোক সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিসংক্ষয় নিবন্ধন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনি উহাঁর শোকাপনোদন করুন। চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্হোত্র ও সাংখ্যযোগে যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদায় এবং চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের সনাতন ধর্ম্ম সকল আপনার অবিদিত নাই। বর্ণসঙ্করদিগের দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্মলক্ষণও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। বেদোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রণালী এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার হৃদয়ে বিলক্ষণ

জাগরূক রহিয়াছে। হে পুরুষোত্তম! ইহলোকে কোন বিষয়-বিশেষে সন্দেহ উপস্থিত হইলে আপনি ভিন্ন তাহার ভঞ্জন-কর্ত্তা আর কেহই নাই। অতএব আপনি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়শোষক শোকাবেগ নিবারণ করুন। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহাবিষ্ট মানবের সান্ত্বনার একমাত্র উপায়।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের বাক্য শ্রবণে বদনমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কর্ত্তা। কেহই তোমারে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। তুমি নিত্যনির্মুক্ত ও মোক্ষ স্বরূপ। তুমি একাকী ত্রিলোকমধ্যে ত্রিকালে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমি সকলের পরম আশ্রয়। হে গোবিন্দ! তুমি আমারে যে কথা কহিলে, সেই বাক্যপ্রভাবে আমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তোমার দিব্য ভাব সমুদায় এবং তোমার অবিনশ্বর রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, চরণ-যুগল দ্বারা বসুন্ধরা ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা নাই। তুমি বায়ুর সাত পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছ। দিক্ সকল তোমার বাহু, সূর্য্য চক্ষু এবং শুক্র তোমার বল-স্বরূপ; তোমার অতসীপুষ্প সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কলেবর পীতবস্ত্র সমাবৃত হইয়া বিদ্যুদ্দাম রঞ্জিত মেঘের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে! হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার পরম ভক্ত এবং অভিলষিত গতিলাভার্থে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার শুভানুধ্যান কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি আমার একান্ত ভক্ত বলিয়াই আমি আপনারে স্বীয় দিব্য কলেবর প্রদর্শন করিয়াছি। যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ নহে এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়াও অতিশয় কুটিল স্বভাব সম্পন্ন হয, আর যে ব্যক্তি অশান্ত প্রকৃতি, আমি তাহাদিগকে কদাচ দর্শন প্রদান করি না। আপনি আমার পরম ভক্ত; অতি সরলস্বভাব, সতত তপোনিরত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অতি বদান্য, এই নিমিত্ত আমার দর্শন লাভ করিয়াছেন। আপনার নিমিত্ত যে সমুদায় শুভ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় গমন করিলে আর পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না। এক্ষণে আপনি আর ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবস জীবিত থাকিবেন। পরে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ বসু প্রভৃতি দেবগণ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার উত্তরায়ণের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ সময় উপস্থিত হইলেই আপনি অভীষ্ট লোক লাভ করিবেন।

আপনার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হওয়াতেও জ্ঞানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এই নিমিত্তই আমরা সকলেই ধর্ম্মসিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইতে আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে হতজ্ঞান হইয়াছেন, অতএব আপনি ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা কীর্ত্তন করিয়া অবিলম্বে ইহাঁর শোকাপনোদন করুন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তখন শান্তনুনন্দন মহাত্মা ভীষ্ম বাসুদেবের সেই ধর্ম্মার্থ-

যুক্ত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, লোক-নাথ! আজি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। আমি তোমার নিকট কি কীর্ত্তন করিব? সকল বাক্যই তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহ-লোকে তুমিই বুদ্ধিমান্ দিগের অগ্রগণ্য। মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে বা করিতেছে, তৎসমুদায়ই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্যক্তি দেবরাজ সমীপে সমুদায় দেবলোকের কথা কহিতে পারে, সেই ব্যক্তিই তোমার নিকট ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের অর্থ কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। এক্ষণে শরাঘাত নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত, গাত্র অবসন্ন ও বুদ্ধি কলুষিত হইয়া গিয়াছে। আমি বিষাগ্নি সদৃশ শরজালে নিপীড়িত হইয়া এককালে বক্তৃতাশক্তি বিহীন হইয়াছি। এখন আমার কিছুমাত্র বল নাই। প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছে। দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত উত্তমরূপে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। এক্ষণে কি রূপে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর। সুরগুরু বৃহস্পতিও তোমার নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে অবসন্ন হন। আমি কি রূপে উহা কীর্ত্তন করিব? বিশেষত এক্ষণে আমি পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ সকল নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কেবল তোমারই বীর্য্য প্রভাবে এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছি। অতএব তুমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে হিতোপদেশ প্রদান কর। তুমি সমুদায় শাস্ত্রের আকর, লোককর্ত্তা ও নিত্য পদার্থ। তুমি বিদ্যমান্ থাকিতে আমার মত ক্ষুদ্র লোক কি রূপে অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবে।

গুরু বিদ্যমান্ থাকিতে শিষ্য কি উপদেশ প্রদান করিতে পারে ?

বাসুদেব কহিলেন, গাঙ্গেয় ! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, মহাবীর ও কৌরবগণের ধুরন্ধর; সুতরাং আপনি এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আপনি শর-নিপীড়িত হইয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, অতএব আমি প্রীত হইয়া আপনারে এই বর প্রদান করিতেছি যে, আপনার শরাঘাত নিবন্ধন গ্লানি, মূর্চ্ছা, দাহ ও ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোন প্রকার ক্লেশ থাকিবে না। আপনার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে এবং বুদ্ধির কোন প্রকার ব্যতি-ক্রম ঘটিবে না। আপনার মন রজোগুণ ও তমোগুণ পরিহার পূর্ব্বক সত্বগুণ আশ্রয় করিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় নির্ম্মল হইবে এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কেবল ধর্ম্মার্থযুক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিবে। মীন যেমন নির্ম্মল জলমধ্যে সমুদায় দেখিতে পায়, তদ্রূপ আপনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবেই এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

হে মহারাজ ! মধুসূদন এই কথা কহিলে বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিবিধ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগি-লেন। ঐ সময় নভোমণ্ডল হইতে বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবগণের মস্তকে সর্ব্বকালসম্ভূত পুষ্প নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরোগণ বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি সহকারে সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিল। কোন প্রকার অহিতসূচক দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল না। সুগন্ধি শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত, দিক্ সমুদায় প্রশান্ত এবং কুরঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ ইতস্তত

ধাবমান্ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভগবান্ মরীচিমালী সমুদায় কানন দগ্ধ করিয়াই যেন অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন। তখন মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিবার মানসে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেব, ভীষ্মদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও কৃপাচার্য্য তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনিরত মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সুচারুরূপে পূজিত হইয়া কল্য পুনরায় সকলে এই স্থানে মিলিত হইব বলিয়া সত্বরে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তখন কাঞ্চন কূবরযুক্ত ভূধর তুল্য রথ, মদমত্ত মাতঙ্গ, গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ অশ্ব ও শর শরাসনধারী পদাতিগণ মহাবেগে ধাবমান হইল। মহানদী নর্ম্মদা যেমন ঋক্ষবান্ গিরির অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রবাহিত হইতেছে, তদ্রূপ সেই বিপুলসেনা পাণ্ডবগণের রথের অগ্রে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ নিশাকর সমুদিত হইয়া সেই সৈন্যগণকে পুলকিত ও মার্ত্তণ্ডের প্রখর করজালে শুষ্ক প্রায় ওষধি সমুদায়কে পুনরায় রসসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেবও পাণ্ডবগণ, পরিশ্রান্ত সিংহগণ যেমন গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই সুরপুর তুল্য ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

মহারাজ! অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী

অর্দ্ধপ্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্তুতিবাদকুশল মধুরকণ্ঠ সুশিক্ষিত বৈতালিকেরা তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইল। গায়কেরা গান ও পাণিস্বনিকগণ করতালি দ্বারা তাল প্রদান করিতে লাগিল। শঙ্খ ও মৃদঙ্গ ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল এবং বীণা, পণব ও বেণুর অতি মনোহর স্বর প্রাসাদের অট্টহাস্যের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধনার্থ মধুর স্তুতিবাদ ও গীত বাদ্য আরম্ভ হইল। তখন বাসুদেব শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সলিলে অবগাহন করিলেন এবং পরম গুহ্য মন্ত্র জপ ও হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেককে সহস্র গো দান করিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন। তৎপরে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত স্পর্শ ও নির্ম্মল আদর্শে আপনার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সাত্যকিরে কহিলেন, যুযুধান! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের আবাসে গমন করিয়া, তিনি ভীষ্মদর্শনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন কিনা, জানিয়া আইস। তখন মহাত্মা সাত্যকি বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অবিলম্বে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিবেন, তাঁহার রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি কেবল আপনারই অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, অবধারণ করুন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে

আমার রথ যোজন কর। আমাদিগের সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের গমন করিবার আবশ্যক নাই। অদ্য কেবল আমরা কএক জনমাত্র ভীষ্মদর্শনার্থ যাত্রা করিব। মহাত্মা ভীষ্মকে কষ্ট প্রদান করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; অতএব আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী লোক সমুদায় যেন তথায় গমন না করে। আজি অবধি মহাত্মা ভীষ্ম আমাদিগকে পরম গোপনীয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন; অতএব সামান্য লোকের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে কিছুতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন এইরূপ আদেশ করিলে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বে রথ যোজন পূর্ব্বক তাঁহারে বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে রথারোহণ পূর্ব্বক পঞ্চভূতের ন্যায় কৃষ্ণের আবাসে গমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র মহাত্মা বাসুদেব সাত্যকির সহিত রথে আরূঢ় হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে রথোপরি অবস্থান করিয়াই পরস্পরকে সম্ভাষণ ও সুখশয়ন সম্বাদ জিজ্ঞাসা করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রথ সমুদায় মহাবেগে ও মেঘগম্ভীরনির্ঘোষে গমন করিতে লাগিল। শব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয় দারুকের প্রযত্নে মহাবেগে সঞ্চালিত হইয়া খুরাগ্র দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করত মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহামতি বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাত্মারা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া যেস্থানে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া মহর্ষিগণের

সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মহর্ষিগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নক্ষত্র পরিবৃত শশধরের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গ, বাসুদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাত্মা ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে নভোমণ্ডল-পরিভ্রষ্ট সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভীত চিত্তে দণ্ডায়মান্ রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্য-প্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, শরসমাচিত কলেবর, মহা-বল পরাক্রান্ত, শান্তনুতনয় ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সেই বীর সমাগম স্থলে কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নারদাদি মহর্ষি-গণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হতাবশিষ্ট ভূপাল সমুদায় এবং ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি মহাত্মারা সেই কৌরবকুলধুরন্ধর শরশয্যায় শযান, ভরতপিতামহ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে ভূতলে নিপতিত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দিব্যদর্শন সম্পন্ন মহর্ষি নারদ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও হতাবশিষ্ট নরপতিদিগকে কহিলেন, মহা-মতি ভীষ্ম দিবাকরের ন্যায় অস্তগমনে উন্মুখ হইয়াছেন। এই

মহাত্মা চারি বর্ণের বিবিধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ অবগত আছেন; অতএব ইনি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ না করিতে করিতে তোমরা ইহাঁরে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর।

মহর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভূপালগণ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পারের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মধুসূদন! তুমি ভিন্ন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক আর কেহই নাই। অতএব তুমিই উহাঁরে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা কর; আমাদিগের মধ্যে তুমিই ধর্ম্মজ্ঞ।

তখন ভগবান্ হৃষীকেশ ভীষ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি ত সুখে রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন? আপনার জ্ঞান সকল ত প্রসন্ন ও বুদ্ধির জড়তা ত দূরীভূত হইয়াছে? আপনার শরীরের কোন গ্লানি বা মনের ব্যাকুলতা ত উপস্থিত হয় নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বাসুদেব! তোমার অনুগ্রহে আমার দাহ, মোহ, পরিশ্রম, গ্লানি ও রোগ সমস্ত দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার বর প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হস্তগত ফলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি। বেদ ও বেদান্তোক্ত ধর্ম্ম, শিষ্টাচার প্রথা, আশ্রমধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম এবং দেশীয়, জাতীয় ও কুলাচরিত ধর্ম্ম সমস্তই আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যে স্থলে যাহা কীর্ত্তন করিতে হয়, আমি তৎসমুদায়ই কহিব। তোমার অনুগ্রহে আমার বুদ্ধি নির্ম্মল ও চিত্তস্থ

হইয়াছে। আমি তোমারে ধ্যান করিয়া পুনরুজ্জীবিত হই-য়াছি। এক্ষণে হিতাহিত সমুদায় কীর্ত্তন করিতে পারিব; কিন্তু তুমি স্বয়ং কি নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না,তদ্বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অবিলম্বে তাহা কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, কুরুপিতামহ! আপনি আমারে কীর্ত্তি ও কল্যাণের মূল বলিয়া জ্ঞাত আছেন। আমা হইতেই হিতা-হিত কার্য্য সমুদায় সম্ভূত হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রকে শীতাংশু বলিলে যেমন কেহই বিস্ময়াবিষ্ট হয় না, তদ্রূপ আমি যশস্বী হইলেও কেহই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না। আমি তন্নিমিত্ত এক্ষণে আপনারে সমধিক যশস্বী করিব বলিয়াই আমার সমুদায় বুদ্ধি আপনাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যত-দিন এই পৃথিবী বর্ত্তমান্ থাকিবে, লোকে ততদিন পর্য্যন্ত আপনার অক্ষয় কীর্ত্তির আন্দোলন হইবে। আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাকিছু উপদেশ প্রদান করিবেন,তাহা বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত থাকিবে। যে ব্যক্তি আপনার বাক্যানু-সারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সে পরলোকে সমুদায় পুণ্যের ফলভোগ করিবে। হে ভীষ্ম! এই সকল কারণ বশতই আমি আপনারে নির্ম্মল বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি। আপনার যশ বিস্তারিত করাই আমার উদ্দেশ্য। যশই লোকের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ। এক্ষণে যে সকল হতাবশিষ্ট নরপতি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে আসীন রহিয়াছেন,আপনি উহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করুন। আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ও শুদ্ধাচার সম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম

কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোন দোষই লক্ষিত হয় নাই। নরপতিগণ আপনারে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতি নিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন; অতএব আপনারে অবশ্যই বিশেষ রূপে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। ক্ষমতা থাকিতে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিলে নিতান্ত দোষী হইতে হয়; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন আপনার পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সকলেই আপনারে সনাতন ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন উহাঁদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান আপনার নিতান্ত কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা মধুসূদন এই কথা কহিলে মহাবীর ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! তুমি সর্ব্বভূতের আত্মা ও নিত্য পদার্থ। তোমার প্রসাদে আমার বাক্য ও মন দৃঢ় হইয়াছে; অতএব আমি অবশ্যই ধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে মহাত্মা রাজ্যভার গ্রহণ করাতে বৃষ্ণিগণ আনন্দিত হইয়াছেন; কৌরবগণের মধ্যে যাঁহার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও যশস্বী আর কেহই নাই; যিনি ধৈর্য্য, দম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম, তেজ ও বলের অদ্বিতীয় আধার; যিনি আত্মীয় কুটুম্ব অতিথি ও আশ্রিত ভৃত্যগণকে যথোচিত

সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন; সত্য, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, শান্তি, দক্ষতা ও নির্ভীকতা যাঁহাতে প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে; যিনি কাম, ক্রোধ ভয় অথবা অর্থের নিমিত্ত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। লোকে যাঁহারে সত্যপরায়ণ, জ্ঞানী ক্ষমাবান্ ও অতিথিপ্রিয় বলিয়া অবগত আছে এবং যিনি সদ্ব্যয়শীল, যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ও শান্তস্বভাব বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত রহিয়াছেন সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির আমার নিকট প্রশ্ন করুন। তাহা হইলেই আমি পরম প্রীত হইয়া সমুদায় ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব।

তখন বাসুদেব কহিলেন, কৌরবনাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম পূজ্য, মান্য, ভক্ত, গুরু, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইতেছেন না। ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! ব্রাহ্মণদিগের দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেমন প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে শত্রু সংহার করাও তদ্রূপ। যে ক্ষত্রিয় অকারণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, গুরু, ভ্রাতা, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণের, সমরত্যাগী পাপপরায়ণ লুব্ধস্বভাব গুরুর এবং লোভপরতন্ত্র ধর্ম্মত্যাগী পামরগণের প্রাণ সংহার করেন, আর যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধকালে পৃথিবীরে শোণিতরূপ জল, কেশরূপ তৃণ, গজরূপ শৈল ও ধ্বজরূপ পাদপে পরিশোভিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। মনু কহিয়া গিয়াছেন যে, সংগ্রামে আহূত হইলেই ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়গণের যশ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম কর্ত্তৃক এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে চরণ বন্দনা করিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্মদেবও আনন্দিত মনে ধর্ম্মরাজের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহারে উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্রব্ধ চিত্তে আমারে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে মহারাজ! তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও বাসুদেবকে নমস্কার ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, রাজাদিগের পক্ষে রাজধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। ঐ ধর্ম্মের ভার বহন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব আপনি সবিস্তরে সেই রাজধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করুন। ঐ ধর্ম্মই এই জীব লোকের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মার্থ কামের সহিত উহার বিলক্ষণ সংশ্রব আছে এবং উহাতে মোক্ষধর্ম্মও সুস্পষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। রশ্মি যেমন অশ্বকে ও অঙ্কুশ যেমন কুঞ্জরকে নিযন্ত্রিত করে, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম সমুদায় লোককেই নিযন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজা যদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে লোক সকল কখনই সুশৃঙ্খল হইয়া থাকে না। দিবাকর যেমন উদিত হইয়া অন্ধকার নিরাস করেন, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রত্যক্ষ নরকভয় নিবারণ করিয়া থাকে। অতএব হে পিতামহ! আপনি এক্ষণে আমারে সেই রাজধর্ম্মে উপদেশ প্রদান করুন। আপনা হইতেই আমাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে।

আর মহাত্মা বাসুদেবও আপনারে বুদ্ধিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম্ম, জগদ্বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা এবং অন্য যা কিছু তোমার অভিলাষ থাকে, তৎ সমুদায় শ্রবণ কর। রাজার সর্ব্বাগ্রে দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধানানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিলে রাজা ধর্ম্মের ঋণজাল হইতে বিমুক্ত ও সকলের আদরভাজন হইয়া থাকেন। পুরুষকার দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে প্রযত্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পৌরুষবিরহিত দৈবকার্য্য ভূপালগণের কোন ফলোপধায়ক হয় না। দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েরই প্রভাব তুল্য; কিন্তু তন্মধ্যে পৌরুষ প্রত্যক্ষ ফল উৎপন্ন করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ, আর দৈব ফলসিদ্ধি দ্বারা নির্ণীত হয় বলিয়া দৈবকে পুরুষকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বলিয়া গণনা করা যায়। কার্য্য আরম্ভ করিলে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্তপ্ত হইও না, প্রত্যুত যাহাতে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে গাঢ়তর যত্ন করিবে। পণ্ডিতগণের মতে উহাই ভূপতিদিগের কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। সত্য ব্যতিরেকে ভূপালগণের ফলসিদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দিত হইয়া থাকেন। সত্য মহর্ষিগণেরও পরম ধন। সত্য অপেক্ষা রাজার বিশ্বাসের কারণ আর কিছুই

নাই। গুণবান্, সচ্চরিত্র, অতিবদান্য, শান্তপ্রকৃতি, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রিয়দর্শন রাজা কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সত্য বাক্য প্রয়োগ করিবে। স্বছিদ্র গোপন ও পরছিদ্রান্বেষণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। রাজা অতিশয় মৃদু স্বভাব হইলে লোকে তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে এবং অতিশয় উগ্র স্বভাব হইলে, তাঁহারে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; অতএব নিতান্ত মৃদুভাব বা নিতান্ত উগ্রভাব অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। ব্রাহ্মণগণের কদাচ দণ্ড বিধান করিবে না। ব্রাহ্মণ এই জীবলোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই বিষয়ে মনু যেরূপ আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা অতি কর্ত্তব্য। মনুর মতে সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগের সর্ব্বব্যাপী তেজ স্ব স্ব উৎপত্তি স্থানে উপস্থিত হইলেই উপশমিত হইয়া যায়। লৌহ প্রস্তরকে চূর্ণন, অগ্নি সলিলকে শোষণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ আপনারাই অবসন্ন হইয়া পড়ে। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণেরাই পূজিত হইয়া ভূতলস্থ বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য; কিন্তু যদি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যেরূপ কহিয়াছেন, তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণকে রণস্থলে শস্ত্র উদ্যত করিয়া

আগমন করিতে দেখিলে, স্বধর্ম্মানুসারে প্রহার করিবেন। যিনি বিনাশোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; সুতরাং অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্মদোষে দূষিত হইতে হয় না; কেন না, ক্রোধই সেই প্রহারের কারণ। যাহা হউক, ব্রাহ্মণকে বিনাশ না করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিঃসারিত করিবে। ব্রাহ্মণ সত্য বা মিথ্যা দোষে লিপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ভ্রূণহত্যা অথবা রাজার প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাঁহারে রাজ্য হইতে নিস্কাসিত করাই কর্ত্তব্য। কষাঘাতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ডবিধান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাহারা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, তাহারাই ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। লোক সংগ্রহ অপেক্ষা রাজাদিগের পরম ধন আর কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা ছয় প্রকার দুর্গমধ্যে নরদুর্গকেই নিতান্ত দুস্তর বলিয়া স্থির করিয়াছেন; অতএব বিজ্ঞলোকে সকলেরই প্রতি প্রতিনিয়ত দয়া প্রকাশ করিবেন। রাজা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী হইলেই প্রজারঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। সর্ব্বদা ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। একান্ত ক্ষমাশীল রাজা হস্তীর ন্যায় নিতান্ত অধম বলিয়া পরিগণিত হয়। গজনিয়ন্তা যেমন গজের মস্তকে আরোহণ করে, তদ্রূপ নীচ ব্যক্তি ক্ষমাশীল নরপতির মস্তকে পদার্পণ করিয়া থাকে; অতএব নিয়ত মৃদু বা নিয়ত তীক্ষ্ণ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য নহে। বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় অনতি মৃদু ও অনতি তেজস্বী হইয়া

থাকাই বিধেয়। সতত প্রত্যক্ষ, অনুমান, সাদৃশ্য ও শাস্ত্র দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় মণ্ডল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্যসনে নিতান্ত আসক্ত হওয়া ও অপরিমিত ব্যয় করা একান্ত অনুচিত।

রাজা ব্যসনাসক্ত হইলে নিয়ত পরাভূত হন এবং নিতান্ত বিদ্বেষী হইলে প্রজাদিগকে উদ্বেজিত করেন। গর্ব্ভবতী স্ত্রী যেমন আপনার প্রিয় মনোরথ পরিত্যাগ করিয়া গর্ব্ভেরই হিতসাধন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিগণের স্বীয় সুখ-স্বচ্ছন্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাদিগের হিতসাধন করাই বিধেয়।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি কদাচ ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিও না। ধৈর্য্যশালী চতুরঙ্গ বলসমাযুক্ত নরপতির কখনই ভয় উপস্থিত হয় না। ভৃত্যদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে উপজীবীরা প্রশ্রয়যুক্ত হইয়া স্বামীর অবমাননা করে; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ করে না; কোন কার্য্য সম্পাদনে আদেশ করিলে উহা যথার্থ করিতে হইবে কি না, মনে করিয়া সন্দিহান হয়; গোপনীয় বিষয় জানিবার চেষ্টা করে; অনুচিত বিষয়ে প্রার্থনা ও প্রভুর ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করে; অনেক সময় স্বামীর প্রতি ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; উৎকোচ গ্রহণ ও বঞ্চনা দ্বারা কার্য্য হানি করিতে ত্রুটি করে না; কৃত্রিম পত্র প্রেরণ দ্বারা রাজ্য বিনষ্ট করে; অন্তঃপুর রক্ষকগণের সহিত সমান বেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশে উৎসুক হয়। প্রভুর সমক্ষে বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবনে লজ্জিত হয় না; সতত প্রভুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করে এবং তাঁহারে অনাদর করিয়া তাঁহার অশ্ব,

হস্তী ও অভিমত রথারোহণে প্রবৃত্ত হয়; সুহৃদ্ ব্যক্তির ন্যায় সভাস্থ হইয়া, "মহারাজ! ইহা তোমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর, ইহা তোমার অতিকুকর্ম্ম" বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকে। স্বামীরে ক্রুদ্ধ দেখিয়াও পরিহাস করে; আপনারা সম্মানিত হইয়াও আহ্লাদিত হয় না; সতত কেবল হাস্য পরিহাস করিয়াই কালক্ষেপ করে; রাজার মন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম্ম সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়; নির্ভয়ে অবজ্ঞা সহকারে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে; প্রভু অলঙ্কার, ভোজনদ্রব্য বা স্নানীয় অনুলেপন আহরণ করিতে কহিলে নির্ভয়ে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগের কার্য্যের নিন্দা ও উহা পরিত্যাগ করে; বেতন লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া আবার রাজকর অপহরণ করে; সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় প্রভুকে লইয়া ক্রীড়া করিতে উৎসুক হয় এবং লোকসমাজে রাজা আমা-দিগের বাধ্য বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। নরপতি আমোদ-পরায়ণ ও মৃদু স্বভাব হইলে এইরূপ নানা প্রকার দোষ প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! সর্ব্বদা উদ্যোগী হওয়া নরপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। উদ্যোগ বিহীন রাজা কদাচ প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন না। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য কহিয়া গিয়াছেন যে, সর্প গর্ত্তস্থ মূষিকদিগের ন্যায় পৃথিবী অবিরোধী রাজা ও অপ্র-বাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করে। শুক্রাচার্য্যের এই কথা তোমার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তুমি সন্ধি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত সন্ধি ও বিরোধার্হদিগের সহিত বিরোধ

করিবে। যিনি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই রাজ্যসম্পর্কীয় সাত অঙ্গের প্রতি অত্যাচার করেন, তিনি গুরুই হউন বা মিত্রই হউন, তাঁহারে বিনাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মরুত্তরাজা বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত, ও কুমার্গগামী হন, তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে। বাহুপুত্র মহারাজ সগর পুরবাসীদিগের হিতকামনায় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসমঞ্জা পুরবাসী শিশুগণকে আক্রমণ ও সরযূজলে নিমগ্ন করিয়া দিতেন এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা তাঁহারে তিরস্কার পূর্ব্বক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। মহর্ষি উদ্দালকও মহাতপা প্রিয়পুত্র শ্বেতকেতুরে বিপ্রগণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। লোকরঞ্জন, সত্য প্রতিপালন ও সরল ব্যবহার করাই নরপতিদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পরধন হরণ না করা ও যথাসময়ে দেয় বস্তু প্রদান করা ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরাক্রমশালী, সত্যবাদী, ক্ষমাবান্ রাজা কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হন না। জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রার্থে কৃতনিশ্চয়, চতুর্ব্বর্গে অনুরক্ত ও বেদমন্ত্রজ্ঞ হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজারক্ষণে পরাঙ্মুখ হওয়া অপেক্ষা ভূপতিদিগের গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। চারি বর্ণের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মান রক্ষা করা রাজার নিতান্ত উচিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আত্মীয়গণকেও বিশ্বাস করা নরপতিদিগের কর্ত্তব্য নহে। উহাঁরা বুদ্ধি দ্বারা সতত নীতির গুণ দোষ নির্ণয় করিবেন। যে রাজা ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ

হইয়া শত্রুরাজ্যের ছিদ্রান্বেষণ ও উৎকোচাদি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষীয়দিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রশংসার পাত্র। যম ও বৈশ্রবণের ন্যায় কোষপূরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়সঞ্জাত গুণ দোষের নির্ণয়, অনাথদিগের প্রতিপালন, প্রসন্ন বদনে হাস্যমুখে বাক্য প্রয়োগ, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা, আলস্য ও লোভ পরাজয়, দুশ্চরিত্রদিগের দণ্ডবিধান, সৎপাত্রে ধনদান, ইন্দ্রিয় পরাজয় এবং উপভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা সচ্চরিত্র ভূপতিদিগের সমুচিত নহে। তাঁহারা অসৎ-লোকদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সাধুদিগকে বিতরণ করিবেন। যাহারা সৎকুলসম্ভূত, দুর্দ্ধর্ষ, বীর, ভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্টসহবাসী, মানী, বিদ্যাবিশারদ, লোক-তত্ত্বজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সাধু, ও অচলের ন্যায় স্থিরবুদ্ধি এবং যাহারা পর কালের ভয় করে ও কদাচ অন্যের অপমান করে না, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাহাদিগকেই সহায় করিয়া কেবল ছত্র ও আজ্ঞা ব্যতীত আর সকল বস্তুতেই আপনার ন্যায় তাহা-দিগের অধিকার রাখিবেন। ঐ রূপ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমান ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারে কদাচ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যে রাজা অতিশয় সন্দিগ্ধ, লোকের সর্ব্বস্বাপহারী, লুব্ধপ্রকৃতি ও কুটিল-স্বভাব, তাঁহার স্বজনবর্গই তাঁহারে অচিরাৎ বিনাশ করে; আর যে রাজা বিশুদ্ধসত্ত্ব, পরচিত্ত গ্রহণ সুপটু তিনি বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কদাচ অবনতি প্রাপ্ত হন না এবং একবার হীনদশাগ্রস্ত হইলেও পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া

থাকেন। যে রাজা শান্তস্বভাব, ব্যসনশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি দণ্ডার্হ ব্যক্তিরে অল্পদণ্ড প্রদান করেন, তিনি হিমাচলের ন্যায় সকলের বিশ্বাসভাজন হন। যে রাজা প্রাজ্ঞ, বদান্য, পরছিদ্রান্বেষণ তৎপর, প্রিয়দর্শন, নীতিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধহীন, সতত সুপ্রসন্ন, ক্রিয়াবান্ ও নিরহঙ্কার; যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা সম্যক্ রূপে নির্ব্বাহ করেন এবং যাঁহার রাজ্যে নীতিজ্ঞ প্রজারা আপনাদের ঐশ্বর্য্য গোপনে না রাখিয়া পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে, সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে রাজার রাজ্যে প্রজাগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকে, আপনার শরীর অপেক্ষা শরীরসাধ্য ধর্ম্মে আদর প্রদর্শন করে, ভূপতির প্রযত্নে সুপ্রণালী ক্রমে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই একান্ত বশীভূত হয়, পরপরাভবের প্রতি কিছুমাত্র চেষ্টা করে না এবং দান বিষয়ে সতত প্রবৃত্ত থাকে, তিনিই যথার্থ রাজা। যাহার অধিকারে কপট, মায়া ও মাৎসর্য্যের প্রাদুর্ভাব নাই, সেই রাজাই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন। যে রাজা পণ্ডিতগণের আদর করেন, যিনি অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হইতে সমুৎসুক হন, যিনি পৌরজনের হিতানুষ্ঠাননিরত, সৎপথগামী ও ত্যাগশীল হইতে পারেন এবং যাঁহার চর, মন্ত্রণা ও অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কার্য্য সমুদায় বিপক্ষগণের নিকট প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেই রাজাই রাজ্য লাভের উপযুক্ত। রামচরিতমধ্যে মহাত্মা ভার্গব রাজাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কহিয়াছেন যে, প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৎপরে দারপরিগ্রহ ও ধন সঞ্চয় করিবে, কারণ রাজা না

থাকিলে ভার্য্যা ও ধন রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। যাঁহারা রাজ্যলাভের অভিলাষ করেন, লোকরক্ষা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। ভূপালকৃত রক্ষাই লোক সকলকে সুশৃঙ্খল করিয়া রাখে। মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন কালে কহিয়াগিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়ন পরাঙ্মুখ ঋত্বিক্, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামপর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণবমধ্যে ভগ্ননৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! রক্ষাই রাজধর্ম্মের সারাংশ। ভগবান্ বৃহস্পতি রক্ষার ন্যায় অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন নাই। রাজধর্ম্ম প্রণেতা ব্রহ্মবাদী ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য, সহস্র লোচন ইন্দ্র, প্রাচেতস মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌরশিরা মুনি সর্ব্বাপেক্ষা রক্ষাধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া গিয়া ছেন। এক্ষণে আমি রক্ষাবিধানের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। গুপ্তচর ও ভৃত্যবর্গকে বিরক্ত না করিয়া যথাকালে বেতন দান, অসৎপথাবলম্বী না হইয়া যুক্ত্যনুসারে প্রজাগণের কর গ্রহণ, সাধু ব্যক্তিদিগের সংগ্রহ, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ, সত্য ব্যবহার, প্রজার হিতচেষ্টা, সৎপথেই হউক আর অসৎপথেই হউক, শত্রুপক্ষের ভেদ, জীর্ণ গৃহাদির পুনঃসংস্কার সময়ানুসারে দ্বিবিধ দণ্ড প্রয়োগ, সাধু ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণের অপরিত্যাগ, শস্যাদি সংগ্রহ, সতত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের সহিত সহবাস, নিয়ত সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন,

প্রজাদিগের তত্ত্বাবধারণ, নিয়ত কার্য্যসাধনে তৎপরতা, কোষ পরিবর্দ্ধন, নগর রক্ষা, পরপক্ষ কর্ত্তৃক ভেদের আশঙ্কা, শত্রু-মধ্যস্থিত প্রজাগণের তত্ত্বাবধারণ, ভৃত্যগণের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ, আত্মপুর রক্ষা, শত্রুরে আশ্বাস প্রদান, নিয়ত নীতিধর্ম্মের অনুসরণ, সতত উদ্‌যোগ ও অসৎলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করা এবং শত্রুগণের উপেক্ষা প্রদান না করাই রক্ষাবিধানের প্রধান উপায়।

অতঃপর পুরুষকারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহস্পতি পুরুষকারকে রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুরুষকার প্রভাবেই অমৃত লাভ, অসুর সংহার ও দেবলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী অধিকার করিয়াছেন। পুরুষকার শূন্য বীরপুরুষ পণ্ডিতগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পণ্ডিতেরা উদ্‌যোগী ব্যক্তিরে প্রীতি বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া উপাসনা করেন। যে রাজা পুরুষকারে হীন তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় শত্রুগণের পরাভবের আস্পদ হইয়া উঠেন। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহারে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও সমুদায় দগ্ধ এবং বিষ অণুমাত্র হইলেও লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিতে পারে। শত্রু একাঙ্গমাত্র সেনা সমভিব্যাহারে দুর্গ আশ্রয় করিয়া সুসম্পন্ন ভূপালের দেশ উৎসন্ন করিতে পারে। রাজার গোপনীয় বাক্য, লোক সংগ্রহের বিষয়, জয়াদি লাভার্থ হৃদয়স্থ কুটিলভাব এবং হীন কার্য্য সমুদায় সরলতা সহকারে প্রকাশ করা অকর্ত্তব্য। লোক বশীভূত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর। একান্ত ক্রূর এবং নিতান্ত

মৃদু স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যভার বহন করিতে কদাচ সমর্থ হন না। অতএব ক্রূরতা ও মৃদুতা উভয়ই অবলম্বন করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজাপালন করিবার নিমিত্ত যদি রাজার কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় তাহাও তাঁহার ধর্ম্মস্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এক্ষণে ভূপালগণের যে সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিলাম, ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হওয়াই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। তুমি আমার মুখে রাজধর্ম্মের কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, অবিলম্বে তাহার উল্লেখ কর।

মহাত্মা শান্তনুতনয় এই কথা কহিলে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্মা, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয় তাঁহার নিকট রাজধর্ম্ম শ্রবণে যাহার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া তাঁহারে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও দীনভাবে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, পিতামহ! এক্ষণে দিবাকর পার্থিব রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিতেছেন; অতএব কল্য আপনারে সংশয় সমুদায় জিজ্ঞাসা করিব। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রফুল্ল মনে রথারূঢ় হইলেন এবং অচিরাৎ স্রোতস্বতী দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন ও সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মারা

গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নিক কৃত্য সমাধান করিয়া নগরাকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথে আরোহণ পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং অচিরাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিষ্পাপ ভীষ্মদেবকে রাত্রির কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের চরণ বন্দন পূর্ব্বক আনন্দিত মনে শান্তনুতনয়ের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতামহ! রাজা এই শব্দটী কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ জন্ম ও মরণ, যেরূপ প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কি রূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সকলেই প্রসন্ন ও তাঁহার বিপদে সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, আমি এই সমুদায় কথা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা করি; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এই রূপে কিছুদিন কাল যাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ

করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব বশত ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্য বিবেক শূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এই রূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিত চিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! লোভমোহাদি নীচবৃত্তি সমুদায় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য্য দ্বারা ঊর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবসম্ভূত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।

তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি। প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতি-

শাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ নীতিশাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এবং মোক্ষের সত্ব, রজঃ ও তম নামে তিন বর্গ, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ, চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায়াখ্য নীতিজ ষড়্বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থ নিযুক্তচর ও গুপ্তচরগণের বিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারণ মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার ও বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, এই চতুর্ব্বিধ যাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয়, অর্থ দ্বারা বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ়বিষয় প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবহ, চর, পোত ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদি জনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথ সজ্জার উপায়, বিবিধ ব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু, প্রভৃতি গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদির নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসন মোচন, সৈন্যের হর্ষোৎপাদন, পীড়া আপদ্কাল, পদাতিজ্ঞান, খাত খনন, পতাকাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারণ, চৌর, উগ্রস্বভাব অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা বিষপ্রযোক্তা প্রতিরূপকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন মন্ত্র

তন্ত্রাদিপ্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন ও বিশ্বাসজনন দ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া প্রদান, সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্মব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃত ব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত্য ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাশক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণ, দোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহার, সকলের প্রতি শঙ্কা, অনবধানতা পরিহার, অলব্ধ বিষয়ের লাভ, লব্ধ বস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধনের বিধানানুসারে সৎপাত্রে দান, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিনাশের নিমিত্ত অর্থদান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান, স্ত্রী সম্ভোগ, এই চারি প্রকার কামজ আর বাক্পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ছয় প্রকার ক্রোধজ সমুদায়ে দশ প্রকার ব্যসন, বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিহ্ন বিলোপ, চৈত্যছেদন, অবরোধ, কৃষ্যাদি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধোপায়, পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী, দ্রব্যোপার্জ্জন, ছয় প্রকার দ্রব্য, লব্ধরাজ্যে শান্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা, বিদ্বান্‌ব্যক্তিদিগের আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্য বস্তুর স্পর্শ, শরীর সংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যুদয় লাভ, সত্য মধুরবাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদি স্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহারের অনুসন্ধান, ব্রাহ্মণের অদণ্ডনীয়তা যুক্ত্যনুসারে দণ্ড-

বিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডল বিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ, উপায়, অর্থস্পৃহা, কৃষ্যাদি প্রভৃতি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়াযোগ, নৌকা নিমজ্জনাদি দ্বারা নদীর পথরোধ এবং যে যে উপায় দ্বারা লোক সকল স্ব স্ব ধর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকে, তাহার বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সার স্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ড প্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল। এই নীতিসার শাস্ত্র মহাত্মাদিগের আদরণীয় হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় ইহাতে সবিশেষ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কমলযোনি ঐ রূপে সেই লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতি শাস্ত্র প্রণীত করিলে বহু রূপধারী বিশালাক্ষ ভগবান্ ভবানীপতি প্রথমে উহা গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহেশ্বর সেই ব্রহ্মকৃত নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিয়া দশসহস্র অধ্যায়ে পর্য্যবসিত করিলে সেই সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র বৈশালাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে

ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া বাহুদন্তক নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায়ে কীর্ত্তন পূর্ব্বক বার্হস্পত্য নাম প্রদান করিলেন। পরিশেষে যোগাচার্য্য ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ঐ শাস্ত্রকে এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। মহাত্মারা এইরূপে মর্ত্ত্যদিগের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া লোকানুরোধে সেই নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিলে দেবগণ ভগবান্ নারায়ণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মনুষ্যদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে? তখন ভগবান্ বিষ্ণু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিরজা নামে এক মানস পুত্রের স্থষ্টি করিলেন; কিন্তু ঐ মহাত্মা পৃথিবীর আধিপত্য অভিলাষ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তিমান্ নামে এক বিষয় বাসনা পরিশূন্য পুত্র হইয়াছিল। কীর্ত্তিমানের কর্দ্দম নামে এক মহাতপা পুত্র জন্মে। প্রজাপতি কর্দ্দম অনঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর সাধু ও দণ্ডনীতি বিশারদ ছিলেন, তাঁহার অতিবল নামে এক পুত্র জন্মে। অতিবল পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়াছিলেন। উহাঁর ঔরসে মৃত্যুর স্থনীথা নামে মানসী কন্যার গর্ব্ভে বেণের জন্ম হয়। বেণ পিতার নিধনানন্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহার পর নাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহারে ক্রোধদ্বেষ পরিপূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে বেণের দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে উহা হইতে এক হ্রস্বাঙ্গ, তাম্রলোচন ও দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় বিকৃত পুরুষ সমুৎপন্ন হইল। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র মহর্ষিগণ উহারে এই স্থানে নিষণ্ণ হও বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন। ঐ নিমিত্তই ঐ পুরুষের বংশসম্ভূত শৈল, বন ও বিন্ধ্যাচলবাসী ক্রূরস্বভাব ম্লেচ্ছগণ নিষাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ হস্ত ভেদ করিলেন। তখন ঐ হস্ত হইতে এক খড়্গকবচধারী শর শরাসন সম্পন্ন বেদবেদাঙ্গ বেত্তা দণ্ডনীতিকুশল ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। উহাঁর নাম পৃথু, পৃথু বেণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদিগকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমার ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই বুদ্ধি প্রভাবে এক্ষণে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আমারে উহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। আপনারা আমারে যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

অনন্তর দেবতা ও মহর্ষিগণ তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি অশঙ্কিত মনে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রিয় ও অপ্রিয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় জীবের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মন অতিদূরে পরিহার, কেহ ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান, কায়মনোবাক্যে ভূমিস্থ বেদনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টা এবং অশঙ্কিতচিত্তে দণ্ডনীতিমূলক ধর্ম্ম নিয়ত প্রতি-

পালন কর। ব্রাহ্মণের প্রতি কদাচ দণ্ডবিধান করিবে না এবং লোকসঙ্কর নিবারণের সম্যক্ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। আর স্বেচ্ছানুসারে কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না।

বেণতনয় দেবতা ও মহর্ষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সততই আমার নমস্য হউন। তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই তোমার নমস্য হইবেন। অনন্তর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তাঁহার পুরোহিত, বালখিল্য ও সারস্বতগণ তাঁহার মন্ত্রী, মহর্ষি গর্গ তাঁহার জ্যোতিষিক হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মহাত্মা পৃথুরে অষ্টম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ঐ সময় সূত ও মাগধ নামে তাঁহার দুই স্তুতি পাঠক উৎপন্ন হইল। ইহার পূর্ব্বে স্তুতিপাঠকের আর সৃষ্টি হয় নাই। তখন মহারাজ পৃথু প্রীতমনে সূতকে অনুপদেশ ও মাগধকে মগধ দেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে মন্বন্তরপ্রভাবে পৃথিবী অতিশয় উন্নতানত হইয়াছিল ; মহাত্মা পৃথু ধনুঃকোটি দ্বারা শিলাজাল উৎসারিত করিয়া উহার সমতা সম্পাদন করিলেন। তিনি ভূতল সমতল করিবার অভিলাষে যে সমস্ত শিলা অপসারিত করিয়াছিলেন তদ্দারা পর্ব্বতের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ মহারাজ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পৃথিবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাসাগর, হিমাচল ও ত্রিদশরাজ ইন্দ্র তাঁহারে অক্ষয় ধন, সুমেরু পর্ব্বত রাশি রাশি সুবর্ণ এবং যক্ষ রাক্ষস-

গণের অধিপতি কুবের তাঁহারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নির্ব্বাহার্থ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। বেণতনয় চিন্তা করিবামাত্র অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। তাঁহার রাজ্যকালে জরা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মনঃপীড়ার কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব ছিল না। তাঁহার শাসন প্রভাবে তস্কর ও সরীসৃপগণ হইতে লোকের কিছুমাত্র অপকার হইত না। তিনি সমুদ্রে যাত্রা করিলে সাগরের সলিলরাশি স্তব্ধ হইয়া থাকিত; পর্ব্বত সমুদায় তাঁহারে পথ প্রদান করিত এবং কুত্রাপি তাঁহার আজ্ঞাভঙ্গ হইত না। তিনি যক্ষ, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি জীবগণের আহারার্থ পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার শস্য সমুৎপন্ন করেন। তাঁহার প্রভাবেই লোক সকল ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছে। তিনি সুপ্রণালী ক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ হইতে রক্ষা করাতে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এইরূপে এই বহুলোকপূর্ণা পৃথিবী পৃথুর প্রভাবে ধর্ম্মে অবনত হইয়াছিল। সনাতন বিষ্ণু তোমারে কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না বলিয়া স্বয়ং পৃথুরে মর্য্যাদা প্রদান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ বিষ্ণু তপঃপ্রভাবে সেই মহাত্মা ভূপতির দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই জগতের যাবতীয় লোক তাঁহারে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া নমস্কার করে। হে মহারাজ! দণ্ডনীতির অনুসারে রাজ্য পালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নরপতি স্থিরচিত্ত হইয়া শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই শুভ ফল লাভ করিতে পারেন। দৈবগুণ প্রভাবেই প্রজারা রাজার বশীভূত হয়। পৃথুর রাজ্য

প্রাপ্তি সময়ে বিষ্ণুর ললাট হইতে এক সুবর্ণময় কমল সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ধর্ম্মের পত্নী শ্রী সেই কমল হইতে সমুদ্ভূত হন। ধর্ম্ম ও শ্রী হইতে অর্থ সমুৎপন্ন এবং তৎপরে ধর্ম্ম, শ্রী ও অর্থ রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্গীয় লোক পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন স্বর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডনীতি বিশারদ রাজা হইয়া বিষ্ণুর অংশে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই ভূপতিগণ বুদ্ধিমান্ ও মাহাত্ম্য বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। দেবগণ ভূপতিরে রাজ্যপদ প্রদান করেন বলিয়া কেহই তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়। রাজার পূর্ব্বকৃত সুকৃত নিবন্ধনই অন্যান্য মানবগণ তাঁহার তুল্য হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইয়াও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করে। যে ব্যক্তি রাজারে প্রসন্নবদন অবলোকন এবং ভাগ্যবান্ ধনশালী ও রূপবান্ বলিয়া জ্ঞান করে, রাজা তাহার বশবর্ত্তী সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, তাহাতে পুরাণশাস্ত্র, মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থ ও নক্ষত্র সমুদায়, চারি আশ্রম, চারি হোম, চারি বর্ণ, চারি বিদ্যা, ইতিহাস, বেদ, ন্যায়, তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য, অসত্য, বৃদ্ধসেবা, দান, শৌচ, পুরুষকার, সর্ব্বভূতানুকম্পা এবং ভূতল ও পাতালস্থিত অন্যান্য বিষয় সমুদায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অনুসারেই বুধগণ নরদেবগণকে দেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! এই আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে রাজার বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে জনমেজয়! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্মকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কি? রাজধর্ম্ম কি? কোন্ বর্ণের লোক কোন্ আশ্রম গ্রহণে অধিকারী? রাজা এবং তাঁহার রাজ্য, পৌরবর্গ ও ভৃত্য কিরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়? কিরূপ কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়, মন্ত্রী, ঋত্বিক পুরোহিত ও আচার্য্য পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য? বিপদ্ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করা বিধেয় এবং কোন্ স্থলেই বা চিত্তস্থৈর্য্য আবশ্যক? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আমি ধর্ম্ম, কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া শাশ্বত ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধ পরিত্যাগ,সত্য বাক্য প্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টি সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শান্ত স্বভাব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ যদি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধু ব্যক্তিরা ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান

করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচার সম্পন্ন হইলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয় হন।

এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধন-দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচ্ঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল নরপতি যজ্ঞ-শীল, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ও সমরবিজয়ী হন, তাঁহারাই লোক-সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করেন না। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই রাজাদিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থী নরপতির ধনলাভার্থে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থাপন পূর্ব্বক তাহারা যাহাতে শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার চেষ্টা করিবেন। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজা-পালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

এক্ষণে বৈশ্যের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্য ধর্ম্ম। এত-দ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ভগবান্ প্রজাপতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে মনুষ্য রক্ষা ও বৈশ্যদিগকে পশুপালনের

ভার প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং বৈশ্য পশুদিগকে প্রতিপালন করিলেই সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। বৈশ্যের কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশ্য অন্যের ছয় ধেনুর রক্ষক হইলে একটীর দুগ্ধ, শত ধেনুর রক্ষক হইলে সম্বৎসরে একটি গোমিথুন, অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ আপনার বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিবে। পশুপালন বিষয়ে অনাস্থা প্রদর্শন করা বৈশ্যের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আর বৈশ্য পশুপালনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

অতঃপর শূদ্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্রের পরম সুখ লাভ হয়। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহারে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থ সঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ ; কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থ সঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। এক্ষণে শূদ্রের ব্যবহার ও জীবিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শূদ্রকে ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎ যুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায় দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ

ধন। ধার্ম্মিকেরা কহিয়া থাকেন, শূদ্র শুশ্রূষার্থী হইয়া কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের নিকট আগমন করিলে তাঁহারে উহার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। শূদ্র পরিচারক পুত্র-হীন হইলে তাঁহার পিণ্ডদান এবং বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে তাহার ভরণ পোষণ করা প্রভুর অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপৎকালে প্রভুরে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। যদি প্রভুর ধনক্ষয় হয়, তাহা হইলে শূদ্র আপনার পরিবার-বর্গের ভরণপোষণাতিরিক্ত ধন দ্বারা তাঁহারে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই, তাহার যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে প্রভু তাহা গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের যে সমস্ত যজ্ঞ কীর্ত্তন করিয়াছি সেই সমুদায় যজ্ঞে শূদ্রেরও অধিকার আছে, কিন্তু স্বাহাকার, বষট্কার, ও মন্ত্রে উহার অধিকার নাই। অতএব শূদ্র স্বয়ং ব্রতী না হইয়া বৈশ্যদেব ও গ্রহশান্তি প্রভৃতি ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ঐ যজ্ঞের দক্ষিণা পূর্ণপাত্র। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, পৈজবন নামে এক শূদ্র অমন্ত্রক ঐন্দ্রাগ্নবিধি অনুসারে এক লক্ষ পূর্ণপাত্র দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিল।

সমুদায় যজ্ঞমধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহৎ দেবতা স্বরূপ। উহা যাজ্ঞিকদিগের পবি-ত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের পরম দেবতা স্বরূপ। তাঁহারা বিবিধ মনোরথ সফল করিবার মানসে নানা প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সকলকেই হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা দেবগণেরও দেবতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়

প্রভৃতি বর্ণত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতই সমুদায় যজ্ঞে অধিকার আছে। ঋক্, যজু ও সাম-বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় সকলেরই পূজ্য। আর যে ব্রাহ্মণ বেদবিহীন তিনি ব্রহ্মার উপদ্রব স্বরূপ। মানস যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ সকলেই উহার অংশ গ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাকেন; অতএব চারি বর্ণ মধ্যে শ্রদ্ধা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অতি কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়েরই যজ্ঞসাধন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ বৈশ্যসংসর্গী হইলেও তাঁহার বর্ণ-ত্রয়ের যজ্ঞ সাধন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ফলত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ। আর যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের জাতি স্বরূপ। তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সাম বেদের প্রচার নিমিত্ত অগ্রে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মহর্ষিগণের যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ হইলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা যেরূপ কহিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। জিতে-ন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের পূর্ব্বে বা পরে শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুসারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন। শ্রদ্ধাই প্রধান যজ্ঞ। যজ্ঞ নানা প্রকার ও যজ্ঞের ফলও অসংখ্য। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বলে তৎসমুদায় বিদিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন, তিনিই যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও তাহারে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষি-

গণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল বর্ণই সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ত্রিলোক মধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়াশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অতঃপর চারি আশ্রম ও তৎসমুদায়ের কার্য্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটী আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, অগ্ন্যাধানাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল স্ত্রী সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন, ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদায় অধ্যয়ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। দ্বিজত্বলাভ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ অনায়াসে ঊর্দ্ধরেতা হইতে সমর্থ হন; অতএব সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি সুখ দুঃখ রহিত, নিকেতন বিহীন, যদৃচ্ছালব্ধ জীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, ভোগ কামনা শূন্য, নির্ব্বিকার ও পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপত্নী-নিরত, অকুটিল হৃদয়, মিতাহারী, কৃতজ্ঞ, দেবানুরক্ত, সত্য-

বাদী, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ক্ষমাশীল, দান্ত ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া বেদাধ্যয়ন, পত্নীর ঋতুরক্ষা, সন্তানোৎপাদন, অপ্রমত্ত চিত্তে হব্য কব্য সম্পাদন, সতত দ্বিজগণকে অন্নদান, আশ্রমে ধনদান ও অন্যান্য বেদবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করিলেই তাঁহার গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়। মহানুভব মহর্ষিগণ কহেন যে, নারায়ণ কহিয়া গিয়াছেন, লোকে সত্য বাক্য প্রয়োগ, সরল ব্যবহার, অতিথি সৎকার, ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জন ও ধর্ম্মপত্নীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে উভয় লোকে সুখভোগ করিতে পারে। মহর্ষিগণ কহেন যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পুত্র কলত্রগণের ভরণপোষণ ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ এইরূপ যথানিয়মে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া গার্হস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনি স্বর্গে গমন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ফল ভোগের অধিকারী হন এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যজাত অক্ষয় ও বশীভূত হয়। যে ব্রাহ্মণ দীক্ষিত, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাত নিরপেক্ষ হইয়া দেবগণের স্মরণ, মন্ত্রজপ, এক আচার্য্যের শুশ্রূষা, গুরুরে নমস্কার, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন, প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্য সম্পাদন, সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মদ্বেষীদিগের সংসর্গ পরিহার করেন, তিনি যথার্থ ব্রহ্মচারী।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মাদৃশ জনগণের সুখাবহ, হিংসাবিবর্জ্জিত, সাধুসম্মত, মঙ্গলজনক ধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের

দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধ প্রভৃতি যে সকল স্বর্গলাভ জনক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, সমুদায়ই ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারে ইহলোকে নিন্দিত, পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যপরায়ণ হইলে লোকে তাঁহারে দাস, কুক্কুর, বৃক ও পশুর ন্যায় অবজ্ঞা করে। যে ব্রাহ্মণ চারি আশ্রমেই প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যে নিরত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, তপোনুষ্ঠান নিরত ও অতি বদান্য হন, তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি যে প্রদেশে যেরূপ সংসর্গে যাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ প্রদেশ, সংসর্গ ও কর্ম্মের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্য বেদাভ্যাসের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মানবগণ কালের বশীভূত হইয়াই উত্তম, মধ্যম ও অধম কার্য্যে নিরত হয়। পুণ্য লোকের শ্রেয়স্কর, কিন্তু উহা অবিনশ্বর নহে, যাহা হউক, মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিলেই উভয় লোকে সুখ লাভ করিতে পারে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গার্হস্থ ধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা,

কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য ও কুসীদ গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রামদৌত্য প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও বেদ কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্র স্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব সমুদায় আশ্রমেই উহাঁদের অধিকার আছে। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান্ সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্তপ্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমাশালী ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপপরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে। লোকে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের সাহায্যেই ধর্ম্মলাভ করিতে সমর্থ হয় ; অতএব উক্ত বর্ণত্রয় শান্তিধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে কদাচ বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না। বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে চারিবর্ণের ধর্ম্ম, বেদ, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও আশ্রম ধর্ম্ম সকলই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়।

এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সমুচিত আশ্রমধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্য জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীর সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা

তিন বর্ণের সমতা লাভ ও পুরাণশ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সমুদায় আশ্রম আশ্রয় করিতে পারে; অতএব স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়া বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। রাজা বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, বেদপাঠ করাইয়া বিপ্রগণকে দক্ষিণা দান, সংগ্রামে জয়লাভ, স্বীয় পুত্রকে বা অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষেক এবং যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তর গমনে অভিলাষ করেন, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত আশ্রমে গমন করিয়া সিদ্ধি লাভে সমর্থ হন। রাজা গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষি হইয়া আপনার জীবন রক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের কাম্যধর্ম্ম; নিত্যধর্ম্ম নহে।

মানব মণ্ডলীমধ্যে ক্ষত্রিয়েরাই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই রাজধর্ম্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদায় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন রহিয়াছে। ধর্ম্মবেত্তা পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-

ছেন। ফলত রাজধৰ্ম্ম সমুদায় ধৰ্ম্মের সারভূত। রাজধৰ্ম্ম প্রভাবেই সমুদায় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধৰ্ম্ম এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্যাগ, দীক্ষা, লোকাচার ও বিদ্যা সমুদায় রাজধৰ্ম্মেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। রাজধৰ্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে কেহই আর আপনার ধৰ্ম্মের প্রতি আস্থা করে না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! চারি আশ্রমের ধৰ্ম্ম, যতিধৰ্ম্ম, লোকাচার প্রথা ও কার্য্য সমুদায় ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম প্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ ধৰ্ম্মের প্রাদুর্ভাব থাকাতেই প্রজাগণ নিরাপদে কালযাপন করিতেছে। আশ্রমবাসীদিগের ধৰ্ম্ম অপ্রত্যক্ষ ও নানা বিধ। কতকগুলি লোক বিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা সেই শাশ্বত ধৰ্ম্মের যথার্থ মৰ্ম্মও বিপরীত করিয়া তুলেন, আর অনেকে ধৰ্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ে একান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধৰ্ম্ম সুখভূয়িষ্ঠ, কপট রহিত ও সমুদায় লোকের হিতকর। গৃহস্থ ধৰ্ম্মের ন্যায় রাজধৰ্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধৰ্ম্মসাধনের মূল। আমি পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে, বহুতর মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি রাজধৰ্ম্ম প্রধান কি আশ্রমধৰ্ম্ম প্রধান ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত ভূতপতি নারায়ণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৰ্ব্বাগ্রে সৃষ্ট সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, রুদ্র, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবগণ ক্ষত্রিয় ধৰ্ম্মানুসারে অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজ! পূৰ্ব্বকালে দানবগণের প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন সমুদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত

মহাত্মা মান্ধাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ঐ মহাত্মা জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত পরম পিতা নারায়ণের দর্শনমানসে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই যজ্ঞস্থলে মান্ধাতারে দর্শন প্রদান করিলেন। মান্ধাতাও ইন্দ্ররূপী নারায়ণকে অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে অন্যান্য পার্থিবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা মান্ধাতা ও ইন্দ্ররূপী নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি কেন বৃথা সেই অপ্রমেয় অমিত পরাক্রমশালী দেবাদিদেব নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিবার অভিলাষ করিতেছ? আমি এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ব্রহ্মাও তাঁহারে দেখিতে পান নাই। তুমি ভূলোকের অধিপতি, অতএব তোমার আর যে কোন অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর আমি অবিলম্বে তাহা সফল করিব। তুমি শান্তিগুণাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল পরাক্রান্ত, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই নিমিত্ত আমি তোমারে বিষ্ণুদর্শন ভিন্ন অভীষ্ট বর প্রদানে প্রস্তুত আছি।

মান্ধাতা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিতেছি, সেই আদিদেবের দর্শনলাভ ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষই নাই। অতঃপর আমি ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অবি-

লক্ষ্যেই অরণ্যে প্রস্থান করিব। অরণ্যই সাধুজনসেবিত উৎকৃষ্ট পথ। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে দিব্য লোক সমুদায় অধিকার ও বিপুল যশোলাভ করিয়াছি; কিন্তু সেই আদিদেব হইতে যে ধর্ম্ম প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ নহি।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে অবলীলাক্রমে সমগ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আদিদেব হইতে সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ধর্ম্মের পশ্চাৎ অন্যান্য ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ধর্ম্ম নানা প্রকার এবং উহাদের ফলও বিনশ্বর। যাহা হউক, সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আয়ত্ত; এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে শত্রু নাশ করিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই অপ্রমেয় পুরুষ শত্রুবর্গকে বিনাশ না করিতেন তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ কি ব্রহ্মা কি আদিধর্ম্ম কি অন্যান্য ধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। যদি সেই দেবাদিদেব পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অসুরগণকে পরাজয় না করিতেন, তাহা হইলে বর্ণচতুষ্টয় ও চারি আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যাইত। ধর্ম্ম সমুদায় উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শাশ্বত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই তৎসমুদায় পুনরায় সুপ্রচার করিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের প্রভাবে প্রতিযুগেই আদিধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়। সমরমৃত্যু, সকলের প্রতি দয়া, লোকজ্ঞান, লোকপালন, বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ এই সমস্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপ্রভাবেই জনসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। মর্য্যাদাশূন্য, স্বেচ্ছাচার পরায়ণ, ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিরা রাজভয়ে অভিভূত

হইয়াই পাপানুষ্ঠানে বিরত হয় এবং সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিরা রাজার শাসন প্রভাবেই নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। লোক সকল ভূপালগণ কর্ত্তৃক রাজধর্ম্মানুসারে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। উহার প্রভাবে সমুদায়ই সুশৃঙ্খল হইতে পারে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লোকের হিতানুষ্ঠান পরতন্ত্র উদার স্বভাব ভবাদৃশ লোকেরাই ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হন। ঐ ধর্ম্ম অধার্ম্মিকের হস্তে নিপতিত হইলে লোকক্ষয়রূপ অনিষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরত্ব সম্পাদন, রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভিক্ষাবৃত্তিতে অনাদর প্রদর্শন, প্রজাপালন ও যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরমদয়ালু রাজার প্রধান ধর্ম্ম। মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। ভূপতিগণ সমরক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলেবর পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, গুরুশুশ্রূষা ও পরস্পরের বিনাশ সাধন দ্বারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মলাভার্থী হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রম আশ্রয় করিবে। সামান্য কার্য্যের বিচার আরম্ভ হইলেও পক্ষপাত পরিত্যাগ, বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সংস্থাপন, সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালন এবং উৎকৃষ্ট উপায়, নিয়ম ও পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক অতিযত্নসহকারে রাজধর্ম্ম রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট। যে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহার সে ধর্ম্মানুষ্ঠান অধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য হয়। উচ্ছৃঙ্খল অর্থলুব্ধ ও পশুতুল্য মনুষ্যেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম প্রভাবেই নীতি শিক্ষা করে। ব্রাহ্মণগণের যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যিনি উহার বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারে শত্রুর ন্যায় শস্ত্র দ্বারা বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণই আশ্রম ধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, অন্যজাতির উহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ কদাচ স্বধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণের কার্য্য দ্বারাই ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়; অতএব ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম স্বরূপ। যে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারে সম্মান ও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহারাজ! যে সমস্ত ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায়ের মধ্যে রাজধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবরাজ! আপনি আমাদিগের পরম বন্ধু। যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, চান্দ্র, মদ্রক, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে সমুদ্ভূত বৈশ্য ও শূদ্রগণ কিরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে আর আমরাই বা সেই দস্যুগণকে কিরূপে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিব, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব উহা কীর্ত্তন করুন। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দস্যুগণ যাহাতে পিতা, মাতা, আচার্য্য, গুরু ও রাজার সেবা, বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন, যথা সময়ে পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠান, কূপাদি খনন, ব্রাহ্মণগণকে শয়নীয় প্রভৃতি

বিবিধ বস্তু প্রদান, হিংসা ক্রোধ পরিত্যাগ, সত্যপালন, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ, দ্রোহ পরিত্যাগ, বিশুদ্ধ ব্যবহার, উন্নতি লাভের বাসনা, ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বযজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান ও পাকযজ্ঞের উদ্দেশে ধনদান করে, ভূপতির তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অন্যান্য লোকের যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দস্যুদিগেরও সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

মান্ধাতা কহিলেন, দেবেন্দ্র! দস্যুগণ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছে। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! দণ্ডনীতি ও রাজধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রাণিগণ রাজার দৌরাত্ম্য নিবন্ধন নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। সত্য যুগ অতীত হইলে অসংখ্য লোক ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষুক হইবে এবং কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মবাক্যশ্রবণ পরিহার পূর্ব্বক কুপথে গমন করিবে। যখন মহাত্মারা দণ্ডনীতি প্রভাবে পাপ নিবারণ করেন, তখন নিত্যধর্ম্ম অবিচলিতভাবে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকগুরু রাজার অবমাননা করে, তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধের কিছুমাত্র ফল লাভ হয় না। দেবতারাও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতির অপমান করেন না। ভগবান্ প্রজাপতি সমুদায় জগতের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয়ের উপর ধর্ম্মরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা বুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারেন; অতএব উহাঁরা আমার মান্য ও পূজ্য।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্ররূপী ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম

অতি উৎকৃষ্ট। অতএব বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়কে অপমান করা কাহার সাধ্য। যে ব্যক্তি ক্ষত্রধর্ম্মে অবজ্ঞা করিয়া কুকার্য্যে প্রবৃত্ত ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারে পথিমধ্যস্থ অন্ধের ন্যায় অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মানুষ্ঠানে বিলক্ষণ নিপুণ; অতএব পূর্ব্বপদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হও।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি অগ্রে চারি আশ্রমের বিষয় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি আমার ন্যায় সাধুসম্মত ধর্ম্ম সমুদায় অবগত হইয়াছ, এক্ষণে রাজা যেরূপ আচারনিষ্ঠ হইলে যে আশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন, তাহা শ্রবণ কর। অন্যান্য মনুষ্যেরা চারি আশ্রম আশ্রয় করিয়া বিধিবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যে সমস্ত ফল লাভ করে, রাজা রাজধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত ফল লাভে সমর্থ হন। যে মহীপাল স্বেচ্ছাচার শূন্য, বিদ্বেষ বুদ্ধি বিহীন ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য দ্রব্যের অংশ প্রদান ও পূজনীয় ব্যক্তির অর্চ্চনা করেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞানী, ত্যাগশীল, নিগ্রহানুগ্রহ পরায়ণ, সদাচার সম্পন্ন ও ধীর প্রকৃতি তিনি গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি জ্ঞাতী, সম্বন্ধী ও মিত্রগণকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, তিনি বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভে অধিকারী হন। যিনি প্রধান প্রধান লোক ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধার্ম্মিকদিগকে বারংবার

সংকার, আহ্নিক কার্য্য, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মানুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধন দ্বারা অতিথির সংকারসাধন এবং লোক রক্ষার্থ বনৌষধি আহরণ করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা স্বরাষ্ট্র প্রতিপালন, সমস্ত প্রাণির রক্ষাবিধান ও বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সত্যাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি ধর্ম্মানুসারে আহ্নিক, জপ ও দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা প্রাণরক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া সতত বেদাধ্যয়ন, ক্ষমাবলম্বন, আচার্য্যের অর্চ্চনা ও সকলের সহিত সরল ব্যবহার করেন, তাঁহার ব্রহ্মাশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি বানপ্রস্থ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ গণকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করেন, তাঁহার আরণ্যক আশ্রমের ফল লাভ হয়। যিনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ এবং অনৃশংস ব্যবহার করেন, তাঁহার সকল পুণ্যের ফল লাভ হয়। যে রাজা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় প্রদান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও উপ-যুক্ত ব্যক্তিরে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র ও নপ্তৃগণের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনই রাজার গৃহস্থ ধর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট তপস্যা। যে রাজা সচ্চরিত্র অর্চ্চনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতিপালন ও আপনার আলয়ে আশ্র-মস্থ ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য প্রদান করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। যে রাজা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে যথার্থত অবস্থান করেন, তিনি সমগ্র আশ্রমের ফল লাভ করিয়া থাকেন। যিনি গুণগ্রাম বিহীন না হন তাঁহারেই যথার্থ আশ্রমী বলিয়া নির্দ্দেশ

করা যায়। যিনি সম্যক্ রূপে স্থান, কুল ও বয়সের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন তিনি সমস্ত আশ্রমবাসের যথার্থ উপযুক্ত। রাজা দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে সর্ব্বাশ্রমের ফলভাগী হন। যিনি সাধু ব্যক্তিদিগকে যথাকালে ঐশ্বর্য্য ও উপহার প্রদান এবং দশ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সকল লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তিনিই আশ্রমবাসের সম্যক্ উপযুক্ত। প্রজারা সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া যে ধর্ম্মোপার্জ্জন করে, রাজা তাহার অংশভাগী হন; আর তাহারা সুশৃঙ্খলে প্রতিপালিত না হইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে তাহাতেও রাজারে লিপ্ত হইতে হয়। যে সকল লোক ভূপতির সহায়, তাহারাও প্রজাবর্গের ধর্ম্মাধর্ম্মের অংশ গ্রহণ করে। পণ্ডিতেরা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা গার্হস্থ ধর্ম্ম অতি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আমরা সেই ধর্ম্মেরই সেবা করি। যে রাজা সকল প্রাণিকে আপনার ন্যায় জ্ঞান এবং ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে দণ্ড বিধান করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন। রাজধর্ম্ম রূপ নৌকা ত্যাগ রূপ বায়ু ও সত্বরূপ কর্ণধার দ্বারা চালিত এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপ রজ্জু দ্বারা সংযত হইয়া ধার্ম্মিক রাজারে উদ্ধার করে। যখন রাজা সমস্ত বিষয়বাসনা শূন্য হন, তখন তিনি বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মলাভ করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সুপ্রসন্ন মনে লোভাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রজাপালনে নিরত হও; তাহা হইলেই ধর্ম্মোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। এক্ষণে বেদাধ্যয়নরত, সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোকের প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত। লোকে বানপ্রস্থ

প্রভৃতি আশ্রম আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা প্রজাপালন নিরত হইলে তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই তোমার সমক্ষে বিবিধ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তুমি ঐ সমুদায় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা-প্রচলিত নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হও। ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে নিরত হইলেই তোমার চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মলাভ হইবে।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাজ্যের হিতসাধনার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সর্ব্ব প্রথমে রাজ্য মধ্যে রাজারে অভিষেক করাই প্রধান কার্য্য। রাজ্য অরাজক ও বলবিহীন হইলেই দস্যুরা উহা আক্রমণ করে, ধর্ম্ম উহাতে ক্ষণকালও অবস্থান করেন না এবং প্রজারা পরস্পর পরস্পরের মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রে রাজা ইন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অতএব উদয়োন্মুখ হইবার বাসনা করিলে নরপতিরে ইন্দ্রের ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। অরাজক রাজ্য মধ্যে অগ্নি হবি গ্রহণ করেন না। আমার মতে অরাজক রাজ্যে বাস করাই বিধেয় নহে। অরাজকতা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। রাজ্যের অরাজকাবস্থায় যদি কোন বলবান্ ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক উহা গ্রহণাভিলাষে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহারে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সম্মানিত করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেননা ঐ বলবান্ ব্যক্তি প্রজা-

দিগের কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলে তত্ত্বাবধারণ দ্বারা উহার মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে। আর যদি প্রজারা উহারে সম্মান না করে, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই এককালে সমস্ত নিঃশেষিত করিয়া ফেলে। অতএব ওরূপ স্থলে মৃদুতা অবলম্বন করাই প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যে গাভীরে কষ্টে দোহন করিতে হয়, সে সমধিক ক্লেশ ভোগ করে, আর যাহারে সুখে দোহন করা যায়, সে কিছুমাত্র কষ্ট ভোগ করে না। যে দ্রব্য স্বয়ং প্রণত হয়, তাহারে তাপিত এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং অবনত হইয়া থাকে, তাহারে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না। অতএব বলবান্ ব্যক্তির নিকট প্রণত হওয়াই উচিত।। বলীয়ান্ ব্যক্তিরে প্রণাম করিলে ইন্দ্রকে নমস্কার করা হয়।

মঙ্গললাভার্থী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক জনকে নরপতিপদে অভিষেক করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য অরাজক হইলে কেহই নির্ব্বিঘ্নে স্ত্রীসম্ভোগ ও ধন উপভোগ করিতে পারে না। ঐ সময় পাপাত্মারা অন্যের ধন অপহরণ করিয়া মহা আহ্লাদিত হয়; কিন্তু যখন অপরাপর ব্যক্তিরা তাহার ধন হরণ করে তখন সে রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, অতএব অরাজক পাপাত্মাদিগেরও সুখজনক নহে। ঐ সময় দুই জন পাপাত্মা একত্র হইয়া এক ব্যক্তির এবং অনেক লোক একত্র হইয়া সেই দুই জনের ধন অপহরণ করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলকে আপনার দাস করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী-হরণে প্রবৃত্ত হয়।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সকল দৌরাত্ম্য নিবারণের নিমিত্তই

দেবতারা রাজ্য মধ্যে নরপতির আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবী মধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন তাহা হইলে সলিলস্থ বৃহৎ মৎস্যেরা যেমন ক্ষুদ্রমৎস্য সমুদায়কে ভক্ষণ করে সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বকালে পৃথিবী ভূপতিবিহীন হওয়াতে প্রজা সকল পরস্পার পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সময় কতকগুলি ধর্ম্মপরায়ণ লোক একত্র সমবেত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, যে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাব, পরদারাভিমর্ষী ও পরস্বাপহারক হইবে, আমরা তাদৃশ লোক সকলকে পরিত্যাগ করিব। প্রজাগণ সকল বর্ণের বিশ্বাসের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অসুখিত চিত্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, ভগবন্! আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি আমাদিগকে এক জন রাজা প্রদান করুন। আমরা সকলে তাঁহারে পূজা করিব এবং তিনিও আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুরে তাহাদের প্রতিপালনে আদেশ করিলে মনু উহা স্বীকার না করিয়া কহিলেন, আমি পাপানুষ্ঠানে নিতান্ত ভীত হইয়া থাকি। রাজ্যশাসন বিশেষত মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যগণকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার। তখন প্রজাগণ মনুরে কহিল, প্রভো! ভীত হইবেন না, পাপ আপনারে স্পর্শ করিবে না। আমরা আপনার কোষবর্দ্ধনের নিমিত্ত পশু ও সুবর্ণের পঞ্চা-

শৎ ভাগ এবং ধান্যের দশমভাগ প্রদান করিব। বিবাদ, দ্যূত-ক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আপনি অতি মনোহররূপা কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনারোহণে প্রধান হইবে, তাহারা দেবগণ যেমন ইন্দ্রের অনুগমন করেন, তদ্রূপ আপনার অনুগমন করিবে, তাহা হইলেই আপনি মহাবল পরাক্রান্ত ও প্রবলপ্রতাপ হইয়া কুবেরের ন্যায় পরম সুখে আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন। আর আমরা আপনার পরাক্রমে রক্ষিত হইয়া যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আপনি তাহার চতুর্থাংশ ভাগী হইবেন। অতএব মহারাজ ! আপনি এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করুন ; সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে প্রতাপিত করিয়া জয় লাভার্থ নির্গত হউন ; আপনার প্রভাবে শত্রুগণের দর্প চূর্ণ হউক এবং ধর্ম্ম নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রজাগণ এই কথা কহিলে সেই সৎকুলোদ্ভব মহাতেজস্বী মনু অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া তেজঃপুঞ্জ কলেবরে প্রজাপালনার্থ নির্গত হইলেন। প্রজাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মনুর মহত্ত্ব দর্শনে ভীত হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত হইল। এই রূপে মহারাজ মনু সর্ব্বতোভাবে পাপের শান্তি বিধান পূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযোজিত করিয়া মহীমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ ! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেবতারা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে ও শিষ্যগণ যেমন গুরুরে

সর্ব্বদা প্রণাম করে, তদ্রূপ রাজারে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করা প্রজাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহলোকে যে ব্যক্তি আত্মীয় জন কর্ত্তৃক সৎকৃত হয়, সে শত্রুপক্ষেরও সমাদর ভাজন হইয়া থাকে; আর যে ব্যক্তি আত্মীয় লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়, শত্রুগণ তাহারে অনায়াসে পরাভব করে। শত্রুগণ রাজারে পরাভব করিলে প্রজারা সকলেই অসুখী হয়; অতএব নরপতিরে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, আভরণ, অন্ন, পান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি সমুদায় ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রদান করা প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাজা শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন; সর্ব্বদা সকলকে হাস্যমুখে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করেন এবং কৃতজ্ঞ, অনুরাগী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণেরা কি নিমিত্ত নরপতিরে দেবতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ বসুমনা বৃহস্পতিরে যাহা জিজ্ঞাসা এবং সুরগুরু উহাঁরে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সর্ব্বলোকহিতৈষী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কোশলরাজ বসুমনা যথোচিত বিনয় সহকারে কৃতপ্রজ্ঞ মহাত্মা বৃহস্পতিরে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রজাগণের ধর্ম্মলাভার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণ কি কর্ম্ম করিলে বর্দ্ধিত আর কি নিমিত্তই বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং প্রাজ্ঞলোকেরা

কাহার পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় সুখলাভে সমর্থ হন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভগবান বৃহস্পতি অমিততেজা কোশল রাজ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজাই সকল লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। রাজশাসন না থাকিলে প্রজাগণ পরস্পরকে ভক্ষণ করিত। প্রজাগণ নিয়মহীন ও পরদার নিরত হইলে ভূপতি তাহাদের প্রতি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগের পাপ মোচন করেন। চন্দ্র বা সূর্য্য সমুদিত না হইলে প্রাণিগণ যেমন বস্তু দর্শনে অসমর্থ ও ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়, যেমন অল্পোদক প্রদেশে মৎস্যগণ ও হিংস্রভয় বিহীন স্থানে বিহঙ্গমগণ হিংসাপরতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার ও পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া অচিরাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ রাজ্য অরাজক হইলে প্রজাগণ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়া গোপালবিহীন পশুগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি রাজা রাজ্যপালন না করেন, তাহা হইলে বলবান্ ব্যক্তিরা অনায়াসে দুর্ব্বল পুরুষের গৃহাদি অপহরণে প্রবৃত্ত হয় কেহই আর পুত্রকলত্র ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি আপনার আয়ত্ত করিয়া বাস করিতে পারে না। সংসার বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। পাপাত্মারা সহসা অন্যের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ রত্ন হরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষগণের উপর বিবিধ শস্ত্রপাত হইতে থাকে। রাজ্য অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হয়। অধমেরা পিতা, মাতা, বৃদ্ধ, আচার্য্য, গুরু ও অতিথিগণকে কষ্ট প্রদান ও তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করে। ধনবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বধ ও বন্ধন জনিত বিষম ক্লেশে

নিপতিত হয়। কাহারও আর কোন দ্রব্যে মমতা থাকে না। অকালে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। সমুদায় স্থানই দস্যুগণে পরিপূর্ণ ও প্রজাগণ ঘোর নরকে নিপতিত হয়। যোনিবিচার ও কৃষি বাণিজ্যের নিয়ম এককালে তিরোহিত হইয়া যায়। ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, দক্ষিণান্বিত বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিবাহপ্রথা ও সমাজ শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে থাকে। বৃষগণ রেতনিঃসারণে পরাঙ্মুখ, আভীরপল্লী উৎসন্ন ও দধি-মন্থন কার্য্য বিলুপ্ত হয়। সমুদায় প্রাণী উদ্বিগ্নহৃদয়, বিচেতন ও ভীত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে হাহাকার শব্দ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। সংবৎসরব্যাপি দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে বিধি পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হয় না। ব্রতস্নাত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ-গণ বেদাধ্যয়নে বিরত হন। লোকে বিবিধ প্রতিবন্ধক বশত কালে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন না। অপরাধী ব্যক্তি সুস্থ চিত্তে কালযাপন করে। বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের করস্থিত বস্তু ও অনায়াসে অপহরণ ও সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করে। সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে থাকে এবং সর্ব্ব স্থানেই বর্ণসঙ্কর ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়।

আর ভূপতি যথানিয়মে রাজ্য পালন করিলে প্রজাগণ গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া থাকে। সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রমণীগণ রক্ষকবিহীন হইয়াও অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিতে পারে। সমস্ত লোকই ধর্ম্মপরায়ণ ও হিংসা-বিহীন হইয়া পরস্পরের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনায়াসে বিবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন। লোক সমুদায়ের জীবিকাভূত বার্ত্তাশাস্ত্র

ও লোকপালক বেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং সমস্ত লোক প্রসন্ন হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করে। রাজার জীবনেই প্রজাগণ জীবিত থাকে এবং রাজার বিনাশেই উহারা বিনষ্ট হয়। অতএব ভূপতিরে অর্চ্চনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বলোক হিতার্থ তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই উভয় লোক জয় করিতে সমর্থ হন। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহারে নিঃসন্দেহ ইহলোকে কষ্টভোগ ও পরলোকে নিরয়-গামী হইতে হয়। নরপতি নররূপধারী দেবতা স্বরূপ; অত-এব উহাঁরে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা কদাপি বিধেয় নহে। রাজা সময়ক্রমে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম এই পাঁচ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মিথ্যাবাক্যে প্রতারিত হইয়া অতি কঠোর তেজঃপ্রভাবে সন্নিহিত মিথ্যাবাদীরে দগ্ধ করেন, তখন তাঁহার হুতাশন মূর্ত্তি, যখন চর দ্বারা প্রজাগণের কার্য্যাকার্য্য দর্শন ও তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন, তখন তাঁহার ভাস্করমূর্ত্তি, যখন ক্রুদ্ধ হইয়া অধার্ম্মিকদিগকে পুত্র পৌত্র ও বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করেন, তখন তাঁহার মৃত্যুমূর্ত্তি, যখন সুতীক্ষ্ণ দণ্ডে পাপাত্মাদিগের দণ্ডবিধান ও ধার্ম্মিকদিগের প্রতি সমুচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তখন তাঁহার যমমূর্ত্তি এবং যখন ধন দ্বারা উপকারীদিগের তৃপ্তিসাধন ও অপকারীদিগের ধন রত্ন অপহরণ করেন, তখন তাঁহার কুবেরমূর্ত্তি লক্ষিত হয়। ধর্ম্মাকাংক্ষী কার্য্যদক্ষ মনুষ্য কখনই রাজার অপযশ ঘোষণা করিবে না। পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, রাজার নিতান্ত প্রিয়পাত্র

হইয়াও তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিলে কদাচ সুখলাভে সমর্থ হয় না। দাহ্য বস্তু বায়ুসমীরিত হুতাশনে দগ্ধ হইলে উহার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভূপালের কোপানলে নিপতিত হয়, তাহার আর কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না। রাজা যে সমস্ত বস্তু অতি যত্নসহকারে রক্ষা করেন, তাহা গ্রহণে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। লোকে মৃত্যু হইতে যেরূপ ভীত হয়, রাজস্ব অপহরণেও সেই রূপ ভীত হইবে। মৃগ যেমন মারণ যন্ত্র স্পর্শ করিলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মনুষ্যের রাজস্ব স্পর্শ মাত্রই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি আপনার ধনের ন্যায় অতি যত্নসহকারে রাজস্ব রক্ষা করিবে। যাহারা রাজস্বাপহারী তাহারা চিরকালের নিমিত্ত ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। যে মহাত্মা মহারাজ প্রজা-রঞ্জক, সুখপ্রবর্ত্তক, শ্রীমান্ ও সম্রাট্ প্রভৃতি বিবিধ শব্দ দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করিবে? অতএব উন্নতিলাভেচ্ছু, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী ব্যক্তির মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। মন্ত্রী, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উদার প্রকৃতি, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও নীতিপর হইলে রাজার সমাদর ভাজন হন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ সদাশয় মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন, মহীপাল সেই রূপ লোকেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে প্রগল্‌ভ করে এবং ভূপাল মনুষ্যকে ক্ষীণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রাজার কোপে নিপতিত হয় সে সতত অসুখে, আর যে তাঁহার অনুগৃহীত হয়, সে পরম সুখে কালযাপন করে।

রাজা প্রজাদিগের হৃদয়, গুরু, গতি ও উৎকৃষ্ট সুখ স্বরূপ। প্রজারা তাঁহারে আশ্রয় করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইয়া থাকে। রাজা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়দমন, সত্যব্যবহার ও সৌহার্দ্য সহকারে রাজ্য শাসন করিলে দেবলোকে স্থান লাভ করিতে পারেন। কোশলাধিপতি বসুমনা মহাত্মা বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অতি যত্ন সহকারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কার্য্য রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কি রূপে রাজ্য রক্ষা, শত্রুপরাজয়, চরপ্রয়োগ এবং স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য ও চারিবর্ণের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রথমত রাজা বা রাজপ্রতিনিধির যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে অরিবিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্ত পরাজয় না হইলে অরিপরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করিতে পারিলেই চিত্ত পরাজয় করা হয়। দুর্গ, রাজ্যের শেষসীমা, নগরোপবন, গৃহোপবন, উপবেশনস্থান, অন্তঃপুর, নগর ও রাজভবনে পদাতি সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্ধ, জড় ও বধিরের ন্যায় আকার সম্পন্ন, ক্ষুৎপিপাসা পরিশ্রম সহিষ্ণু, পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপ্রাজ্ঞ গূঢ়চর সমুদায় সংগ্রহ করিয়া উহাদিগের দ্বারা গুপ্তভাবে অমাত্য, মিত্র, তনয়, সামন্ত ভূপতি, এবং নগর ও জনপদবাসী লোক-

দিগের আচার ব্যবহারাদি অবগত হওয়া রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে চরপ্রেরণ করিয়াছে কি না তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত পানভূমি, মল্লযুদ্ধ স্থান, মহাজনসমাজ, ভিক্ষুকসমাজ, পুরবাটিকা, বহির্ব্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সমাগম স্থান, চত্বর, রাজসভা ও ভদ্রলোকদিগের আবাস স্থানে অন্বেষণ করা আবশ্যক। শত্রুপক্ষীয় গূঢ়চরকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে রাজার অধিক মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। নরপতি যখন আপনারে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিবেন, তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহার সহিত সন্ধি করিলে কিঞ্চিৎ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহার সহিত সন্ধি করাও অবিধেয় নহে। কিম্বা সন্ধীৎসু, গুণবান্, উৎসাহ সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা আপনার উচ্ছেদ দশা সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই পূর্ব্বাপকারী ও লোকবিদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বিনাশ এবং যে নরপতি উপকার বা অপকার করণে অসমর্থ তাহারে উপেক্ষা করিবেন। বিপুল সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া দুর্ব্বল, মিত্রবিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত বা প্রমত্ত ব্যক্তির প্রতিই যুদ্ধযাত্রা করা রাজার কর্ত্তব্য। যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে নগরের রক্ষা বিধান নিতান্ত আবশ্যক। চিরকাল মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকা বলবিহীন রাজার কদাপি বিধেয় নহে। হীনবল ভূপতি ভৃত্যাদি দ্বারা বলবানের রাজ্য আকর্ষণ, অস্ত্র, অগ্নি ও বিষ-

প্রয়োগ দ্বারা উহার উৎপীড়ন এবং অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মধ্যে বিবাদোৎপাদন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজ্যলাভার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলে কদাপি বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন না। পূর্ব্বোক্ত উপায় ত্রয় দ্বারা যে অর্থ লাভ হয় পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষড়্ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করা এবং মত্ত উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তির অপরাধানুরূপ অর্থ দণ্ড করিয়া প্রজাবর্গের উপদ্রব নিরাকরণে প্রবৃত্ত হওয়া ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরবাসীদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করা রাজার উচিত বটে, কিন্তু বিচারকাল উপস্থিত হইলে কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করা বিধেয় নহে। অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মাসনে নিয়োগ করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ রূপ ব্যবহার করিলে ভূপতির রাজ্য চিরস্থায়ী হয়। রাজা সুবর্ণ ও লবণাদির আকর, ধান্যাদি বিক্রয় স্থান, নদীসন্তরণ স্থান ও নাগবলে অমাত্য বা বিশ্বাসী পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিবেন। যে মহীপাল ন্যায়ানুসারে প্রতিনিয়ত দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়। দণ্ডবিধানই রাজার যথার্থ ধর্ম্ম ও প্রশংসনীয়। বেদবেদাঙ্গবেত্তা, প্রাজ্ঞ, তপঃপরায়ণ, দানশীল ও যজ্ঞশীল হওয়া রাজার নিতান্ত আবশ্যক। সুবিচার করিতে না পারিলে তাঁহার স্বর্গ বা যশোলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহীপাল বলবান্ লোকের বলবীর্য্যে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে দুর্গ আশ্রয়

পূর্ব্বক মিত্রগণকে সুরক্ষিত করিয়া সন্ধিভেদ বা যুদ্ধের চেষ্টায় তৎপর হইবেন। ঐ সময় তিনি বনবাসীদিগকে রাজপথে সন্নিবেশিত, গ্রামবাসীদিগকে গ্রাম হইতে উত্থাপিত করিয়া উপনগর মধ্যে প্রবেশিত এবং দেশবাসী ধনী ও প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে বারংবার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুরক্ষিত দুর্গ সমুদায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবেন। রাজ্যের সমুদায় শস্য দুর্গ মধ্যে সংস্থাপন করিবেন এবং যদি শস্য আনয়নে নিতান্ত অসক্ত হন, তবে অগ্নি দ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। শস্য সমুদায় যদি ক্ষেত্রমধ্যে থাকে তাহা হইলে শত্রু-সৈন্যগণকে প্রলোভন পূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তৎসমুদায় আহরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হন তাহা হইলে স্বীয় সৈন্য দ্বারা সমস্ত শস্য বিনষ্ট করিবেন। নদীর সেতু সমুদায় ভগ্ন করিয়া দিবেন। সমুদায় প্রণালী জল এককালে নির্গত করাইবেন। কূপাদির সলিলে বিষসংযোগ করিবেন। মিত্রগণের রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর প্রবল বিপক্ষ, অনন্তর দেশবাসী মহীপালের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ উন্মূলিত করিয়া ফেলিবেন। সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও বিশাল বৃক্ষ সমুদায়ের প্রবৃদ্ধ শাখা সকল ছেদন করিবেন। চৈত্যের একটী পত্রও ছিন্ন করিবেন না। দুর্গের উপরিভাগে সচ্ছিদ্র সুদীর্ঘ বহিঃপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। পরিখা সকল সলিলপূর্ণ এবং শূল ও নক্র মকরাদি দ্বারা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবেন। বায়ু সঞ্চারার্থ নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার সমুদায় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসমুদায়ে প্রহরী নিয়োগ এবং দৃঢ়তর যন্ত্র

ও শতঘ্নী সমুদায় সংস্থাপন করিবেন। ঐ সমুদায় দ্বার দিয়া সকলকেই গমনাগমন করিতে দিবেন। কাষ্ঠ আহরণ, কূপ খনন ও পূর্ব্বকৃত কূপের সংস্কার সাধন করিবেন। যে সমস্ত গৃহ তৃণ সমাচ্ছন্ন তাহাতে পঙ্ক লেপন করিয়া দিবেন। রাত্রি-কালে অন্নপাক করাইবেন। অগ্নিহোত্র ব্যতিরেকে দিবা-ভাগে কদাচ অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন না। কর্ম্মারগৃহ ও সূতিকালয়ে সাবধানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং ঐ সমুদায়ের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া দিবেন এবং যে ব্যক্তি দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে বলিয়া রাজ্য মধ্যে ঘোষণা প্রচারিত করিবেন। ভিক্ষুক, শকট চালক, ক্লীব ও কুশীলবদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। উহারা ঐ সময় নগর মধ্যে থাকিলে অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

চত্বর, তীর্থস্থান ও প্রধান প্রধান লোকের আলয়ে চর নিয়োগ ভূপালের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ রাজপথ, বিপণী, ভাণ্ডাগার, আয়ুধাগার, যোধাগার, অশ্বশালা, গজশালা, বলাধিকরণ, পরিখা ও উপবন প্রস্তুত করিয়া তৎ-সমুদায় গোপনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। পরবলপীড়িত মহীপাল অর্থ, তৈল্য, বসা, মধু, ঘৃত, সমস্ত ঔষধ, অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জা, পত্র, শর, লেখক, বালতৃণ, বিষাক্ত বাণ, শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ, ফলমূল, চতুর্ব্বিধ বৈদ্য এবং নগরের শোভাপরিবর্দ্ধক ও আমোদ জনক নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবীদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী পুরবাসী বা অন্য কোন ভূপাল যাহা হইতে রাজার ভয়

উৎপন্ন হইবে, তিনি অচিরাৎ তাহারে আপনার অধীন করিবেন। কোন ব্যক্তি উপকার করিলে রাশি রাশি অর্থ প্রদান বা বিবিধ সান্ত্ববাদ-প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, রাজা শত্রুকে প্রহার বা বিনাশ করিলে অঋণী হন।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা স্বয়ং এবং অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র সমুদায়, জনপদ ও পুর এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপাল ষাড়্গুণ্য, ত্রিবর্গ ও মোক্ষের বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, তিনি রাজ্য ভোগ করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। এক্ষণে ষাড়্গুণ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সন্ধি করিয়া অবস্থান, যুদ্ধ গমন, বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক অবস্থান, যুদ্ধের আয়োজন করিয়া শত্রুর ভয়প্রদর্শনার্থ অবস্থান, সন্ধি স্থাপন ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, এই ছয়টী ষাড়্গুণ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ত্রিবর্গ কীর্ত্তন করিতেছি, অনন্য মনে শ্রবণ কর। ক্ষয়, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই তিনটী বিষয় ত্রিবর্গ বলিয়া অভিহিত হয়। আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটীও ত্রিবর্গ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা ধর্ম্মাবলম্বী হইলে চিরকাল পৃথিবী প্রতিপালন করিতে পারেন। সুরগুরু বৃহস্পতি এই বিষয়ে যে রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর। মহীপাল রাজ্য পালন ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক

অতি পবিত্র সুখভোগ করিয়া থাকেন। যে রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুপ্রণালীক্রমে প্রজাপালন করেন, তাঁহার তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই উভয় হইতে ইহাদের পরস্পরের ও প্রজাগণের কি রূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! দণ্ডনীতি হইতে রাজা ও প্রজাগণের যে রূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দণ্ডনীতি ভূপতি কর্ত্তৃক যথা নিয়মে প্রযুক্ত হইয়া চারি বর্ণকে নিয়মাবলম্বী, নিঃশঙ্ক, অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও স্ব স্ব ধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যত্ন সহকারে বিধি পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন এবং তন্নিবন্ধন প্রজাগণের সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকে না।

কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ ; এবিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতির অনুসারে সুচারু রূপে রাজ্য পালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্ম সঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদায় দোষ শূন্য হয়। ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদায় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ু হইয়া পরমসুখে কালযাপন

করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্যোৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক্ পত্র ও ফলমূল সমুদায় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এককালে তিরোহিত এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপে ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

যখন রাজা চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিনপাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ কহে। পাপের একপাদমাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ কহে। দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের দুইপাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে, যে সময় নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সমুদায় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপরিশুদ্ধ এবং ঋতু সমুদায় ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তির হ্রাস হইয়া যায়। নানা প্রকার ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ

করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদায় রস ক্ষীণ হইয়া যায়।

অতএব রাজারেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে। যে রাজা হইতে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গসুখ অনুভব করেন। যাঁহা হইতে ত্রেতা-যুগ হয় তিনি ত্রিপাদ স্বর্গ সুখভোগে অধিকারী হন। যাঁহা হইতে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি হয় তিনি দ্বিপাদ স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আর যিনি কলিযুগোৎপত্তির কারণ হন, তাঁহারে সম্পূর্ণ পাপ ভোগ করিতে হয়। কলির রাজা স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন প্রজাগণের পাপে মগ্ন হইয়া ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে বহুদিন ঘোর নরকে বাস করেন।

ক্ষত্রিয় দণ্ডনীতির অনুগামী হইয়া সর্ব্বদা অপ্রাপ্ত বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা করিবেন। দণ্ডনীতি যথা-নিয়মে প্রযুক্ত হইলে প্রজাদিগের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন ও মাতা পিতার ন্যায় মঙ্গল বিধান করে। উহার প্রভাবেই প্রাণি-গণ জীবিত থাকে। দণ্ডনীতির অনুসারে কার্য্য করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; অতএব এক্ষণে তুমি নীতিপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মা-নুসারে প্রজা পালন কর, তাহা হইলে দুর্জ্জয় স্বর্গলোক জয় করিতে পারিবে।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি রূপ ব্যবহার অবলম্বন করিলে ইহলোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখসম্ভোগে সমর্থ হইতে পারা যায়?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মচর্য্যাদি গুণ ষট্ত্রিংশৎ প্রকার। ঐ ষট্ত্রিংশৎ গুণ রাগদ্বেষ হীনতাদি ষট্ত্রিংশৎ গুণযুক্ত হইলেই শোভা পাইয়া থাকে। লোকে ঐ সমুদায় গুণ সম্পন্ন হইলে গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ঐ সমুদায় গুণ উপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। এক্ষণে ভূপতি রাগদ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, লোভাদি শূন্য হইয়া লোকের প্রতি স্নেহ প্রকাশ, নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন, ঔদ্ধত্য পরিহার পূর্ব্বক কামনা সিদ্ধি, অদীনভাবে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, আত্মশ্লাঘা বিহীন হইয়া বীরত্ব প্রকাশ, সৎপাত্র দেখিয়া দান ও অনৃশংস হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন। অসৎলোকের সহিত সন্ধি সংস্থাপন, বন্ধু বান্ধবের সহিত সংগ্রাম, অননুরক্ত ব্যক্তিরে চর কার্য্যে নিয়োগ, লোকপীড়ন দ্বারা স্বকার্য্য সাধন, অসৎব্যক্তির নিকট কার্য্য প্রকাশ, আত্মমুখে আপনার গুণ কীর্ত্তন, সাধুলোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ, অসৎব্যক্তির সহায়তা অবলম্বন, সবিশেষে পরীক্ষা না করিয়া দণ্ডবিধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, লোভাকৃষ্ট ব্যক্তিরে অর্থ দান, অনিষ্টকারীর প্রতি বিশ্বাস, নিরন্তর স্ত্রী সম্ভোগ এবং অহিতকর সামগ্রী সমুদায় ভোজন করা ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। ঘৃণা ও ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র হওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি সতত আপনার স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ, অকপট চিত্তে গুরুজনের সেবা, অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানার্হ ব্যক্তির সম্মান রক্ষা, দেবগণের অর্চ্চনা ও ন্যায়ানুসারে সম্পত্তি লাভের কামনা করিবেন। অকালে দক্ষতা প্রকাশ, লোককে সান্ত্বনা বা অনুগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ, অজ্ঞ ব্যক্তিরে প্রহার,

শত্রু বিনাশ করিয়া অনুতাপ, অকস্মাৎ ক্রোধ প্রকাশ এবং অপকারী ব্যক্তির প্রতি মৃদুভাব অবলম্বন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তোমার ইহলোকে মঙ্গললাভ করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বীয় রাজ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ রূপ আচরণ কর। উহার অন্যথাচরণ করিলে ভূপতিরে নিশ্চয়ই ঘোরতর ভয়ে অভিভূত হইতে হয়। আমি তোমার সমক্ষে যে সকল গুণের কথা কীর্ত্তন করিলাম, যদি কেহ ঐ সমুদায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতে পারে তাহা হইলে তাহার উভয় লোকেই যাহার পর নাই সুখসম্ভোগ ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কি রূপে প্রজাপালন করিলে মনস্তাপ শূন্য ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধ বিহীন হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় শাশ্বত ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া কোন কালেই শেষ করা যায় না; অতএব উহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বেদ বেদাঙ্গ বেত্তা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চরণ বন্দন ও অর্চ্চনা করিয়া পুরোহিত সমভিব্যাহারে অন্যান্য কার্য্য সমুদায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে। মঙ্গলানুষ্ঠান ও ধর্ম্মকার্য্য সমাধান করিয়া ব্রাহ্মণ মুখে আপনার অর্থসিদ্ধি ও জয় আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিবে এবং সরল প্রকৃতি হইয়া ধৈর্য্য ও বুদ্ধি বলে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক

কাম ক্রোধ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইবে। যে নরপতি কাম ক্রোধের বশীভূত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে সে মূর্খ কদাপি ধর্ম্ম বা অর্থলাভে সমর্থ হয় না। তুমি লুব্ধ ও মূর্খ-দিগকে কদাপি কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিও না। লোভবিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যনৈপুণ্য বিহীন কামক্রোধপরায়ণ মূর্খ রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইলে প্রজাগণকে যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান এবং প্রজাদিগের শস্যাদির ষষ্ঠাংশ, শুল্ক ও সুর-ক্ষিত বণিকদিগের প্রদত্ত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করি-বেন। রাজনীতির অনুসারে প্রজাগণের মঙ্গলবিধান, অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, প্রজা রক্ষণে যত্নবান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বদান্য হইলে মানবগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়। তুমি কদাচ লোভের বশীভূত হইয়া অধর্ম্মানুসারে ধনাগমের চেষ্টা করিও না। যে রাজা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ধর্ম্মার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ভূপতি কদাচ ধর্ম্মার্থলাভে সমর্থ হন না। তাঁহার সমুদায় সঞ্চিত অর্থ বৃথা বিনষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা ধনলোভে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপরিমিত কর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি স্বয়ং আপনার হিংসা করেন। দুগ্ধলাভার্থী ব্যক্তি ধেনুর আপীন ছেদন করিলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণকে নিপীড়িত করিলে কখনই সম্পত্তি শালী হইতে পারেন না। সদয়ভাবে দুগ্ধবতী গাভীরে দোহন

করিলে যেমন প্রচুর দুগ্ধলাভ করা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রানুযায়ী উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রাজ্যভোগ করিলে প্রচুর অর্থলাভ হইয়া থাকে। রাজ্য সদুপায় দ্বারা সুরক্ষিত হইলে কোষবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জননী যেমন পরিতৃপ্ত হইয়া সন্তানগণকে স্তন্য প্রদান করেন, তদ্রূপ পৃথিবী রাজা কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইয়া রাজা ও প্রজাগণকে প্রচুরপরিমাণে ধান্য ও হিরণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি অঙ্গারকের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মালাকারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। তাহা হইলেই দীর্ঘকাল প্রজাপালন ও রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে। যদি পররাজ্য আক্রমণ করিলে তোমার বিপুল ধন ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তুমি সান্ত্বনা সহকারে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিদিগের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। তুমি যদি নিতান্ত ধনহীন হও, তথাপি ব্রাহ্মণগণকে ধনবান্ দেখিয়া বিচলিতচিত্ত হইও না। উহাদিগকে যথাশক্তি ধন দান, সান্ত্বনা ও তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হইলেই তুমি স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যদি তুমি উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার প্রভূত যশ ও অতুল কীর্ত্তিলাভ হইবে এবং মনঃপীড়া শূন্য হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে। প্রজা রক্ষণে যত্নবান্ হওয়াই রাজার প্রধান ধর্ম্ম। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা দয়াবান্ প্রজাপালননিরত নরপতিরে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। রাজা ভয়প্রযুক্ত

এক দিন প্রজা রক্ষা না করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করেন, তাঁহারে পরলোকে সহস্র বৎসর সেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। আর তিনি এক দিন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করেন, পরলোকে দশ সহস্র বৎসর তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রম-বাসী ব্যক্তিরা সুচারুরূপে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যে সমস্ত লোক জয় করেন, রাজা ক্ষণকাল ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন করিয়া অনায়াসে সেই সমুদায় লোক লাভে সমর্থ হন; অতএব তুমি উক্ত রূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই পুণ্যফল লাভ, মনঃ পীড়া নিবারণ ও স্বর্গে বিপুল ঐশ্বর্য্য অধিকার করিতে পারিবে। ভূপতি ভিন্ন অন্য কেহই পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না এবং তুমি ধৈর্য্যশালী হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন পূর্ব্বক সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা সুহৃদ্গণের তৃপ্তিসাধন কর।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যিনি সাধুব্যক্তি দিগের রক্ষণা-বেক্ষণ ও অসাধুদিগের শাসন করিতে পারেন, তাঁহারেই পুরোহিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বায়ু ও এলের পুত্র পুরূরবার কথোপকথন উপলক্ষে যে পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা পুরূরবা বায়ুরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পবন! ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণত্রয় কোথা হইতে সম্ভূত হইল এবং ব্রাহ্মণই বা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন তাহা কীর্ত্তন কর।

বায়ু কহিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে. ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু যুগল হইতে এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উহাঁর পাদদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। এইরূপে বর্ণচতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা এই নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া নিয়মিত দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাগণের প্রতিপালন, বৈশ্য ধনধান্য দ্বারা তিন বর্ণের ভরণপোষণ এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে।

পুরূরবা কহিলেন, সমীরণ ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে কাহার পৃথিবীতে অধিকার আছে ?

বায়ু কহিলেন, মহারাজ ! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; অতএব জগতীস্থ সমুদায় পদার্থেই ব্রাহ্মণের অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন, যাহা পরিধান ও যাহা দান করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ই তাঁহার আপনার দ্রব্য। ব্রাহ্মণ সমুদায় বর্ণের গুরু এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। কামিনীগণ যেমন পতির অবর্ত্তমানে দেবরকে পতিত্বে বরণ করে, তদ্রূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত না হওয়াতেই ক্ষত্রিয়কে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি তোমার ধর্ম্মানুসারে অত্যুৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভের আশা থাকে, তাহা হইলে যে কিছু ভূসম্পত্তি পরাজয় করিবে, তৎসমুদায়ই শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ, তপস্বী, স্বধর্ম্মাবলম্বী ধনতৃষ্ণাশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীত স্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে বিবিধ উপদেশ দ্বারা

নরপতির মঙ্গল বিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতি-পালন করেন, তাঁহার যশঃশশধর চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান্ থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশ-ভাগী হন। প্রজাবর্গ নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ভীক চিত্তে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে ভূপতি সেই প্রজা-দিগের ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকলেই যজ্ঞ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দেব-লোক ও পিতৃলোক যজ্ঞ দ্বারাই পরিতৃপ্ত হন; কিন্তু সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার নরপতিরই আয়ত্ত। অরাজক রাজ্যে যজ্ঞের প্রসঙ্গও থাকে না। লোকে গ্রীষ্মকালে জল, বায়ু ও ছায়া দ্বারা এবং শীতকালে অগ্নি, আতপ ও বসন দ্বারা সুখ-লাভ করে। উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ দ্বারা সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ সতত ভীত থাকিলে কেহই কোন প্রকার সুখলাভে সমর্থ হয় না। অতএব যিনি জীবদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণ দান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফল লাভের পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে? রাজা ইন্দ্র, যম ও ধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালন করিতেছেন।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া অতি সত্বরে এক জন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজপুরোহিত ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা

ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সমুদায়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। উহাঁরা পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সদ্ভাব থাকিলে প্রজারা সুখী হয় এবং ঐ উভয়ের পরস্পর অসদ্ভাব হইলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্য বর্ণের মূল স্বরূপ। এই স্থলে ঐলকশ্যপ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এলতনয় মহারাজ পুরূরবা কশ্যপকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! যদি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে উহাঁদের মধ্যে কোন্ পক্ষকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা যায় এবং প্রজারাই বা কোন্ পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকে? কশ্যপ কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়ের রাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা যাহারে ইচ্ছা হয়, তাহারেই রাজা বলিয়া অঙ্গীকার করে। যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করে, তাঁহাদিগের বেদজ্ঞান লাভ, পুত্রোৎপত্তি, দধিমন্থন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর সেই ব্রাহ্মণত্যাগী ক্ষত্রিয়েরও পুত্রপৌত্রেরা বেদাধ্যয়নবিমুখ হইয়া উঠে ও তাহার গৃহে অর্থ কদাচ পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তাহার বংশীয় লোকেরা সঙ্কর সমুৎপন্ন ও দস্যুভাবাপন্ন হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহারা পরস্পর পরস্পরের

প্রাদুর্ভাবের হেতুভূত। যদি উহাঁরা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হন, তাহা হইলে উহাঁদের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হয়, আর যদি উহাঁদিগের সদ্ভাব না থাকে, তাহা হইলে সকলেই মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে অগাধ সাগরে নিপতিত নৌকার ন্যায় কেহই আর এই সংসার সাগর পার হইতে সমর্থ হয় না। প্রজাবর্গ এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ সুরক্ষিত হইলে সুখ ও সুবর্ণ বর্ষণ করে ; আর অরক্ষিত হইলে নিরন্তর পাপাশ্রু নিক্ষেপ করিতে থাকে। যে প্রদেশে ব্রাহ্মণ দস্যু প্রভৃতির প্রভাবে বেদবিবর্জ্জিত হইয়া বেদ দ্বারা পরিত্রাণ বাসনা করেন, তথায় কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় না এবং নিরন্তর মৃত্যুভয় ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে সময় পাপাত্মারা স্ত্রীহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া জনসমাজে সাধুবাদ লাভ করে এবং নরপতিগোচরে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না, সেই সময় রাজার মহা ভয় উপস্থিত হয়। দুরাত্মা-দিগের পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন রুদ্রদেব সম্ভূত হইয়া এক কালে সৎ ও অসৎ সকলকেই নিপাতিত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! জীবগণকেই জীবের বধসাধন করিতে দেখা যায়। রুদ্রদেব ত কাহার নেত্রগোচর হন না। উনি কে? কিরূপ আকার সম্পন্ন এবং কোথা হইতেই বা জন্ম পরিগ্রহ করেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

কশ্যপ কহিলেন, যে মহাত্মা মানবের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার ও অন্যের দেহ ধ্বংস করেন, সেই আত্মাই রুদ্রদেব। উহাঁর আকার উৎপাত বায়ু ও মেঘের ন্যায়।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বায়ু চতুর্দ্দিক্ আক্রমণ ও মেঘ বারিবর্ষণ করিয়া ত প্রায়ই মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে না। মনুষ্যগণকে কামদ্বেষের বশীভূত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

কশ্যপ কহিলেন, মহারাজ! হুতাশন যেমন এক গৃহে লগ্ন হইয়া সমুদায় গ্রাম ও চত্বর ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তদ্রূপ রুদ্রদেব পাপাত্মার পাপপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া এককালে সকলকে বিমোহিত ও কামদ্বেষের বশীভূত করেন।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! দুরাত্মাদিগের পাপাচরণ নিবন্ধন যদি পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা সকলেই দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত লোকে দুষ্কর্ম্মের পরিহার ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।

কশ্যপ কহিলেন, যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রব নিবন্ধন তাহাদের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে; অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখাও কদাপি বিধেয় নহে।

পুরূরবা কহিলেন, ভগবন্! বসুন্ধরা সকলকেই ধারণ, সূর্য্য সকলকেই তাপ প্রদান, সলিল সকলেরই পবিত্রতা সাধন এবং সমীরণ সর্ব্বত্রই সঞ্চরণ করিতেছেন। ইহাঁদিগের নিকট সাধু ও অসাধুর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

কশ্যপ কহিলেন, নৃপনন্দন! ইহলোকে ঐরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা পুণ্যানুষ্ঠান করে ও যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পরলোকেই তাহাদিগের ইতর বিশেষ লক্ষিত

হইয়া থাকে। পুণ্যলোক সমুদায় দুঃখের আকর ও অমৃতের নাভি স্বরূপ, উহার জ্যোতি হিরণ্যবর্ণ, তথায় জরা, মৃত্যু বা দুঃখের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব নাই। ব্রহ্মচারিগণ ঐ লোকে গমন পূর্ব্বক অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। পাপ লোক নরকের আবাস। উহা নিরন্তর গাঢ়তর তিমিরে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। শোক ও দুঃখ তথায় নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। পাপাত্মারা ঐ লোকে বহু কাল নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে পুরোহিত বরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির উচিত। ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ সকলের শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের জ্যেষ্ঠ, সম্মান ভাজন ও পূজনীয়। বলবান্ হইলেও সমুদায় উৎকৃষ্ট বস্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা রাজা ও রাজপুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজ দ্বারা প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষ ভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষ ভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহারাজ মুচুকুন্দ ও কুবেরের কথোপকথন এই বিষয়ের একটী

উদাহরণ স্বরূপ। আমি এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহীপাল মুচুকুন্দ সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অলকাধিপতি কুবেরকে আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। যক্ষরাজ তদ্দর্শনে মুচুকুন্দের সৈন্য সংহারার্থ অচিরাৎ অসংখ্য রাক্ষস প্রেরণ করিলেন। নিশাচরগণ মহারাজ মুচুকুন্দের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। তখন মুচুকুন্দ অদ্বিতীয় বিদ্বান্ স্বীয় পুরোহিত বশিষ্ঠের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার নিন্দা শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে ধনাধিপতি মহারাজ মুচুকুন্দের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে অনেক ভূপতি তোমার ন্যায় বলবান্ ও পুরোহিতসাহায্য সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমারে যে রূপ আক্রমণ করিয়াছ এরূপ আর কেহই করেন নাই। সেই পূর্ব্বতন ভূপতিগণ অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ ও সমধিক বলশালী হইয়াও আমারে সুখ দুঃখের অধীশ্বর বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা করিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে যদি তোমার বাহুবল থাকে, প্রকাশ কর। ব্রাহ্মণবল আশ্রয় করিয়া কি নিমিত্ত বৃথা বলবত্ত্ব প্রকাশ করিতেছ?

তখন মহারাজ মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ন্যায়ানুগত বাক্যে ধনেশ্বরকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা

উহাঁদিগের সৃষ্টি করিয়া লোক পালনার্থ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়গণকে অস্ত্র ও বাহুবল প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মবল ও ক্ষত্রিয়বল পৃথক্ পৃথক্ হইলে প্রজাগণ কখন সুরক্ষিত হইতে পারে না ; অতএব ঐ উভয় বল একত্র করিয়া প্রজাপালন করাই বিজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য। আমি সেই অনুসারেই ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছি, তবে আপনি কি নিমিত্ত আমার নিন্দা করিতেছেন ?

তখন যক্ষরাজ রাজা মুচুকুন্দকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি কদাচ এক জনের রাজ্য অন্যকে প্রদান বা অপহরণ করি নাই। এক্ষণে তোমারে সমুদায় পৃথিবী প্রদান করিলাম ; তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে উহা শাসন কর।

মহারাজ মুচুকুন্দ ধনেশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে সমুদায় ধরিত্রী জয় করিয়া ভোগ করিব, এই আমার বাসনা।

তখন ধনাধিপতি কুবের মহারাজ মুচুকুন্দকে অসম্ভ্রান্ত, ক্ষত্রধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহারাজ মুচুকুন্দ কুবেরের সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আপনার রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে স্ববাহুবল নির্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মরাজ ! যে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ঐ রূপে ব্রহ্মবল আশ্রয় করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমুদায় পৃথিবী জয় ও যশোলাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন উদকক্রিয়া সম্পাদন ও ক্ষত্রিয় প্রতিনিয়ত অস্ত্রবল

অবলম্বন করিলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলে মানবগণের উন্নতি সাধন এবং পুণ্যলোক সমুদায় পরাজয় করিতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজা নিয়ত দানশীল, যজ্ঞশীল, উপবাসনিরত ও তপোনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং গাত্রোত্থান ও ধন প্রদান দ্বারা ধার্ম্মিকদিগের সম্মান রক্ষা করিবেন। রাজা ধর্ম্মের গৌরব করিলে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা হয়। নরপতি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগের তাহাতেই অভিরুচি হইয়া থাকে। অন্তকের ন্যায় নিরন্তর অরাতিগণের প্রতি প্রতিনিয়ত দণ্ড সমুদ্যত ও দস্যুগণকে সমূলে উন্মূলিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনুরাগ নিবন্ধন কাহারেও ক্ষমা করা বিধেয় নহে। প্রজাগণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, অর্থ দান, হোম ও দেবার্চ্চনা প্রভৃতি যে কিছু ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশের অধিকারী হন। আর প্রজারা উত্তম রূপে প্রতিপালিত না হওয়াতে রাজ্যমধ্যে যে সকল পাপসঞ্চয় হইতে থাকে, নরপতিরে তাহারও চতুর্থ অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজা নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যে পাপ উৎপাদন করেন, কাহার কাহার মতে তাঁহারে সেই পাপের অর্দ্ধেক ও কাহার কাহার মতে তৎসমুদায়ই ভোগ করিতে হয়।

এক্ষণে নরপতি যাহাতে ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তস্করেরা কোন প্রজার ধন অপহরণ করিলে রাজা যদি তাহা প্রত্যাহরণ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে স্বীয় ধনাগার হইতে বা বণিকদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করা সকল বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণের অপকার করে, তাহারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই উচিত। ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে সমস্ত বিষয়ই রক্ষিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণদিগকে প্রসন্ন করাই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। জীবগণ যেমন মেঘমণ্ডল ও পক্ষী সমুদায় যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ মানবগণ সর্ব্বার্থসাধক নরপতিরে আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে। কামাত্মা নৃশংস ও ধনলুব্ধ নরপতি কখনই প্রজাপালনে সমর্থ হন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সুখলাভার্থ ক্ষণকালও রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনি পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিলেন, ধর্ম্মলাভার্থে রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমি এক্ষণে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, রাজ্যপালন দ্বারা অধিক ধর্ম্ম লাভ করা অতি সুকঠিন; উহাতে সমধিক পাপ জন্মিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব অতঃপর আমি পরম পবিত্র অরণ্য মধ্যে গমন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, ফলমূলাহারী, তপস্বী হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমার বুদ্ধি যে নিতান্ত নৃশংসতা শূন্য তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি; কিন্তু কেবল

অনৃশংসতা অবলম্বন করিলে রাজ্য রক্ষা করা যায় না। তুমি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, কৃপালু ও উৎসাহ শূন্য বলিয়া লোকে তোমারে গৌরব করে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি তোমার পিতৃপিতামহাচরিত ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। তুমি যেরূপে কালযাপন করিতে বাসনা করিতেছ। ভূপালগণের সেরূপ করা বিধেয় নহে। তুমি কদাপি মৃদুত্ব অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্ঠুরতায় এককালে পরাঙ্মুখ হইও না। প্রজাপালন করিলেই তোমার অনায়াসে ধর্ম্মফল লাভ হইবে। তুমি স্বীয় প্রজ্ঞা ও ধীশক্তি প্রভাবে যেরূপ আচারপরায়ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ, পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীদেবী তুমি ওরূপ হইবে বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার সৌর্য্য, বল, সত্য, মহাত্ম্য ও ঔদার্য্য প্রার্থনা করিতেন। দেবলোক ও পিতৃলোক মনুষ্যের নিকট নিরন্তর যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধতর্পণাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজা প্রতিপালন ধর্ম্ম্যই হউক, আর অধর্ম্ম্যই হউক, তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যাহারা যথাকালে উপযুক্ত ভার বহনে নিযুক্ত থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তাহাদিগের কীর্ত্তি বিনষ্ট হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অশ্বও সম্যক্ রূপে শিক্ষিত হইলে অনায়াসে ভার বহন করিতে পারে। কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দ্দোষে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহেন; অতএব যাহাতে পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা দোষাবহ নহে। এককালে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ অপেক্ষা অল্প পরিমাণেও উহা

করা শ্রেয়স্কর। কর্ম্মবিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী আর কেহই নাই। সংকুল সম্ভূত ধার্ম্মিক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলে রাজার রাজ্য বৃদ্ধি ও রক্ষা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজ্য অধিকার করিয়া দান, বলপ্রকাশ ও মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিবেন। সংকুল সম্ভূত বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বৃত্তিলোপ ভয়ে কাতর হইয়া যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হন, তাঁহা অপেক্ষা ধার্ম্মিক আর কেহই নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি আপনি বিশেষ জ্ঞাত থাকেন, তাহা হইলে লোকে কোন্ কার্য্য দ্বারা স্বর্গ, উৎকৃষ্ট প্রীতি ও পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ভয়ার্ত্ত ব্যক্তি যাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকালও সুখলাভ করে, আমার মতে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভে সম্যক্ অধিকারী হয়; অতএব তুমি আহ্লাদিত চিত্তে কৌরব কুলের অধীশ্বর হইয়া সাধুগণের রক্ষা ও অসাধুদিগের পরাজয় করিয়া স্বর্গলাভের অধিকারী হও। জীবগণ যেমন জলধরের এবং পক্ষীগণ যেমন বৃহৎ পাদপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ সুহৃদ্গণ সাধুদিগের সহিত একত্র হইয়া তোমারে আশ্রয় করিয়া কালাতিপাত করুন। যে ব্যক্তি প্রগল্‌ভ, শূর, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অসভ্যের প্রতি দণ্ডবিধান ও সাধুলোকদিগকে অর্থ প্রদান করেন, মানবগণ তাঁহারেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বকর্ম্মনিরত ও কেহ কেহ বা কুকর্ম্ম পরায়ণ হইতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বিদ্বান্, সুলক্ষণ সম্পন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী বিপ্রগণ ব্রহ্মতুল্য; ঋক্, যজু ও সামবেদে দীক্ষিত, স্বকার্য্যনিরত ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য, আর স্বকর্ম্মবিহীন কদর্য্য ব্রাহ্মণগণ শূদ্র তুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নহেন এবং যাঁহাদিগের অগ্নি সঞ্চিত নাই, ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহাদিগের নিকট করগ্রহণ ও তাহাদিগকে বিনাবেতনে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মাধিকারী, দেবল, নক্ষত্রযাজক, গ্রামযাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য। ঋত্বিক্, পুরোহিত, মন্ত্রী ও বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় তুল্য। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী ও পদাতি ব্রাহ্মণগণ বৈশ্যতুল্য। মহীপতি ধনহীন হইলে ব্রহ্মকল্প ও দেবকল্প ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই কর গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণভিন্ন বর্ণের ন্যায় স্বকার্য্য ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধনেও রাজার অধিকার আছে। নরপতি ব্রাহ্মণগণকে স্বকর্ম্মচ্যুত দেখিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবেন না। ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া দিবেন। যে রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ তস্কর হয়, সেই রাজারেই তদ্বিষয়ে অপরাধী বলিয়া গণনা করা যায়। বেদবেত্তা পণ্ডিতেরা কহেন যে, যদি বেদবিদ স্নাতক ব্রাহ্মণ বৃত্তিবিহীন হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা

হইলে রাজা তাঁহার বৃত্তিবিধান পূর্ব্বক ভরণপোষণ করিবেন। যদি তিনি তাহাতেও চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহারে সপরিবারে নির্ব্বাসিত করাই রাজার কর্ত্তব্য।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে রাজার অধিকার আছে এবং ভূপতি কি রূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদ প্রমাণানুসারে ব্রাহ্মণভিন্ন জাতিদিগের এবং ব্রাহ্মণ মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিবর্জ্জিত তাঁহাদিগের অর্থে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সাধুলোকেরা কহেন যে, ক্রিয়া বিহীন ব্রাহ্মণগণের ধন গ্রহণে ভূপতি কদাচ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না। রাজ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ তস্কর বৃত্তি অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে রাজারই সম্পূর্ণ অপরাধ। বেদানুরক্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন না করিলে রাজারে জনসমাজে নিন্দিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা প্রযত্ন সহকারে প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন।

পূর্ব্বে অরণ্য মধ্যে এক রাক্ষস স্বাধ্যায় সম্পন্ন কেকয়াধিপতিরে আক্রমণ পূর্ব্বক হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি যে রূপ কহিয়া ছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কেকয়রাজ রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারে কহিলেন, নিশাচর! আমার রাজ্য মধ্যে চৌর্য্যের কিছুমাত্র প্রাচুর্ভাব নাই; কদর্য্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণ মধ্যে কেহই মূর্খ, ব্রতবিহীন বা যাগযজ্ঞ শূন্য নহেন; সক-

লেই যথাকালে অগ্নিসঞ্চয়, সোমপান, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। উহাঁরা সকলেই মৃদু স্বভাব সম্পন্ন, সত্যবাদী, ধর্ম্মপরায়ণ ও সকলের সম্মান ভাজন। ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্বকর্ম্ম নিরত, ব্রাহ্মণ রক্ষক ও সমরে অপরাঙ্মুখ। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে অর্থ দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, কিন্তু কদাচ প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন বা যাজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। বৈশ্যেরা সকলেই শুচি, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান, ব্রতপরায়ণ ও সত্যবাদী। তাহারা সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ এবং অতিথিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিয়া থাকে। শূদ্রেরা অসূয়াশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমি স্বয়ং যথানিয়মে কুলধর্ম্ম ও দেশধর্ম্ম রক্ষা এবং কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, আতুর ও স্ত্রী লোকদিগকে অর্থ দান করি। কদাপি ভোজ্য দ্রব্য বিভাগ না করিয়া ভোজন, পরস্ত্রী হরণ বা স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করি না। আমার জনপদ মধ্যে তপস্বিগণ সৎকৃত ও সুপ্রণালীক্রমে প্রতিপালিত হইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব ভোজ্যান্নের অংশ প্রদান করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মচারী নহেন, তিনি কদাচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। যিনি ভিক্ষুক তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হন না এবং যিনি অযাজ্ঞিক তিনি কোনক্রমে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারেন না। রাজ্যস্থ সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে, আমি একাকী জাগরিত থাকি। বিদ্বান্ বৃদ্ধ ও তপস্বি-

গণকে কখন অবজ্ঞা করি না এবং অর্থদান দ্বারা বিদ্যা, সত্য দ্বারা লোক সমুদায় ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুরে আয়ত্ত করিবার অভিলাষ করি। আমার পুরোহিত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তপঃ-পরায়ণ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, বুদ্ধিমান ও সমুদায় রাষ্ট্রের নীতি-প্রণেতা। আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ সকল সতত সুরক্ষিত হইতে-ছেন। তথায় বিধবা, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ধূর্ত্ত, ও অযাজ্যযাজী প্রভৃতি পাপাত্মার নাম গন্ধও নাই। আমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি এবং আমার গাত্রে দুই অঙ্গুলি প্রমাণ স্থানও অক্ষত লক্ষিত হয় না। আর আমার প্রজাবর্গ গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত সতত আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। সুতরাং রাক্ষস হইতে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি কি নিমিত্ত আমার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে?

তখন রাক্ষস কহিল, মহারাজ! তুমি সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়াছ। অতএব আমি তোমারে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিলাম। তুমি স্বচ্ছন্দে আপনার আলয়ে গমন কর। যে সমস্ত মহীপাল গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদিগকে সুনিয়মে রক্ষা করিয়া থাকেন, পাপাত্মাদিগের কথা দূরে থাকুক, রাক্ষসগণ হইতেও তাঁহাদিগের ভয় উপস্থিত হয় না। বিপ্রগণ যাঁহাদিগের পুরোবর্ত্তী, ব্রহ্ম বলই যাঁহাদের প্রধান বল এবং যাঁহাদিগের প্রজারা অতিথিপ্রিয় সেই সমস্ত মহী-পাল অনায়াসে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। রাক্ষস এই বলিয়া ভূপতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অতএব হে ধর্ম্ম-রাজ! স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণের রক্ষাবিধান ও স্বকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণের

শাসনে যত্ন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ সুরক্ষিত হইলে সতত রাজারে রক্ষা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে রাজা নিয়মানুসারে গ্রাম ও নগরবাসীদিগকে রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ অনুভব ও চরমে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ। আপদ কাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ রাজধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বৈশ্যধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন কিনা? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহে অসক্ত হইলে বৈশ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বৈশ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয় না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ব্রাহ্মণ সুরা, লবণ, তিল, অশ্ব ও গোমহিষাদি পশু, মধু, মাংস ও পক্বান্ন বিক্রয় করিবেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাঁহারে নরকগামী হইতে হয়। অজ বিক্রয় করিলে অগ্নি, মেষ বিক্রয় করিলে বরুণ, অশ্ব বিক্রয় করিলে সূর্য্য, অন্ন বিক্রয় করিলে পৃথিবী ও ধেনু বিক্রয় করিলে যজ্ঞ ও সোমরস বিক্রয় করা হয়; অতএব ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ভোজনের নিমিত্ত পক্ব দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক আম বস্তু গ্রহণ করাই নিতান্ত দোষাবহ; আম বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পক্বদ্রব্য গ্রহণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ

নহে। আমি আপনার পক্ব বস্তু ভোজন করিব, আপনি আমারে উহা প্রদান করিয়া স্বয়ং আমার এই অপক্ব বস্তু গ্রহণ পূর্ব্বক পাক করিয়া লউন, এই বলিয়া কোন ব্যক্তিরে অপক্ব বস্তু প্রদান পূর্ব্বক পক্ব বস্তু গ্রহণ করিলে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। ব্যবহারনিরত ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন ব্যক্তিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি. শ্রবণ কর। আমি তোমারে এই বস্তু প্রদান করিতেছি তুমি এই বস্তু প্রদান কর এই বলিয়া এক ব্যক্তিরে সম্মত করিয়া আপনার দ্রব্যের বিনিময়ে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম হানি হয় না। বল পূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পূর্ব্বতন ঋষি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ রূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; উহা অতিশয় উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন প্রজাগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজার বিপক্ষে শস্ত্র গ্রহণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার বলক্ষয় হয়; অতএব ঐ সময় তিনি কিরূপে প্রজাপালন করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইতেছে, আপনি ইহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদায় বর্ণ দান, তপস্যা, যজ্ঞ, অদ্রোহ ও দমগুণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেন এবং উহাঁদের মধ্যে যাঁহারা বেদপারগ তাঁহারা স্ব স্ব ব্রহ্মবল প্রকাশ পূর্ব্বক দেবগণ যেমন দেবরাজের বলবৃদ্ধি করেন, তদ্রূপ রাজার বলবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজার ক্ষয়দশা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবলই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মবল আশ্রয়

করিয়াই উন্নতি লাভের বাসনা করেন। যখন রাজা জয়শীল হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধানে সচেষ্ট হন, তখন সকল বর্ণই স্ব স্ব ধর্ম্মে সন্নিবেশিত থাকে। যখন রাজ্য দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিয়ম বিহীন হয়, তখন সকল বর্ণেই শস্ত্র ধারণ করিতে পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে ও তাঁহাদিগের বেদরক্ষা করিবে? আর তৎকালে ব্রাহ্মণেরাই বা কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আত্ম রক্ষা করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে বেদই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে এবং তাঁহারা তৎকালে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যা, অস্ত্র, বল, সরলতা ও কপটতা দ্বারা ক্ষত্রিয়গণকে পরাস্ত করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। সলিল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রগামী; কিন্তু উহারা স্বীয় স্বীয় আকরে নিপতিত হইলে এক কালে প্রশান্ত হয়। লৌহ পাষাণ ভেদ, অগ্নি জল আক্রমণ ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হইলে উহারা স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব ক্ষত্রিয়ের তেজ যত প্রবল হউক না কেন ব্রাহ্মণের উপর নিপতিত হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ব্রহ্মবীর্য্য ও ক্ষত্রিয় তেজ নিতান্ত দুর্ব্বল এবং পাপাত্মারা ব্রাহ্মণের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে যাঁহারা ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ মনস্বী, তেজস্বী ও পুণ্যলোক

লাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ সকল বর্ণেরই শস্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে মহাত্মা ব্রাহ্মণার্থে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পরলোকে সুবিস্তৃত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, অধ্যয়ন সম্পন্ন, তপোনিরত ও অনশনে অগ্নি প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের অপেক্ষাও সদ্গতি লাভে সমর্থ হন। তিন বর্ণের পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার্থ সংগ্রামে শরীর ত্যাগই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বেষ্টাদিগের নিবারণার্থ জীবন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। আমরা যেন চরমে তাঁহাদের সালোক্য লাভ করিতে পারি। মহাত্মা মনু ঐ সকল লোককে ব্রহ্মলোকগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকে অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নান করিয়া যেরূপ পবিত্র হয়, পরোপকারার্থ সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেও সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। দেশ, কাল ও কারণ ভেদে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। উতঙ্ক ও পরাশরাদি মহর্ষিগণ সর্পযজ্ঞ, রাক্ষস যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ পররাজ্য আক্রমণ প্রভৃতি পাপানুষ্ঠান করিয়াও সদ্গতি লাভ করিতেছেন; অতএব ব্রাহ্মণ আত্মত্রাণ, বর্ণদোষ নিবারণ ও দুর্দ্দম্য দমনার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজ্য দস্যুদলাক্রান্ত, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষায় অক্ষম এবং লোক সমুদায় অজ্ঞানাবৃত ও পরদারনিরত হইলে যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র ধর্ম্মানুসারে দণ্ডধারণ পূর্ব্বক দস্যুগণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে

সমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহারে তদ্বিষয়ে অনুমোদন কি নিবারণ করা কর্ত্তব্য ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যিনি প্লব স্বরূপ হইয়া লোকদিগকে বিপদ্‌সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি শূদ্র হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তাঁহারে অবশ্যই সম্মান করিতে হইবে। দস্যুপীড়িত অনাথ প্রজাগণ যাঁহারে আশ্রয় করিয়া পরিত্রাণ পায়, তাঁহারে স্বীয় বান্ধবের ন্যায় প্রীতি পূর্ব্বক পরিচর্য্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অভয়দাতা সম্মান লাভের যথার্থ পাত্র। ভারবহনে অসমর্থ বলীবর্দ্দ, দুগ্ধবিহীনা ধেনু, বন্ধ্যা ভার্য্যা ও অরক্ষক রাজা কিছুমাত্র কার্য্যকারক নহে। অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ, পালনপরাঙ্মুখ নরপতি ও বৃষ্টিহীন মেঘ, দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ নপুংসক পুরুষ ঊষরক্ষেত্রের ন্যায় নিতান্ত নিরর্থক। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের রক্ষা ও অসাধুদিগের দণ্ডবিধান করেন, তিনিই রাজা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ঋত্বিক্‌গণের কিরূপ স্বভাব হওয়া উচিত এবং উহাঁদের কর্ত্তব্যই বা কি ?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! বেদ ও মীমাংসা শাস্ত্র অবগত হইয়া মৈত্র্যাদি দ্বারা চিত্ত প্রসাদন ও অতিশয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করাই ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিরন্তর রাজার প্রতি অনুরক্ত, বীরগণের প্রিয়বাদী, পক্ষপাত নিরপেক্ষ অনৃশংস ও সত্যপরায়ণ হইবেন। কুশীদ দ্বারা কদাচ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না। যে ঋত্বিক্ অভিমানশূন্,

বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, শান্ত প্রকৃতি, অহিংস্রক, কামদ্বেষ বিরহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎবংশপ্রসূত, সচ্চরিত্র এবং লজ্জা, ক্ষমা ও ইন্দ্রিয় দমন প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন তিনি ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বেদে পরিমাণে দক্ষিণাদান করিবার বিধি আছে। প্রায় কেহই ত তাহার অনুবর্ত্তী হয় না? শাস্ত্রের শাসনও লোকের সামর্থ্য সাপেক্ষ নহে। আর বেদে ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরই যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শ্রদ্ধাসহকারে মিথ্যাচার পরিপূর্ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কি ফল দর্শিতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! লোকে যে বেদ বিধি লঙ্ঘন, শঠতাবলম্বন ও মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক মহত্বলাভে অধিকারী হয়, ইহা কদাপি বিবেচনা করিও না। দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ ও বেদের গৌরব বৃদ্ধিকর। দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ কদাচ মনুষ্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে পূর্ণপাত্র দান কি অন্যান্য দক্ষিণা দানের তুল্য নহে? বর্ণত্রয়ের যথাবিধানে যজ্ঞানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সোমরস ব্রাহ্মণের ভূপতি স্বরূপ; অতএব জীবিকা নির্ব্বাহার্থ সোমরস বিক্রয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কিন্তু উহা বিক্রয় করিয়া যে ধন লাভ হয়, তদ্দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে উহা নিন্দনীয় হয় না। পুরুষের ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং ন্যায়ানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান ও সোমরস প্রস্তুত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ ন্যায়পর না হইলে কি আপনার কি পরের কাহারই হিতানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ধন উদ্ধৃত করিয়া তদ্দারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা শুভজনক নহে। বেদবিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা; কেবল শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আত্মবিনাশের নিদান; সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা তপস্যারূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের যোগই শ্রুক্, চিত্তই আজ্য এবং উত্তম জ্ঞানই পবিত্র স্বরূপ হয়। শঠতা মৃত্যুলাভের ও সরলতা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির প্রধান কারণ।

অশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজশাসনের কথা দূরে থাক, সামান্য কার্য্যও একাকী সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব রাজকার্য্য করিতে হইলে ঋত্বিক ও মন্ত্রী প্রভৃতির সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আপনি রাজমন্ত্রী কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ আচার সম্পন্ন হইবেন এবং রাজা কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নরপতিদিগের মিত্র চারি প্রকার। এককার্যসাধন সমুদ্যত, অতুগত, সহজ ও কৃত্রিম। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকেও রাজার মিত্র বলিয়া গণনা করা যায়, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে তিনি কদাপি তাঁহার

সহিত মিত্রতা করেন না। পক্ষপাত শূন্য অকপট ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণেই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বিজিগীষু নরপতিদিগের কেবল ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না; তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই পথই অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তির যাহা অভিমত নহে ভূপতি কদাচ তাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন না। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অনুগত ও সহজ মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার মিত্রকে সতত ভয় করা কর্ত্তব্য। আর দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য বিশেষের অনুষ্ঠান সময়ে সর্ব্ব প্রকার মিত্রকেই ভয় করিয়া কার্য্য করা উচিত। সতত অবহিত হইয়া মিত্রগণের স্বভাব পরীক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপতি প্রমাদযুক্ত হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করে। মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল। সময়ক্রমে সাধু ব্যক্তি অসাধু ও অসাধু ব্যক্তি সাধু এবং শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হইয়া উঠে। অতএব কাহারও প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া আবশ্যক কার্য্য সমুদায় স্বয়ং সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের উচ্ছেদ হয়; আর একেবারে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিলেও মৃত্যু-লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অকাল মৃত্যুর স্বরূপ। সর্ব্বত্র বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যে যাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করে, সে তাহার ইচ্ছাক্রমেই জীবিত থাকে; অতএব বিশ্বাস ও শঙ্কা উভয় থাকাই আবশ্যক। এই সনাতন নীতিমার্গের প্রতি সতত দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উত্তরাধিকারীর প্রতি অনিষ্টাশঙ্কা করা উচিত।

পণ্ডিতগণ উত্তরাধিকারীরে অমিত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। লোকে তড়াগ সমীপস্থ স্বীয় ক্ষেত্রের সেতুভেদ পূর্ব্বক জল আনয়ন করিলে যেমন তাহার ও তৎসমীপবর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রের শস্য হানি হয়, তদ্রূপ রাজ্যের শেষ সীমা রক্ষক প্রবল অরাতিদিগের সমীপে থাকিয়া নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার দোষে সমুদায় রাজ্যের ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ; অতএব শেষসীমা-রক্ষককে মিত্রবোধে বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে।

যাহার উন্নতি দর্শনে আনন্দের সীমা থাকে না এবং যাহার হ্রাস হইলে কাতর হইতে হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আপনার অভাবে যাহার অভাব হয়, পিতার ন্যায় তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ধৰ্ম্মকার্য্যের সময়েও যিনি নিয়ত আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উন্নতিসাধন করিবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর বিপদ্‌চিন্তা করিয়া ভীত হয়, সেই যথার্থ মিত্র। আর যাহারা বন্ধুর বিপদ্ কামনা করে, তাহারা শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি বিপদের সময় ভীত হয় এবং সম্পদে অনুতাপ করে না তাহারে আত্মতুল্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। রূপবান্, স্বরবান্, ক্ষমাবান্, পরদ্বেষ শূন্য ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিও তাদৃশ মিত্র হইতে অনেক বিভিন্ন।

হে ধৰ্ম্মরাজ! তোমার ঋত্বিক্, আচার্য্য বা সখা যদি সরল স্বভাব, মেধাবী ও কার্য্যদক্ষ হন, মানিত হউন বা অবমানিত হউন যদি কদাচ তোমার প্রতি দোষারোপ না করেন এবং অমাত্য পদবী গ্রহণ করিয়া তোমার ভবনে বাস করিতে

সম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর ও পিতার ন্যায় বিশ্বাস করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট গূঢ়মন্ত্রণা ও ধর্ম্মার্থের বিষয় প্রকাশ করিলে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। এক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন অধ্যক্ষকেই নিযুক্ত করা উচিত। অনেক ব্যক্তির উপর এক কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রদান করিলে মতভেদ বশত কার্য্যহানি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি কীর্ত্তিমান্, কার্য্যদক্ষ, মিতভাষী ও নীতিমর্য্যাদা সম্পন্ন; যিনি অনিষ্ট চিন্তা ও সমর্থদিগের প্রতি দ্বেষ প্রকাশে নিরত থাকেন এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তুমি তাঁহারেই প্রধান পদে নিযুক্ত করিবে। কুলশীল সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, বলশালী, মান্য, বিদ্বান্, অহঙ্কারবিহীন ও কার্য্যাকার্য্য বিবেক কুশল মহাত্মাদিগকেই অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান ও সাহায্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান ও পরস্পর যুক্তি সহকারে অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে অমাত্য পদে নিযুক্ত করিলে তোমার আয় ব্যয় ও শত্রুজয়াদি সমুদায় কার্য্যেই মঙ্গল লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জ্ঞাতিদিগকে মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। উপরাজা যেমন রাজার সম্পদ্ দর্শনে কাতর হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গও জ্ঞাতির সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে। জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই সরলস্বভাব, বদান্য, সত্যবাদী, লজ্জাশীল ব্যক্তি বিনাশে সন্তুষ্ট হয় না। জ্ঞাতি না থাকাও নিতান্ত অসুখের বিষয়।

জ্ঞাতি বিহীন মনুষ্যের মত অবজ্ঞেয় আর কেহই নাই। শত্রুগণ জ্ঞাতিহীন ব্যক্তিরে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে। লোকে যখন অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখন জ্ঞাতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। অন্য ব্যক্তি জ্ঞাতির অপমান করিলে জ্ঞাতিরা কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহারা সেই জ্ঞাতির অপমান আপনাদের অপমান বলিয়া বোধ করে। জ্ঞাতিগণে গুণ দোষ উভয়ই লক্ষিত হয়, অতএব মানবগণ বাক্য ও কার্য্য দ্বারা সতত জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। উহাদিগের অপ্রিয় চেষ্টা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না করিয়া উহাদের সহিত বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার শত্রুগণও সুপ্রসন্ন ও মিত্রস্বরূপ হইয়া উঠে এবং তিনি চিরকাল বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।

একাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! জ্ঞাতিবর্গের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিলে বন্ধুবান্ধবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে; অতএব ঐ উভয় পক্ষকে কিরূপে বশীভূত করা যাইবে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি বাসুদেব ও নারদসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা হইলেই তোমার সংশয় দূর হইবে। একদা মহাত্মা বাসুদেব দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, নারদ! মূর্খ মিত্র ও চপলচিত্ত পণ্ডিতের নিকট গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য

নহে। তুমি আমার পরম বন্ধু এবং তোমার বুদ্ধিবলও সুতীক্ষ্ণ; অতএব এক্ষণে আমি তোমার নিকট এক গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি-কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকু-মারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য প্রভাবে জন-সমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল পরাক্রান্ত, উৎসাহ সম্পন্ন ও অভ্যুদয়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কাল যাপন করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারই প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ বশত উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করাও অতি সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদর দ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এই রূপ কষ্ট

পাইতেছি। অতঃপর আমার ও আমার জ্ঞাতিবর্গের যাহা হিতকর, তাহা কীর্ত্তন কর।

নারদ কহিলেন, বাসুদেব! আপদ্ দুই প্রকার; বাহ্য ও আন্তরিক, মনুষ্য আপনার বা অন্যের দোষেই ঐ দুই প্রকার আপদে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমার কর্ম্ম দোষেই অক্রূর ও আহুক হইতে এই আন্তরিক আপদ্ সমুৎপন্ন হইয়াছে। বলদেব প্রভৃতি মহাবীরগণ অক্রূরের জ্ঞাতি। উহাঁরা অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় স্বেচ্ছাক্রমে অথবা অন্যের তিরস্কার বশত তোমার বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষত তুমি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলে, তাহা অন্যকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনিই আপনার বিপদের কারণ হইয়াছ। এক্ষণে উদ্বান্ত অন্নের ন্যায় সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমিও বভ্রু ও উগ্রসেনকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছ, এক্ষণে জ্ঞাতিভেদ ভয়ে কোন ক্রমেই তাহা লইতে পারিবে না। যদিও বহুকষ্টে অতি দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ উহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে হয় বিপুল ধনক্ষয়, না হয় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব এক্ষণে অলৌহ নির্ম্মিত হৃদয়বিদারক মৃদু অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন কর।

বাসুদেব কহিলেন, দেবর্ষে। যে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া জ্ঞাতিদিগের মূকতা সম্পাদন করিতে হইবে, আমি তাহা অবগত নহি। তুমি আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

নারদ কহিলেন, কেশব! ক্ষমা, সরলতা ও মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান এবং উপযুক্ত ব্যক্তির পূজা করাকেই

অলৌহনির্ম্মিত অস্ত্র কহে। জ্ঞাতিগণ কটু বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হইলে তুমি স্বীয় বাক্য দ্বারা তাহাদিগের ক্রূরতা ও অসৎ অভিসন্ধি সমূহের শান্তি বিধান করিবে। প্রশান্তচিত্ত, সহায় সম্পন্ন মহাপুরুষ ভিন্ন কেহই কখন গুরুতর ভার বহনে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ঐ সকল গুণ অবলম্বন পূর্ব্বক উহা বহন কর। মহাবল পরাক্রান্ত বলীবর্দ্দই দুর্গম প্রদেশে দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে। ভেদ উপস্থিত হইলে এক কালে সকলের বিনাশ হয়। এক্ষণে তুমি যদুবংশীয়দিগের অধিপতি; অতএব তুমি উপস্থিত থাকিতে যাহাতে তোমার জ্ঞাতিবর্গ ভেদ নিবন্ধন উৎসন্ন না হয়, তাহার উপায় কর। বুদ্ধি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ধনাশা পরিত্যাগ প্রভৃতি গুণ সকল না থাকিলে কেহই কখন যশস্বী হইতে পারে না। সর্ব্বদা স্বপক্ষের উন্নতি সাধন করিলে ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে; অতএব যাহাতে জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ না হয়, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। নীতি বিধান ও যুদ্ধযাত্রার বিষয় তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য নরপতিগণ তোমারই একান্ত অনুরক্ত; ঋষিগণও সতত তোমার উন্নতি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তুমি সকল জীবের ঈশ্বর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই তোমার অবিদিত নাই। যাদবগণ তোমারে আশ্রয় করিয়া পরম সুখ সম্ভোগ করিতেছে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌন্তেয়! প্রথমত যে উপায় কীর্ত্তন করিলাম, শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে দ্বিতীয় উপায় কীর্ত্তন করি-

তেছি, শ্রবণ কর। যাহা হইতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়, তাহারে রক্ষা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ভৃত্য বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অমাত্যকে রাজকোষ অপহরণ করিতে দেখিয়া নরপতিগোচরে আবেদন করে, তাহা হইলে নরপতি তাহার বাক্য শ্রবণ ও অমাত্যের হস্ত হইতে তাহারে রক্ষা করিবেন। হিতার্থী ব্যক্তি রাজার নিকটে অমাত্যদিগের রাজকোষ হরণ-বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিলে তাহারা একত্র সমবেত হইয়া সেই ব্যক্তির বিনাশে যত্নবান হয়। ঐ সময় যদি রাজা তাহারে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই সেই দুরাত্মাদিগের প্রভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করে। কালকবৃক্ষীয় মুনি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীরে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই বিষয়ের প্রমান স্বরূপ। এক্ষণে আমি সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে কালকবৃক্ষীয় নামে মহর্ষি কোশলাধিপতি ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার সবিশেষ হিতসাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষি কোশলরাজের রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারে অমাত্যগণের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত করিবার মানসে পিঞ্জর মধ্যে এক কাক নিহিত করিয়া অনেকানেক ব্যক্তিরে সম্বোধন পূর্ব্বক, " তোমরা বায়সী বিদ্যা অধ্যয়ন কর ; বায়সেরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে পারে " এই বলিয়া রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করত অসংখ্য রাজপুরুষের পাপকার্য্য সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কিয়দ্দিন ঐরূপে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অমাত্যদিগের কুকর্ম্ম ও রাজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমুদায় বৃত্তান্ত

অবগত হইয়া সেই কাক সমভিব্যাহার নরপতি গোচরে আগমন করিলেন এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ এই বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষেমদর্শীর অমাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, অমাত্য! আমার কাক কহিতেছে তুমি রাজকোষ অপহরণ করিয়াছ, এই এই ব্যক্তি তাহার সাক্ষী আছে; অতএব তুমি এবিষয় সত্য কি মিথ্যা শীঘ্র তাহা সপ্রমাণ কর। ঐ মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় অমাত্যকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য কোষাপহারকদিগেরও দোষ কীর্ত্তন করিলেন। পরিশেষে ঐ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান হইলে তাঁহার একটী কথাও মিথ্যা হইল না।

রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপে সেই মহর্ষি কর্ত্তৃক অপকৃত হইয়া রজনীযোগে তিনি নিদ্রিত হইবামাত্র তাঁহার কাককে বাণবিদ্ধ করিল। মহর্ষি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বায়-সকে শরনির্ভিন্ন কলেবর অবলোকন করিয়া ক্ষেমদর্শীরে কহি-লেন, রাজন্! আপনি রক্ষাকর্ত্তা; অতএব আমি আপনার নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলে আমি আপনার হিতকথা কহিতে পারি। আমি আপ-নার হিতার্থ এস্থানে আগমন করিয়াছি। সারথি উত্তম অশ্বকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ হিতকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মিত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক " এই তোমার অর্থ নষ্ট হইতেছে" বলিয়া রাজারে সতর্ক করে সে তাঁহার পরম মিত্র। ভূপতি উন্নতি লাভের ইচ্ছা করিলে তাদৃশ মিত্রকে অবশ্যই ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন। তখন নরপতি মহর্ষিরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

ভগবন্! আমার মঙ্গল লাভের নিমিত্ত আপনি আমারে যাহা কহিবেন আমি কি নিমিত্ত তাহা শ্রবণ না করিব? আমি সত্য কহিতেছি, আপনি স্বেচ্ছানুসারে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার ভৃত্যদিগের দোষ গুণ ও তাহাদের হইতে আপনার ভয়ের বিষয় কীর্ত্তন করিবার জন্য আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। পণ্ডিতগণ উপজীবিদিগের নানাপ্রকার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফলত রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্য নিতান্ত নীচ ও ক্লেশকর। রাজ সমীপে অবস্থান করা সর্প সহবাসের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ। নরপতিদিগের অসংখ্য মিত্র ও অমিত্র থাকে। ঐ সমুদায় লোক ও ভূপতি হইতে উপজীবিগণের সতত ভয় উপস্থিত হয়। ভৃত্যগণ সতত সাবধান হইয়া নরপতির কার্য্য সম্পাদন করে। ফলত যে ভৃত্য আপনার উন্নতি কামনা করে, তাহার অনবহিত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভৃত্যের প্রমাদ নিবন্ধন রাজা তাহার প্রতি কুপিত হন। নরপতি কুপিত হইলে ভৃত্যের জীবনাশা এককালে তিরোহিত হয় এবং সে প্রদীপ্তপাবকের ন্যায় ভূপতির ক্রোধে নিপতিত হইয়া অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করে; অতএব মানবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্নসহকারে সর্পের ন্যায় ভূপতির সেবা করিবে। রাজার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ এবং অসুখে অবস্থান, মন্দগমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গী চেষ্টা দর্শনে ভৃত্যগণকে যাহার পর নাই শঙ্কিত হইতে হয়। ময়দানব কহিয়াছে যে নরপতি প্রসন্ন হইলে দেবতার ন্যায় সমুদায় হিতকার্য্য সাধন করেন এবং ক্রুদ্ধ

হইলে হুতাশনের ন্যায় সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। এক্ষণে আমি আপনার সহিত পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যবহার করিয়া আপনার হিত কার্য্য সম্পাদন করিব। মাদৃশ অমাত্যগণ আপদ উপস্থিত হইলে বুদ্ধি সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এই কাক যেমন আপনার হিতসাধননিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তদ্রূপ আমারেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; এই নিমিত্ত আমি নিতান্ত ভীত হইতেছি। যাহা হউক, এবিষয়ে আপনারে নিন্দাকরা বিধেয় নহে। কারণ যাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টায় নিরত আছে আপনিও তাহাদিগের প্রিয় নহেন। অতঃপর আপনি হিতাহিত বিবেচনা করুন, অন্যের বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিবেন না। আপনার ভবনে যে সকল অমাত্য বাস করিতেছে উহারা সকলে স্বার্থসাধনে যত্নবান্; কেহই প্রজার কল্যাণ কামনা করে না। উহাদিগের সহিত আমার বৈরভাব জন্মিয়াছে। উহারা পাচকাদির সহিত সন্ধি করিয়া বিষান্ন প্রয়োগ দ্বারা আপনার বিনাশসাধন পূর্ব্বক রাজ্যকামনা করিতেছে, কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাত বশত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি উহাদিগের ভয়ে অন্যত্র প্রস্থান করিব। আমি তপঃপ্রভাবে অবগত হইয়াছি যে, ঐ দুরাত্মারাই আমার বায়সের শরীরে শরনিক্ষেপ করিয়া উহারে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। আপনার রাজ্যের ব্যবহার অমাত্যগণের কপটতা নিবন্ধন মীননক্রাদি সমাকীর্ণ নদীর ন্যায় এবং স্থাণু, প্রস্তর, কণ্টকবহুল সিংহ ব্যাঘ্র শঙ্কুল হিমালয়ের গুহার ন্যায় নিতান্ত দুরবগাহ ছিল, আমি কেবল ঐ বায়সের সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পণ্ডি-

তেরা কহেন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ প্রদীপ দ্বারা এবং নদী দুর্গ নৌকাদি দ্বারা অতিক্রম করা যাইতে পারে, কিন্তু রাজ-দুর্গ অবতীর্ণ হইবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

এক্ষণে আপনার রাজ্য কপটতা পরিপূর্ণ ও অজ্ঞানান্ধ-কারে সমাবৃত হইয়াছে। ইহাতে আমার বিশ্বাস করা দূরে থাক্, আপনারও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই রাজ্যে সৎ ও অসৎ সমস্তই একাকার; অতএব এস্থলে বাস করা শুভা-বহ হইতেছে না। ন্যায়ানুসারে পাপাত্মার বিনাশ ও পুণ্যা-ত্মার নিরাপদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কিন্তু এরাজ্যে পুণ্যাত্মাদিগেরই বিনাশ এবং পাপাত্মাদিগের নিরাপদে অব-স্থান হইয়া থাকে। এখানে সুস্থির হইয়া থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। পণ্ডিতগণের এরূপ স্থান হইতে অচিরাৎ প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। সীতানদীতে নৌকাদি যেমন নিমগ্ন হয় আপনার এই রাজ্যে সাধু ব্যক্তিরা তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া যান। সতত অভদ্র সংসর্গ হওয়াতে আপনার রীতি নীতি সমস্তই অস-তের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আপনারে বিষময় পাত্রস্থ মধুর ন্যায়, আশীবিষ সমাকীর্ণ কূপের ন্যায়, মধুর সলিলসম্পন্ন দুরবতার্য্য বেত্রকণ্টক সমাকীর্ণ উন্নততট তটিনীর ন্যায় এবং গৃধ্র গোমায়ু ও কুক্কুর পরিবেষ্টিত রাজহংসের ন্যায় বোধ হই-তেছে। কক্ষ যেমন উন্নত বনস্পতির আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে দাবাগ্নি সহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ আপনার অমাত্যগণ আপনার আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনারই বধসাধনে উদ্যত হইয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ উঁহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করুন।

আপনি যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারাই অভিসন্ধি করিয়া আপনার প্রিয়বস্তু বিনাশে যত্নবান্ হইতেছে। আমি আপনার ও আপনার অমাত্যগণের চরিত্র, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা, অমাত্যগণের সহিত আপনার হৃদ্যতা এবং প্রজাদিগের প্রতি আপনার অনুরাগের বিষয় জানিবার জন্য শঙ্কিত চিত্তে সসর্প গৃহের ন্যায় আপনার আবাসে অবস্থান করিয়াছি। এক্ষণে আমার ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ভোজনের ন্যায় আপনার প্রতি অনুরাগ এবং তৃষ্ণাবিহীন ব্যক্তির সলিলের ন্যায় অমাত্যগণের প্রতি অশ্রদ্ধা হইতেছে। হে মহারাজ! আমি আপনার উপকারক এই নিমিত্তই অমাত্যগণ আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, কেবল তাহাদের দোষ দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, দণ্ডঘট্টিত ভগ্নপৃষ্ঠ উরগের ন্যায় অরাতি হইতে ভয় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তখন ভূপাল কহিলেন, মহর্ষে! আপনি চিরকাল আমার গৃহে বাস করুন। আমি আপনার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিব। যাহারা আপনার দ্বেষ করিবে, আমি তাহাদিগকে আবাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। এক্ষণে আপনিই আমারে সুনিয়মে দণ্ডবিধান ও অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমার মঙ্গল বিধান করুন।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! প্রথমত অমাত্যগণকে কাকবধনিবন্ধন অপরাধী না করিয়া উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে হীনবল করুন। পরিশেষে একে একে উহাদিগের সকলের সমস্ত অপরাধ সপ্রমাণ করিয়া প্রত্যেককে বিনাশ করিবেন। সক-

লের প্রতি একবারে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক ব্যক্তি একত্র সমবেত হইলে অতি দৃঢ় বস্তুও ভগ্ন করিতে পারে, এই নিমিত্ত আপনারে ঐ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমরা ব্রাহ্মণ জাতি, স্বভাবতই মৃদু ও দয়াশীল। আমরা আপনার আত্মার ন্যায় সকলেরই মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। বিশেষত আপনার সহিত আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আপনার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার নাম কালকবৃক্ষীয়, আপনার পিতার রাজ্য সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে আমি সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি স্নেহপরবশ হইয়াই আপনারে এই হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, আপনি পুনরায় অবিশ্বস্তের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সুখ দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়া উহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করুন। কি নিমিত্ত প্রমত্ত ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছেন।

হে ধর্ম্মরাজ! কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে কোশলরাজ তাঁহারে প্রধান পুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে নান্দী পাঠ হইতে লাগিল। মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় পুরোহিত পদে নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই যশস্বী কোশলরাজকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া তাঁহার মঙ্গলার্থ বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কোশলরাজ মহর্ষির হিতবাক্যে আস্থা করিয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সভাসদ্, সহায়, সুহৃদ্, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যাঁহারা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরলতা সম্পন্ন ও দমগুণান্বিত এবং যাঁহারা সুচারুরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, তুমি তাঁহাদিগকেই সভাসদ্ পদে নিযুক্ত করিবে। আপদ্‌কালে বলবীর্য্য সম্পন্ন অমাত্য, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ও সন্তুষ্টচিত্ত উৎসাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিনিয়ত সম্মানিত হইলে কখনই আপনার শক্তি গোপন করেন না এবং রাজা প্রসন্ন অপ্রসন্ন বা পীড়িত হউন, কদাপি তাঁহারে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন না; অতএব ঐ সমুদায় ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করা উচিত। তুমি স্বদেশজাত, কুলীন, প্রাজ্ঞ, রূপবান্, বিদ্বান্ প্রগল্‌ভ ও অনুরক্ত ব্যক্তিদিগকে সৈনাপত্য প্রভৃতি পদ প্রদান করিবে। দুষ্কুলজাত লোভপরায়ণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা যতক্ষণ অর্থ লাভ করিতে পারে, ততক্ষণই ভূপতির সেবা করে। কুলীন, সচ্চরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থ, মান ও দিব্যবস্ত্রাদি বিবিধ ভোগদ্বারা বিদ্বান, সুশীল, সচ্চরিত্র সত্যবাদী মহানুভব ব্যক্তিদিগের তৃপ্তিসাধন করা তোমার নিতান্ত উচিত। তাদৃশ ব্যক্তিরা তোমার সুখের সময়ে সুখভোগ করিয়া আপদ্‌কালে কদাপি তোমারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে সমুদায় অনার্য্য, মন্দবুদ্ধি মানব সতত

নিয়ম লঙ্ঘনে যত্নবান্ হয়, তাহাদিগকে নিয়ম পালনে নিরত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বহু সংখ্যক ব্যক্তিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য বটে, কিন্তু এক ব্যক্তি যদি বহুগুণ সম্পন্ন হয়, তবে তাঁহারে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত অনেককে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরাক্রমশালী, কীর্ত্তিমান, ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, অভিমানশূন্য, সত্য পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সতত বলবানদিগের উপাসনা করেন, যাঁহারা স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত কদাচ স্পর্দ্ধায় প্রবৃত্ত হন না এবং যাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। কুলশীল সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, কার্য্যদক্ষ, শৌর্য্যশালী ও কৃতজ্ঞ হওয়াই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ঐ রূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারেন, তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শত্রুভাব পরিত্যাগ করে। অমাত্যগণের পূর্ব্বাপর গুণাগুণ পরীক্ষা করা ঐশ্বর্য্যাভিলাষী বুদ্ধিমান্ রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা সম্পদ্ লাভের বাসনা করেন, তিনি সুপরীক্ষিত, সৎকুলসম্ভূত, উৎকোচ গ্রহণে বিরত, ব্যভিচারদোষ বিহীন, সুবিশ্বস্ত, বেদজ্ঞ, নিরহঙ্কৃত, বিনয়বুদ্ধি সম্পন্ন, সৎস্বভাবান্বিত, তেজস্বী, ধীর, ক্ষমাবান্, শুচি, অনুরক্ত, কার্য্যদক্ষ, গম্ভীর, অকপট, মিতভাষী, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিশারদ, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়াশীল, দেশকালজ্ঞ ও প্রভুকার্য্যপরায়ণ, মহানুভব দিগকে পদ প্রদান ও অর্থাধিকারে নিয়োগ করিবেন। তেজোবিহীন, বন্ধু

বান্ধব পরিত্যক্ত ব্যক্তিরে মন্ত্রী করিলে সমুদায় কার্য্যই সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই। যেমন অল্পজ্ঞান সম্পন্ন অমাত্য সৎকুলোদ্ভব ও ধর্ম্মার্থ কামযুক্ত হইলেও মন্ত্র পরীক্ষা করিতে পারেন না, তদ্রূপ অসৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইলেও নায়ক বিহীন অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকার্য্য দর্শনে অসমর্থ হয়। অস্থির-সংকল্প ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও উপায়জ্ঞ হইলেও কার্য্যসাধনে সমর্থ হয় না। দুর্ম্মতি মূর্খ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু কোন কার্য্যের কি বিশেষ ফল তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। অনুরাগবিহীন মন্ত্রী কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহে; অতএব তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ অগ্নি যেমন সমীরণ সহযোগে মহাপাদপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অননুরক্ত মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া রাজারে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কখন অনুগতকে পদচ্যুত এবং কখন বা তিরস্কৃত করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। অনুরক্ত ব্যক্তিরাই প্রভুর ঈদৃশ ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন। মন্ত্রীগণও অনেক সময় ভূপতির উপর যাহার পর নাই কোপান্বিত হয়, কিন্তু যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সেই ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, বুদ্ধিমান্ ভূপতি তাঁহারেই সমদুঃখ সুখ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। কুটিল ব্যক্তি বিবিধ গুণসম্পন্ন ও অনুরক্ত হইলেও তাহার নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি শত্রুদিগের সহিত মিলিত হয় এবং পুরবাসিদিগের সম্মান না করে, সে শত্রুতুল্য; তাহার

নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অশুচি, অহঙ্কৃত, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অসুহৃদ্, ক্রোধপরতন্ত্র ও লুব্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত নহে। আগন্তুক ব্যক্তি যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও প্রভুভক্ত হন; পূর্ব্বে যাহার পিতারে অন্যায় সহকারে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি পিতার পদে সংস্থাপিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সৎকৃত হয় এবং কোন কারণ বশত যে ব্যক্তিরে একবার নির্দ্ধন করা যায়, সেই ব্যক্তি যদি অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তথাপি তাহাদিগের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না। যিনি প্রজ্ঞাবান্, মেধাবী, বিশুদ্ধ স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মতুল্য প্রিয়সুহৃৎ, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব, লজ্জাশীল, মৃদু, পাপদ্বেষী, প্রগল্ভ, সন্তোষ পরায়ণ, মন্ত্রজ্ঞ, কালদর্শী শৌর্য্যসম্পন্ন, যুদ্ধনিপুণ ও নীতিবিশারদ; যিনি সান্ত্ববাদ দ্বারা লোক সকলকে বশীভূত করিতে পারেন; পুরগ্রামবাসী ধার্ম্মিক লোকেরা যাঁহারে বিশ্বাস করে এবং আপনার ও শত্রুদিগের অমাত্য প্রভৃতির বিষয় যাঁহার বিলক্ষণ বিদিত থাকে তিনিই মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত। মন্ত্রী ঐ রূপ গুণসম্পন্ন ও সৎকৃত হইলে নিশ্চয়ই রাজার মঙ্গল বিধানে যত্নবান্ হন।

স্বীয় প্রভুর, প্রজাগণের ও শত্রুপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া মন্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণাবলেই রাজার রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞতম মন্ত্রিগণ অরাতির ছিদ্র দর্শন করিবামাত্র তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন শত্রুপক্ষ তাঁহার কোন ছিদ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ সমুদায় গোপন করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রী রন্ধ্র ও মন্ত্রণা সমুদায় গোপন করিয়া রাখিবেন। রাজা মন্ত্রণারে বর্ম্মের ন্যায় এবং অন্যান্য লোকেরা উহারে অঙ্গের ন্যায় জ্ঞান করিবেন। মন্ত্রণা ও চরই রাজ্য রক্ষার মূল কারণ। মন্ত্রী সকল বৃত্তিলাভার্থ রাজার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিলে উভয়েই সুখী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা অকপট মন্ত্রিগণের সহিত সতত মন্ত্রণা করিবেন। অন্তত তিন জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি ঐ তিন জনের মত গ্রহণ এবং উহা সবিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামজ্ঞ গুরুর সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের ও আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন। গুরু ঐ চারিজনের মত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত করিয়া দিলে যদি সেই সিদ্ধান্ত সাধারণেরই মতানুসারী হয়, তবে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির কর্ত্তব্য। মন্ত্রনির্ণয়-কুশল মহাত্মারা মন্ত্রণা করিবার এইরূপ রীতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উত্তম রূপে মন্ত্রণা করিতে পারিলে প্রজাগণকে অনায়াসে বশীভূত করা যায়। মহীপাল যে স্থানে মন্ত্রণা করিবেন তথায় যেন বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, নপুংসক বা তির্য্যক্ যোনি অবস্থান না করে। নৌকায় আরোহণ বা কুশকাশ বিহীন অনাবৃত জনশূন্য প্রদেশে অবস্থান করিয়া বাক্যদোষ বা অঙ্গদোষ সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবে।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! প্রজাসংগ্রহ বিষয়ে ইন্দ্র বৃহ-

স্পতি সম্বাদ নামক এক পুরাবৃত্ত কীর্ত্তিত আছে আমি সেই প্রাচীন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র বৃহস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোক মধ্যে যশস্বী গুণবান বলিয়া বিখ্যাত হওয়া যাইতে পারে?

বৃহস্পতি কহিলেন, পুরন্দর! মনুষ্য সর্ব্বসুখাস্পদ অদ্বিতীয় শান্তিগুণ অবলম্বন করিলেই লোকসমাজে যশস্বী, গুণবান বলিয়া বিখ্যাত ও সতত সকলের প্রিয় হইতে পারে। যাহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিজালে জড়িত এবং বদন হইতে একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না সেই অপ্রশান্ত ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয় হয়। আর যে ব্যক্তি মনুষ্যকে দেখিবামাত্র হাস্যবদনে প্রথমেই তাহার সহিত বাক্যালাপ করে সে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। শান্তভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দান করিলেও উহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ফলত সান্ত্ববাদ দ্বারা সকলেই সন্তুষ্ট হয়। অতএব দণ্ডবিধান কালেও নরপতির সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সান্ত্ববাদ দ্বারা অনেক কার্য্যসাধন হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না। বিনীত নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা পুণ্যাত্মা আর কেহই নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁহার বাক্যানুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও সেই রূপ আচরণ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে নরপতি কিরূপে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হন?

ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! নরপতি প্রজাপালনে তৎপর হইয়া বিশুদ্ধ ব্যবহার করিলে উভয় লোকেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি ইতি পূর্ব্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয় একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্যপদবী প্রদান করিবে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি জন সুপবিত্র বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য, বিনীতস্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন শুশ্রূষাদি অষ্ট গুণ সম্পন্ন পুরাণবেত্তা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মৃগয়াদি সপ্তবিধ দোষ বিবর্জ্জিত হন। ঐ সমুদায় অমাত্যের মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন ক্ষত্রিয় ও

এক জন সূত এই আট জনের সহিত তুমি স্বয়ং মন্ত্রণা করিয়া নিয়ম নির্ণয় করিবে, তৎপরে ঐ নিয়ম রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিবে। এইরূপে প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এক দ্রব্যে দুই জনের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই দ্রব্যে তাহাদের উভয়কে বঞ্চিত করিয়া তাহা গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অসঙ্গত বিচার করিলে অধর্ম্ম নিবন্ধন নিশ্চয়ই তোমারে ও তোমার প্রজাগণকে পীড়িত হইতে হইবে এবং রাজ্যস্থ যাবতীয় লোক শ্যেনদর্শনভীত পক্ষীকুলের ন্যায় রাজ্য হইতে পলায়ন করিবে। রাজা রাজ-মন্ত্রী অথবা রাজকুমার ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার ও স্বর্গ গমনের পথ রোধ হইয়া থাকে। রাজকর্ম্মচারীরা যদি সম্যক্‌রূপে কার্য্যানুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরপতির সহিত ঘোর নরকে নিপতিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা বলবানদিগের অত্যাচারে কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিলে রাজা সেই অনাথগণের নাথ হইবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তির যদি সাক্ষ্যবল না থাকে, তাহা হইলে তাহার বিষয় বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত। বিচার দ্বারা যাহার যেরূপ দোষ সপ্রমাণ হইবে, রাজা তাহার প্রতি তদনুরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। ধনীদিগকে ধন দণ্ড, নির্দ্ধনদিগকে বন্ধন দণ্ড ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দৈহিক দণ্ড দ্বারা শাসন করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি

রাজার বিনাশ কামনা করে, তাহারে বিবিধ মন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক বিনাশ করা উচিত। গৃহদাহকারী, ধনাপহারক ও ব্যভিচারদোষ দূষিত ব্যক্তির প্রতি যথাবিধ দণ্ড বিধান করিলে নরপতির বা তাঁহার নিযুক্ত বিচারকের কিছুমাত্র অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত শাশ্বত ধর্ম্মলাভই হইয়া থাকে। অবিচক্ষণ নরপতি স্বকার্য্য সাধনার্থ অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক লোকের প্রতি দণ্ড বিধান করিলে ইহলোকে অপযশ লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করেন। একের অপরাধে অন্যের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া অপরাধীদিগকে বদ্ধ বা মুক্ত করা বিধেয়। দূতগণ এক জনের নিকট অন্যের বাক্য কীর্ত্তন করে, অতএব যেরূপ আপদ উপস্থিত হউক না কেন দূতদিগকে বিনাশ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূতহন্তা নরপতি স্বয়ং সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হন এবং পিতৃলোকদিগকে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত করেন।

দূত, দ্বারপাল ও দুর্গ নগরাদিরক্ষকদিগের কৌলীন্য, আভিজাত্য, প্রিয়ভাষিতা, বক্তৃতা, কার্য্যপটুতা, যথোক্তবাদিতা ও স্মারকতা এই সাত গুণে ভূষিত হওয়া নিতান্ত উচিত। অমাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধিবিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যগোপনক্ষম, কুলীন ও সত্বসম্পন্ন হইলে সর্ব্বত্র সমাদৃত হন। সেনাপতিদিগেরও পূর্ব্বোক্ত গুণ সমুদায় এবং যন্ত্র, আয়ুধ ও ব্যূহরচনা বিষয়ে বিজ্ঞতা, শৌর্য্য, শীত গ্রীষ্মাদি ক্লেশসহিষ্ণুতা ও পররন্ধ্রান্বেষণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। ভূপতিগণ শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, কিন্তু

স্বয়ং কাহারও প্রতি বিশ্বাস করিবেন না! অন্যের কথা দূরে থাকুক, পুত্রের প্রতি বিশ্বাস করা তাঁহাদের বিধেয় নহে। হে ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রের যাহা যথার্থ মর্ম্ম, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ফলত অবিশ্বাসই ভূপালগণের প্রধান কার্য্য।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার কিরূপ পুরমধ্যে বাস করা কর্ত্তব্য? আর তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন, না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যেই অবস্থান করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যথায় জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত বাস করিতে হয়, তথায় কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান ও কিরূপে সেই স্থানের রক্ষা বিধান করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ঐ বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। দুর্গ ছয় প্রকার, ধনদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, জলদুর্গ ও বনদুর্গ; সর্ব্বাগ্রে এই ছয় প্রকার দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সমৃদ্ধি সম্পন্ন পুরী সংস্থাপন করিবেন। যে নগর উক্ত প্রকার দুর্গ, আয়ুধ, সুদৃঢ় প্রাকার, পরিখা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ, যথায় অনেকানেক বিদ্বান্, শিল্পী ও সুনিপুণ ধার্ম্মিকেরা বাস করিয়া থাকেন, যথায় অসংখ্য তেজস্বী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং চত্বর ও আপণ থাকে। যেখানে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই; যে স্থানের লোকেরা অতিশয় অতিথিপ্রিয়, বীর ধনী বিশুদ্ধ ব্যবহার সম্পন্ন; যথায় নিরন্তর বেদধ্বনি, দেবপূজা ও উৎসব হইয়া থাকে, রাজা

সৈন্যসামন্ত ও অমাত্যগণকে বশীভূত করিয়া সেই নগরে বাস করিবেন। তিনি তথায় কোষ, সৈন্য ও মিত্র পরিবর্দ্ধন ও বিচারালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে দোষ সকল দূরীকৃত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সতত অস্ত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, ধান্যাদি সংগ্রহ এবং যন্ত্র ও অর্গল রক্ষা করিবেন। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ মজ্জা, তৈল, মধু-ক্রম, ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জা ও বল্লজ সংগ্রহ এবং পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতি নানাপ্রকার জলাশয় খনন করিয়া রাখিবেন। বট অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় প্রযত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, স্থপতি, সাম্বৎসরিক, চিকিৎসক এবং প্রজ্ঞাবান্ জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, দক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎকুল সম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত সর্ব্বকার্য্য বিশারদ ব্যক্তিদিগকে পরম সমাদরে সম্মানিত করিবেন। ধার্ম্মিকের সৎকার ও অধার্ম্মিককে নিগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিযোজিত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি চর প্রয়োগ পূর্ব্বক সতত পুর ও গ্রামবাসী প্রকৃতিবর্গের বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমুদায় সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহাদের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা, কোষরক্ষা ও দণ্ডবিধানে সবিশেষ মনো-যোগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ সমুদায়ই রাজ্য রক্ষার মূল কারণ। রাজা গ্রাম ও নগরে চর প্রয়োগ করিয়া উদাসীন শত্রু ও মিত্রগণের ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিবেন এবং সতত মিত্রের প্রতি অনুগ্রহ ও শত্রুর প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইবেন। নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠান ও দরিদ্রকে বিভবানুরূপ অর্থ-

দান ও প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ধর্ম্মের কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয়, রাজা কদাচ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। তিনি অনাথ, দীন, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আশ্রমস্থ তপস্বীদিগকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও সম্মান করিয়া নিয়নিত সময়ে অন্ন, বস্ত্র ও ভোজনপাত্র প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের নিকট রাজ্যের শুভাশুভ বার্ত্তা ও রাজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য এবং স্বীয় সুখদুঃখ সমুদায় নিবেদন করিয়া সতত নম্রভাবে থাকিবেন। যিনি সৎকুল-সম্ভূত সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইবেন, রাজা তাঁহারে শয্যা, আসন ও অন্ন দান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। বিপদ উপস্থিত হইলে ঐ রূপ ব্যক্তিরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুরাও তপস্বিগণকে বিশ্বাস করিয়া থাকে ; অতএব তাঁহাদিগের নিকট নিধি সংস্থাপন ও তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সতত তাঁহাদিগের সেবা ও সৎকার করা বিধেয় নহে। কারণ দস্যুগণ ঐ বিষয় অবগত হইলে হয় ত তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিতে পারে। রাজা স্বরাষ্ট্রমধ্যে এক জন, পররাষ্ট্র মধ্যে এক জন, অরণ্যমধ্যে এক জন ও সামন্ত রাজ্যে এক জন তপস্বীর সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সৎকার ও অন্ন প্রদান করিবেন। রাজা বিপৎকালে শরণাপন্ন হইলে তপস্বীরা তাঁহার অভিলাষ সফল করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ ! যে রূপ নগরে রাজার বাস করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলাম।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কিরূপে রাজ্যপালন ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যেরূপে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কাহারে এক গ্রামের, কাহারে দশ গ্রামের, কাহারে বিংশতি গ্রামের, কাহারে শত গ্রামের ও কাহারে সহস্র গ্রামের, আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যাহার পর নাই যত্নবান্ হইবেন এবং এক গ্রামের অধিপতি দশ গ্রামাধিপতির নিকট, দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট এবং বিংশতি গ্রামাধিপতি শত গ্রামাধিপতির নিকট আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এইরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামরক্ষককে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংপতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শত গ্রামের অধিপতি এক বহু জন পরিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদায় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শত গ্রামাধিপতির ভোগ্যগ্রাম বহুগ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্র গ্রামের অধিপতি ধনধান্য পরিপূর্ণ শাখানগর ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রাম সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক জন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীরে এবং প্রতি

নগরের কার্য্য দর্শনার্থ এক এক জন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রগণের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, তদ্রূপ সর্ব্বাধ্যক্ষগণ সমুদায় সভাসদের উচ্চ-পদে অধিরূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাঁহাদিগের ব্যবহার পরীক্ষা করিবেন। অধিকারস্থ হিংসাপরায়ণ পরধনাপহারী শঠদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণের রক্ষা এবং বনিকৃগণের ক্রয়, বিক্রয়, বৃদ্ধি, পথ ও গ্রাসাচ্ছাদন আর শিল্পজীবীদিগের উৎপত্তি দান বৃদ্ধি বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা নানাপ্রকারে প্রজাদিগের মিকট কর গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাহাতে তাহারা অবসন্ন হয় কদাচ এরূপ কার্য্য করিবেন না। ফল ও কার্য্যের পরীক্ষা না করিয়া নিয়ম সংস্থাপন করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। কেহই কারণ ব্যতীত কার্য্যানুষ্ঠান বা ফল লাভ করে না। যখন যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়েরই কার্য্যের ফল ভোগ হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা করগ্রহণের নিয়ম নির্দ্ধারণ করা ভূপতির কর্ত্তব্য। ধনলালসায় নিতান্ত বিমোহিত হইয়া রাজ্য ও কৃষি বাণি-জ্যাদি এককালে উচ্ছিন্ন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। রাজা অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে সকলেরই দ্বেষভাজন হন। সুতরাং তাঁহার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি সকল লোকের অপ্রিয়, সে কখনই অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারে না। বৎস যেমন দুগ্ধপান দ্বারা বলবান্ হইলে বিপুল ভার বহন করিতে পারে আর স্তন্যপানের ব্যাঘাত নিবন্ধন ক্ষীণ হইলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ

হয় না, তদ্রূপ প্রজাগণ রাজার পরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন বিভবশালী হইলে অনায়াসে অসংখ্য সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, আর অপরিমিত করগ্রহণ নিবন্ধন হৃতসর্ব্বস্ব হইলে কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব অপরিমিত কর গ্রহণ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যে রাজা স্বয়ং যত্নবান্ হইয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তাঁহার নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রজারা সকলেই তাঁহার আপদ নিবারণার্থ ধন প্রদান করে এবং তাঁহার রাষ্ট্র কোষের ন্যায় ও কোষ শয়নগৃহের ন্যায় হইয়া উঠে। পুর ও জনপদবাসী আশ্রিতগণ নিতান্ত দীন দরিদ্র হইলেও তাহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে রাজা অসভ্য দস্যুগণকে নিপীড়িত করিয়া গ্রামস্থ লোকদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকে এবং তাঁহার প্রতি কুপিত হয় না। রাজা প্রথমে মনে মনে ধনলাভের বাসনা করিয়া প্রজাগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিবেন, দেখ, আমার রাজ্যে শত্রুভয় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু ইহা ফলিত বংশের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। শত্রুগণ দস্যুদলের সহিত মিলিত হইয়া আত্মবিনাশের নিমিত্তই আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। এক্ষণে এই ঘোরতর ভয়াবহ আপদ সমুপস্থিত হওয়াতে আমি তোমাদিগের পরিত্রাণার্থ অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় নিরাকৃত হইলে আমি তোমাদিগের ধন তোমাদিগকে পুনরায় প্রদান করিব। আর শত্রুগণ যদি বল পূর্ব্বক তোমাদের ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কদাচ উহা

পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না। বিশেষত অরাতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে তোমাদের পুত্রকলত্রাদিও বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে তোমাদের অর্থ আর কে ভোগ করিবে? তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়। আমি তোমাদের সমৃদ্ধি দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া এই আপদ্‌কালে রাজ্য রক্ষার্থ তোমাদিগের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা যথাশক্তি ধন প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ কর। বিপদ্‌কালে ধনকে প্রিয়বোধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কালজ্ঞ মহীপাল এইরূপে কর গ্রহণের উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক পদাতি প্রেরণ করিয়া সাদর ও সুমধুর বাক্যে প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। প্রাকার নির্ম্মাণ, ভৃত্যদিগের প্রতিপালন প্রভৃতি নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন করিয়া বৈশ্য-দিগের নিকট কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে উহারা বনে গমন করিয়া বাস করে; অতএব ভূপতি উহাদিগের সহিত মৃদু ব্যবহার করি-বেন। উহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন, সান্ত্বনা, রক্ষাবিধান ও উহা-দিগকে অর্থদান পূর্ব্বক উহাদিগের প্রযত্ন সমুৎপন্ন ফল ভোগ করা রাজার কর্ত্তব্য। বৈশ্যেরা রাজ্য, ব্যবহার ও কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। অতএব দয়ালু অপ্রমত্ত রাজা তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাহাদের নিকট পরি-মিত কর গ্রহণ করিবেন। বৈশ্যদিগের মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতি সুলভ এবং উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যখন নরপতি প্রচুর ধন-

শালী হইয়াও সমধিক ধনলাভের প্রত্যাশা করিবেন, তখন তাঁহার কি রূপ ব্যবহার করা বিধেয়, তাহা কীর্ত্তন করুন ।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মার্থী নরপতি সতত প্রজার হিতসাধনে তৎপর হইয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও বীর্য্য অনুসারে প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং তাহাদের ও আপনার মঙ্গল জনক কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন । ভ্রমর যেমন বৃক্ষে আঘাত না করিয়া তাহা হইতে মধুসংগ্রহ করে লোকে যেমন গাভীর স্তন ছেদন ও বৎসকে নিতান্ত কষ্ট প্রদান না করিয়া দুগ্ধ দোহন করে, জলৌকা যেমন লোকের গাত্র হইতে শনৈঃ শনৈঃ রুধির পান করে, ব্যাঘ্রী যেমন শাবকগণকে নিপীড়িত না করিয়া দশন দ্বারা গ্রহণ করে এবং মূষিক যেমন অলক্ষিত ভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলস্থ মাংস ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনাকাঙ্ক্ষী নরপতি প্রজাগণকে সমূলে উন্মূলিত বা নিতান্ত নিপীত না করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন । অভ্যুদয়োন্মুখ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে সমধিক কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য । গোপাল যেমন বৎসগণের উপর ক্রমে ক্রমে গুরুতর ভার নিহিত ও তাহাদিগকে পাশবদ্ধ করে, তদ্রূপ রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক কর গ্রহণ করিবেন । এককালে লোকের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করিলে তাহারে যাহার পর নাই নিপীড়িত ও বিরক্ত করা হয় । সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা নিতান্ত সুকঠিন ; অতএব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইতর লোকদিগকে দমন করা উচিত । এই রূপ ব্যবহার করিলে অনায়াসে সুখ

লাভ হয়। অকালে বা অযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করা বিধেয় নহে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার নিকট এক্ষণে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলাম তৎসমুদায় রাজ্যপালনের উপায়; ন্যায় নহে। উপায় অবলম্বন না করিয়া শাসন করিলে প্রজাগণ অশ্বের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। মদ্যবিক্রয়ী, বারবনিতা, কুট্টনী, বিট ও দ্যূত ব্যবসায়ী প্রভৃতি রাজ্যের অনিষ্ট সাধকগণকে সতত শাসন করা কর্ত্তব্য। রাজ্য মধ্যে উহাদের প্রাদুর্ভাব হইলে ভদ্রলোকদিগের অশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। মনু পূর্ব্বেই এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, যে যে কোন বিপদ্ উপস্থিত হউক না কেন লোকে কদাচ অন্যকে শাসন করিবে না। যদি সকলেই ঐ নিয়মের অনুসরণ করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এতদিনে এই সংসার বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শ্রুতি অনুসারে প্রজাদিগের শাসনে নরপতির সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যে রাজা প্রজাশাসনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারে প্রজাদিগের পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করিতে হয়। পাপাত্মাদিগের প্রতি সতত দণ্ড বিধান করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি তাহা না করেন তাঁহারে নিতান্ত পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায়। মদ্যাদিতে আসক্ত হইলে ঐশ্বর্য্য হানি হইয়া থাকে। কামাত্মাদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ থাকে না। উহারা কেবল স্বয়ং মদ্যমাংস ভক্ষণ, পরদারাভিমর্ষণ ও পরধন হরণ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না অন্যকেও তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। যাহারা কদাচ পরিগ্রহ করে না তাহারা বিপদ্গ্রস্ত

হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে দয়া করিয়া দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্যে যেন দস্যু ও কপট যাচকের প্রসঙ্গও না থাকে। দস্যুরাই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া কপট যাচকদিগকে ধনদান করে। যাহারা প্রজাবর্গের উপকারক ও উন্নতি সাধক তাহাদিগকেই রাজ্য মধ্যে স্থান দান করা আবশ্যক। প্রজাপীড়কদিগকে রাজ্যমধ্যে রাখা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধন গ্রহণ তৎপর অসাধু ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করা উচিত। কৃষি, বাণিজ্য ও গো রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় একের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব অনেক ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সাধন করাই বিধেয়। কৃষি, বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা রাজা বা তস্কর হইতে ভীত হইলে ভূপতিরে অতিশয় নিন্দা ভাজন হইতে হয়। রাজা প্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা ধনীদিগের গৌরব রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কহিবেন যে, তোমরা আমার ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। ধনবান প্রাজ্ঞ, শূর, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের দ্বারাই প্রজাদিগের রক্ষা হইয়া থাকে।

হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং সত্য, সরলতা ও ক্ষমাগুণ অবলম্বন কর; তাহা হইলেই অনায়াসে ধন, মিত্র ও ভূমি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

একোননবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা বৃক্ষের ফলকে

ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মমূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; অতএব ফলবান্ বৃক্ষ ছেদন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিয়া যে ধন উদ্ধৃত্ত হইবে তদ্দ্বারা অন্যলোককে প্রতিপালন করা রাজার আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যদি ধনহীন হইয়া আত্ম রক্ষার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নরপতি তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নিমিত্ত বৃত্তিবিধান করিয়া দিবেন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিবৃত্ত না হইলে রাজা ব্রাহ্মণ সমাজে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে কহিবেন, মহাশয়! আপনি এস্থান হইতে গমন করিলে আমার রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ আর কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারন করিবে? এক্ষণে আপনি আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ভোগার্থী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিলে নরপতি তাঁহারে ভোগ্যবস্তু প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমার এবিষয়ে মত নাই। কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষণাদি দ্বারা লোকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বেদত্রয় মানবগণকে নির্ব্বিকার জগদীশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত করে; অতএব যাহারা বৈদিক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাহারা দস্যু। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দস্যুগণের বিনাশার্থ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক্ষণে শত্রুক্ষয়, প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরম যত্নসহকারে প্রজাপালন করেন, তাঁহারাই ভূপতিগণের অগ্রগণ্য আর যাঁহারা প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদের জীবিত থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। লোকের কার্য্যাকার্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া

ভূপতির নিতান্ত আবশ্যক। অতএব তিনি সতত জনসমাজে চর প্রয়োগ করিবেন। আত্মীয়গণকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে আত্মীয় হইতে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষায় বিশেষ রূপে অনুরক্ত থাকিয়া পৃথিবী শাসন করা উচিত। পণ্ডিতেরা আত্মারেই সমুদায় সুখের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বদা আপনার ছিদ্র, ব্যসন, পতন ও অপরাধের বিষয় চিন্তা করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। মানবগণ গতবাসরীয় কার্য্যের প্রশংসা করে কিনা ইহা জানিবার নিমিত্ত নরপতি রাজ্য মধ্যে সতত চর প্রয়োগ করিবেন। যাঁহারা সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতি-মান নরপতির রাজ্যে বাস না করে, যাহারা রাজা অমাত্য বা অন্য কাহারে আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করে এবং যাহারা তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারেও অনাদর করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ব্যক্তিই সকলের প্রশংসা ভাজন হয় না। সকলেরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন আছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যবল ও তুল্যগুণ সম্পন্ন সুতরাং তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কি রূপে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? ভীষ্ম কহি-লেন, বৎস! রাজা প্রজাগণের তুল্যবল হইয়াও কৌশলক্রমে তাহাদিগের হস্ত হইতে সতত আত্মরক্ষা ও তাহাদিগের অপেক্ষা প্রাধন্য লাভ করেন। মহাবিষ আসীবিষ যেমন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সর্পকে অস্থাবর স্থাবরকে ও বিষাক্তদশন সম্পন্ন জন্তু যেমন দন্তহীন জন্তুকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ বল-

বান ব্যক্তি সতত দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিয়া থাকে। অতএব প্রবল শত্রু হইতে সতত আত্মরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। শত্রু রন্ধ্র প্রাপ্ত হইলেই গৃধ্রের ন্যায় রাজ্য মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। বণিকেরা যেন রাজকরে নিপীড়িত না হইয়া অল্প-মূল্যে বহুবস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হয়, কৃষকেরা যেন পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ না করে? যাহারা রাজার কার্য্য ভার বহন করিয়া থাকে তাহারা যেন প্রজাবর্গের দুঃখ নিরা-করণে সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে যেন প্রজারা অকারণ কষ্ট স্বীকার না করে। রাজা ইহলোকে যে সমস্ত বস্তু দান করিয়া থাকেন তদ্দারা দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও পশুপক্ষিগণ সকলেরই তৃপ্তিলাভ হয়। বৎস! আমি রাজবৃত্তি ও রাজ্যপালনের নিয়ম সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে পুনর্ব্বার এই বিষয় বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

নবতিতম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মবেত্তা উতথ্য যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতারে প্রফুল্লমনে যেরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন আমি তাহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। রাজা ধর্ম্ম রক্ষার্থই উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। রাজা লোক রক্ষক; রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে দেবলোকে ও অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নরকে গমন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম প্রভাবেই প্রাণিগণ অবস্থান করি-তেছে এবং ধর্ম্ম ভূপালগণেরই আশ্রিত হইয়া আছে, অতএব যে রাজা নিয়মানুসারে ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনিই প্রকৃত

রাজা। ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ, রাজ্য হইতে পাপনিরাকৃত না হইলে দেবগণ রাজারে ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, অধার্ম্মিকদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সুসিদ্ধ হয়, ধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হয়, লোকের অন্তঃকরণে সতত ভয় সঞ্চারিত হইতে থাকে; কেহ ধর্ম্মানুসারে কোন বস্তু অধিকার করিতে পারে না; ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র ও আবাসে কোন ব্যক্তিরই অধিকার থাকে না। দেবগণ পূজা পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ও অতিথি সকল সমুচিত সৎকার দ্বারা পরিতৃপ্ত হন না; ব্রত-পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বিরত হন; এবং মনুষ্যগণের চিত্ত বৃদ্ধের ন্যায় বিহ্বল হইয়া যায়। মহর্ষিগণ উভয় লোক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যে রাজাতে ধর্ম্ম বিরাজমান থাকে তিনিই যথার্থ রাজা আর যাঁহা হইতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়া যায় তিনি বৃষল স্বরূপ। ধর্ম্মের একটি নাম বৃষ, যিনি সেই ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করেন তাঁহারে বৃষল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তি বহি-র্ভূত নহে। সাধ্যানুসারে ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত করাই রাজার কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রজা পরিবর্দ্ধিত এবং ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে প্রজাগণও বিলুপ্ত হয়; অতএব ধর্ম্মলোপ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। ধনাগম ও ধনসঞ্চয় করে বলিয়া ধর্ম্মের ধর্ম্মনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার প্রভাবে দুষ্কার্য্য সমুদায় এককালে অপসারিত হইয়া যায়। ভগবান্ ব্রহ্মা ভূতগণের উৎপত্তি বিধানের নিমিত্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব প্রজাদিগের হিতসাধনার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য

কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন তিনিই রাজা। অতএব হে মান্ধাতঃ! তুমি কাম ও ক্রোধে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। ধর্ম্মই ভূপালগণের শ্রেয়স্কর। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান; অতএব নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা মৎসর শূন্য হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ণ মনোরথ না হইলে রাজার নানাপ্রকার ভয়, মিত্রক্ষয় ও শত্রুর প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হয়।

বিরোচন তনয় বলি বালস্বভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মী তাঁহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দানবরাজ যাহার পর নাই অনুতাপিত হইয়াছিল। অসূয়া ও অভিমানের ঐরূপই ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব এক্ষণে তুমি সাবধান হও; তোমা হইতে যেন রাজলক্ষ্মী বিচলিত না হন। শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে লক্ষ্মীর গর্ব্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণ মধ্যে অনেকেই উহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন, আর যিনি উহার বশীভূত হন, তাঁহারে উহার দাস হইতে হয়। এক্ষণে যদি তোমার চিরকাল সুখে অতিবাহিত করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অধর্ম্ম ও দর্পকে আশ্রয় প্রদান করিও না। তুমি মত্ত, উন্মত্ত, পাষণ্ড, নিগৃহীত অমাত্য, স্ত্রী, সরীসৃপ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের সহবাস পরিহার কর। পর্ব্বতে আরোহণ ও বিষম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিও

না। রজনীতে সঞ্চরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। কৃপণতা, অভিমান, অহঙ্কার ও ক্রোধ যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ কর। অপরিচিতা স্বেচ্ছাচারিণী, পরকীয়া, অবিবাহিতা ও ক্লীবা স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা রাজার নিতান্ত দূষণীয়। ভূপতি অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে বর্ণসঙ্কর প্রভাবে সংবংশে ক্লীব, বিকলাঙ্গ, মূক ও অজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। অতএব প্রজার হিত সাধনার্থ সাবধানে অবস্থান করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলে প্রজাসঙ্কর কারক অধর্ম্মের বৃদ্ধি, অকালে শীতের প্রাদুর্ভাব, শীতকালে শীতের অভাব এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ভূরি ভূরি উপদ্রব উপস্থিত হইতে থাকে। প্রজাদিগকে নানাপ্রকার ব্যাধিযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ঘোরদর্শন ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহ ও অশুভ নক্ষত্র সমুদায় প্রতিনিয়ত নভোমণ্ডলে সমুদিত এবং ক্ষয়কারক অন্যান্য উৎপাত সমুদায় সতত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মরক্ষা ও প্রজাপালনে নিতান্ত অমনোযোগী, তাঁহারে অচিরাৎ প্রজাদিগের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে দুই ব্যক্তি একের ও বহুসংখ্য লোক দুই ব্যক্তির ধন বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া থাকে। কন্যাদিগের কুমারীভাব দূষিত হইয়া যায় এবং কেহই কোন দ্রব্য আপনার বলিয়া অধিকার করিতে পারে না।

একনবতিতম অধ্যায়।

হে মান্ধাত! জলধর যথা সময়ে সলিল বর্ষণ ও রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিলে যে সম্পত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহাতেই পরম সুখে প্রজাবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া

থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বা শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্ত্র পরিষ্করণে অক্ষম রজকের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের জীবিত থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। শূদ্রের দানবৃত্তি, বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্য, রাজার দণ্ডনীতি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপোনুষ্ঠান, মন্ত্র পাঠ ও সত্য প্রতিপালনই মুখ্য ধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাবর্গের পিতা স্বরূপ। রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধনই সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। রাজা প্রমাদযুক্ত হইলেই তিন অগ্নি, বেদ, দক্ষিণান্বিত যজ্ঞ এবং চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়; আর তাঁহার পুত্র, কলত্র, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। রাজা ধার্ম্মিক হইলে প্রজাদিগের ঈশ্বর এবং অধার্ম্মিক হইলে প্রজানাশক বলিয়া বিখ্যাত হন। রাজা পাপাচরণপরায়ণ হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলের নিমিত্তই নরপতির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালন করিলে রাজার সমধিক পুণ্য লাভ ও তাহাদের প্রতিপালন পরাঙ্মুখ হইলে যাহার পর নাই পাপ হইয়া থাকে। প্রজাগণ যাঁহার পরিবার স্বরূপ এবং তাহারা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নির্ভয়ে কাল যাপন করে. তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইলে সকলকেই পরিতাপিত হইতে হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা নিয়ত অপমানিত

হইয়া থাকে। অতএব তুমি কদাচ দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিও না। প্রতিনিয়ত দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্ব্বল ব্যক্তি, মুনি ও আশীবিষের কোপদৃষ্টি নিতান্ত অসহ্য। তুমি যেন দুর্ব্বলদিগের প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সবান্ধবে তাহাদের দৃষ্টিদহনে দগ্ধ হইও না। রাজা দুর্ব্বল-দিগের সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহার বংশ উহাদের কোপানলে সমূলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অতএব বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিই প্রধান। রাজা যদি অবমানিত আহত ও আর্ত্ত ব্যক্তির পরিত্রাণের উপায় না করেন, তাহা হইলে তাঁহারে দৈবদণ্ডে নিহত হইতে হয়। তুমি বলবানের পক্ষ হইয়া কদাপি দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করিও না। প্রজাগণ মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া অশ্রুপাত করিলে নিশ্চয়ই রাজার পুত্রবিয়োগ ও পশুনাশ হয়। অনেক স্থানে পাপকর্ম্ম করিলে অচিরাৎ তাহার ফল ভোগ হয় না বটে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে অবশ্যই উহার ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পাপাত্মা পাপানুষ্ঠান করিয়া যদি স্বয়ং উহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে উহা ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। জনপদবাসী যাব-তীয় প্রজা একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ নরপতিরে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক রাজপুরুষ একত্র সমবেত হইয়া নীতিমার্গ অতিক্রম ও যুক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া প্রজাগণের নিকট ধন গ্রহণ করিলে রাজার ঘোরতর পাপ ও ক্ষয় উপস্থিত হইয়া থাকে। রাজার বিপদে রাজ-

পুরুষদিগেরও যাহার পর নাই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। বৃক্ষ সঞ্জাত হইয়া ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইলে জীবগণ উহারে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; কিন্তু ঐ বৃক্ষ ছিন্ন বা দগ্ধ হইলে একবারে সকলেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। লোকে রাজ্য মধ্যে নরপতির গুণগাথা কীর্ত্তন ও সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত ও রাজ্য হইতে পাপ নিরাকৃত হয়। দুরাত্মারা রাজ্য মধ্যে জ্ঞান পূর্ব্বক সাধুদিগের প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে রাজারেই তাহার পাপভাগী হইতে হয়। যে রাজা দুর্দ্দান্তদিগকে দমন এবং অমাত্যগণের সম্মান পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, তিনি অনায়াসে রাজ্যের উন্নতি লাভ করিয়া সুদীর্ঘ কাল নিরাপদে বসুন্ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হন। যিনি সুহৃদের সৎকর্ম্ম ও হিতবাক্যের প্রশংসা করেন, তাঁহার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। সকলকে অংশ প্রদান করিয়া ভোজন, অমাত্যগণের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন ও বলমদমত্ত ব্যক্তির বিনাশ সাধন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। স্নেহাস্পদ পুত্রের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং দস্যুদল দমন, সংগ্রামে জয়লাভ, সতত ভোজ্য প্রদান পূর্ব্বক দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের বলবর্দ্ধন ও প্রজা প্রতিপালন করিবেন। যে ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান বা পাপকার্য্যের জল্পনা করে, সে অতিশয় প্রিয় পাত্র হইলেও তাহারে কদাচ ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না এবং প্রধান প্রধান বণিকদিগকে সুতনির্ব্বিশেষে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করা রাজার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি পরম শ্রদ্ধাসহকারে

কাম ও লোকবিদ্বেষে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দীন, দরিদ্র, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের দুঃখাশ্রু মোচন পূর্ব্বক সুখ বৃদ্ধি করিবেন। মিত্রসংখ্যা বর্দ্ধন ও শত্রু-সংখ্যা হ্রাস করিতে সতত যত্নবান্ হওয়া এবং সাধুগণের পূজা, সত্যপালন, প্রীতিসহকারে ভূমি দান, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের সমুচিত সম্মান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা লোকের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল ভোগ করেন। ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা জিতেন্দ্রিয় হইলে পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন এবং ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইলে নরকে নিপতিত হন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে সৎকার ও সমাদর করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। যম যেমন প্রাণিগণের প্রতি যথোচিত দণ্ড বিধান করেন, তদ্রূপ রাজা প্রজাদিগকে নিয়মানুসারে দণ্ড প্রদান করিবেন। লোকে মহীপতীরে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সদৃশ জ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা সতত সাবধানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন, ক্ষমা প্রদর্শন, ধৈর্য্যাবলম্বন, প্রাণিগণের বলাবল পরীক্ষা ও সদসৎ বিবেচনা করিবেন। প্রাণি সংগ্রহ, অর্থ দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ এবং পুর ও জনপদবাসী প্রজা-বর্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অপটু রাজা প্রজা রক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হন না। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রাজা প্রজ্ঞাবান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত এবং যিনি দণ্ডনীতির বিলক্ষণ

অনুশীলন করিয়াছেন, তিনিই কেবল রাজ্যভার বহন করিতে পারেন। আর যিনি নিতান্ত হীনবীর্য্য, অল্পবুদ্ধি ও দণ্ডনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে সমর্থ হন না। রাজা সৎকূলসম্ভূত, একান্ত অনুরক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যগণ সমভিব্যাবহারে আশ্রমবাসী তপস্বিগণেরও কার্য্য পরীক্ষা করিবেন। এক্ষণে তুমি সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম অবগত হইলে। তোমার ধর্ম্ম যেন কি স্বদেশ কি বিদেশ কুত্রাপি বিলুপ্ত না হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই সমধিক উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। মনুষ্যকে মধুর বাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্রকলত্র ও প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতেও অসম্মত হয় না; অতএব তুমি সকলকেই সমাদর করিবে। লোক সংগ্রহ, দান, মধুর বাক্য প্রয়োগ, শৌচ ও সাবধানতা এই কয়েকটী ভূপতির অতিশয় শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি এই কয়টী বিষয়ে কদাচ অমনোযোগ করিও না। রাজা সতত শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ পূর্ব্বক তাহারে আক্রমণ করিবেন এবং এরূপ সাবধান হইয়া চলিবেন যে, যেন অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার ছিদ্র সন্দর্শনে সমর্থ না হয়। দেবরাজ ইন্দ্র, যম ও বরুণ ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণও ঐ রূপ ব্যবহার করিতেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগের অনুকরণ কর। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ ইহলোক ও পরলোকে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ মান্ধাতা মহর্ষি উতঙ্ক

কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অসঙ্কিত মনে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক অচিরাৎ পৃথিবী আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অতএব তুমি রাজা মান্ধাতার ন্যায় ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর, তাহা হইলে অনায়াসেই দেবলোকে স্থান লাভে সমর্থ হইবে।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি ধর্ম্মপরায়ণ হইতে মানস করিলে কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তত্ত্বার্থদর্শী ভগবান্ বামদেব যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা শুদ্ধাচারী কোশলরাজ বসুমনা মহর্ষি বামদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে আমি স্বধর্ম্মচ্যুত না হই, আপনি আমারে এরূপ কোন উপদেশ প্রদান করুন। তখন মহর্ষি বামদেব নহুষনন্দন জজাতি তুল্য প্রভাবশালী কোশলরাজকে কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ আশ্রয় কর। ধর্ম্মেরপর শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ অনায়াসে পৃথিবী জয় করিতে পারেন। যে রাজা ধর্ম্মকে অর্থ সিদ্ধির দ্বার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সাধু লোকের উপদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি ধর্ম্মপ্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। আর যে অধার্ম্মিক রাজা বল প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যায়। যে ধর্ম্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি

সকলের বধ্য; তাঁহারে অচিরাৎ সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হয়। গর্ব্বিত কার্য্যানুষ্ঠান পরাঙ্মুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হন। কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, অসূয়াবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান্ রাজা সাগরের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং বুদ্ধি ও মিত্রই রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়; অতএব ঐ সমুদায় অল্পমাত্র লাভ করিয়া আপনারে পরিতৃপ্ত জ্ঞান করা নরপতির কর্ত্তব্য নহে।

হে মহারাজ! নরপতি এই সমুদায় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজা লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্মার্থদর্শী মহীপাল এই উপদেশানুসারে বিবেচনা করিয়া অর্থোপায়ের চেষ্টা করেন, তাঁহার উন্নতিলাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। স্নেহশূন্য অদাতা ভূপতি প্রজাগণের প্রতি নিরন্তর দণ্ড বিধান করিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যান। বুদ্ধিহীন রাজা প্রায়ই আপনার পাপকার্য্য বুঝিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারে ইহলোকে অকীর্ত্তি লাভ ও পরলোকে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়। রাজা সম্মানজ্ঞ, দাতা ও মিষ্টভাষী হইলে মানবগণ তাঁহার বিপদ্ আপনাদিগের বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে উহার নিবারণে যত্নবান্ হয়। যে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরু বিদ্যমান নাই এবং যিনি অন্যের নিকট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অর্থ সংগ্রহে বাসনা করেন, তিনি কোন ক্রমেই চিরকাল সুখভোগ করিতে পারেন না। আর যিনি উপদেশকের বশীভূত হইয়া স্বয়ং

সমুদায় কার্য্য পর্য্যালোচনা ও ধর্ম্মানুসারে অর্থ লাভের চেষ্টা করেন, তিনি যাবজ্জীবন সুখ ভোগে সমর্থ হন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রাজা দুর্ব্বলের উপর অধর্ম্মাচরণ করিলে তাঁহার বংশীয় অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই পাপপ্রবর্ত্তক দুর্ব্বিনীতের কুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন রাজ্য অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। মানবগণ স্বধর্ম্মনিরত ভূপতির ব্যবহারের অনুগমন করিলে উন্মার্গগামী নরপতির কথা দূরে থাকুক, তাঁহার আত্মীয়গণও তাহা সহ্য করিতে পারে না। অশাস্ত্রদর্শী রাজা ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে ক্ষত্রিয় চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তী নহেন এবং যিনি সমরাঙ্গনে পূর্ব্বোপকারী শত্রুকে পরাজিত করিয়া সম্মানিত না করেন, তাঁহার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। সতত সামর্থ প্রকাশ, প্রফুল্ল মুখে অবস্থান ও বিপদ্ কালে লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ ব্যবহার করিলে তিনি চিরকাল প্রিয় ও সম্পত্তিশালী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। রাজা কোন কারণ বশত এক বার যাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তাহার সহিত সতত প্রিয় ব্যবহার করা তাঁহার আবশ্যক। প্রিয় ব্যবহার করিলে শত্রুগণও উপকার করিয়া থাকে। মিথ্যা বাক্যের পরিহার ও লোকে প্রার্থনা না করিতে তাহার হিত চেষ্টা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ বা বিদ্বেষ নিবন্ধন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। ভূপতি প্রশ্নকালে অনর্থক বাক্য প্রয়োগ অথবা লজ্জা, ত্বরা বা অসূয়া

প্রকাশ করিবেন না। প্রিয় ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হইবেন। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে অনুতাপ করিবেন না এবং সতত প্রজাদিগের হিত সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। যে নরপতি নিয়ত প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন ও সম্পত্তি চিরস্থায়ী হয়। প্রতিকূলাচরণ পরাঙ্মুখ, হিতকারী ভক্ত জনের প্রতি প্রীতি প্রকাশ এবং জিতেন্দ্রিয়, একান্ত অনুরক্ত, কার্য্যকুশল, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরে অর্থাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরবশ, অর্থলোলুপ অসচ্চরিত্র, শঠ এবং মদ্য, দ্যূত, মৃগয়া ও স্ত্রীসম্ভোগে নিরত ব্যক্তির উপর গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিলে নরপতিরে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। যে রাজা জিতেন্দ্রিয় ও লোক রক্ষায় নিরত হন, তাঁহার প্রজা বৃদ্ধি ও শাশ্বত সুখানুভব হইয়া থাকে। যে রাজা সুবিশ্বস্ত আত্মীয় চর দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের আচার ব্যবহার অবগত হন, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। বলবান্ ভূমিপতির অপকার সাধন পূর্ব্বক “ আমি উহা হইতে অতিদূরে অবস্থান করিতেছি” মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা রাজার কদাপি বিধেয় নহে ; কারণ বলবান্ নরপতি অপকৃত হইলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সহসা দুর্ব্বলের রাজ্যে উপস্থিত হয়। নরপতি আপনার বাহুবল বিবেচনা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলদিগকে আক্রমণ করিবেন ; বলবান্ ব্যক্তিরে আক্রমণ করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে পৃথিবী লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন ও সমরাঙ্গনে শক্রর বধ সাধন

করিবেন। ইহলোকে সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে; অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্গাদি রক্ষা বিধান, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্র-চিন্তা ও প্রজাগণের সুখ সাধন এই পাঁচ উপায় দ্বারা রাজার অধিকার পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি এই পাঁচ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিই রাজশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার রাজ্য চিরকাল অক্ষত থাকে। কিন্তু নিরন্তর ঐ পাঁচ বিষয়ে স্বয়ং ব্যাপৃত থাকা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রাজা সুবিশ্বস্ত অধিকৃত পুরুষ-দিগের উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া চিরকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। যিনি দাতা, বিভাগকর্ত্তা, মৃদু ও পবিত্র এবং যিনি কদাচ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা করেন না, মানবগণ তাঁহারেই নরপতিপদে অভিষেক করে। যে রাজা অন্যের নিকট হিতোপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনার মত পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, মানবগণ তাঁহারই অনুগত হইয়া থাকে। যিনি বিদ্বেষ বশত হিতপরায়ণ বন্ধুর বাক্যে অনাদর করিয়া অহিতকারীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন এবং সাধুসমাদৃত ব্যবহার পরাঙ্মুখ হন, তাঁহার ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয় না। নিগৃহীত অমাত্য, পর্ব্বত, ভীষণ দুর্গ, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ এবং কামিনীগণের সহিত সতত সংশ্রব রাখিয়া আত্মরক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা রোষপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি নিকৃষ্টদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং যিনি বিদ্বেষ বশত কল্যাণকর জ্ঞাতিগণের উপকারে বিরত হন, তাঁহারে অচিরাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত, নিরাশ্রয় ও কালকবলে

নিপতিত হইতে হয়। আর যিনি অসাধারণ গুণ সম্পন্ন অপ্রিয় ব্যক্তিদিগকেও প্রিয় বাক্য দ্বারা বশীভূত করেন, তাঁহার যশঃ-শশধর অনন্তকাল অবনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। অকালে কর গ্রহণ ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও প্রিয় ব্যক্তিরে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে। শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ রাজা যথার্থ অনুরক্ত, কাহারা ভয় প্রযুক্ত শরণাগত এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষাক্রান্ত, তাহা প্রতিনিয়ত চিন্তা করা আবশ্যক। আপনারে বলবান্ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বলবান্ ব্যক্তি প্রমাদযুক্ত হইলে দুর্ব্বলেরা গৃধ্রকুলের ন্যায় তাঁহারে আক্রমণ করে। পাপাত্মা ব্যক্তিরা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে; অতএব উহা-দিগকে বিশ্বাস করা কদাপি বিধেয় নহে। নহুষপুত্র যযাতি রাজরহস্য কীর্ত্তনস্থলে কহিয়া গিয়াছেন যে, নরপতিগণ সামান্য শত্রুদিগের বিনাশেও অনাস্থা করিবেন না।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

হে রাজন্! যুদ্ধ না করিয়া অরাতি পরাজয় করাই ভূপ-তির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যে জয় লাভ করেন, তাহা সাধুসমাজে জঘন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। নরপতি দৃঢ়মূল না হইয়া কদাচ অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মূল দৃঢ় না হইলে তাঁহার কদাচ কোন বস্তু লাভের সম্ভাবনা নাই। যে রাজার অসংখ্য মন্ত্রী থাকে, জনপদ অতি বিস্তীর্ণ ও সম্পত্তি সম্পন্ন হয় এবং প্রজা-

গণ সতত সন্তুষ্ট, ধনধান্যশালী ও বশীভূত হইয়া সকল লোকের উপর দয়া প্রকাশ করে, তাহারেই দৃঢ়মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজার যোধগণ সন্তোষশালী ও শত্রুগণের প্রবঞ্চনায় পটু হয়, তিনি অল্পসৈন্য লইয়াও সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারেন। মহীপতি যখন আপনারে সমধিক প্রতাপান্বিত বোধ করিবেন, সেই সময়েই স্বীয় বুদ্ধি-বলে শত্রুর ভূমি ও ধন হরণ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। অভ্যুদয়শালী মহীপাল প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও আত্মরক্ষায় যত্ন করিলে ক্রমে ক্রমে সকলকেই পরাজয় করিতে পারেন। যে নরপতি আত্মীয়গণের সহিত সতত সম্পূর্ণ মিথ্যা ব্যবহার করেন, তাঁহারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা নিয়ত শত্রু পীড়ন না করেন, তাঁহার শত্রুগণ কখনই অবসন্ন হয় না এবং যিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, কেহই তাঁহার সহিত বিপক্ষাচরণ করে না। পণ্ডিত ভূপতি সজ্জনবিদ্বিষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ ও সতত মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। যে রাজা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব করেন, তাঁহারে কদাপি অনুতাপিত বা জনসমাজে অবজ্ঞাত হইতে হয় না। হে মহারাজ! নরপতি এইরূপ ব্যবহার করিলেই ইহলোকে ও পরলোকে জয় লাভ করিতে পারেন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহারাজ বসুমনা বামদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমিও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে নিঃসন্দেহই উভয় লোক জয় করিতে পারিবে।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বলবান্ ভূপতি দুর্ব্বল ভূপতিরে পরাজয় করিবার বাসনা করিলে তাঁহারে কি রূপে উহা সম্পাদন করিতে হইবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বলবান্ ভূপতি অন্যের রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রজাগণকে কহিবেন, আমি তোমাদিগের অধিপতি হইয়া তোমাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিব; তোমরা আমারে কর প্রদান ও আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। বলবান্ আগন্তুক ভূপতি এই কথা বলিলে প্রজাগণ যদি তাঁহার বাক্যে সম্মত হয়, তাহা হইলে তিনি কোন বিবাদ না করিয়া তাঁহাদের উপর রাজত্ব করিবেন। আর যদি তাঁহারা তাঁহার বাক্যে সম্মত না হয়, তবে বল পূর্ব্বক তাহাদিগকে বশীভূত করিবেন। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যজাতি যদি তাঁহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিবিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। হীন ব্যক্তিরাও ক্ষত্রিয়কে দুর্ব্বল, আত্মত্রাণে অসমর্থ ও অরাতির নিকট ভীত দেখিলে শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারে পরাজয় করে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! নরপতি অন্য ক্ষত্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাহার সহিত কি রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও একাকী হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি সমরে অক্ষম হইলে তাহারে পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নর-

পতিরে বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাঁহারে সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি শঠতা সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভূপতি কপটতা আশ্রয় করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর যদি সে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও নরপতিও ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিয়া তাঁহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবেন না; রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখীন হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত বা জিত ব্যক্তির প্রতি কদাপি শস্ত্র নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। বিষলিপ্ত বা কুঠিলবাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। অসাধুগণই ঐ রূপ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করে। নরপতি জিঘাংসাপরতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিবেন। দুর্ব্বল, অপত্যবিহীন, শস্ত্রহীন, বিপন্ন, ছিন্নকার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যদি সাধু ব্যক্তি সমরাঙ্গনে শরনির্ভিন্ন ও বিপদ্গ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূপতি হয় তাঁহারে তাঁহার আবাসে প্রেরণ, না হয় আপনার আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য বিধান করিবেন। সায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, উহা বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। পাপাত্মারা অধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করিয়াই অসাধুদিগকে জয় করিবেন। অধর্ম্মযুদ্ধে জয়

লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়। অনেক স্থলে অধর্ম্মাচরণ করিলে সদ্য তাহার ফলভোগ হয় না বটে, কিন্তু সেই অধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অধার্ম্মিককে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। পাপপরায়ণ পুরুষ প্রথমত পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পুলকিত চিত্তে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অধর্ম্ম নাই বিবেচনা করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি উপহাস বাক্য প্রয়োগ এবং বরুণের পাশে বদ্ধ হইয়াও আপনারে অমর বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু ঐ দুরাত্মারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রথমে বায়ুপূরিত চর্ম্মকোষের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নদীকূলস্থ পাদপের ন্যায় সমূলে উন্মূলিত হইয়া যায়। তখন সকল লোকেই তাহারে প্রস্তরে নিপতিত কুম্ভের ন্যায় বিনষ্ট দেখিয়া তাহার ও তাহার কর্ম্মের নিন্দা করিতে থাকে। অতএব ধর্ম্মানুসারেই বিজয়লাভ ও কোষবৃদ্ধির চেষ্টা করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! অধর্ম্মানুসারে বিজয় বাসনা করা নরপতির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ভূপতি অধর্ম্ম দ্বারা জয় লাভ করিয়া কখনই সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হন না। অধর্ম্মানুসারে জয় লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় ও অকিঞ্চিৎ কর। উহা রাজ্যের সহিত নরপতিরে অবসন্ন করিয়া ফেলে। বর্ম্মহীন, কৃতাঞ্জলি, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিরে বিনাশ করা ভূপতির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, রাজা স্বয়ং তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তিনি তাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক

আপনার আবাসে আনয়ন করিয়া এক বৎসর দাসত্ব স্বীকার করিতে উপদেশ দিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে দাসত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহারে মুক্ত করিয়া দেওয়াই রাজার কর্ত্তব্য। ভূপতি যদি বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুর কন্যারে আপনার ভবনে আনয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারে আপনার পত্নী করিবার নিমিত্ত এক বৎসর উপদেশ প্রদান করিবেন। যদি সে এক বৎসরের মধ্যে তাহার পত্নী হইতে স্বীকার না করে ও অন্যকে বরণ করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে ভূপতি আর তাহারে আপনার আলয়ে স্থান দান করিবেন না। এইরূপে রাজা দাস দাসী প্রভৃতি যে কিছু বল পূর্ব্বক আহরণ করিবেন, তৎসমুদায় এক বৎসরের মধ্যে আপনার আয়ত্ত না হইলে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভূপতি চৌরাদির ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সঞ্চিত করিবেন না, অচিরাৎ উহা ব্যয় করিবেন। জয়লব্ধ গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করিতে দিবেন এবং বৃষভ সমুদায়কে ভূমিকর্ষণে নিয়োগ অথবা জিত ব্যক্তিরে প্রত্যর্পণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিরই রাজার অভিমুখে অস্ত্র নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। উভয় পক্ষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যদি কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শান্তিস্থাপন অভিলাষে মধ্য স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষে নিবৃত্ত হইবেন; কদাচ যুদ্ধ করিবেন না। যে এই শাশ্বত নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করে, সে ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, তাহারে ক্ষত্রিয়মধ্যে গণনা করা কর্ত্তব্য নহে। সমাজ হইতে বহিস্কৃত

করাই বিধেয়। যে রাজা জয় লাভের বাসনা করেন, ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করা তাহার নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্মত জয় লাভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর কি আছে? যাহারা সহসা বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা সহকারে ভোগ প্রদান করিয়া অচিরাৎ প্রসন্ন করাই ভূপালগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। উহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া ভোগ প্রদান করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক রন্ধ্রান্বেষী অমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে শত্রুগণের সাহায্য করিয়া যাহার পর নাই আহ্লাদিত হয়। কূট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অমিত্রকে বঞ্চনা বা দৃঢ়তর প্রহার করা ধর্ম্মাত্মা নরপতির কর্ত্তব্য নহে। দৃঢ়তর প্রহার নিবন্ধন লোকে প্রায়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে নরপতি অতি অল্পে সন্তুষ্ট হন, তিনি, বিশুদ্ধ জীবনেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাঁহার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, প্রজাগণ অনুরক্ত ও ধনাঢ্য এবং মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত, সেই রাজাই দৃঢ়মূল বলিয়া পরিগণিত হন। যিনি ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য শ্রুতসম্পন্ন পূজার্হ ব্যক্তিদিগকে পূজা করেন, তিনিই যথার্থ লোকব্যবহারজ্ঞ; দেবরাজ ঐ রূপ ব্যবহার দ্বারাই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ভূপালগণ ঐ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাসনা করেন। রাজা প্রতর্দ্দন যুদ্ধ-বিজয়ী হইয়া শত্রুর ভূমি ভিন্ন অন্যান্য ধন সম্পত্তি, অস্ত্র- ও ওষধি পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছু-মাত্র হানি হয় নাই। দিবোদাস শত্রুরে পরাজয় করিয়া তাহার যজ্ঞ, অগ্নি, হবি ও সিদ্ধান্ন আহরণ পূর্ব্বক পুনরায়

শত্রু কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা নাভাগ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া শ্রোত্রিয় ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন রাজ্যস্থ সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন নরপতি ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! ভূপালগণের বিজয়বাসনা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা করিবেন, তিনি মায়া বা দর্প সহকারে জয় লাভের চেষ্টা করিবেন না।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ক্ষত্রধর্ম্ম অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। নরপতি যুদ্ধকালে সৈন্যমধ্যস্থিত বৈশ্যা-দিকেও নিপাতিত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভূপতি কি রূপ কর্ম্ম করিলে পুণ্য লোকে গমন করিতে পারেন, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভূপালগণ যজ্ঞানুষ্ঠান, দান এবং পাপাত্মাদিগের নিগ্রহ ও সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, তাঁহারা বিজয়ার্থী হইয়া প্রাণিগণকে নিপীড়িত করেন বটে, কিন্তু জয় লাভ করিয়া পুনরায় তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হন। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাদিগের পাপ ধ্বংস এবং প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ দ্বারা পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃষক যেমন ক্ষেত্র সংস্কারে ব্যাপৃত হইয়া ধান্য বিনষ্ট না করিয়া তৃণ সমুদায় উন্মূলিত করে, তদ্রূপ শস্ত্রপ্রহার কর্ত্তা শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক কেবল বধার্হদিগেরই প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন। প্রজা রক্ষণ দ্বারাই ভূপতির সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। যে

রাজা প্রজাগণকে বধ ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের দস্যুভয়াদি নিবারণে প্রবৃত্ত হন, সকল লোকেই তাঁহারে ধনদাতা, সুখদাতা ও অন্নদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্মাত্মা ভূপতি প্রজাগণকে অভয় দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক ইহলোকে মঙ্গল লাভ ও পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। যে রাজা ব্রাহ্মণের পরিত্রাণার্থ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করেন, তাঁহার অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে নরপতি অকুতোভয়ে শত্রুদিগের উপর শর বর্ষণ করেন, দেবগণ পৃথিবীমধ্যে তাঁহারেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া থাকেন। ভূপতির যাবৎ সংখ্যক অস্ত্র অরাতিগণের চর্ম্ম ভেদ করে, তিনি তাবৎ সংখ্যক সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভে অধিকারী হন। সংগ্রাম সময়ে রাজার গাত্র হইতে যে রুধির নিঃসৃত হয়; তিনি সেই শোণিতের সহিত সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে, সমরক্লেশ সহ্য করাই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান তপস্যা। ভীরুস্বভাব পুরুষেরাই মেঘ হইতে জল লাভের ন্যায় শূরগণের শরণ লাভের বাসনা করিয়া সংগ্রামের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করে। বীর পুরুষ যদি ভয়ের সময়ে তাহাদিগের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি বীরগণের বাহুবল প্রভাবে বিপদ হইতে মুক্ত ও রক্ষিত হয়, তাহারা যদি তাঁহারে প্রাণদাতা বলিয়া প্রতিনিয়ত নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদের ন্যায্য ও উপ-

যুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। ইহলোকে সকলের প্রকৃতি সমান নহে, কেহ কেহ সৈন্যগণের ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে অরাতিকুলের অভিমুখীন হয়, আর কেহ কেহ ঐ সময় সমরাঙ্গন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। যাঁহারা প্রাণসঙ্কট সংগ্রামে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষপক্ষের অভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা মহাবীর, আর যাঁহারা ঐ সময় আত্মপক্ষীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন, তাঁহারা কাপুরুষ। আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষত গাত্রে গৃহে গমন করা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। ঐ রূপ পুরুষ যেন তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি আপনার প্রাণ রক্ষার্থ সহায়ভূত বীরগণকে পরিত্যাগ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার অমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। ঐ রূপ কাপুরুষদিগকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র দ্বারা বিনষ্ট, কীটবদ্ধ করিয়া দগ্ধ অথবা পশুবৎ নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ক্ষত্রিয়কে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। যে ক্ষত্রিয় শ্লেষ্ম মূত্র পরিত্যাগ ও করুণ বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত শরীরে প্রাণ ত্যাগ করে, পণ্ডিতেরা কখনই তাহার প্রশংসা করেন না। ক্ষত্রিয়গণের গৃহমৃত্যু প্রশংসনীয় নহে। উঁহারা স্বভাবত শূর, অভিমানী; সুতরাং উঁহারা সংগ্রামে শৌর্য্য প্রকাশ না করিলে লোকে উঁহাদিগকে কৃপণ ও অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামপরাঙ্মুখ মানবগণ রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত মুখে ক্লেশসূচক শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুত্রগণকে শোকাকুলিত করিয়া আরোগ্য লাভ বা বারংবার মৃত্যু প্রার্থনা করে। অভিমানী বীর পুরুষ-

দিগের কদাচ এরূপ মরণে অভিলাষ হয় না। জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রামে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষের তীক্ষ্ণ শস্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম। বীর পুরুষ কামক্রোধ প্রভাবে অরাতিকুলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করত তাহাদের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও আপনারে ব্যথিত জ্ঞান করেন না। তিনি লোকপূজিত ক্ষত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ইন্দ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল মহাবীর সমরক্ষেত্রে অরাতিকুলে পরিবৃত হইয়া দীনতা প্রকাশ বা পলায়ন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের নিশ্চয়ই অক্ষয় লোক লাভ হইয়া থাকে।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সমরে অপরাঙ্মুখ বীরগণ রণনিহত হইয়া কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র ও অম্বরীষসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। নাভাগপুত্র মহাত্মা অম্বরীষ দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেনাপতি সুদেব ইন্দ্রের সহিত তেজোময় দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছে। নাভাগনন্দন সেনাপতির সমৃদ্ধি দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবরাজ! আমি সসাগরা পৃথিবী বশবর্ত্তী করিয়া ধর্ম্মকামনায় শাস্ত্রানুসারে চারি বর্ণ প্রতিপালন, সমরাঙ্গনে

সৈন্যগণকে পরাজয়, ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, গুরুজন সেবা, বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন এবং অন্ন দান দ্বারা অতিথি, স্বধাদান দ্বারা পিতৃলোক, স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষি ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি। এই সুদেব পূর্ব্বে আমার সেনাপতি ছিলেন। উনি কোন্ পুণ্যের ফলে এক্ষণে আমারে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন?

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! সুদেব অতি বিস্তীর্ণ সংগ্রাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। যোধগণ কবচ ধারণ পূর্ব্বক সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধযজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকে।

অম্বরীষ কহিলেন, দেবরাজ! যুদ্ধযজ্ঞের হবি, আজ্য ও দক্ষিণা কি এবং উহার ঋত্বিকই বা কে? তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! কুঞ্জরগণ ঐ যজ্ঞের ঋত্বিক, অশ্বগণ অদ্ধর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্য। ঐ সদস্যগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। হস্তিচর্ম্মাবৃত, গজদন্ত নির্ম্মিত মুষ্টি সম্পন্ন খড়্গ উহার স্ফিক্। লৌহময় সুতীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্যগণমধ্যে ছিন্দি, ভিন্দি প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা

উহার সামগান স্বরূপ। শত্রু পক্ষীয়দিগের সেনামুখে উহার আজ্যস্থালী। হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্য সমুদায় উহার শ্যেনচিত বহ্নি। এক সহস্র সৈন্য নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণ বিশিষ্ট খাদির যূপ আর তলনাদ উহার বষট্কার এবং দুন্দুভি উহার উদ্গাতা স্বরূপ। অপহৃত ব্রহ্মস্ব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অনন্তদক্ষিণ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে বীর প্রভুর হিতার্থ প্রবৃত্ত হইয়া ভয়প্রযুক্ত উহা হইতে বিরত না হন, যিনি নীলচর্ম্মাবৃত খড়্গ ও পরিঘাকার বাহু দ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ করেন এবং যিনি সহায় নিরপেক্ষ হইয়া একান্ত মনে সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হন, তিনি আমার সার বাক্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে মহাবীর ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সমুদায় স্বরূপ মণ্ডূক ও কচ্ছপ, বীরগণের অস্থি স্বরূপ কর্কর, মাংস ও শোণিত স্বরূপ কর্দ্দম, খড়্গচর্ম্ম গৃধ্র কঙ্ক ও বায়স স্বরূপ ভেলা, কেশকলাপ স্বরূপ শৈবাল ও শাদ্বল, অশ্ব ও হস্তী স্বরূপ সেতু, পতাকা ও ধ্বজ স্বরূপ বেতসলতা, নিহত কুঞ্জর স্বরূপ মহানক্র এবং ঋষ্টি ও খড়্গ স্বরূপ নৌকা সমাকীর্ণ রাক্ষসবহুল ভীরুজন ভয়াবহ ঘোরতর শোণিতনদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই ঐ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। শত্রুগণের সেনামুখ যাঁহার পত্নীশালা, যোদ্ধগণ যাঁহার দক্ষিণ সদস্য, উত্তর দিক্ যজ্ঞকুণ্ড, শত্রুসেনা যাঁহার কলত্র ও উভয় ব্যূহ মধ্যস্থান যাঁহার যজ্ঞবেদী স্বরূপ হয় এবং বিপক্ষগণের মস্তক এবং হস্তী অশ্ব দ্বারা ঐ বেদী

সমাচ্ছন্ন করেন, তিনিই আমার সালোক্য লাভ করিতে পারেন। যে যোদ্ধা ভীত চিত্তে সমর পরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষ-শরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। যে মহাবীরের শোণিতধারা এবং কেশ, মাংস ও অস্থিসমূহ দ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হয়, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিরে বিনষ্ট করিয়া তাহার যানে আরোহণ করেন, সেই মহাবীর বিষ্ণুর ন্যায় বিক্রম সম্পন্ন ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্ হন। যিনি রণস্থলে সেনানায়ক বা তাহার পুত্র অথবা যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরে বিনষ্ট না করিয়া আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তিনি আমার সালোক্য লাভের উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সমরনিহত বীর পুরুষ নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের নিমিত্ত অন্ন জল প্রদান ও অশৌচ গ্রহণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। বীর পুরুষ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে সংগ্রামনিহত হইলে অপ্সরা সকল তাহারে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে ধাবমান হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার তপস্যা, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং চারি আশ্রমের ফল লাভ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীলোককে এবং যে ব্যক্তি তৃণ মুখে লইয়া শরণাপন্ন হয়, তাহারে বিনাশ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আমি জম্ব, বৃত্ত, বল, পাক, বিরোচন, দুর্নিবার নমুচি, মায়াবী শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ ও অন্যান্য দানবগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি।

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! এই বীর জনের উৎসাহ প্রদান বিষয়ে প্রতর্দ্দন ও জনক রাজার সংগ্রাম উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে। মহাত্মা জনক রাজা যজ্ঞোপবীতি সংগ্রামে যোধগণের যেরূপ আহ্লাদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনক ঐ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যগণকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে যোধগণ ! যাহারা সমরে ভীত না হয়, তাহারা এই গন্ধর্ব্বকন্যা পরিপূর্ণ সর্ব্বফলপ্রদ ভাস্বর স্বর্গলোক লাভ করে। আর যাহারা প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে, তাহারা অনন্তকাল এই অকীর্ত্তিকর নরকে নিপতিত হয়। অতএব তোমরা প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া শত্রুগণকে পরাজয় কর; অতি কুৎসিত নরকের বশবর্ত্তী হইও না। সংগ্রামস্থলে শরীর ত্যাগ করাই বীরগণের স্বর্গদ্বার স্বরূপ।

জনকরাজ সংগ্রামস্থলে এই কথা কহিলে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন পূর্ব্বক অরাতিগণকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করিল; অতএব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের রণস্থলে অবস্থান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতঙ্গগণের মধ্য স্থলে রথীদিগকে, রথিগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্বারোহীদিগকে এবং অশ্বারোহীদিগের মধ্যস্থলে বর্ম্মধারী পদাতিগণকে সংস্থাপন করা উচিত। যে রাজা এইরূপ ব্যূহ রচনা করেন, তিনি সতত জয় লাভে সমর্থ হন। অতএব সকল যুদ্ধেই ঐ রূপ ব্যূহ প্রস্তুত করা

কর্ত্তব্য। যুদ্ধানুরাগী মনুষ্যেরা ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। ভূপতিগণ মকরেরা যেমন সাগরকে বিক্ষোভিত করে, তদ্রূপ সংগ্রামস্থল বিক্ষোভিত করিয়া শত্রু সৈন্যগণকে বিচলিত ও বিষণ্ণ ব্যক্তিদিগকে হর্ষিত করিবেন। যে ভূমি আয়ত্ত করা হইয়াছে, সতত যত্ন সহকারে তাহার রক্ষা বিধান করিবেন। যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কদাচ তাহার অনুসরণ করিবেন না। যে সমস্ত সৈন্য এক বার পলায়ন পূর্ব্বক পুনরায় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের বেগ অতি দুঃসহ অতএব বিশেষ সাবধান না হইয়া সহসা তাহাদের সম্মুখীন হওয়া বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে, বীরপুরুষ তাহারে কদাচ প্রহার করিবেন না। স্থাবর সকল জঙ্গমের ভক্ষ্য, দশনহীন দন্তবানের ভক্ষ্য, জল পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ভক্ষ্য ও কাতর ব্যক্তিরা বীরগণের ভক্ষ্য। ভীরু ব্যক্তিরা শূরগণের ন্যায় হস্তপদাদি সম্পন্ন হইয়াও ভয় প্রযুক্ত তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভীরুদিগকে বীরগণের আশ্রয় গ্রহণ ও তাহাদিগের নিকট অঞ্জলিবন্ধন করিতে হয়। বীরগণের বাহুদণ্ডে জগতীতলস্থ সমস্ত লোক লম্বিত রহিয়াছে; অতএব বীরগণ সকল অবস্থাতেই সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে শৌর্য্য অপেক্ষা প্রধান আর কিছুই নাই। শূর ব্যক্তি সকলকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! বিজয়ার্থী ব্যক্তি যেরূপ

অল্পমাত্র অধর্ম্মাচরণ করিয়াও ভীরু সৈন্যগণকে সমরে অভিমুখীন করেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সত্য, জীবিত নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ কৌশলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অবগত হইলে অনায়াসেই ধর্ম্মার্থবিঘাতক দস্যুগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে। সকলেরই সরল ও বক্র এই দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা অন্যের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদায় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধি সম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থ সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সংগ্রামার্থী ভূপতিগণ গজচর্ম্ম, বৃষ ও অজগরের অস্থি ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীতলোহিত বর্ম্ম, নানা বর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। চৈত্র অথবা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থে সেনা সংযোগ করাই উচিত। ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণ ও শস্যশালী হয় এবং শীত অথবা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুই মাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিবহির্ভূত নহে। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। মৃগের ন্যায় অরণ্যমধ্য দিয়া গমন করা

মনুষ্যগণের পক্ষে নিতান্ত কঠিন; অতএব জয়ার্থী ভূপতিগণ সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রসর করা কর্ত্তব্য; স্বীয় দুর্গ এক দ্বারযুক্ত ও সলিল সম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নানাগুণে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ শূন্য প্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্য সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণ পূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। সপ্তর্ষি গণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির চিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুগণকে পরাজিত করা যায় ও শুক্র যাহার অনুকূল হয়, তাহার জয়লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শুক্র অপেক্ষা সূর্য্যের ও সূর্য্য অপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষ ও মহাকক্ষসঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্রে সমাকুল বহুদুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্যমধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হয়। নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে সংগ্রাম করিতে হইলে সৈন্যমধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সন্নিবেশিত

করিতে হইবে। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়মের অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাঁহার সতত জয়লাভ হইয়া থাকে। প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর সমাহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যা নিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। যাহারা পরকীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন ও স্বপক্ষীয় পলায়মান সেনাগণকে সংস্থাপিত করিতে পারে, তাহাদিগকে আপনার সমান আসন, পান, ভোজন ও দ্বিগুণ বেতন প্রদান এবং উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দশ সৈন্যের অধিপতি, তাহারে একশত সৈন্যের ও যে ব্যক্তি শত সৈন্যের অধিপতি, তাহারে সহস্র সৈন্যের আধিপত্যে সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নরপতি প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদায় যোদ্ধারে আহ্বান পূর্ব্বক একত্র করিয়া কহিবেন, যে এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহারে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভীরুস্বভাব আছেন অথবা যাঁহারা নিষ্ঠুরকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবেন, তাঁহারা এই সময়েই ক্ষান্ত হউন। উহাঁরা যেন সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক আত্মীয়ের বিনাশ বা সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন না করেন। বীর পুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া

থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। আমাদিগের শত্রুপক্ষীয়েরাই যেন আমাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্ন দন্তোষ্ঠ হইয়া ঐ সমস্ত বিপদে নিপতিত হয়। যাহারা সমরে পরাঙ্মুখ হয়, সেই নরাধমগণ কেবল মনুষ্যের সংখ্যাবর্দ্ধক মাত্র। উহারা কোন লোকেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। জয়শীল অমিত্রগণ সানন্দ চিত্তে মণ্ডলাকারে পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণ করে। বিপক্ষগণ সমরাঙ্গনে গমন পূর্ব্বক যাহার যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত করে, আমার মতে তাহার দুঃখ মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য। জয়লাভ ধর্ম্ম ও সুখের মূল স্বরূপ; ভীরু ব্যক্তি বিপক্ষ কর্ত্তৃক সমাহত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইতে ভীত হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা সুস্থচিত্তে বিপক্ষের প্রহার সহ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অতএব আমরা জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক হয় জয় লাভ না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

হে ধর্ম্মরাজ! নির্ভীকচিত্তে বীরপুরুষ এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অরাতিসৈন্যে অবগাহন করিবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, শকটারোহী সেনাগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণের রক্ষা করিবেন। বলবান্ মনস্বী ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাহাদের রক্ষা বিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের

উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যত্ন সহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্প সংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সংখ্যক সৈন্যের সহিত অল্পসংখ্যক সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে বলিয়া সৈন্যগণের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক চীৎকার করিবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ "আমাদিগের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা নির্ভীক চিত্তে প্রহার কর" বলিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি সহকারে সিংহনাদ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইবেন।

একাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! লোকে কি রূপ আচারপরায়ণ, কীদৃশ আকার সম্পন্ন এবং কি প্রকার বর্ম্ম ও অস্ত্র শস্ত্রধারী হইলে যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচার প্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীর পুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নির্ভীকচিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীরগণ নখর ও প্রাসদ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। সর্ব্বশস্ত্র বিশারদ বলবীর্য্যশালী কূটযুদ্ধপরায়ণ প্রাচ্যগণ হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক উত্তম যুদ্ধ করিতে পারে। যবন, কাম্বোজ ও মথুরানিবাসী বীরগণের বাহুযুদ্ধে এবং দাক্ষিণাত্যদিগের অসিযুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

সকল দেশেই বীর পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সমস্ত লক্ষণ থাকিলে বীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। যাহাদিগের কণ্ঠস্বর ও গতি সিংহ ও শার্দ্দূলের ন্যায় এবং চক্ষু পারাবত ও সর্পের ন্যায়, তাহারা অনায়াসে শত্রুসৈন্য বিমর্দ্দন করিতে পারে। যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগের ন্যায়, এবং চক্ষু ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায় তাহারা অনবহিত মূর্খ ও ক্রোধপরায়ণ হইয়া থাকে। যাহারা উষ্ট্র ও মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং অনায়াসে বহু দূরে গমন করিতে পারে; যাহাদিগের নাশাগ্র ও জিহ্বা অতিশয় কুটিল; কলেবর বিড়ালের ন্যায় কুব্জ, কেশ কলাপ অতিবিরল, গাত্রের চর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও চিত্ত অতিশয় চঞ্চল তাহারাই নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া থাকে। যাহারা গোধার ন্যায় মৃদুভাব সম্পন্ন এবং যাহারা অশ্বের ন্যায় মহাবেগে গমন ও চীৎকার করিতে পারে তাহারা অনায়াসে সমরসাগর সমুত্তীর্ণ হয়। যাহারা অতিশয় দৃঢ়কলেবর, যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অতি বিশাল, যাহারা বাদিত্রশব্দে ক্রুদ্ধ ও কলহ উপস্থিত হইলে পুলকিত হয়, যাহাদিগের চক্ষু পিঙ্গল গাম্ভীর্য্যসূচক বহির্নির্গত ও নকুলের ন্যায় অতি কুটিল এবং মুখমণ্ডল ভ্রুকুটী কুটিল, তাহারা অনায়াসে শরীর রক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদিগের ললাট অতি প্রশস্ত; হনুদেশ মাংসশূন্য, বাহু ও অঙ্গুলি বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়; শরীর কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত এবং যাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। যাহাদিগের কেশের প্রান্তভাগ পিঙ্গলবর্ণ

ও কুটিল, গণ্ডযুগল ও গ্রীবাদেশ অতিশয় স্থূল, স্কন্ধদ্বয় উন্নত, জানুর অধোভাগ অতি বিকটাকার, মস্তক বর্ত্তুলাকার, মুখমণ্ডল মার্জ্জারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, কণ্ঠস্বর অতি ভয়ঙ্কর ; যাহারা গরুড়ের ন্যায় উদ্ধত ও রোষপরবশ, যুদ্ধস্থলে যাহাদিগের কখনই শান্তি জন্মে না এবং যাহারা অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ, গর্ব্বিত ও ঘোরদর্শন তাহারা অনায়াসে জীবিত নিরপেক্ষ ও সমরে অপরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। উহারা সকলেই নীচ জাতি সমুৎপন্ন। এইরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যগণের পুরোবর্ত্তী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উহারা সাহস সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকেও বিনষ্ট করে এবং আপনারাও প্রাণ পরিত্যাগে ভীত হয় না। উহাদের প্রতি সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা পরাভব বিবেচনা করিয়া থাকে এবং সতত রাজার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ লক্ষণ সৈন্যগণের জয় সূচনা করিয়া থাকে ?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সৈন্যগণের জয় প্রত্যাশা করা যায় তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দৈব প্রতিকূলতা বশত মানবগণ কালকবলে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইলে বিদ্বান ব্যক্তিরা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ঐ বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও জপ প্রভৃতি বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দৈব দুর্ঘটনার উপশম করিয়া থাকেন। যে সৈন্যের মধ্যে যোধগণ ও বাহন সকল হৃষ্টচিত্ত থাকে, সেই সৈন্যের নিঃসন্দেহ জয় লাভ

হয়। সৈন্যগণের যাত্রাকালে বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত, ইন্দ্রধনু উদিত, মেঘ ও সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত এবং শৃগাল, কাক ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইলে সিদ্ধিলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ধূমশূন্য হুতাশনের রশ্মি ঊর্দ্ধগত ও শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত, যজ্ঞের পবিত্র গন্ধ অনুভূত, শঙ্খ ও ভেরী সমুদায় গম্ভীর শব্দে নিনাদিত এবং যোধগণ প্রসন্নচিত্ত হইলে জয় লাভের আর কোন সংশয় থাকে না। মৃগগণ সৈন্য সমুদায়ের সমরযাত্রা-কালে বামভাগ বা পশ্চাদ্ভাগে এবং তাহাদের অরাতি-নিধনে প্রবৃত্ত হইবার সময় দক্ষিণ ভাগে অবস্থান করিলে শুভসূচক বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা সৈন্যগণের অগ্রসর হইলে কোন মতেই সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও ভাস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিলে এবং যোধগণ পুলকিত চিত্ত হইলে ভাবী জয় লাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাহাদিগের সৈন্যগণ অস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, ধ্বজ ও মুখবর্ণ প্রভাবে নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তাহারা নিশ্চয়ই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারে। যাহা-দিগের যোধগণ শুচি, শুশ্রূষাপরতন্ত্র, অনভিমানী ও পরস্পর সৌহার্দ্দসম্পন্ন, তাহাদিগের জয় লাভে কিছুমাত্র সংশয় নাই। শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সকল সুখজনক এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে জয় লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সমরপ্রবেশোদ্যত ব্যক্তির বাম পার্শ্বস্থ ও সমরপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ বায়ু অনুকূল হইয়া থাকে। বায়ু পশ্চাদগত হইলে শুভসূচক ও সম্মুখস্থ হইলে অশুভ জ্ঞাপক হয়।

চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াও প্রথমে সান্ত্ববাদ দ্বারা

শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিবে। সন্ধিস্থাপনে কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সংগ্রাম করিয়া শত্রুরে পরাজয় করিলে সেই জয়লাভ জঘন্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ হওয়া দৈবায়ত্ত। সৈন্য-গণ সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে জলের বিষম বেগের ন্যায় ও ভীতচিত্তে পলায়মান মৃগযূথের ন্যায় উহাদিগকে নিবারণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। সৈনিক পুরুষেরা পলায়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে তন্মধ্যস্থ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণও সমর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। আবার পঞ্চাশৎ জন মাত্র মহাবীর পরস্পর মিলিত, জীবিত নিরপেক্ষ ও যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য অরাতি-সৈন্য নিপীড়িত করিতে পারেন। অনেক স্থলে একত্র সম-বেত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পাঁচ ছয় বা সাত জন মাত্র সৎকুলোদ্ভব বীর পুরুষকে প্রভূত অরাতি পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। অতএব রাজা অপরিমিত বলশালী হইলেও প্রথমে যুদ্ধযাত্রা করিবেন না। সাম, দান ও ভেদ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি না হইলেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

অরাতিগণের রাজ্যমধ্যে যুদ্ধার্থে সৈন্য সমুদায় প্রেরণ করিলেই ভীরুগণ তাহাদিগকে বজ্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভীত হয়। আর যাহারা বিজয় বাসনায় সেই সৈন্যগণকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়, তাহাদিগেরও গাত্র হইতে অনবরত স্বেদধারা নির্গত হইতে থাকে। ঐ সময় বিপক্ষগণের সমুদায় রাজ্য ব্যথিত ও অস্ত্র প্রতাপে বীরগণের মজ্জা অবসন্ন হইতে থাকে; অতএব রাজা শত্রুর প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও

তাহারে ভয় প্রদর্শনার্থ তাহার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। ঐ রূপ কৌশল করিলে অরাতির সহিত সন্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অরাতির আত্মীয়ভেদ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত চর প্রয়োগ ও তাহার শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। শত্রুর বিপক্ষগণের সহিত মিলিত ও তাহারে নিপীড়িত করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

ক্ষমাগুণ সাধুদিগকেই সতত আশ্রয় করিয়া থাকে। অসাধুদিগের নিকট উহা সর্ব্বদা অবস্থান করে না। এক্ষণে তোমার ক্ষমা ও অক্ষমার প্রয়োজন বিদিত হওয়া আবশ্যক। অরাতিবর্গকে পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলে রাজার যশ বৃদ্ধি হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি অতিশয় অপরাধী হইলেও শত্রুগণ তাঁহারে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্বর কহিয়া গিয়াছেন, বক্র কাষ্ঠকে যেমন অগ্নির উত্তাপ প্রদান না করিয়া সরল করিলে উহা তৎক্ষণাৎ পুনরায় পূর্ব্বপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শত্রুরে নিপীড়িত না করিয়া ক্ষমা করিলে সে অচিরাৎ বৈরাচরণ করিতে আরম্ভ করে; অতএব শত্রুগণকে বিশেষ রূপে নিপীড়িত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা উচিত। সৎস্বভাব বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শম্বরাসুরের ঐ মতের প্রশংসা করেন না। পুত্রের ন্যায় শত্রুরে বিনাশ না করিয়া বশীভূত করাই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা উগ্রস্বভাব হইলে প্রজাগণের দ্বেষভাজন ও মৃদুস্বভাব হইলে সকলের অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকেন; অতএব ভূপতিরে মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়ই অবলম্বন করিতে হইবে। লোককে প্রহার করিবার পূর্ব্বে ও প্রহার করিবার

সময় তাহার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা ও প্রহার করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ সহকারে তাহারে কৃপা প্রদর্শন করা ভূপ-তির কর্ত্তব্য। রাজা সমরে অরাতিপক্ষীয় বীরগণকে নিপা-তিত করিয়া হতাবশিষ্ট শত্রুগণকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক কাতরস্বরে কহিবেন; আহা! আমার সৈন্যগণ সংগ্রামে ঐ সকল ব্যক্তিরে বিনষ্ট করিয়া আমার নিতান্ত অপ্রিয়াচরণ করিয়াছে। আমি আমার সৈন্যগণকে উহাদের প্রাণ সংহার করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কোন ক্রমেই আমার বাক্য রক্ষা করিল না। হায়! ঐ যে মহাবীর নিহত হইয়াছেন, উনি অদ্বিতীয় সমরবিশারদ; উনি কখন সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন নাই। উহাঁর ন্যায় বীর পুরুষ অতি দুর্লভ। উহাঁর নিধনে আমি নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছি। ভূপতি এই প্রকারে শত্রুগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত হত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়ের ন্যায় বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। রাজা এই রূপে সকল অবস্থাতেই সান্ত্বগুণ অবলম্বন করিলে ভয় বিহীন এবং প্রজাগণের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন। রাজা বিশ্বাসভাজন হইলে তাঁহার সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব যে নরপতি সুস্থ চিত্তে পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার মায়া পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক সকল লোকের বিশ্বাসপাত্র হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু, তীক্ষ্ণ ও সহায়সম্পন্ন

অরাতিগণের মধ্যে কাহার সহিত কি রূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! এই বিষয় উপলক্ষে ইন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, শ্রবণ কর। একদা শত্রুহন্তা সুররাজ পুরন্দর দেবগুরু বৃহস্পতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কি রূপে সতত সাবধান হইয়া শত্রুগণের সহিত ব্যবহার করিব এবং কি উপায়েই বা তাহাদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন না করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিব? আমি অরাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ও আমার আমাদের উভয়েরই জয় লাভের সম্ভাবনা; কিন্তু আমি কি উপায় অবলম্বন করিলে শত্রুরে জয় লাভে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং জয়ী হইতে পারিব?

তখন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ত্রিবর্গবেত্তা রাজধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুরন্দর! কলহ দ্বারা শত্রুগণকে শাসন করিতে বাসনা করা কদাপি বিধেয় নহে। বালকগণই রোষ ও অক্ষমাপরবশ হইয়া থাকে। শত্রুর বধ কামনা করিয়া উহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রুর নিকট ক্রোধ, ভয় ও হর্ষলক্ষণ সকল গোপন করিয়া রাখা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুর প্রতি প্রতিনিয়ত প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে এবং কদাপি উহার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার, বৃথা বৈরাচরণ বা মুখরতা প্রকাশ করিবেন না। ব্যাধগণ যেমন পক্ষীদিগের ন্যায় শব্দ করিয়া তাহাদিগকে

বশীভূত করে, নরপতিও তদ্রূপ শত্রুগণের সহিত আত্মীয়বৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত বা বিনষ্ট করিবেন। অরাতিরে পরাভব করিয়া নিয়ত নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। দুরাত্মারা চটৎকারশীল বহ্নির ন্যায় নিয়ত জাগরিত থাকে। সংগ্রামে উভয় পক্ষেরই জয় লাভের সম্ভাবনা; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। শত্রুরে বশীভূত করিয়া পুনরায় তাহারে ক্ষমতা প্রদান বা উপেক্ষা করিলে সে প্রতি-পক্ষের অনবধানতা দেখিলেই প্রহার, ভেদোৎপাদন ও অর্থ-দান প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহার সৈন্যগণকে আপনার বশে আনয়ন ও প্রচ্ছন্নভাবে তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি শত্রুর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন না। সহসা শত্রুরে আক্রমণ না করিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষা করত তাহার বিশ্বাসোৎপাদন ও বিনাশের চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এককালে অনেক শত্রুরে প্রহার বা উহাদের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই শত্রুরে প্রহার করিবে। কদাপি কালান্তর প্রতীক্ষা করিবে না। কার্য্যসাধনের সুযোগ এক বার অতিক্রম হইলে উহা পুনরায় প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অনুপযুক্ত সময়ে কদাপি শত্রুর প্রতি তেজঃপ্রকাশ বা তাহার পরাভবের চেষ্টা করিবে না। কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক নিয়ত শত্রুগণের রন্ধ্র অন্বেষণ করিবে। অদূরদর্শী নরপতিরে স্বীয় আলস্য, মৃদুতা, অধিক দণ্ডবিধান ও প্রমাদ এবং শত্রুর সুপ্রযুক্ত মায়া প্রভাবে উৎসন্ন হইতে হয়। যে রাজা আলস্য প্রভৃতি দোষ সমুদায় পরিত্যাগ ও অরাতির মায়া অতিক্রম

করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে শত্রু পক্ষের বিনাশ সাধনে সমর্থ হন। যদি কোন মন্ত্রী একাকীই কোন গোপনীয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় তবে কেবল তাহারই সহিত সেই বিষয়ের মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। অনেক অমাত্যের সহিত উহার মন্ত্রণা করিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করে, তাহাতে কার্য্যহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি একের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তবে অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করা উচিত। শত্রু দূরে অবস্থান করিলে পুরোহিত দ্বারা অভিচার প্রয়োগ এবং নিকটে অবস্থিত হইলে তাহার প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নরপতি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রথমত শত্রুদিগের ভেদোৎপাদন পূর্ব্বক পরিশেষে গোপনে দণ্ড বিধান করিবেন। কালবশত শত্রু বলবান্ হইয়া উঠিলে প্রথমত তাহার নিকট অবনত হওয়া এবং তৎপরে তাহার অনবধান সময়ে সাবধান হইয়া তাহার বধকামনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রণিপাত, অর্থদান এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলবান্ শত্রুর মনোরঞ্জন করা আবশ্যক। তাহার শঙ্কা উৎপাদন করা কদাচ বিধেয় নহে। শঙ্কার স্থান সকল সতত পরিত্যাগ করা উচিত। শত্রুগণের প্রতি বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। উহারা পরাভূত হইয়া সতত অবহিত থাকে। অস্থিরচিত্ত মানবগণের উন্নতিলাভ অপেক্ষা দুর্ঘট আর কিছুই নাই; অতএব রাজা সতত স্থিরচিত্ত হইয়া কে মিত্র আর কে অমিত্র তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিবেন।

রাজা মৃদু হইলে সকলেই তাঁহারে পরাভব করিয়া থাকে

এবং অতিশয় উগ্রস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহা হইতে ভীত হয় ; অতএব তুমি নিতান্ত মৃদু বা নিতান্ত উগ্র হইও না। রাজ্য রক্ষায় নিতান্ত অমনোযোগী ব্যক্তির রাজ্য বেগবতী নদীর তীরস্থিত সলিলসমাক্রান্ত প্রাসাদের ন্যায় অচিরাৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। শত্রু সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের সকলকেই এক কালে আক্রমণ করা বিধেয় নহে ; প্রত্যুত সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অনেককে বশীভূত করিয়া অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদিগকে এককালে আক্রমণ করিবে। সামর্থ্য থাকিলেও এককালে সকলকে আক্রমণ করা বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য নহে। যখন হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সঙ্কুল, যন্ত্রবহুল সেনাগণ অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা আপনার বল অধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, রাজা সেই সময়েই প্রকাশ্য রূপে অবিচারিত চিত্তে শত্রুরে প্রহার করিবেন। শত্রু অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইলে তাহার সহিত সন্ধি, তাহার নিকট মৃদুভাব অবলম্বন বা প্রকাশ্যে তাহার প্রতি যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া গোপনে তাহার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। প্রকাশ্যভাবে বলবান্ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে শস্যনাশ ও সলিলে বিষ সংযোগ এবং কোষ অমাত্য প্রভৃতি সপ্তবিধ প্রকৃতির উপর বারংবার সন্দেহ উৎপত্তি নিবন্ধন চিন্তাবৃদ্ধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত। শত্রুর প্রতি সতত মায়া প্রয়োগ এবং শত্রুগণের উত্তেজন ও অপযশ ঘোষণা করিবে। অরাতিগণ স্ব স্ব নগর ও জনপদমধ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, বিশ্বস্ত মনুষ্য দ্বারা তাহার

তত্ত্বাবধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূপালগণ শত্রুবর্গের পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য ভোগ্য বস্তুর উচ্ছেদ এবং আপনার নগরমধ্যে নীতি প্রচার করিবেন। শত্রুরে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত গোপনে চরদিগকে ধন প্রদান ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগের ভোগ্য দ্রব্য সমুদায় অপহরণ পূর্ব্বক ইহারা দুষ্টস্বভাব বলিয়া তাহাদিগকে শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিবেন। ঐ সময় সুশিক্ষিত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের দ্বারা আপনার পুরমধ্যে শত্রু বিনাশার্থ দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা দুষ্ট ব্যক্তিরে বিদিত হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অন্যের দোষ কীর্ত্তন, লোকের সদ্গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। উহাদের সতত ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, ওষ্ঠ দংশন ও শিরঃপ্রকম্পন প্রভৃতি বিকার সমুদায় লক্ষিত হয়। উহারা সততই লোকের সংসর্গে অবস্থান ও জনসমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। পরোক্ষে অঙ্গীকার প্রতিপালন ও সাক্ষাতে তদ্বিষয়ক কোন কথাই উল্লেখ করে না, পৃথক্ পৃথক্ আসিয়া আহার করে এবং অদ্য আহার্য্য বস্তু সমুদায় উৎকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া দোষারোপে প্রবৃত্ত হয়। ফলত শয়ন, উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই উহাদিগের দুষ্ট ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় দুঃখিত ও আহ্লাদের সময় আহ্লাদিত হওয়াই মিত্রের লক্ষণ; ইহার বিপরীত কার্য্য শত্রুতার চিহ্ন।

হে সুররাজ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের স্বভাব কীর্ত্তন করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! শত্রুবিনাশনিরত সুররাজ বৃহস্পতির সেই শাস্ত্রসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংগ্রামকালে তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিপক্ষগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপরায়ণ মহীপতি অর্থাভাবে সৈন্যবিহীন ও অমাত্য কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কি উপায়ে সুখ লাভ করিবেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে কোশলরাজপুত্র ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে রাজকুমার ক্ষেমদর্শী ক্ষীণবল ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া মহর্ষি কালকবৃক্ষীয়ের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! মাদৃশ ব্যক্তি বারংবার রাজ্য লাভের চেষ্টা করিয়াও যদি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার মরণ, চৌর্য্য ও পরাশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম ভিন্ন আর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, কীর্ত্তন করুন। ভবাদৃশ নানাবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত ও কৃতজ্ঞ লোকেরাই শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় সমাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংসারিক প্রীতি ও শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানরূপ ধন লাভ করিতে পারিলেই লোকে পবিত্র সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যাহারা অর্থজনিত ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত থাকে, আমার মতে তাহারা

নিতান্ত শোচনীয়। দেখুন, আমার প্রভূত অর্থ স্বপ্নসম্ভূত সম্পত্তির ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য ক্ষমতাশালী আর কেহই নাই! আমার এক্ষণে কিছুমাত্র অর্থ নাই, তথাপি আমি অর্থমায়া পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, হে মহর্ষে! এক্ষণে আমি সম্পত্তি বিহীন, কাতর ও নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। অতঃপর যাহাতে অন্যবিধ সুখ অনুভব করিতে পারি, আপনি তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় রাজপুত্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্ব্বাগ্রে আপনারে ও আপনার অধিকৃত দ্রব্যজাতকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান এবং যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ করিতেছ, তৎসমুদায় নাই বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ঘোরতর বিপদ্কালেও ব্যথিত হন না। যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে এবং যাহা যাহা হইবে তৎসমুদায়ই মিথ্যা; তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলেই অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবে। পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সমস্ত ধন ধান্যাদি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তৎসমুদায়ই তাঁহাদের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিলে কোন্ ব্যক্তি অনুতাপিত হয়। দৈবের অনুল্লঙ্ঘনীয়তা প্রভাবে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এককালে নির্দ্ধন হইয়া যায় এবং যাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি নাই, তাহারও বিপুল ধনাগম হইয়া থাকে। শোক প্রকাশ করিলে অর্থাগমের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই; অতএব শোক করা কোন মতেই বিধেয় নহে। আজি তোমার পিতা ও

পিতামহগণ কোথায় রহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। তাঁহারাও তোমারে দেখিতে পাইতেছেন না। এক্ষণে তাঁহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া আপনি চিরজীবী বা নশ্বর, তাহা পর্য্যালোচনা কর। তুমি সম্যক্ রূপে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়া বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অবগত হইবে যে, তুমি কখনই চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। কি আমি, কি তুমি, কি শত্রু, কি মিত্র এবং কি বিংশতিবর্ষ কি ত্রিংশৎবর্ষবয়স্ক মানবগণ সকলকেই কোন না কোন সময়ে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। কেহই চিরজীবী হইবে না। যদি কোন মনুষ্যের বিপুল ধন বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তিনি সেই ধন আমার নয় বিবেচনা করিয়া আপনার মনের প্রীতি সাধন করিবেন। যাঁহারা অনাগত ও অতীত বিষয় আপনার নহে বিবেচনা করিয়া অদৃষ্টকেই বলবান্ বোধ করেন, তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত ও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তোমার সদৃশ ও তোমা অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধি ও পুরুষকার সম্পন্ন মানবগণ ধনহীন হইয়াও বুদ্ধিবলে পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছে। তাহারা ত তোমার ন্যায় শোকে অভিভূত হয় নাই। তুমি কি নিমিত্ত বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ?

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম। এক্ষণে কাল সহযোগে উহার উচ্ছেদদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি নিতান্ত অনুতাপিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার প্রাপ্য বিষয় লাভ

করিতে ইচ্ছা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য ; অপ্রাপ্য বিষয়ের কামনা করা কদাপি বিধেয় নহে। তুমি স্বীয় অধিকৃত বিষয়ের উপভোগে নিরত থাকিয়া সুখানুভব কর। অনাগত বিষয়ের জন্য কদাচ শোক করিও না। অর্থনাশ নিমিত্ত অনুতাপ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই ভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিধাতারে তিরস্কার করে, অধিকৃত অর্থে সন্তুষ্ট হয় না এবং নীচ ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তিশালী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। ঐ সকল কারণ বশত তাহাদিগকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আত্মাভিমানী ব্যক্তিরাই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া থাকে। তুমি ত কদাপি ঈর্ষাপরবশ হও নাই ? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বয়ং সম্পত্তিহীন হইয়াও অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে কাতর হইও না। নির্ম্মৎসর ব্যক্তিরা কৌশল ক্রমে শত্রুদিগেরও রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হয়। যোগধর্ম্মবেত্তা ধর্ম্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ ধনকে অস্থির ও বাসনাবৃদ্ধির নিদান জানিয়া অনায়াসে রাজলক্ষ্মী ও পুত্র পৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনেকে ঐশ্বর্য্য অতি দুর্লভ বিবেচনা করিয়া সংসারস্থ সমুদায় পদার্থ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুমি বিজ্ঞ হইয়াও অপ্রার্থনীয় অস্থির বিষয়ের অভিলাষ করিয়া দীন ভাবে পরিতাপ করিতেছ। এক্ষণে ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থ অনর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অনেকে অর্থবৃদ্ধি করিতে গিয়া এককালে নির্দ্ধন হইয়া পড়ে এবং অনেকে অর্থই অনন্ত সুখের মূল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই বিবেচনা করিয়া সতত উহার কামনা করে। যে ব্যক্তি নির-

স্তর ধন অন্বেষণ করে, তাহার অন্যান্য সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। যদি কেহ কথঞ্চিৎ স্বীয় প্রার্থিত ধন লাভ করে এবং পরিশেষে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। সদ্বংশীয় সাধুব্যক্তিরা পারলৌকিক সুখ কামনা করিয়া লৌকিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ধনলোলুপ ব্যক্তিরা ধন লাভার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং ধন ব্যতীত জীবন ধারণ করা নিরর্থক বলিয়া বোধ করে। হায়! যাহারা এই অচিরস্থায়ী জীবন ধারণ করিয়া ধনতৃষ্ণায় বিমোহিত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্বোধ ও শোচনীয় আর কে আছে? যখন সঞ্চিত দ্রব্য মাত্রেরই বিনাশ, জীবিত ব্যক্তিমাত্রেরই মরণ ও সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন? হয় মানবগণ ধনকে না হয় ধন মানবগণকে পরিত্যাগ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বিবেচনা করিয়া ধননাশ নিবন্ধন কখনই ব্যথিত হন না। এই সংসারে অসংখ্য লোকের ধননাশ ও বন্ধু বিয়োগ হইতেছে। তুমি উহা অবলোকন করিয়া স্থিরচিত্ত হও। ইন্দ্রিয়, মন ও বাক্য সংযত কর এবং অতীত বা অনাগত বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিও না। ভবাদৃশ মৃদু, দান্ত, সংযতাত্মা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ব্যক্তিরা সামান্য বস্তুর নিমিত্ত চঞ্চল বা অনুতাপিত হন না। অতি নৃশংস পাপজনক কাপুরুষোচিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও তোমার উচিত নহে। তুমি বাগ্যত ও সকল জীবের প্রতি দয়ালু হইয়া ফল মূল আহার করত একাকী মহাবনে বাস কর। যিনি একাকী

অরণ্য মধ্যে বৃহদ্দন্ত হস্তীর সহিত একত্র বাস করিয়া অল্প লাভে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারে পণ্ডিত বলিয়া গণনা করা যায়। মহাহ্রদ একবার সংক্ষুব্ধ হইয়া আবার আপনিই প্রসন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে তুমি অমাত্যাদি বিহীন হইয়াছ, তোমার ধন-লাভেরও সম্ভাবনা নাই; অতএব বোধ হয়, তুমি ঐরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেই সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! আর যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশে সমর্থ হও, তাহা হইলে রাজ্যলাভের নিমিত্ত আমি তোমারে নীতি উপ-দেশ প্রদান করিতেছি। সেই নীতির অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ ও রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। যদি উহাতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে সেই নীতি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ভগবন্! আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি, আপনি সেই নীতিবিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। অদ্য আপনার সহিত আমার সমাগম যেন ব্যর্থ না হয়।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুগণকেও নমস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি পবিত্র কার্য্য দ্বারা সত্য-বাদী বিদেহরাজের পরিচর্য্যা করিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমারে ধন প্রদান করিবেন। তুমি কিয়ৎকাল জনকের নিকট অবস্থান করিলে ক্রমে তাঁহার বাহু স্বরূপ ও সকল লোকের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া উঠিবে এবং অনায়াসে উৎসাহসম্পন্ন ব্যসনহীন সহায়বল লাভ করিতে পারিবে। সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয় নীতি-

শাস্ত্রজ্ঞ বিদেহরাজ প্রতিনিয়ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া আত্মারে কৃতার্থ করেন। তুমি তাঁহার নিকট মান্য এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশ্বাসভাজন ও আদরণীয় হইয়া সুহৃদ্বল লাভ করিলে অনায়াসেই সুমন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শত্রু দ্বারা শত্রুগণের মধ্যে ভেদোৎপাদন বা এক শত্রুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্য শত্রুর বলক্ষয় করিতে পারিবে। ঐ সময় তুমি শত্রুগণকে উত্তম উত্তম শ্রী, আচ্ছাদন, শয্যা, আসন, যান, গৃহ, পক্ষী, মৃগ, গন্ধ, রস ও ফলে সবিশেষ আসক্ত করিবে, তাহা হইলে উহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শত্রুরে নিপীড়িন বা উপেক্ষা করিতে বাসনা করিয়া কদাচ উহা তাহার নিকট প্রকাশ করেন না। তুমি কুক্কুর, মৃগ ও কাকের স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মিত্রের ন্যায় অমিত্রগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দুস্তর কার্য্যে ও বলবান-দিগের সহিত বিরোধে প্রবর্ত্তিত করিবে। মহামূল্য উদ্যান, শয্যা, আসন ও সুখভোগ্য অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যে তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া কোষ নিঃশেষিত করিবে। ঐ সময় অরাতি-দিগকে যজ্ঞদানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়া ধন দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণকে পরিতুষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার ও বৃকগণের ন্যায় তোমার শত্রুদিগকে গ্রাস করিবেন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া স্বর্গীয় পবিত্র স্থানে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা দ্বারা হউক না কেন কোষক্ষয় হইলেই শত্রুগণ বশীভূত হয়। কোষই অর্থ সিদ্ধির মুল কারণ। সুতরাং

কোষক্ষয় হইলে শক্রুগণকে অবশ্যই বিষণ্ণ হইতে হইবে। কেবল দৈবপরায়ণ ব্যক্তিরে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয় সন্দেহ নাই। অতএব শক্রুগণকে পুরুষকারের পরিবর্ত্তে দৈববিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহাদিগকে বিশ্বজিত্ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। শক্রুগণ ঐরূপে ধনহীন হইলে পর তাহারা যাহাতে সাধুগণকে নিপীড়ন করে, তাহার চেষ্টা এবং তাহাদিগকে ঐ পাপক্ষয়ের নিমিত্ত যোগধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভার্থী হইয়া বনে প্রবিষ্ট হইবে। ঐ সময় সর্ব্বশত্রুবিনাশী ঔষধাদি দ্বারা শক্রুগণের হস্তী, অশ্ব ও সৈন্যগণকে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এইরূপে শত্রুগণকে পরাভব করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

ক্ষেমদর্শী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রভূততর ধন লাভ করিবার নিমিত্ত কাপট্য, দাম্ভিকতা বা অধর্ম্মাচরণ করিতে বাসনা করি না। আমি পূর্ব্বেই আপনারে কহিয়াছি যে যাহাতে কেহ আমারে পাপাত্মা বলিয়া শঙ্কা না করে এবং যাহাতে আমার সমস্ত হিতকার্য্য সুসিদ্ধ হয় আপনি এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ইহলোকে অনৃশংস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি কদাপি উক্তরূপ পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিব না। আর আপনারও আমারে এরূপ উপদেশ দেওয়া উপযুক্ত নহে।

তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বভাবত অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও অশেষগুণে ভূষিত। অতএব তুমি আপনার স্বভাবের অনুরূপ কথাই কহিয়াছ। এক্ষণে আমি যত্ন পূর্ব্বক তোমার সহিত জনকের শাশ্বত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিব। তুমি রাজ্য হইতে নিরাকৃত ও এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও অনৃশংস বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে বাসনা করিতেছ; অতএব কোন্ মহীপতি তোমার ন্যায় সৎকুলোদ্ভব শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন প্রজারঞ্জক মহাত্মারে লাভ করিয়া অমাত্যপদে অভি-ষিক্ত না করিবেন? আজি আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহাধি-পতিরে আমার ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক তোমার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিব। তিনি আমার বাক্যে কখনই অনাস্থা করিবেন না।

অনন্তর মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় বিদেহাধিপতিরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, রাজন্! এই ক্ষেমদর্শী রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ইহাঁর সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছি। ইনি শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় বিশুদ্ধ। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাঁতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব তুমি আমার ন্যায় ইহাঁর প্রতি বিশ্বাস করিয়া ইহাঁর সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। রাজা অমাত্য ভিন্ন তিন দিনও রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। অমাত্যের আবার অসা-ধারণ শৌর্য্য ও ধীশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব তুমি ইহাঁরে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁর শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে উভয় লোকে মঙ্গল লাভ কর। উপযুক্ত অমাত্যের সাহায্যের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভের উৎকৃষ্ট উপায়

আর কিছুই নাই। এই মহাত্মা রাজতনয় সজ্জনোচিত পদবী অবলম্বন করিয়াছেন ; অতএব ইহাঁরে সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত সম্মান করিলে তোমার সমুদায় শত্রুই বশীভূত হইবে। আর দেখ, যদি ইনি তোমারে জয় করিবার বাসনায় কুলাচরিত ক্ষত্রিয়জনোচিত যুদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তোমারেও জয়াভিলাষে উহাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব আমার বাক্যানুসারে যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক ইহাঁরে বশীভূত কর। এক্ষণে অনুচিত কাম, লোভ ও বিদ্রোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াই তোমার আবশ্যক। জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুরে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকট পরাজিত হয়। অতএব দণ্ড অপেক্ষা ভোজন দানাদি দ্বারা শত্রুরে বশীভূত করা উচিত। যিনি শত্রুর সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হন, তাঁহার আপনার সর্ব্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহর্ষি কালকবৃক্ষীয় এই কথা কহিলে জনক রাজা তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি আমাদিগের হিত কামনায় যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগের উভয়েরই পরম হিতকর ; অতএব আমি অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ উহা সম্পাদন করিব।

মিথিলাধিপতি মহর্ষিরে এই কথা বলিয়া কোশলরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! আমি ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে সমস্ত পরাজয় করিয়াছি। তুমিও আমার নিকট পরাস্ত হইয়াছ, কিন্তু আমি জয় করিয়াছি বলিয়া তোমারে অবজ্ঞা করি না। প্রত্যুত তোমার বুদ্ধি ও পৌরুষের সবিশেষ

প্রশংসা করি। অতএব তুমি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া আমার ভবনে গমন পূর্ব্বক অবস্থান কর।

অনন্তর বিদেহাধিপতি জনক ও কোশলরাজ ক্ষেমদর্শী উভয়ে সেই মহর্ষিরে পূজা করিয়া বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন। জনকরাজা কোশলরাজকে আপনার গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহারে স্বীয় কন্যা ও বিবিধ ধনরত্ন সম্প্রদান করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! সন্ধিই নরপতিগণের প্রধান ধর্ম্ম। জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্ম্মাচরণ, জীবিকানির্ব্বাহ ও ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ভূপালগণের কোষ রক্ষা, কোষোৎপাদন, জয়লাভ, অমাত্যগুণ পরীক্ষা, প্রজাবৃদ্ধি, ষাড়্গুণ্য আশ্রয়, সেনাগণের সহিত ব্যবহার, সাধু, অসাধু, প্রধান, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ ব্যক্তিদিগের লক্ষণ অবধারণ, মধ্যবিত্ত লোকের সন্তোষ সম্পাদন, ক্ষীণদিগের আশ্রয় দান ও জয়লাভ বিষয়ক কৌশলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আত্মপক্ষীয় শূরগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, আর উহারা কিরূপে বর্দ্ধিত, ভেদবুদ্ধি শূন্য এবং শত্রু বিজয় ও সুহৃদ লাভে সমর্থ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন। আমার মতে ভেদই শূরগণের বিনাশের মূল এবং অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিলে উহা গোপনে থাকা নিতান্ত কঠিন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! লোভ ও ক্রোধ হইতেই নরপতি

ও তাঁহার অধিকৃত বীরদিগের বৈরানল সন্দীপিত হয়। রাজা লোভাকৃষ্ট ও বীরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়াই পরস্পর পরস্পারের বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন। ভূপতি ও তাঁহার পক্ষীয় বীরগণ ক্ষয়, ব্যয় ও ভয়নিবন্ধন চর, মন্ত্রণা, বল এবং সাম, দান ও ভেদ প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে-নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করেন। একমতাবলম্বী শূরগণের নিকট হইতে অপরিমিত কর গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয় এবং তাহারা তন্নিবন্ধন ভীত ও বিমনায়মান হইয়া অরাতিপক্ষ অবলম্বন করে। যাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অরাতির বশীভূত ও বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করাই শূরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বল পৌরুষ সম্পন্ন বীরগণ একমতাবলম্বী হইলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন, অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত মিত্রতালাভ ও সর্ব্বপ্রকার সুখ ভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মারা সতত উহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। নানাগুণ সম্পন্ন এক মতাবলম্বী শূরগণ সমাজমধ্যে ধর্ম্ম ব্যবহার সংস্থাপন, সকলের প্রতি সমভাবে দৃষ্টিপাত, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে শাসন, বিনয়ীদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, চরপ্রয়োগ, মন্ত্রণা ও কোষপূরণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পুরুষকার উৎসাহ সম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করিলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারেন। সৌভাগ্যশালী শাস্ত্রজ্ঞ বীর পুরুষদিগের প্রভাবেই মূঢ়গণ ঘোর বিপদে সমুত্তীর্ণ হয়। ঐ সকল বীর পুরুষকে নিগ্রহ, বধ ও ভয়প্রদর্শন, উহাঁদের মধ্যে ভেদোৎপাদন এবং উহাঁদের

প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ও দণ্ডবিধান করিলে উঁহারা অচিরাৎ বিপক্ষপক্ষের বশীভূত হন, অতএব তাঁহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। উহাঁদের প্রভাবেই সমুদায় লোকের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগেরই গূঢ় মন্ত্রণা দ্বারা চরগণ শত্রুদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে।

সমুদায় বীরের সহিত মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য নহে। বীরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হিতসাধন করা উচিত। নচেৎ মন্ত্রণা প্রকাশ ও ভেদ নিবন্ধন অর্থনাশ ও অনর্থ উৎপত্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শূরগণের মধ্যে যাহাদিগের ভেদবুদ্ধি জন্মিবে এবং যাহারা স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে কার্য্য করিবে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অচিরাৎ তাহাদের শাসন করিবেন। যদি কুলবৃদ্ধগণ কুলসম্ভূত কলহে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে গণভেদ নিবন্ধন গোত্রের ক্ষয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আত্মীয়ভেদসম্ভূত ভয় শত্রুভয় অপেক্ষা গুরুতর। অতএব যাহাতে আত্মীয়ভেদ না হয়, তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা উচিত। আত্মীয়ভেদ অচিরাৎ মনুষ্যকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। যখন সমান জাতি ও সমান কুল সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অকস্মাৎ ক্রোধ মোহ ও স্বভাবজ লোভের বশীভূত হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে বিরত হন, তখনই পরাভবের লক্ষণ লক্ষিত হয়। শত্রুগণ উদ্যোগ বা বুদ্ধিবলে শূরগণকে বিনষ্ট করিতে পারে না, কেবল উহাঁদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হয়। অতএব ঐকমত্য অবলম্বন শূরগণের রক্ষার প্রধান উপায়।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ধর্ম্মপথ অতি সুবিস্তীর্ণ ও বহুশাখা সঙ্কুল। অতএব এক্ষণে আপনার মতে কোন্ ধর্ম্মের অনুশীলন করা উচিত এবং কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইহলোক ও পরলোকে পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমার মতে পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের সেবাই পরম ধর্ম্ম। উহা অনুষ্ঠান করিলে মানবগণ দিব্যলোক ও মহীয়সী কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হয়। তাঁহারা সুসেবিত হইয়া যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, উহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, অবিচারিত চিত্তে অচিরাৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অনভিমত কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে। তাঁহারা যাহা অনুমতি করেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সন্দেহ নাই। তাঁহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ এবং তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজনগণ আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত হন। এই তিন অগ্নিই অতি প্রশস্ত; অপ্রমত্ত চিত্তে তিনের উপাসনা করিলেই অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। তুমি উত্তম রূপে উহাঁদিগের শুশ্রূষায় নিরত হইলে অনায়াসে ধর্ম্ম ও যশোলাভে সমর্থ হইবে। কদাচ উহাঁদিগকে অতিক্রম বা উহাঁদের দোষ কীর্ত্তন করিও না। প্রতিনিয়ত উহাঁদিগের পরিচর্য্যা করাই পরম ধর্ম্ম এবং যশ, পুণ্য, কীর্ত্তি

ও দুর্লভ লোক সমুদায় লাভের প্রধান উপায়। যাঁহারা ঐ তিনের সমাদর করেন, তাঁহাদের সমুদায় লোক বশীভূত হয়, আর যাঁহারা উহাঁদিগের সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয় এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না। আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত যে যে কার্য্য করিয়াছি, আমার সেই সেই কার্য্যানুষ্ঠানের শত গুণ বা সহস্র গুণ পুণ্য লাভ হইয়াছে এবং সেই পুণ্যবলেই আমি এক্ষণে ত্রিলোক প্রত্যক্ষ করিতেছি। দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা একপিতা এবং দশ পিতা বা সমুদায় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয় হন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, উপদেষ্টা গুরু পিতা ও মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিতা মাতা যে দেহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উহা অচিরস্থায়ী, কিন্তু আচার্য্য যাহা উপদেশ প্রদান করেন, তাহার কোন কালেই ধ্বংস নাই। পিতা মাতা সহস্র অপকার করিলেও তাঁহাদিগকে বধ করা পুত্রের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অপরাধী পিতা মাতার দণ্ড বিধান না করিলে পুত্রগণকে দূষিত হইতে হয় না। পিতামাতা ধর্ম্মদ্বেষী হইলেও তাঁহাদের প্রতিপালনে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রানুযায়ী যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া অকৃত্রিম অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি পিতা মাতা স্বরূপ। অতএব তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ শূন্য হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা উপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া

তাঁহার সমাদর ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার হিতসাধন না করে, তাহাদিগের সে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ভ্রূণ হত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয় এবং এই ভূমণ্ডলে আর কাহারেও তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা বলিয়া গণনা করা যায় না। শিক্ষকগণ শিষ্যগণের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম কামনায় যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদের তদনুরূপ পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা প্রসন্ন হইলে প্রজাপতি, মাতা প্রসন্ন হইলে বসুমতী এবং উপাধ্যায় প্রীত হইলে ব্রহ্ম প্রীত হইয়া থাকেন। অতএব পিতা ও মাতা অপেক্ষা উপাধ্যায়ই পূজ্যতম। শিক্ষকদিগের পূজা করিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হন। অতএব কোন রূপেই গুরুকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। শিক্ষাদান নিবন্ধন উপাধ্যায়গণ যাদৃশ পূজ্য, পিতা মাতা তাদৃশ নহেন। উপাধ্যায়দিগের কার্য্যে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের সৎকার করিলে দেবতারা প্রসন্ন হন। যাহারা শিক্ষক, পিতা ও মাতার অনিষ্টাচরণ বা অনিষ্ট চিন্তা করে, যাহারা পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের ভরণপোষণে বিরত হয়, তাহাদিগকে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। তাঁহাদিগের অপেক্ষা পাপাত্মা আর কেহই নাই। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীঘাতক ও গুরুহত্যাকারী এই চারি ব্যক্তির নিষ্কৃতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর হয় নাই। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে ইহলোকে মানবগণের যাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্মানুসারে সংক্ষেপে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মনুষ্য ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতে বাসনা করিলে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? সত্য ও মিথ্যা সমুদায় জগৎ সমাবৃত করিয়া রহিয়াছে; ধর্ম্মার্থী ব্যক্তির ঐ উভয়ের মধ্যে কি আশ্রয় করা উচিত? সত্য কি? মিথ্যা কি? সনাতন ধর্ম্ম কাহারে কহে এবং কোন্ সময়ে সত্য আর কোন্ সময়েই বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! সত্য বাক্য প্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি সমুদায় লোকের দুর্জ্ঞেয় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে ও মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্য কথা না কহিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমর্থ হন, তিনিই জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। অসচ্চরিত্র হিংস্রস্বভাব ব্যক্তিও অন্ধনামা বলাক ব্যাধের ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মকাম হইয়াও ধার্ম্মিক হইতে পারে না, কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলূক ধর্ম্ম-কাম না হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্য লাভ করিয়াছিল। যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণি-গণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট কার্য্যমাত্রকেই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন

করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কারণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দস্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগের নিকট তাহা প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম্ম। ঐরূপ স্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে পরধন রক্ষা হয়, তবে তাহাই করিবে। আর যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যুগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা কথা কহিবে; তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, ওরূপ স্থলে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। সঙ্গতি থাকিলেও তস্করদিগকে ধন দান করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ পাপাত্মাদিগকে দান করিলে দাতারে নিশ্চয়ই বিপদে নিপতিত হইতে হয়। উত্তমর্ণ যদি ধনদানে অসমর্থ অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ হইতে মুক্ত করিবার বাসনা করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক সত্য কথা কহিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে সাক্ষিগণের সত্যবাক্য প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, কিন্তু বিবাহ ও প্রাণ সংশয় কালে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ হয় না। অন্যের অর্থের রক্ষা, ধর্ম্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য নহে। অঙ্গীকার করিলে তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুগত নিয়মের বিপরীতাচরণ করে তাহারে বিধানানুসারে রাজদণ্ড

দ্বারা দণ্ডিত করা উচিত। শঠ ব্যক্তিরা স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া আসুর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকে অতএব যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন উহাদের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ পাপাত্মারা ধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করে। উহারা প্রেত তুল্য, অপাংক্তেয়, যাগযজ্ঞ শূন্য, তপঃ পরাঙ্মুখ এবং দেবতা ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী ; অতএব উহাদিগের সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখা উচিত নহে। উহারা ধন নাশ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহাদিগকে প্রযত্ন সহকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উহাদিগের মধ্যে কাহারই ধর্ম্মজ্ঞান নাই। উহাদিগকে বিনাশ করিলে জীবহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। কারণ উহারা স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভাবেই নিহত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে যে বধ করে তাহার প্রাণিবধ জনিত পাপ জন্মিবার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক উহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া অকর্ত্তব্য নহে। শঠ ব্যক্তিরা কাক ও গৃধ্রের তুল্য ; উহারা দেহত্যাগের পর কাকাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যেরূপ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মায়াবী তাহার সহিত শঠতাচরণ এবং যে ব্যক্তি সাধু তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তি সিদ্ধ।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! প্রাণিগণ বিবিধ সাংসারিক ভারে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইলে যে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্গম বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে ব্রাহ্মণেরা বিধানানুসারে আশ্রমে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহারা অহঙ্কার পরিহার, লোভাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযম, ও কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকেন, কেহ হিংসা করিলেও তাহার প্রতিহিংসা করেন না, অর্থপ্রার্থনায় বিমুখ হইয়া দান ও প্রতিনিয়ত অতিথি সৎকার করেন, অসূয়াশূন্য সাধ্যায় সম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরম যত্ন সহকারে পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং দিবাভাগে কদাচ নিদ্রিত হন না, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। যে ভূপালগণ কায়মনোবাক্যে কদাচ পাপানুষ্ঠান করেন না ; যাঁহারা সকলের প্রতিই অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করেন ; যাঁহারা রজোগুণ ও লোভ প্রভাবে অর্থসংগ্রহ করেন না ; যাঁহারা অগ্নিহোত্র পরায়ণ ও সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব বিষয় রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন ; যাঁহারা পরদারাভিমর্ষণে নিরত হইয়া ঋতুকালে আপন আপন ধর্ম্মপত্নীতে গমন ও মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণস্থলে ধর্ম্মানুসারে জয় লাভের অভিলাষ করেন ; যাঁহারা প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলেও কদাচ সত্য বাক্য পরিত্যাগ করেন না ; যাঁহারা মনুষ্যদিগের আদর্শ স্বরূপ ; যাঁহাদিগের কোন কার্য্যই অবিশ্বাসের যোগ্য নহে এবং যাঁহাদিগের অর্থ সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হয়, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় কালে অধ্যয়ন করেন না ; যাঁহারা বাল্যকালাবধি ব্রহ্ম চর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সমাধানান্তে স্নান করিয়া থাকেন ; যাঁহারা রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত

না হইয়া একমাত্র সত্ত্বগুণেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন ; যাঁহা-দিগের হইতে কাহারই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হয় না, যাঁহারা কোন ব্যক্তি হইতেই ভীত হন না ও সকলকেই আপনার ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ; যাঁহারা পর স্ত্রী দর্শনে সন্তপ্ত বা কুৎসিত আচারে প্রবৃত্ত হন না ; যাঁহারা সকল দেবতারে নমস্কার ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, যাঁহারা আপনাদিগের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না ; যাঁহারা মান্য ব্যক্তিরে নমস্কার ও যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সন্তানার্থী হইয়া বিশুদ্ধমনে প্রত্যেক তিথিতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন, আপনার ক্রোধ সম্বরণ, অন্যের ক্রোধাপনয়ন ও জন্মাবধি মদ্যমাংসের প্রতি সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন, এবং যাঁহারা প্রাণধারণের নিমিত্তই ভোজন, অপত্যোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রী সহবাস ও সত্যকথা কহিবার নিমিত্তই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই দুস্তর বিষয় অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

হে যুধিষ্ঠির ! আর এই যে মহাত্মা মধুসূদন এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, উনি আমাদিগের পরম সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী। উনি স্বেচ্ছাক্রমে চর্ম্মের ন্যায় এই সমস্ত লোককে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। উনি লোকের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানার্থ নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর সকল জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা অক্ষয় পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করে সে নিঃসন্দেহই অনায়াসে দুষ্কর বিষয় অতিক্রম করিতে পারে। যাঁহারা এই দুর্গাতিতরণ পাঠ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট কীর্ত্তন করেন এবং

অন্যান্য ব্যক্তিরে শ্রবণ করান তাঁহারাও দুস্তর বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। হে ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যেরা ইহলোকে ও পরলোকে যে প্রকারে দুস্তর বিষয় সমুত্তীর্ণ হইতে পারে, আমি তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অনেকানেক শান্তপ্রকৃতি পুরুষকে অশান্তের ন্যায় ও অনেকানেক অশান্ত প্রকৃতি পুরুষকে শান্তের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। আমি কিরূপে তাদৃশ ব্যক্তিদিগের যথার্থ প্রকৃতি অবগত হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে ব্যাঘ্র-গোমায়ু সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী পুরিকা নগরীতে পৌরিক নামে এক পরশ্রীকাতর ক্রূর স্বভাব নরপতি ছিলেন। তিনি কিয়দ্দিন পরে দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক আপনার কর্ম্মফলে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সমৃদ্ধি স্মরণ হওয়াতে যাহার পর নাই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সকল জীবের প্রতি দয়ালু, সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাকালে স্বয়ং নিপতিত ফল ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি শ্মশানে শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই খানেই অন্যান্য গোমায়ুগণের সহিত বাস করিতেন। জন্মভূমি স্নেহনিবন্ধন অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন নাই। একদা তাঁহার সজাতীয় শৃগালেরা তাঁহার বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার বুদ্ধি বৈপরীত্য

জন্মাইবার মানসে কহিল, ভাই! তুমি কি নির্ব্বোধ! তুমি নরমাংসলোলুপ শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক এই ঘোর-তর শ্মশান ভূমিতে বাস করিয়া শুদ্ধভাবে কালাতিপাত করিতে বাসনা করিতেছ? যাহা হউক, এক্ষণে বিশুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমান ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক মাংসভোজনে নিরত হও। আমরা তোমারে আহার সামগ্রী প্রদান করিব।

তখন সেই বিশুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শৃগাল স্বজাতীয়দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিত চিত্তে যুক্তিযুক্ত বচনে তাহা-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বন্ধুগণ! আমার মতে কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ইহা ন্যায়ানুগত নহে। চরিত্রই লোকের সাধুতা ও অসাধুতা সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে যাহাতে আমার যশ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয় আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। আমি এই ঘোরতর শ্মশান ভূমিতে বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ে আমার যে স্থির সিদ্ধান্ত আছে, তাহা শ্রবণ কর। আত্মা হইতেই কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল আশ্রমে অবস্থান করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয় না। যদি কেহ আশ্রম মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করে আর যদি কেহ আশ্রম ভিন্ন অন্য স্থানে গো দান করে, তাহা হইলে কি সেই ব্রহ্ম-হত্যাকারীরে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না এবং গোদান কর্ত্তার দান বৃথা হইবে? তোমরা লোভ বশত কেবল উদর পূরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকিয়া একে বারে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছ। পরিণামে যে সকল দোষ ঘটিবে মুগ্ধ ব্যক্তিরা তাহা

কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি এক্ষণে উভয়লোকে অসন্তোষ জনক অতি নিন্দনীয় ধর্ম্মহানিকর অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াই দুষ্প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইয়াছি।

হে ধর্ম্মরাজ! ঐ সময় এক প্রভূত পরাক্রমশালী শার্দ্দূল সেই শ্মশানে অবস্থান করিতেছিল। সে সেই বিশুদ্ধস্বভাব শৃগালের বাক্য শ্রবণে তাহারে অতি সচ্চরিত্র ও পণ্ডিত বিবেচনায় সাধ্যানুরূপ অর্চ্চনা করিয়া অমাত্য পদে অভিষেক পূর্ব্বক কহিল, মহাত্মন্! আমি তোমার প্রকৃতি অবগত হইয়াছি এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুরূপ আহার বিহার করিয়া আমার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর। আমরা অতি উগ্র স্বভাব অতএব তুমি আমার নিকট মৃদুতা অবলম্বন করিলে অনায়াসেই মঙ্গল লাভে সমর্থ হইবে।

তখন গোমায়ু সেই শার্দ্দূলের বাক্যে সমাদর করিয়া ঈষৎ নম্রবদনে কহিল মৃগেন্দ্র! আপনি যে ধর্ম্মার্থ কুশল বিশুদ্ধস্বভাব সহায় লাভের বাসনা করিয়াছেন ইহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আপনি অমাত্য ব্যতিরেকে অথবা প্রাণহন্তা দুষ্ট অমাত্যের সাহায্যে কখনই আধিপত্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন না। অনুরক্ত, নীতিজ্ঞ, দুরভিসন্ধি শূন্য, জিগীষা পরবশ, লোভ বিহীন, ছলগ্রাহী ও হিত সাধন তৎপর সহায়গণকে আচার্য্য ও পিতার ন্যায় পূজা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহাতে সন্তুষ্ট নহি সে রূপ কার্য্যানুষ্ঠানে আমার অভিরুচি নাই। আমি আপনার আশ্রমে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য বা সুখভোগ করিতে বাসনা করি না। আপনার পুরাতন ভৃত্যগণের স্বভাবের সহিত আমার স্বভাবের ঐক্য হইবে

না। তাহারা আমার নিমিত্ত দুশ্চরিত্র হইয়া নিশ্চয়ই আপনার সহিত আমার ভেদোৎপাদন করিয়া দিবে। মহৎব্যক্তির অধীনতাও শ্লাঘনীয় নহে। যে ব্যক্তি দীর্ঘ দর্শিতা ও উৎসাহ গুণে বিভূষিত হয় এবং অন্মকে ভূরি ভূরি দান ও পাপাত্মাদিগের প্রতি অনৌদ্ধত্য প্রকাশ করে সেই যথার্থ মহাত্মা। আমি মিথ্যা ব্যবহারে পারদর্শী বা অল্পে সন্তুষ্ট নহি এবং কখন কাহারও সেবা করি নাই। সুতরাং তাহাতে অভিজ্ঞ নহি। চিরকাল স্বেচ্ছানুসারে বনে ভ্রমণ করিয়াছি। রাজসন্নিধানে অবস্থান করিলে অন্যকৃত নিন্দা নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিতে হয় আর বনবাসীদিগের সহিত বাস করিলে নির্ভয়ে ব্রতচর্য্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়। ভৃত্যগণ ভূপতির আহ্বান শ্রবণে যে রূপ ভয় অনুভব করে সন্তুষ্টচিত্ত ফলমূলাহারী বনচারিগণ কখনই সে রূপ ভয়ে ভীত হন না। অনায়াসলব্ধ জল ও ভয়সঙ্কুল সুস্বাদু অন্ন এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে যাহাতে ভয়ের বিষয় নাই তাহাই সুখাবহ। ভৃত্যগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই মিথ্যাপবাদে দূষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অতি অল্প লোকই যথার্থ দোষে দূষিত হয়। যাহা হউক, যদি আপনি নিতান্তই আমারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আপনার যেরূপ ব্যবহার করিতে হইবে অগ্রে তাহা নির্দ্ধারিত করুন। রাজন্! আমি যে হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিব আপনারে তাহা সমাদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে হইবে এবং আপনি যে বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন কদাচ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমি কখনই আপনার অন্যান্য অমাত্যগণের

সহিত মন্ত্রণা করিব না। তাহা হইলে তাহারা মহত্বকামনায় আমার উপর বৃথা দোষারোপ করিবে। অতএব আমি কেবল নির্জ্জনে আপনার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিব। আপনার জ্ঞাতিকার্য্য উপস্থিত হইলে আপনি আমারে হিতাহিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না এবং ক্রোধভরে আমার প্রতি বা আমার সহিত মন্ত্রণার পর অন্যান্য মন্ত্রিগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন না।

শৃগাল এইরূপ কহিলে শার্দ্দূল তাহার বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহারে অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিল। তখন শার্দ্দূলের পূর্ব্বতন ভৃত্যগণ শৃগালের সমাদর দর্শনে সকলে সমবেত হইয়া পদে পদে তাহার বিদ্বেষাচরণ করিতে লাগিল। ঐ দুরাত্মারা গোমায়ুর মন্ত্রণাবলে মাংস হরণে অসমর্থ হইয়া আপনাদের উন্নতি বাসনায় প্রথমতঃ মিত্রভাবে তাহারে সান্ত্বনা ও প্রসন্ন করিয়া প্রভূততর ঐশ্বর্য্য প্রদান ও বিবিধ প্রলোভন বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বহুদর্শী শৃগাল কোন রূপেই ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইল না। তখন তাহারা শৃগালের বিনাশ বাসনায় একত্র হইয়া শার্দ্দূলের আহারার্থ সমাহৃত উৎকৃষ্ট মাংসরাশি লইয়া শৃগালের গৃহে অবস্থাপন করিল। ভেদবুদ্ধি পরাঙ্মুখ শৃগাল আপনার গৃহে সেই মাংস দর্শন করিয়া উহা কি নিমিত্ত সমানীত হইয়াছে তাহা সবিশেষ অবগত হইয়াও বন্ধুবিচ্ছেদভয়ে প্রকাশ করিল না।

অনন্তর শার্দ্দূল ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল, কিন্তু আহার সম্পাদনার্থ সমাহৃত মাংসের

কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। তখন সে ক্রোধভরে কহিল, অমাত্যগণ! যে দুরাত্মা আমার মাংস অপহরণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। তখন ধূর্ত্তেরা শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, মৃগরাজ! আপনার প্রাজ্ঞাভিমানী মন্ত্রীই সেই মাংস অপহরণ করিয়াছেন। শার্দ্দূল তাহাদের মুখে শৃগালের সেই অবিবেচনার কার্য্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহারে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইল। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মৃগরাজ! আপনার মন্ত্রী শৃগাল আমাদের সকলেরই জীবিকা বিলুপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা যখন আপনার সহিত এই রূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন সে সকল অকার্য্যই করিতে পারে। আপনি আমাদের মুখে পূর্ব্বে তাহার স্বভাবের বিষয় যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। তাহার বাক্য ধার্ম্মিকের ন্যায়, কিন্তু তাহার স্বভাব অতি ভয়ঙ্কর। ঐ কপটধর্ম্মপরায়ণ পাপস্বভাব দুরাত্মা স্বীয় ভোজন ব্যাপার সমাধানের নিমিত্তই পরিশ্রম সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিল। যদি এই উপস্থিত বিষয়ে আপনার অবিশ্বাস জন্মে তবে আপনি ঐ বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। শার্দ্দূলের পূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এই বলিয়া শৃগালের গৃহস্থিত মাংসভার আনয়ন পূর্ব্বক রাজারে প্রদর্শন করিল। তখন শার্দ্দূল স্বচক্ষে সেই শৃগালের গৃহস্থিত মাংস অবলোকন করিয়া রোষাকুলিত লোচনে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণকে কহিল, তোমরা অবিলম্বে ঐ দুষ্ট শৃগালকে বিনাশ কর।

ঐ সময় শার্দ্দূল জননী তাহার এই অনুজ্ঞা শ্রবণগোচর

করিয়া তাহারে হিতোপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি তোমার এই সমস্ত পূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের কপট বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। অসাধু ব্যক্তিরা সাধুদিগকে কার্য্যদোষে দূষিত করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের স্বভাবই এই যে, তাহারা অন্যের উন্নতি সহ্য করিতে পারে না। শত্রুতা স্বকার্য্যনিরত বিশুদ্ধ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরও দোষোৎপাদন করিয়া থাকে। তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা লুব্ধপ্রকৃতিদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের, ধনিগণ দরিদ্রদিগের ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিকদিগের এবং স্বরূপেরা বিরূপদিগের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। অনেকানেক লুব্ধস্বভাব কাণ্ডজ্ঞান শূন্য কপট পণ্ডিতেরা বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও দোষোদ্ঘোষণ করেন। তুমি তোমার মন্ত্রী শৃগালকে মাংস প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ করে না, আজি যে সে তোমার অসাক্ষাতে মাংস অপহরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব অগ্রে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা তোমার কর্ত্তব্য। এই জগতে অনেকানেক অসভ্য লোক সভ্যের ন্যায় এবং অনেকানেক সভ্য লোক অসভ্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাদের স্বভাবের সবিশেষ পরীক্ষা করিবেন। নভোমণ্ডলকে কটাহের ন্যায় এবং খদ্যোতকে হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিশীল দেখা যায়; কিন্তু বস্তুত আকাশে কটাহ ও খদ্যোতে হুতাশন নাই। অতএব প্রত্যক্ষ বস্তুরও

সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা করিয়া যে বস্তুর যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়, তন্নিমিত্ত আর অনুতাপ করিতে হয় না।

হে বৎস! অধীনস্থ ব্যক্তিরে বিনাশ করা প্রভুর পক্ষে সুকঠিন নহে; কিন্তু তাহার ক্ষমাগুণই প্রশংসনীয় ও যশস্কর। তুমি তোমার সুহৃৎ শৃগালকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে সংস্থাপন করিয়াছ বলিয়া এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে তোমার বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে; সৎপাত্র লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন; অতএব তুমি কদাচ মন্ত্রীর প্রাণ দণ্ড করিও না। যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ লোককে অন্যের আরোপিত দোষে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে, সেই নির্ব্বোধকে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিত অমাত্যগণও দোষে লিপ্ত হইয়া থাকে।

শার্দ্দূলের মাতা তাহারে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতেছে, এমন সময় শৃগালের এক পরম ধার্ম্মিক চর উপস্থিত হইয়া শৃগালের শত্রুপক্ষ যেরূপ কপটজাল বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় শার্দ্দূলের নিকট নিবেদন করিল। তখন মৃগরাজ শার্দ্দূল গোমায়ুর সচ্চরিত্রতার বিষয় শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া শৃগালকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নীতিশাস্ত্র বিশারদ শৃগাল চৌরাপবাদ নিবন্ধন একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রায়োপবেশন বাসনায় শার্দ্দূলের অনুমতি প্রার্থনা করায়, শার্দ্দূল গোমায়ুর বাক্য শ্রবণে প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাহারে পুনরায় পূজা করিয়া বারংবার সেই

অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করিতে লাগিল। তখন শৃগাল শার্দ্দূলকে আপনার উপর নিতান্ত স্নেহপরতন্ত্র দেখিয়া প্রণতি পুরঃসর বাষ্পগদগদ বচনে কহিল, মৃগরাজ! আপনি অগ্রে আমার বিলক্ষণ সমাদর করিতেন, এক্ষণে আমারে যাহার পর নাই অবমানিত করিয়াছেন, সুতরাং আর আমি আপনার নিকট অবস্থান করিতে পারি না। যে সমস্ত ভৃত্যেরা অসন্তুষ্ট স্বপদপরিভ্রষ্ট, অবমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রতারিত, দুর্ব্বল, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, অভিমানী, নির্দ্দয়, সতত সন্তপ্ত ও ব্যসনাসক্ত হয় এবং যাহারা নিরন্তর প্রভুর অন্তরালে অবস্থান করে, তাহারা সকলেই শত্রুতুল্য। তাহারা কখনই প্রভুর প্রতি প্রীত হয় না। আমি এক্ষণে অবমানিত ও স্বপদ পরিভ্রষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আপনি আমারে আর কি রূপে বিশ্বাস করিবেন আর আমিই বা কি রূপে আপনার নিকট অবস্থান করিব। আপনি আমারে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিই আবার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সভামধ্যে একবার যাহারে সচ্চরিত্র বলিয়া আদর করেন, তাহার দোষ প্রখ্যাপন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অবমানিত হইয়াছি সুতরাং আপনি আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আপনি আমারে বিশ্বাস করিলে আমারও বিলক্ষণ উদ্বেগ জন্মিবে। বিশেষত আপনি আমা হইতে ও আমি আপনা হইতে নিরন্তর শঙ্কিত থাকিলে অনেকেই আমাদিগের রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন, একবার যে ব্যক্তি

বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ সম্পাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিরে সন্তুষ্ট করিতে হইলে নানাবিধ ছল প্রকাশ করিতে হয়। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহার সহিত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারে আয়ত্ত করা এবং যে ব্যক্তি একান্ত অনুরক্ত, তাহারে বিযোজিত করা উভয়ই সুকঠিন। বিরক্ত ব্যক্তিরে পুনরায় আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে, তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই। কোন ভৃত্যই স্বার্থ শূন্য হইয়া ভর্ত্তার হিত সাধন করে না। সকলেই স্বার্থ সাধন তৎপর। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি যথার্থ হিতবুদ্ধি নিতান্ত দুর্লভ সন্দেহ নাই। যে রাজার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, তিনি লোকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এক শত লোকের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র কার্য্যক্ষম ও নির্ভীক হইয়া থাকে। লোকের বুদ্ধিলাঘব নিবন্ধনই অকস্মাৎ অধিকার লাভ, অধিকার পরিত্যাগ, শুভাশুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও মহত্ত্ব প্রাপ্তির বাসনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। জ্ঞানবান্ শৃগাল শার্দ্দূলকে এই রূপে ধর্ম্মকামার্থসঙ্গত উপদেশ প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে কলেবর পরিত্যাগ ও স্বর্গ লাভ করিল।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন্ কোন্ কার্য্য নরপতিদিগের কর্ত্তব্য? তাঁহারা কি করিলে সুখ লাভ করিতে পারেন? তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! রাজাদিগের যে যে কার্য্য

কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের সুখ লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিবার উপলক্ষে আমি এক উষ্ট্রের ইতিহাস অবিকল কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্যযুগে এক জাতিস্মর বিপুল উষ্ট্র অরণ্যমধ্যে কঠোর নিয়ম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল, ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা শত যোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক। ভগবান্ কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও প্রার্থিত বর লাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন অবধি এক দিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্ত চিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু সমুত্থিত হইল। তখন ঐ নির্ব্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহা-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্ব্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দ্দশা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া এক বার ঊর্দ্ধে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করত উহা সঙ্কুচিত

করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া বৃষ্টিবর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! সেই দুর্ব্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব তুমি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ হও। মহাত্মা মনু বুদ্ধিরেই জয়লাভের মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কার্য্যসাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও পাদচার প্রভৃতি অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিতেন্দ্রিয় কার্য্যদক্ষ পুরুষেরাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। মনুর মতে গূঢ় মন্ত্রণাশ্রবণনিরত, সহায় সম্পন্ন অর্থলোলুপ ব্যক্তিরা বুদ্ধিবলেই জয় লাভ করিয়া থাকে। যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহাদিগেরই অর্থ লাভ হয়। সহায় সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বতন বিধিদর্শী সাধু লোকেরা যেরূপ কহিয়া গিয়াছেন, আমি শাস্ত্রানুসারে তোমারে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম; এক্ষণে তুমি বুদ্ধি পূর্ব্বক সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! সহায়হীন রাজা দুর্লভ রাজ্য লাভ করিয়া প্রবল শত্রুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে সাগর ও নদীগণের সংবাদনামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি,

শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দানবগণের আশ্রয়ভূত নদীনাথ সমুদ্র সংশয়যুক্ত হইয়া নদীগণকে কহিয়াছিলেন, হে স্রোতস্বতীগণ! তোমরা প্রবাহ দ্বারা অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে মূল ও শাখার সহিত উন্মূলিত করিয়া আনয়ন করিতেছ কিন্তু তোমাদিগকে কদাপি একটিও বেতস আনয়ন করিতে দেখি নাই, ইহার কারণ কি? তোমাদিগের কুলসম্ভূত বেতস সকল অসার ও অল্পাকার বলিয়া কি তোমরা ঐ সমুদায়কে অবজ্ঞা কর অথবা উহারা তোমাদিগের কোন কার্য্য সাধন করে বলিয়া উহাদের উন্মূলনে বিরত হও। যাহা হউক, এক্ষণে তোমরা কি নিমিত্ত একবারও বেতস আনয়ন কর না, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। তখন ভাগীরথী সদর্থসম্পন্ন যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সাগরকে কহিলেন, নাথ! অন্যান্য পাদপগণ এক স্থানে স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আমাদিগের প্রতিকূলাচরণ করে, কিন্তু বেতসেরা সে রূপ নহে। তাহারা নদীবেগ সমাগত দেখিবামাত্র অবনত হয় এবং প্রবাহ অতিক্রান্ত হইলেই স্বস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে কালজ্ঞ, সঙ্কেতজ্ঞ, বশ্য, অনুদ্ধত ও অনুকূল বলিয়া উন্মূলিত করি নাই। ফলত যে সকল ওষধি, পাদপ ও গুল্ম বায়ু বা জলের বেগে অবনত হয়, তাহাদিগকে উন্মূলিত হইতে হয় না।

হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ঐ রূপ প্রবল শত্রুর তেজোহ্রাস হইবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উহা অসহ্য জ্ঞান করে, তাহার অচিরাৎ বিনাশ লাভ হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ লোকেরা আপনাদিগের ও শত্রুগণের সার, অসার ও বলবীর্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অবসন্ন

হইতে হয় না। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা শত্রুরে পরাক্রান্ত দেখিলেই তাহার নিকট বেতসের ন্যায় নম্র হইবেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মৃদু স্বভাব সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তি সভামধ্যে উগ্র স্বভাব প্রগল্ভ মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কি রূপ ব্যবহার করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রোষাবিষ্ট না হইয়া নির্ব্বোধের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমুদায় পুণ্য লাভ এবং তাহাতে আপনার সমুদায় পাপ সঞ্চার করিতে পারেন। অতএব মন্দ ব্যক্তিরে টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষ স্বরে তিরস্কার করিতে দেখিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য! যে ব্যক্তি লোকের বিরাগভাজন হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল। "আমি সভামধ্যে অমুক মান্য ব্যক্তিরে এই কথা কহিয়া তিরস্কার করিলে সে লজ্জিত ভাবে বিষন্ন বদনে মৃতকল্প হইয়া রহিল" মূঢ় ব্যক্তিরা এই বলিয়া নিয়ত আপনাদিগের পাপ কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐরূপ নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্যে যত্ন পূর্ব্বক উপেক্ষা প্রদর্শন করাই উচিত। নির্ব্বোধেরা যাহা বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্যমধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। পাপাত্মারা যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে

পারিত, তাহা হইলেই তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু যেমন এক জনকে তুমি মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হও বলিলেই সে প্রাণ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহার দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ময়ূর যেমন আপনার গুহ্য প্রদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তি সাধুগণের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনার জারজত্ব প্রকাশ করিয়াও লজ্জা বোধ করে না।

যাহার পক্ষে কিছুই অবাচ্য ও অকার্য্য নাই, তাহার সহিত বাক্যালাপ করাও সাধু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষে লোকের গুণ ব্যাখ্যান ও পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, সে কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মপরিভ্রষ্ট, তাহার দান ও হোম কার্য্য কোন ক্রমেই ফলোপধায়ক হয় না। বিচক্ষণ ব্যক্তি অখাদ্য কুক্কুরমাংসের ন্যায় ঐ রূপ পাপাত্মা নীচাশয় ব্যক্তির সংশ্রব অবিলম্বেই পরিহার করিবেন। দুরাত্মারা মহতের অপবাদ ঘোষণা করিয়া আপনারই দোষ প্রখ্যাপন করে। যে ব্যক্তি ঐ রূপ নিন্দকের প্রতিকার করিবার প্রত্যাশা করে, তাহারে ভস্মরাশিমধ্যে নিপতিত গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখে নিমগ্ন হইতে হয়। যে ব্যক্তি সতত লোকাপবাদে নিরত থাকে, অশান্ত প্রকৃতি উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর শালাবৃকের ন্যায় ও প্রচণ্ড কুক্কুরের ন্যায় তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্ছৃঙ্খল, অবিনয়ী, পালপরায়ণ, শত্রুতাচরণে তৎপর, অশুভ কার্য্যে নিরত পাপাত্মারে ধিক্। যদি কোন সাধু ব্যক্তি ঐ দুরাত্মাদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া

প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে " তুমি উহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না " বলিয়া তৎকালে তাঁহারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিরা মহতের সহিত নীচের সমাগম নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মূর্খ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে লোকের গাত্রে চপেটাঘাত, ধূলি ও তুষ নিক্ষেপ এবং দশনে দশন নিপীড়ন পূর্ব্বক তাহারে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে মহাত্মা লোকসমাজে দুর্জ্জনকৃত ভর্ৎসনায় উপেক্ষা করিতে পারেন এবং যিনি এই সমস্ত হিতোপদেশ সতত পাঠ করেন, তাঁহারে কখনই পরনিন্দাজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি বহুদর্শী ও আমাদিগের কুলের উন্নতিসাধক। আপনি দুরাত্মাদিগের দুর্ব্বাক্যদোষ সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আর কএকটী বিষয়ে আমার যে সন্দেহ আছে, তাহাও আপনারে ভঞ্জন করিতে হইবে। কিরূপে পুত্রপৌত্রগণের সন্তোষ ও রাজ্যের উন্নতিসাধন, বংশের সুখ বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মঙ্গল লাভ এবং অন্নপানাদি দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্য সাধন করা যায়। নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত ও মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কি রূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিবেন? যিনি অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুরাগ বশত অসজ্জনের সেবায় অনুরক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভৃত্যগণকে প্রকোপিত করেন, তিনি সুখ লাভে সমর্থ হন কি না? আর রাজা ভৃত্য বিহীন হইয়া একাকী কখনই রাজ্য শাসন করিতে পারেন না; অতএব কি রূপে

কুলশীল সম্পন্ন ভৃত্যগণকে লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে?

হে পিতামহ! আপনি বৃহস্পতি সদৃশ ধীশক্তি সম্পন্ন; অতএব দুর্জ্জেয় রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা আমার এই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনি আমাদিগের বংশের হিতসাধনে তৎপর ও ধর্ম্মোপদেষ্টা, মহাত্মা বিদুরও সতত আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনার নিকট বংশ ও রাজ্যের হিতকর কথা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া চিরকাল পরম সুখে নিদ্রানুভব করিতে পারিব।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! রাজা একাকী কখন রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। সহায়বল ভিন্ন কোন ব্যক্তিই অর্থ লাভ করিতে পারে না। যদিও কথঞ্চিৎ অর্থ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন হয়। যাহার ভৃত্যগণ জ্ঞানবৃদ্ধ, হিতৈষী, সৎকুলসম্ভূত ও স্নিগ্ধস্বভাব, যাঁহার অমাত্যগণ সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান, সদুপদেশ প্রদান, কালাকাল বিবেচনা ও ভাবী বিষয়ের সঙ্ঘটন করে, এবং অতীত বিষয়ের জন্য অনুতাপিত ও উৎকোচাদি দ্বারা অন্যের বশীভূত না হয়, যাঁহার সহায়গণ সমদুঃখসুখ সত্যবাদী হিতকারী ও অর্থ চিন্তায় তৎপর এবং যাঁহার জনপদমধ্যে প্রজাগণ নীচাশয়ত্ব পরিত্যাগ ও সৎপথাবলম্বন পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করে, তিনিই যথার্থ রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার ধনাগার ও ধান্যাদি রক্ষার স্থান সতত কোষবর্দ্ধনতৎপর বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়, তিনি অচিরাৎ সমৃদ্ধিশালী হন। যাঁহার নগরে

অর্থী প্রত্যর্থীর বিচার যথার্থ রূপে হইয়া থাকে এবং যিনি রাজধর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ ও মানবগণকে আপনার বশে আনয়ন পূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি ষড়্‌বর্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারই ধর্ম্মফল ভোগ হইয়া থাকে।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহর্ষিগণ জমদগ্নিপুত্র পরশু-রামের নিকট এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তপোবনে উহা শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে এই উপলক্ষে সেই সাধুদিগের নিদর্শন স্বরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করি-তেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি দীক্ষানিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায় সম্পন্ন ও উপবাস পরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তু সমুদায় সেই অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাব দর্শনে বিশ্বস্ত চিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত-মাতঙ্গ, দ্বীপী, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুক্কুর বাস করিত। ঐ কুক্কুর ফলমূলাহারী, উপবাস নিরত, দুর্ব্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিত না। সতত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত তাঁহার পাদমূলে উপ-বিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া

মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার লাভার্থ শৃক্কণী লেহন, পুচ্ছ আস্ফোটন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনকে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন, কুক্কুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমারে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমারে অভয় প্রদান করুন।

তখন সর্ব্ব জীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুক্কুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহারে কহিলেন বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গ প্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহারে ভীত দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দ্দূলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমা-

গত ব্যাঘ্র দ্বীপীরে শার্দ্দূলের ন্যায় অবলোকন করিয়া তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে ব্যাঘ্রত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় বন্য জন্তু সমুদায় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিত-মাংসে আপনার তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক পর্ণকুটীরসমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় এক বিশাল বিষাণ-সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত মাতঙ্গ তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্ব্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীত চিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহারে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহারে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীত চিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন ও পদ্ম-বনে পর্য্যটন করত বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুলকালান্তক গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজিবিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎ-ক্ষণাৎ তাহারে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্যজাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না।

আগন্তুক সিংহ তাহারে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভ পূর্ব্বক সিংহ ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রম-মধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু সকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবিত রক্ষার্থ তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্ব্বপ্রাণিবিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিত লোলুপ অষ্টপাদ ঊর্দ্ধনেত্র বন্য শরভ ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীতমনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুক্কুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবন রক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই শরভের বন্য ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে সতত প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দ্দান্ত শরভ বলবতী শোণিততৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিরে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোবললব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি

অবগত হইয়া উহারে কহিলেন, অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপিত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোরে ক্রমশ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমারেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্; অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বতন কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হ। মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্ট প্রকৃতি শরভ অচিরাৎ পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্ব্বার স্বীয় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহারে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। অতএব নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণের সত্য, শৌচ, সরলতা, প্রকৃতি, বিদ্যা, চরিত্র, কুল, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বলবীর্য্য ও ক্ষমা গুণের পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিবেন। পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমাত্যপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, যে রাজা প্রতিনিয়ত অসৎকুলসম্ভূত জনগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি কখনই সুখ ভোগে সমর্থ হন না। সৎকুলোদ্ভব সাধু ব্যক্তিরা ভূপতি কর্ত্তৃক বিনাপরাধে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহার অনিষ্টচিন্তা করেন না, কিন্তু অসদ্বংশসম্ভূত প্রাকৃত পুরুষেরা সাধুদিগের নিকট দুর্লভ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও তাঁহা-

দিগের শক্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়; অতএব যে ব্যক্তি সতত আপনার প্রভু ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য কামনা করেন ও যাহা পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগকে আশ্রয় প্রদান করাই যাঁহার প্রধান কার্য্য, যিনি কদাচ অসাধু-জনের সহিত একত্র বাস করেন না এবং যিনি সৎকুলসম্ভূত, সুশিক্ষিত, সহিষ্ণু, স্বদেশজাত, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, দেশকালজ্ঞ, লোকরঞ্জনতৎপর, স্থিরচিত্ত, হিতৈষী, আলস্য শূন্য, স্বকার্য্যনিরত, সন্ধিবিগ্রহবিশারদ, ত্রিবর্গবেত্তা, শক্রুসৈন্য বিদারণসমর্থ, ব্যূহতত্ত্বজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, বলহর্ষণবেত্তা, হস্তিশিক্ষাসুনিপুণ, অহঙ্কার শূন্য, অনুকূল, নীতিপরায়ণ, শুদ্ধস্বভাব, প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও দেশকালজ্ঞ, তাঁহারেই মন্ত্রি পদে অভিষেক করা কর্ত্তব্য। যে রাজা ঐরূপ ব্যক্তিরে মন্ত্রিপদ প্রদান পূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করেন, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রমার আলোকের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

যে রাজা শাস্ত্রবিশারদ, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রজাপালন তৎপর, ধীরস্বভাব, অমর্ষ পরায়ণ, শুদ্ধপ্রকৃতি ও উগ্র, যিনি অবসর ক্রমে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে পারেন ; যিনি বৃদ্ধগণের শুশ্রূষাতৎপর, জ্ঞানবান্, গুণগ্রাহী, বিচারপটু, মেধাবী, জিতে-ন্দ্রিয় ও প্রিয়বাদী, যিনি নীত্যনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যিনি অপকারী ব্যক্তির প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন এবং স্বহস্তে দানও গ্রহণ করেন, যিনি পরম শ্রদ্ধাবান্, প্রিয়দর্শন, নিরহঙ্কার ও হিতানুষ্ঠান নিরত, যাঁহার অমাত্য অতি বিশ্বস্ত, যিনি সতত দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ নিবারণ ও বিবেচনা পূর্ব্বক

কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি অমাত্যেরা কোন শুভ-জনক কার্য্য সাধন করিলে তাঁহাদিগের সবিশেষ উপকার করেন, ভৃত্যগণ যাঁহার প্রতি প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করে; যাঁহার বিলক্ষণ লোক সংগ্রহ আছে, যিনি সততই ভৃত্যগণ ও প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং চরগণের সাহায্যে গূঢ় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করেন; আর যিনি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে একান্ত নিরত, তিনি সকলের প্রার্থনীয় ও সমাদরভাজন হন।

গুণবান্ যোদ্ধা সংগ্রহ করা রাজার অতিশয় আবশ্যক। যোদ্ধারা গুণশালী হইলে ভূপতিরে রাজ্য রক্ষা বিষয়ে সবি-শেষ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। যে রাজা নিরন্তর অভ্যুদয় লাভের অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ যোদ্ধৃবর্গের অবমাননা করিবেন না। যে রাজার অধিকারে সমর দক্ষ, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অসংখ্য পদাতি, রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য থাকে, তিনিই সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিতে সমর্থ হন। আর যে রাজা সমস্ত দ্রব্যের সংগ্রহে নিতান্ত ব্যগ্র, উদ্‌যোগী ও বহুমিত্রসম্পন্ন হন, তাঁহারেই প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যে মহীপাল কুক্কুরের ন্যায় নীচ ভৃত্যগণকে নীচ কার্য্যে নিযোজিত করেন, তিনি সুখে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। কুক্কুরকে উচ্চপদ প্রদান করিলে সে প্রতিনিয়তই প্রমত্ত হইয়া থাকে; অতএব উত্তম জাতি ও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন স্বকার্য্য সাধননিরত ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অযোগ্য পাত্রে উচ্চপদ

প্রদান করা কোন রূপেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্যে নিযোজিত করেন, তিনি স্বচ্ছন্দে সতত সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। শরভকে শরভের পদে, সিংহকে সিংহের পদে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের পদে, এবং দ্বীপীকে দ্বীপীর পদে নিযোজিত করাই কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি ভৃত্যগণকে স্ব স্ব অনুরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। যে রাজা আপনার কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল ভোগ ও প্রজারঞ্জন করিতে অভিলাষ করেন, তিনি কদাচ অনুপযুক্ত ভৃত্যকে উৎকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। মূর্খ, অপ্রাজ্ঞ, ক্ষুদ্রাশয়, অজিতেন্দ্রিয় ও দুষ্কুলসম্ভূত মনুষ্যকে রাজ্যসম্পর্কীয় কার্য্যে নিয়োগ করা গুণগ্রাহী ভূপতির কদাপি বিধেয় নহে। সাধু, সৎকুলসম্ভূত, মহাবল পরাক্রান্ত, জ্ঞানবান্, অসূয়াশূন্য, উন্নতাশয়, বিশুদ্ধপ্রকৃতি ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যকেই পার্শ্বচর করা বিজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য। যে সকল লোক কার্য্যতৎপর, শান্তস্বভাব, অনুগত ও বিবিধ নৈসর্গিক গুণগ্রামে সমলঙ্কৃত এবং যাহারা আপনার কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, নরপতি তাহাদিগকেই আপনার প্রাণ সদৃশ বিবেচনা করিবেন। সিংহকে পার্শ্বচর করা সিংহের কর্ত্তব্য। আর যে সিংহ নয়, সে যদি সতত সিংহের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার সিংহেরই ন্যায় ফল লাভ হয়। কিন্তু সিংহ যদি কুকুরদিগের সহবাস করত সিংহের কার্য্য নিরত হয়, তাহা হইলে সে কদাচ সিংহের ন্যায় ফল ভোগ করিতে পারে না। ঐ রূপ যে রাজা প্রতিনিয়ত বহুদর্শী, শূর ও সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিদিগের সহবাস করিয়া থাকেন, তিনিই সমস্ত পৃথিবী

অধিকার করিতে সমর্থ হন। যাহারা মূর্খ, কুটিলস্বভাব ও দরিদ্র, তাহাদিগকে স্বীয় পার্শ্বে স্থান দান করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। স্বামীর হিতপরায়ণ ব্যক্তিরা শরের ন্যায় অপরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিয়া থাকে। অতএব যে সমস্ত ভৃত্য হিতকারী, রাজা সতত তাহাদিগের প্রতি সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিবেন। মহীপালগণের নিরন্তর যত্নসহকারে কোষ রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষই তাঁহাদিগের সমুদায় উন্নতির মূল; অতএব যাহাতে কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার কোষ্ঠাগার নিরন্তর প্রভূত ধান্যে পরিপূর্ণ ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হউক। তুমি ধনধান্যশালী হইয়া সুখে কাল যাপন কর। তোমার ভৃত্যগণ প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়সম্পন্ন, সমরদক্ষ ও অশ্বারোহণে পটু হউক আর তুমি মিত্রমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া সতত জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের তত্ত্বাবধারণ এবং পুরবাসিগণের হিতানুসন্ধানে তৎপর হও। আমি তোমার নিকট কুকুরের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাগণের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ আছে?

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্মার্থবেত্তা পূর্ব্বতন রাজাদিগের আচরিত সাধুসম্মত বিবিধ রাজধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে তাহার সারাংশ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সমুদায় প্রাণীদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করাই রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যে রূপে

লোকদিগকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ময়ূর যেমন নানাবিধ পক্ষ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ নরপতিও বিবিধ রূপ ধারণ করিবেন। যে রাজা ক্রূরতা, কুটিলতা, ভীষণতা, সত্য, সরলতা ও তেজঃ প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিত হন, তিনি নিশ্চয়ই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে কার্য্য সাধন সময়ে যেরূপ রূপ ধারণ করিলে হিত হইবার সম্ভাবনা, সেই কার্য্য সাধন সময়ে সেই রূপ রূপ ধারণ করা রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহুরূপধারী নরপতি অতি সূক্ষ্ম অর্থ সাধনেও অসমর্থ হন না। শরৎকালীন শিখীর ন্যায় মূকভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা গোপন, অল্পবাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ, মন্ত্রভেদাদি কার্য্য পরিত্যাগ ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা অর্থ সংগ্রহ করিতে বাসনা করেন, তিনি ধর্ম্মের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া স্বীয় ক্রূরত্বাদি দোষ গোপন রাখিবেন এবং প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড ও অপ্রমত্ত হইয়া প্রজাগণের আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিবেন। স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার, অশ্বাদি সঞ্চারণ দ্বারা শত্রুগণের শস্য ক্ষয় ও আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ নরপতি সহায় সম্পন্ন হইয়াই বিক্রম প্রকাশ, শত্রুগণের দোষ উদ্ঘোষণ ও তাহাদিগকে নিপীড়ন করিবেন। অন্য প্রদেশ হইতে আরণ্য কুসুমের ন্যায় অর্থ আহরণে প্রবৃত্ত হইবেন। সমৃদ্ধিশালী মহাবল পরাক্রান্ত নরেন্দ্রগণের দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া ছল সহকারে দুর্গে প্রবেশ ও গোপনে যুদ্ধ করিয়া ভূপতিগণের প্রাণ সংহার করিবেন। বর্ষাকালীন ময়ূরের ন্যায়

অদৃশ্যভাবে রজনীযোগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিবেন, কদাচ বর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; স্বয়ং আত্ম-রক্ষায় যত্নবান্ থাকিবেন এবং যাঁহাতে পরকীয় চরগণের মায়াজালে নিপতিত হইতে না হয়, সতত এরূপ চেষ্টা করিবেন। শত্রু সম্পর্কীয় চরদিগের কপট জাল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নিপতিত হইলে রাজারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যাহাতে উহাদের ঐ কপটতা প্রকাশ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কুটিলস্বভাব ক্রুদ্ধ শত্রুগণকে বিনাশ, নটনর্ত্তকাদির পুর হইতে নির্বাসন ও দৃঢ়-মূল স্বীয় অমাত্যগণকে যত্ন সহকারে রক্ষা করা আবশ্যক। বুদ্ধিমান্ ভূপতি ময়ূরের ন্যায় আত্মপক্ষ বিস্তার এবং গহন-বনে প্রবিষ্ট পতঙ্গগণের ন্যায় শত্রুরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা আক্রমণ করিবেন।

যত্ন সহকারে রাজ্যপালন ও নীতি অবলম্বন করা বিচক্ষণ ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্মবুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ও পরবুদ্ধি দ্বারা উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করা আবশ্যক। শাস্ত্র-বুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সন্ধি-স্থাপন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন, পরাক্রম প্রকাশ ও স্বীয়বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বভাবত শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ ও কার্য্যা-কার্য্য বিবেচক, তাঁহাদিগকে নিগূঢ়বুদ্ধি পণ্ডিতগণের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে এক বার নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়া জন-

সমাজে নিন্দিত হইলে অচিরাৎ সলিলনিক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহের ন্যায় পুনরায় স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন।

কি আপনার কি অন্যের সকলেরই কার্য্য সমুদায় শাস্ত্রানুসারে সম্পাদন করা ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থবিধানজ্ঞ মহীপাল সুশীল, প্রাজ্ঞ, বীর ও বলবান্‌দিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন। ধর্ম্মের অবিরোধে সমুদায় লোকের প্রিয় আচরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজাগণ যে রাজারে আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করে, তাঁহারে পর্ব্বতের ন্যায় স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ব্যবহার সময়ে প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাই নরপতির প্রধান কার্য্য। কুলধর্ম্মজ্ঞ, দেশধর্ম্মবেত্তা, মৃদুভাষী, হিতৈষী, জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, সুশিক্ষিত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রৌঢ়াবস্থ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগের প্রতি সমুদায় কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। ভূপতিগণ এইরূপে কার্য্যের গতি নিরূপণ পূর্ব্বক চরগণের সহিত মিলিত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে কালহরণ করিবেন। যে রাজার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও আয় ব্যয় নিরূপণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহারেই বিপুল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে রাজা প্রকাশ্য রূপে অনুগ্রহ প্রদর্শন, ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধান এবং সতত আত্মরক্ষা ও রাজ্য পালন করেন, তিনিই যথার্থ রাজধর্ম্মজ্ঞ। নরপতি কিরণজালমণ্ডিত সমুদিত দিবাকরের ন্যায় প্রত্যহ স্বয়ং পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমুদায় সমাচার অবগত হইবেন। লোকে যেমন গাভী দোহন করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান

রাজা প্রত্যহ পৃথিবী হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন। উপযুক্ত সময়ে প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ ও অর্থলাভবিষয় গোপন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। মধুকরগণ যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, রাজাও তদ্রূপ ক্রমশ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ নরপতি সহজে সঞ্চিতার্থ ব্যয় করেন না। সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ও কামের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। অল্প অর্থে তাচ্ছীল্য প্রকাশ, শত্রু-দিগের প্রতি অবজ্ঞা ও নির্ব্বোধের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে আপনার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করা রাজাদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

ধৈর্য্য, দক্ষতা, লোভাদি সংযম, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীরের পটুতা, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য এবং সাবধানে দেশকাল পর্য্যবেক্ষণ এই আটটি অল্প বা প্রভূত অর্থের বৃদ্ধির হেতু। হুতাশন অল্পমাত্র হইলেও ঘৃত সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং বীজ একমাত্র হইলেও সহস্র অঙ্কুর উৎপাদন করে; অতএব প্রভূত আয়-ব্যয়শালী ব্যক্তির অল্পমাত্র ধনেও সাবধানতা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শত্রু বালক, যুবা ও বৃদ্ধ যেরূপ হউক না কেন প্রমত্ত পুরুষের বিনাশ সাধনে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে আর শত্রু কালসহকারে সুসম্পন্ন হইলে রাজাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে নরপতি কালজ্ঞ, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। বিদ্বেষপরবশ শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্ই হউক, চেষ্টা করিলেই বিপক্ষের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও বীর্য্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়; অতএব যে রাজার শত্রু আছে, তাঁহার কদাপি প্রমত্ত হওয়া উচিত নহে। রাজা

জয়লাভ বা ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে অর্থের ক্ষয়, বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও পালন সবিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক সন্ধি বা যুদ্ধাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ সমস্ত কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধিমানের আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি প্রখরবুদ্ধি বলবান্ শত্রুরেও বিনষ্ট ও অবসন্ন করিতে পারে এবং বুদ্ধি প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত বলও সুরক্ষিত হয় সুতরাং বুদ্ধি পূর্ব্বক যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তৎসমুদায়ই প্রশস্ত। যে মহীপাল গম্ভীরস্বভাব ও নির্দ্দোষ, তিনি অল্প বলেই সমস্ত অভিলাষ সফল করিতে সমর্থ হন। আর যিনি অল্প বলে লুব্ধ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, তিনি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াই প্রজাবর্গ হইতে কর গ্রহণ করিবেন। যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহারে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত হইতে হয়। বিদ্যা, তপ ও বিপুলবিত্ত প্রভৃতি বুদ্ধিসাধ্য কার্য্য সমুদায় উদ্‌যোগ দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে; অতএব অধ্যবসায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বুদ্ধিমান্ মনস্বী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী ও অন্যান্য প্রাণিগণ দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন; অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ দেহের অবমাননা করিবেন না। অর্থ দান করিয়া লুব্ধকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে পরধন প্রাপ্ত হইলেও পরিতৃপ্ত হয় না এবং অর্থহীন হইলে ধর্ম্ম কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। লুব্ধ ব্যক্তি অন্যের পুত্র, কলত্র, সমৃদ্ধি ও ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করে। লোভাক্রান্ত

লোকের বিস্তর দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা, অতএব রাজা লুব্ধ ব্যক্তিরে কদাচ আশ্রয় প্রদান করিবেন না। বুদ্ধিমান্ ভূপতি নীচ ব্যক্তিরেও শক্রুর কার্য্য সন্দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া তাহার সমুদায় উদ্‌যোগ ও অনুষ্ঠান বিনষ্ট করিবেন। যে সৎ-কুলসম্ভূত মহীপাল সতত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং যিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা সতত সুরক্ষিত হন, তিনিই সামন্ত নরপতিগণকে বশীভূত করিতে পারেন।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি সংক্ষেপে যে সমুদায় বিধিনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তৎসমুদায় তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। যে রাজা এই সমুদায় বিলক্ষণ রূপে অবগত হন, তিনি অনা-য়াসে পৃথিবী পালন করিতে পারেন। যে নরপতি নীতিসম্ভূত সুখভোগে অনাস্থা করিয়া দৈবপ্রাপ্ত সুখভোগে অভিলাষী হন, তাঁহার রাজ্যসুখ বা উৎকৃষ্ট গতিলাভের কিঁছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজা সন্ধি বিগ্রহাদি বিষয়ে অপ্রমত্ত হইলে অনায়াসে ধনশালী শৌর্য্যাদিযুক্ত দৃঢ় বিক্রম শক্রুগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন। কার্য্য সাধন সময়ে দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নির্দ্দোষের প্রতি দোষারোপ করেন, তাঁহারা কদাচ বিপুল সম্পত্তি ও প্রভূত যশ লাভ করিতে পারেন না। দুই জন মিত্র পরস্পর প্রীতিসম্বদ্ধ হইয়া পরস্পরের কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত গুরুতর কার্য্য সাধন করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহারই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে বৎস! আমি এক্ষণে যে রূপ রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালনে অনুরক্ত হও, তাহা

হইলেই পরম সুখে পুণ্যফল ভোগ করিতে পারিবে। ধর্ম্মই সমুদায় লোক রক্ষার মূল কারণ।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি যে সনাতন রাজ-ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিলেন, ইহাতে দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাতেজস্বী দণ্ড দেবতা, ঋষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সাধ্য ও তির্য্যক্‌যোনি প্রভৃতি সমুদায় প্রাণীর নিকট বিদ্যমান্ রহিয়াছে। কি সুর কি অসুর কি মনুষ্য সকলেই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। এক্ষণে সেই দণ্ডের আকার প্রকার কি রূপ? উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? উহা কি রূপে অনুক্ষণ অবহিতচিত্তে প্রজাগণের প্রতি জাগরিত থাকিয়া সমুদায় জগৎ প্রতিপালন করে এবং দণ্ডের স্বরূপ ও গতি কি প্রকার, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দণ্ড ও ব্যবহার যেরূপ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদায় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে, তাহারেই ব্যবহার কহে। পূর্ব্বে ভগবান্ মনু সর্ব্বপ্রথমে কহিয়া গিয়াছেন যে, যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিরে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ। আমি যে মনুবাক্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা ব্রহ্মার বাক্য। ভগবান্ মনু ব্রহ্মার নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বাক্য অতি পূর্ব্বকালে কথিত হইয়াছে বলিয়া ইহারে প্রাক্তন বাক্য

কহে। যথার্থ রূপে দণ্ড বিধান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হইয়া থাকে। দণ্ড প্রধান দেবতা; উহার তেজ প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও রূপ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামল। উহার চারি দন্ত, চারি বাহু, দুই জিহ্বা, আট চরণ ও অসংখ্য চক্ষু। উহার কর্ণ অতি তীক্ষ্ণ, লোম সকল ঊর্দ্ধ, মস্তক জটাজালে জড়িত, আস্যদেশ তাম্রবর্ণ এবং শরীর কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায় চর্ম্মে আবৃত। দণ্ড প্রতিনিয়ত এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করে। খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, শর, মুষল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড ও তোমর প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, দণ্ড তাহাদের সকলেরই আকার প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত, কাহারে বিদারিত, কাহারে বিপাটিত ও কাহারে বা ঘাতিত করিয়া থাকে। দণ্ডের অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ত্মা, দুরাধর শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, জ্যেষ্ঠ মনু ও শিবঙ্কর এই কয়েকটি নাম কীর্ত্তিত আছে। দণ্ড সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ও নারায়ণ স্বরূপ। ইনি নিয়ত মহৎরূপ ধারণ করাতে ইহাঁরে মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। মহারাজ! দণ্ডের পত্নী নীতিও ব্রহ্মকন্যা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ড অর্থ, অনর্থ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, বল, অবল, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য, পাপ, পুণ্য, গুণ, অগুণ, কাম, অকাম, ঋতু, মাস, দিবা, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, প্রমাদ, অপ্রমাদ, হর্ষ, ক্রোধ, শম, দম, দৈব, পুরুষকার, মোক্ষ, অমোক্ষ, ভয়, অভয়, হিংসা, অহিংসা, তপস্যা, যজ্ঞ, সংযম,

আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যপ্রপঞ্চ, মদ, প্রমাদ, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য্য, নীতি, অনীতি, শক্তি, অশক্তি, অভিমান, অহঙ্কার, ব্যয়, অব্যয়, বিনয়, পরিত্যাগ, কাল, অকাল, সত্য, মিথ্যা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ক্লীবতা, ব্যবসায়, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয়, মৃদুতা, তীক্ষ্ণতা, মৃত্যু, আগম, অনাগম, বিরোধ, অবিরোধ, কার্য্য, অকার্য্য, অসূয়া, অনসূয়া, সলজ্জতা, নির্লজ্জতা, বিপদ, সম্পদ, তেজ, পাণ্ডিত্য, বাক্য, শক্তি ও তত্ত্ববুদ্ধিতা প্রভৃতি বহুবিধ আকার সম্পন্ন। যদি ইহলোকে দণ্ডের প্রাদুর্ভাব না থাকিত, তাহা হইলে সকলেই পরস্পরকে নিপীড়িত করিত। এই জগতে কেবল দণ্ডের ভয়েই কেহ কাহারে বিনাশ করে না। প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াই নরপতিরে সমুন্নত করে ; অতএব দণ্ডই সর্ব্বপ্রধান। দণ্ড লোকদিগকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্ম সর্ব্বদা সত্য ও ব্রাহ্মণগণে অবস্থান করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ ধার্ম্মিক হইলেই বেদজ্ঞ হইয়া থাকেন। বেদ হইতেই যাগ যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন হয়। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ পরমপ্রীত হইয়া থাকেন। দেবতারা প্রীত হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের নিকট প্রজাগণের গুণ কীর্ত্তন করিলে তিনি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্নদান করেন। অন্নই প্রাণিগণের জীবন ধারণের উপায়। অন্ন হইতেই প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং দণ্ড ক্ষত্রিয় মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। দণ্ড ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি ভূতাত্মা ও জীব এই আট নামে অভি-হিত হইয়া থাকে। জগদীশ্বর ভূপতিগণকে দণ্ড ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রভূত সৈন্যসম্পন্ন হন, সন্দেহ

নাই। হে রাজন্! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি, দেশজলোক ও মেষাদি এই অষ্টবিধ বলদ্বারা কুল, বিপুল-ধনশালী অমাত্য, জ্ঞান, শরীর, বল ও কোষবর্দ্ধনোপযোগী অন্যান্য বলসংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। রথী, সাদি, নিষাদী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড়্বিবাক, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য, অন্যান্য উপকরণ, সপ্তপ্রকৃতি ও অষ্টাঙ্গ রাজ্যের শরীরস্বরূপ দণ্ড রাজ্যের প্রধান অঙ্গ ও প্রধান কারণ। জগদীশ্বর ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিশ্বসংসার দণ্ডের অধীন। ব্রহ্মা প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যে দণ্ডরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা রাজাদিগের পূজনীয় আর কিছুই নাই।

ব্যবহার অর্থী ও প্রত্যর্থীর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একজনের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎ-পাদন পূর্ব্বক তাহারে জয়শালী করিয়া দেয়। ব্যবহার বেদ-মূলক। কুলাচার উল্লঙ্ঘন ও শাস্ত্র অতিক্রম নিবন্ধন উহা দুই প্রকারে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অন্যকে যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে, উহা ভূপালনিষ্ঠ সুতরাং ভূপালগণের উহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদিও আপনার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া লোকের প্রতি দণ্ডবিধান করা যায় কিন্তু ব্যবহার যে দণ্ডের মূল তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যবহার বেদমূলক। যাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত সমুত্থিত তাহাই বহুগুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম। মনস্বীরা ধর্ম্মা-নুসারে অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে এক জনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া

অন্যকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। বেদমূলক ব্যবহার তিন লোক রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের মতে বেদমূলক ব্যবহারই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই সৎপথ। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সুর, অসুর, রাক্ষস, মনুষ্য ও উরগদিগের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। এই ধর্ম্মের সহিত তাঁহার একাত্মতা আছে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন অপরাধী হইলেই রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। রাজার অদণ্ড্য কেহই নাই।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অঙ্গদেশে বসুহোম নামে এক তপোনুষ্ঠাননিরত ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মপত্নী সমভিব্যাহারে দেবতা, পিতৃ ও ঋষিগণের পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক হিমাচলের শৃঙ্গে বাস করিতেন। মহাত্মা পরশুরাম ঐ শৃঙ্গে মুঞ্জবটের মূলে অবস্থান পূর্ব্বক মস্তকে জটা বন্ধন করিয়াছিলেন বলিয়া সংশিতব্রত মহর্ষিগণ ঐ প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। মহারাজ বসুহোম ঐ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ব্রাহ্মণগণের সম্মানিত ও দেবর্ষি তুল্য হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা দেবরাজের সখা শত্রুসূদন মহারাজ মান্ধাতা অঙ্গরাজের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে তপস্যায় অনুরক্ত দেখিয়া বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহারাজ বসুহোম মান্ধাতারে অবলোকন করিয়া

পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যের সপ্তাঙ্গীন কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আজ্ঞা করুন, আমারে আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

তখন মহীপতি মান্ধাতা যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ বসুহোমকে কহিলেন, নরনাথ! আপনি বৃহস্পতির সমুদায় মত ও শুক্রাচার্য্যবিবেচিত সমুদায় শাস্ত্র অবগত আছেন, অতএব কিরূপে দণ্ড উৎপন্ন হইল, উহার উৎপত্তির কারণ কি? আর কি নিমিত্ত উহার ভার ক্ষত্রিয়ের প্রতি অর্পিত হইল, তৎসমুদায় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন, আমি আপনারে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি।

বসুহোম কহিলেন, মহারাজ! যেরূপে প্রজাগণের নিয়ম রক্ষার্থ ধর্ম্মের আত্মস্বরূপ সনাতন দণ্ড সমুদ্ভূত হইল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়া কুত্রাপি আপনার তুল্য পুরোহিত প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি আপনার মস্তকে এক গর্ত্ত ধারণ করিলেন। ঐ গর্ত্ত বহুকাল ব্রহ্মার মস্তকে রহিল। ক্রমে সহস্র বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে একদা ভগবান্ কমলযোনি ক্ষুত পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অবসরে সেই গর্ত্ত তাঁহার মস্তক হইতে নিঃসৃত হইয়া করতলে নিপতিত হইল। ঐ গর্ত্তসম্ভূত প্রজাপতি ক্ষুপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই মহাত্মা ক্ষুপকে পৌরহিত্য প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পিতামহের যজ্ঞ আরম্ভ হইলে দণ্ড অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন প্রজাগণ সকলেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কার্য্যাকার্য্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য,

পেয়াপেয় ও গম্যাগম্যের কিছুমাত্র বিচার রহিল না। সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিতে লাগিল নিজস্ব ও পরস্বের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ রহিল না। প্রজাগণ আমিষগৃধ্নু কুক্কুরগণের ন্যায় পরস্পরের নিকট বল পূর্ব্বক দ্রব্য অপহরণ ও বলবানেরা দুর্ব্বলগণকে নিপীড়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদায় জগৎ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিলে সর্ব্ব-লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া দেবদেব মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে প্রজাগণ মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা না থাকে, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় বিধান করুন। তখন ভগবান্ শূলপাণি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দণ্ডের সৃষ্টি করিলেন। ঐ সময় নীতি দেবী সরস্বতীর অনুগ্রহে সেই দণ্ড হইতে ত্রিলোক বিশ্রুত দণ্ডনীতির সৃষ্টি হইল। অনন্তর শূলবরায়ুধ ভগবান্ মহাদেব পুনরায় চিন্তা করিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে দেবগণের, বৈবশ্বত যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুরে পর্ব্বত সমুদায়ের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুর-গণের, মৃত্যুরে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশা-নকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণের, নিশাকরকে নক্ষত্র মণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, দ্বাদশ ভুজ ভগবান্ কুমারকে ভূতগণের, কালকে মৃত্যু ও সুখদুঃখের এবং রুদ্রকে সমুদায় লোকের আধিপত্য প্রদান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে লোকপিতামহ ব্রহ্মার যোগ্য সুসম্পন্ন হইলে দেবাদি-দেব মহাদেব সেই ধর্ম্মরক্ষক দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুরে প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণু অঙ্গিরারে, মহর্ষি

অঙ্গিরা ইন্দ্র ও মরীচিরে, মরীচি ভৃগুরে, ভৃগু ঋষিগণকে-ঋষিগণ লোকপালদিগকে, লোকপালেরা ক্ষুপকে, ক্ষুপ বৈবস্বত মনুরে এবং মনু ধর্ম্মার্থের সূক্ষ্ম কারণ অবগত করিবার নিমিত্ত স্বীয় সন্তানগণকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। হে মহারাজ! স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণ পূর্ব্বক দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টনিগ্রহের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজারা কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ প্রজাগণের অর্থ গ্রহণ করিবেন। অল্প কারণে প্রজাগণকে নিতান্ত পীড়িত নিহত বা নির্ব্বাসিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে। বৈবস্বত মনু প্রজা রক্ষণার্থ ভূমণ্ডলে দণ্ড প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ দণ্ড তদবধি প্রজা রক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথমত পরাক্রমশালী ভগবান্ ইন্দ্রই সমুদায় প্রজাপালন করিতেন। তৎপরে ইন্দ্র হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ, বরুণ হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মারপুত্র সনাতন ব্যবসায়, ব্যবসায় হইতে তেজ, তেজ হইতে ওষধি, ওষধি হইতে পর্ব্বত, পর্ব্বত হইতে রস ও রসগুণ, তাহা হইতে নৈঋতি দেবী, ঐ দেবী হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে বেদ, বেদ হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব, হয়গ্রীব হইতে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, মহাদেব হইতে বিশ্বদেবগণ, বিশ্বদেবগণ হইতে ঋষিগণ, ঋষিগণ হইতে ভগবান্ চন্দ্র, চন্দ্র হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণগণ প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করেন। এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণ হইতে সেই ভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। এই স্থাবরজঙ্গমপরি-

পূর্ণ পৃথিবী ক্ষত্রিয়গণের প্রভাবেই শাসিত হইয়া থাকে। দণ্ড সতত প্রজাগণের প্রতি জাগরিত রহিয়াছে। পিতামহসদৃশ দণ্ডের প্রভাবেই সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে। সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ভূতভাবন দেবাদিদেব মহাদেব আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন কালেই নিরন্তর জাগরিত রহিয়াছেন। দণ্ডও ঐ তিন কালেই জনসমাজে বিরাজিত থাকে। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া দণ্ডপ্রয়োগ করিবেন

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে ব্যক্তি মহারাজ বসুহোমের এই ইতিহাস অবহিত চিত্তে শ্রবণ করে, তাহার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হয়। এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বলোকনিয়ন্তা দণ্ডের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। লোকে কি উদ্দেশে ঐ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ? উহাদের উৎপাদক কে ? এবং উহাদের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট ভাবই বা কিরূপ আর কোন্ কোন বস্তুতে নির্ভর করিয়া লোক যাত্রা সম্পূর্ণ নির্ব্বাহ হইতে পারে ? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। ঐ সমুদায় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! পুরুষেরা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ কাম নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এককালে ঐ তিনেরই অনুশীলন করিতে পারে। উহারে ঐ ত্রিবর্গের সংসৃষ্টভাব কহে। অর্থ ধর্ম্মমূলক, কাম অর্থমূলক এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সংকল্পমূলক আর সংকল্প বিষয়মূলক। বিষয় সমু-

দায় আহার সিদ্ধির উপযোগিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। উহারাই ত্রিবর্গের মূল। ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তিই মোক্ষ; লোকে শরীর রক্ষার্থ ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতি সম্পাদনার্থ কামের সেবা করিয়া থাকে। ঐ তিন বর্গই রজোগুণ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাদিগকে এককালে মন হইতে পরিত্যাগ না করিয়া অনাশক্তচিত্তে উহাদের অনুশীলন করা আবশ্যক। ত্রিবর্গের অনুশীলন করিতে করিতেই লোকের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও অর্থ হইতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যেরা কদাচ ঐ রূপ ধর্ম্মার্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। ফলাভিসন্ধি ধর্ম্মের মল স্বরূপ, দান ভোগ বিমুখতা অর্থের মল স্বরূপ এবং প্রমোদ পরাঙ্মুখতা কামের মল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন ত্রিবর্গ ঐ সকল মল হইতে বিমুক্ত হয় তখন উহাদের ব্রহ্মানন্দ রূপ ফল প্রদান করিবার ক্ষমতা জন্মে।

এই স্থলে কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠ সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মহারাজ আঙ্গরিষ্ঠ মহর্ষি কামন্দককে উপবিষ্ট দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! মহীপাল কাম ও মোহ প্রভাবে পাপানুষ্ঠান করিয়া অনুতাপিত হইলে কিরূপে তাঁহার পাপাপনোদন হইতে পারে? আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধর্ম্ম বোধে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে রাজা কিরূপে তাহারে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

কামন্দক কহিলেন মহারাজ! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কেবল কামের অনুশীলন করে তাহার বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়। বুদ্ধিনাশ হইলেই ধর্ম্মার্থনাশক মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং সেই মোহ প্রভাবেই লোকে নাস্তিক ও দুরাচার হইয়া উঠে। রাজা যদি সেই দুরাচারদিগকে দণ্ড প্রদান না করেন, তাহা হইলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাঁহা হইতে সকলেই ভীত হয়। প্রজাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও সাধুগণ কদাচ তাঁহার অনুবৃত্তি করেন না; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবনতি ও প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে এবং তাঁহারে নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন অতিবাহন করিতে হয়। নিন্দিত ও অপমানিত হইয়া প্রাণ ধারণ করা মৃত্যুতুল্য হইয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পাপ নিবৃত্তির যে রূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। রাজা সতত ত্রিবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিবেন। ধর্ম্মে নিরন্তর অনুরক্ত থাকিবেন। ক্ষমাশীল মনস্বী ব্রাহ্মণগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল সলিল পান করিয়া পরম সুখে জপ এবং পাপাত্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। মধুর বাক্য ও হিতজনক কার্য্য দ্বারা সকলের সন্তোষসাধন, অন্যের গুণ কীর্ত্তন এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। রাজা এই রূপ আচারপরায়ণ হইলে সকলেরই আদরভাজন হন এবং তাঁহার পাপ সমুদায়ও নিরাকৃত হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। গুরুলোকেরা যে রূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। গুরুর প্রসাদে অশেষবিধ শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্ম্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কি রূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয় তাহা হইলে কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভামধ্যে উপহসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহারে কহিলেন, বৎস! তোমার সন্তাপের ত বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সমুদায় তোমারে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের কল্পপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কল্মাষ দেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের

সদৃশ তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যাহার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রি মধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাঁদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাঁদের আয়ত্তা হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন মহীপাল অতি অল্পকাল মধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন সেই সচ্চরিত্রতা কি রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন দেবরাজ! মোক্ষোপযোগি জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের

নিদান। ইন্দ্র কহিলেন ভগবন! মোক্ষোপযোগি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি না? বৃহস্পতি কহিলেন দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয়োবিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক এই বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমন পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে আপনার শ্রেয়ঃসাধন-জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে রূপ উপদেশ দিলেন ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি না? তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য কহিলেন দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এবিষয়ে তোমারে সবিশেষে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন; দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয়ঃসাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্রৈলোক্য রাজ্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি এক্ষণে আমার কিছু-মাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনার এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই সময় আমারে এই বিষয় উদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ

পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক অবসর ক্রমে তাঁহারে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য রাজ্য অধিকার করিলে তাহা কীর্ত্তন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি তাঁহারা বিশ্বস্ত চিত্তে আমার নিকট নীতি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমারে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়া শূন্য, ধর্ম্মপরায়ণ জিতক্রোধ ও জিতিন্দ্রিয় বোধ করিয়া মক্ষিকা সকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশ স্বরূপ আলোক প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃত তুল্য। ব্রাহ্মণ মুখে নীতি শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার

প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি আপনারে অভিলষিত বর প্রদান করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক তবে এই বর প্রদান কর। যে আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হই-লেন। এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহারে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃ-করণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিতমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা ছায়ার ন্যায় এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আর একটী তেজ নির্গত

হইল। তখন প্রহ্লাদ উহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে। সুতরাং আমারেও তথায় গমন করিতে হইল।

ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর আর একটী তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহারে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহারে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি সৎকার্য্য; যেখানে সত্য আমি সেই খানেই অবস্থান করিয়া থাকি।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আর একটী তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, দানবরাজ! আমি বল; সৎকার্য্য যে স্থানে অবস্থান করে আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহারে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী, আমি এত দিন তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীরে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে ? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে ? তাহা তোমারে কীর্ত্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দানবরাজ! যে ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোক মধ্যে তোমার যে ঐশ্বর্য্য আছে তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য্য, বল ও আমি আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে ? তাহা কীর্ত্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তিবিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিত সাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয় সে রূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা জনসমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায় ঐ রূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোন ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করেন তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না; প্রত্যুত তাঁহারে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ কর তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্ত্তী হও তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সদাচারই পুরুষের প্রধান ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আশা কিরূপে সমুৎপন্ন হয়? এবং উহা কি পদার্থ তাহা কীর্ত্তন করুন। ঐ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। আপনি ভিন্ন আমার সন্দেহ দূর করে এক্ষন আর কেহই নাই। যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া আমারে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিবে। কিন্তু সেই দুরাত্মা আমার আশা পূর্ণ না

করিয়া আমারে একেবারে জ্ঞানশূন্য করিয়াছে। যাহা হউক মানবমাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে এবং উহা বিফল হইলেই তাহার মহাদুঃখ উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। আমার বোধ হয়, আশা পর্ব্বত, বৃক্ষ বা আকাশ হইতেও উন্নত; অথবা উহার ঔন্নত্যের ইয়ত্তা নাই। উহা অতি দুর্ব্বোধ উহা অপেক্ষা দুর্দ্ধরও আর কিছুই নাই। যাহা হউক এক্ষণে উহার স্বরূপ কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! আমি এই উপলক্ষে রাজর্ষি সুমিত্রের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা নরপতি সুমিত্র মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিলেন। অপরিমিত বলশালী মৃগ ভূপতির শরে বিদ্ধ হইয়া সেই বাণ লইয়া মহাবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। নরপতিও বেগে সেই মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মৃগ ক্ষণকাল সমতল প্রদেশে গমন করিয়া দ্রুতবেগে বন্ধুর ভূমিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। খড়্গ, বর্ম্ম ও শরাসন ধারী নরপতিও তারুণ্য প্রযুক্ত মহাবেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ সুমিত্র মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য নদ, নদী, পল্বল ও নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া একাকী মনমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃগও স্বেচ্ছানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহারে সন্দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময় সে নরপতির ভূরি ভূরি শরনিপাত সহ্য করিয়াও বারংবার তাঁহার সমীপে আগমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সে ভূপতির সহিত ক্রীড়া

করিতেছে। এইরূপে মৃগ বারংবার ভূপতিরে অতিক্রম ও পুনঃপুন তাঁহার সমীপে আগমন করাতে সুমিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এক মর্ম্মভেদী ঘোরতর তীক্ষ্ণ শর শরাসনে সংযোগ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তখন মৃগ তাঁহার বাণপথের দুই ক্রোশ অন্তরে গমন পূর্ব্বক সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। ভূপতির অনল তুল্য শরও ব্যর্থ হইয়া অচিরাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। বাণ ব্যর্থ হইলে মৃগ পুনরায় মহারণ্যে প্রবেশ করিল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

এইরূপে মহারাজ সুমিত্র নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক তপস্বীর আশ্রম অবলোকন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তাপসগণ তাঁহারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবলোকন পূর্ব্বক সকলে সমাগত হইয়া তাঁহারে যথাবিধি পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ সুমিত্রও তাপসদত্ত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তপোবৃদ্ধির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষিগণ তাঁহার বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আপনি কোন্ বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন? আপনার নাম কি? আর কি নিমিত্তই বা খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে এই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

তখন নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি হৈহয়বংশে মিত্র রাজার ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি। আমার নাম সুমিত্র। আমি মৃগয়ার্থ শরনিকরে

অসংখ্য মৃগের প্রাণসংহার করিয়া বন মধ্যে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমার সঙ্গে স্ত্রী অমাত্য ও অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল। আমি ইতি পূর্ব্বে এক মহাবল পরাক্রান্ত মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ মৃগ আমার শরে সমাহত হইয়া সেই বাণ লইয়া পলায়ন করাতে আমি তাহার অনুসরণক্রমে সহসা এই তপোবনে আপনাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শ্রীবিহীন, পরিশ্রান্ত ও হতাশ হওয়াতে আমার যাহার পর নাই দুঃখ হইতেছে। বিশেষত আমি আশায় বঞ্চিত হইয়া যে রূপ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি আমার বেশ বৈলক্ষণ্য বা নগর পরিত্যাগ নিবন্ধন তাদৃশ কষ্ট হইতেছে না। পর্ব্বত প্রধান হিমালয় ও সুবিস্তীর্ণ মহোদধি যেমন ঔন্নত্য ও বিস্তৃতি দ্বারা নভোমণ্ডলের অন্তঃসীমা গমন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও আশার অবধি দর্শনে সমর্থ হইলাম না। হে তপোধনগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ। আপনাদিগের অবিদিত কিছুই নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি আশাসম্পন্ন পুরুষ ও অন্তরীক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কাহারে মহত্ত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায়? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব যদি ইহা আপনাদিগের গুহ্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ কীর্ত্তন করুন। যদি উহা আপনাদের গুহ্য অথবা তপোবিঘ্নজনক হয়, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি না। এক্ষণে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যদি উহা বক্তব্য হয়, তাহা হইলে আপনারা একত্র সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহাত্মা সুমিত্র মহর্ষিগণের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তপোধন ঋষভ ঈষৎহাস্য করিয়া রাজারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি তীর্থ পর্য্যটন ক্রমে নরনারায়ণের দিব্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঐ স্থানে রমণীয় বদরী এবং আকাশগামিনী মন্দাকিনীর উৎপত্তি কারণ মহান্ হ্রদ বিরাজিত রহিয়াছে আর ভগবান্ অশ্বশিরা নিরন্তর বেদপাঠ করিতেছেন। আমি সেই দিব্যাশ্রম দর্শনে যাহার পর নাই পরিতুষ্ট হইয়া সেই হ্রদের সলিলে পিতৃ ও দেবগণের যথাবিধি তর্পণ করিয়া আশ্রম মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। ঐ আশ্রমের যে স্থানে মহর্ষি নর ও নারায়ণ অবস্থান করেন তাহার অনতি দূরে আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি সেই স্থানে সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট আছি এমন সময় এক চীনাজিনধারী কৃশকায় তপোধন তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ঐ মহর্ষির শরীর অন্যান্য মনুষ্যের দেহ অপেক্ষা আটগুণ দীর্ঘ। উহাঁর ন্যায় কৃশ ব্যক্তিও আর কখন আমার নয়নগোচর হয় নাই। তাঁহার শরীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ। গ্রীবা, বাহু, চরণ ও কেশকলাপ অতি অদ্ভুতদর্শন; মস্তক চক্ষু ও কর্ণ দেহের অনুরূপ এবং বাক্শক্তি ও চেষ্টা অতি সামান্য। আমি সেই অলৌকিক দর্শন কৃশ তপোধনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন ও ভীত চিত্তে তাঁহারে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলাম এবং পরিশেষে তাঁহার নিকটে আপনার নাম, গোত্র ও পিতার নাম নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি

ক্রমে আসনে উপবেশন করিলাম। আমি উপবিষ্ট হইলে সেই ধাৰ্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ঋষিসমাজে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পুত্রশোকার্ত্ত ভূরিদ্যুম্নপিতা মহারাজ বীরদ্যুম্ন পুত্রের অন্বেষণার্থ বেগবান্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক স্ত্রী ও সৈন্যসামন্তগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই মহর্ষিরে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি পূর্ব্বে এই স্থানে পুত্রকে দেখিতে পাইব, এই আশা করিয়া এই বনের সমুদায় স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কুত্রাপি সেই ধাৰ্ম্মিকতনয়কে দেখিতে পাই নাই। পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া সে মহারণ্যে বিনষ্ট হইয়াছে তাহার দর্শনলাভ নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি কিন্তু পুত্র প্রাপ্তির আশা আমারে পরিত্যাগ করিতেছে না। এক্ষণে আমি সেই আশায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া মৃতকল্প হইয়াছি।

তখন সেই কৃশ তপোধন নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অবাক্‌শিরা ও ধ্যাননিরত হইয়া রহিলেন। দুঃখ-সন্তপ্ত মহারাজ বীরদ্যুম্ন তাঁহারে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া মৃদু-স্বরে কহিলেন, ভগবন্! যদি গোপনীয় না হয় তাহা হইলে কোন্ বস্তু দুর্লভ এবং আশা অপেক্ষা মহৎ কি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বে এক মহর্ষি তোমার পুত্র ভূরিদ্যুম্নের নিকট কাঞ্চনকলস ও বল্কল প্রার্থনা করিলে সে স্বীয় দুর্বুদ্ধি ও মন্দভাগ্য প্রভাবে তাঁহারে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করে নাই। এই নিমি-ত্তই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছে।

নরপতি বীরত্যুম্ন মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই লোকপূজিত তপোধনকে অভিবাদন পূর্ব্বক নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রহিলেন। তখন সেই মহর্ষি আরণ্য বিধানানুসারে তাঁহারে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর অন্যান্য মহর্ষিগণ সপ্তর্ষিপরিবেষ্টিত নক্ষত্রের ন্যায় সেই অপরাজিত মহীপতি বীরত্যুম্নকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার আশ্রম প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নরপতি কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি বীরত্যুম্ন নামে নরপতি। আমার নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আমার ভূরিত্যুম্ন নামে এক শিশু সন্তান অদৃশ্য হইয়াছে। আমার একমাত্র পুত্র। আমি তাহার অন্বেষণার্থ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছি। কিন্তু অদ্যাবধি কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না।

মহারাজ বীরত্যুম্ন এই কথা কহিলে মহর্ষি কৃশ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরপতির বাক্যে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। পূর্ব্বে বীরত্যুম্ন ঐ মহর্ষিরে যথোচিত সমাদর করেন নাই বলিয়া উনি হতাশ হইয়া দীর্ঘতর তপোনুষ্ঠানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে আমি কখনই ক্ষত্রিয় বা অন্য কোন বর্ণের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না। আশা মানবগণকে ব্যাকুলিত করে; অতএব আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেই আশারে দূরীকৃত করিব।

মহর্ষি কৃশ এইরূপে অধোমুখে অবস্থান করিলে রাজা বীরত্যুম্ন তাঁহারে তদবস্থ দেখিয়া পুনরায় সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ব্বার্থদর্শী, অতএব ইহলোকে আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ কে এবং কোন বস্তুই বা দুল্লর্ভ? তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন।

তখন তপঃশীর্ণকলেবর ভগবান্ কৃশ নরপতিরে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ করাইয়া কহিলেন, রাজন্! আশাবান্ অপেক্ষা কৃশ এবং আশানুরূপ অর্থলাভ অপেক্ষা দুর্ল্লভ আর কিছুই নাই। আমি সেই আশাকৃত অর্থ নিতান্ত দুর্ল্লভ বলিয়া অনেক নরপতির নিকট উহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

তখন নরপতি কহিলেন, মহর্ষে! আমি আপনার বাঙ্-নিষ্পত্তি মাত্রেই বুঝিলাম যে, যিনি আশার বশীভূত তিনি কৃশ এবং যিনি আশারে জয় করিয়াছেন, তিনিই সবল। আর আশাকৃত অর্থলাভও বেদবাক্যের ন্যায় নিতান্ত দুল্লর্ভ। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে আর এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনা অপেক্ষা কৃশ আর কে আছে? যদি ঐ বিষয় গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

কৃশ কহিলেন, মহারাজ! ধৈর্য্য গুণসম্পন্ন অর্থী নিতান্ত বিরল অথবা কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। আর যিনি কদাপি অর্থীর অবমাননা না করেন, এতাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। এই জগতে যাহারা লোকের উপকার করিব বলিয়া স্বীকার করিয়া পরিশেষে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করে না তাহা-দের নিকট যে আশা করা যায়, লোকে যে আশার প্রভাবে কৃতঘ্ন, নৃশংস, অলস ও পরাপকারী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে উপকার লাভের চেষ্টা করে, যাহার প্রভাবে পিতা

একমাত্র পুত্র নষ্ট বা প্রোষিত হইলে না পাইয়াও সন্দর্শন-লাভে যত্নবান্ হন ; যে আশা বৃদ্ধ রমণীগণকে পুত্র প্রসবে সচেষ্ট করে এবং যাহার প্রভাবে পরিণয়াকাঙ্ক্ষিণী কামিনীগণ প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্রলাভের কথামাত্র শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হয় সেই আশা আমা অপেক্ষা কৃশতর।

মহর্ষি কৃশ এই কথা কহিলে মহারাজ সপরিবারে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন ; আমি পুত্রের সহিত সমাগমলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। আপনি যাহা যাহা কহিলেন সমুদায়ই যথার্থ সন্দেহ নাই। তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃশ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে অবিলম্বে বীরদ্যুম্নের পুত্রকে তথায় উপনীত করিলেন এবং পরিশেষে স্বীয় দিব্যমূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্পাপ ও ক্রোধ বিহীন হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগি-লেন। হে মহারাজ! আমি স্বয়ং এই বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে কৃশতরী আশারে নিরাকৃত কর।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা ঋষভ এই কথা কহিলে রাজা সুমিত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় আশা পরিত্যাগ করি-লেন। অতএব এক্ষণে তুমিও আমার কথানুসারে আশা নিরাকৃত করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সুস্থির হও। তুমি কষ্টের সময় আমার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করি-তেছ, অতএব আমার বাক্য শ্রবণে অনুতাপিত হইও না।

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া কোন ক্রমে তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। আমি

যত আপনার বাক্য শ্রবণ করিতেছি ততই আমার শুশ্রূষা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আত্মজ্ঞানী যেমন সমাধিসুখে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি আপনার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইতেছি; অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্ম কথা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! যম গৌতম সম্বাদনামে এক পুরাতন ইতিহাস আছে উহাতে গৌতম যমরাজকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পারিপাত্র নামক পর্ব্বতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। তিনি ষষ্টি সহস্র বর্ষ ঐ আশ্রমে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা লোকপাল যম মহর্ষি গৌতমের সেই আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে উগ্রতর তপোনুষ্ঠানে নিরত দেখিয়া যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহর্ষি গৌতম যমকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন যম তাঁহারে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! এক্ষণে আমারে কি করিতে হইবে? গৌতম কহিলেন, প্রভো! কি কার্য্য করিলে পিতা মাতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় এবং কি রূপেই বা অতি পবিত্র দুর্ল্লভ লোক লাভ করা যাইতে পারে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

যম কহিলেন, মহর্ষে! সতত সত্যধর্ম্ম তপস্যা ও পবিত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক পিতা মাতার পূজা করিলে তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে অতি আশ্চর্য্য পবিত্র লোক সমুদায় লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! যে মহীপাল মিত্র শূন্য, বহুশত্রু সম্পন্ন, ক্ষীণকোষ ও হীনবল হন, দুষ্ট অমাত্যগণ সহায় হওয়াতে যাঁহার মন্ত্র প্রকাশিত হইয়া যায়, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট, কিঙ্কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় ও পররাজ্য বিমর্দ্দিত করিবার অভিলাষে পর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, যিনি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন, যিনি সুপ্রণালী ক্রমে রাজ্য রক্ষায় অসমর্থ, যাঁহার দেশকালের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই এবং অতিশয় প্রজাপীড়ন নিবন্ধন সন্ধি ও ভেদ উভয়ই যাঁহার পক্ষে অতিশয় দুর্লভ, তাঁহার কি অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অর্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি এক্ষণে আমারে অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে। জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা ব্যক্ত করা নিতান্ত অনুচিত এই নিমিত্ত আমি ইহার উল্লেখ করি নাই। যিনি শাস্ত্র হইতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সাধু। বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে লোকে ধনাঢ্য হয় কি না, তাহা তুমি আপনার বুদ্ধি প্রভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পার। এক্ষণে ভূপালগণের ব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্তই আপদ্ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কিন্তু উহা দ্বারা যে যথার্থ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সুকুমার মতি প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে রাজার ধন ও সৈন্যসামন্তের সহিত বিনাশ লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

পুরুষের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান তাহার প্রীতিকর হয়। অজ্ঞান প্রভাবে লোকে কোন বিষয়েরই উপায় অবধারণে সমর্থ হয় না। যিনি জ্ঞান প্রভাবে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন তাঁহার শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজার কোষক্ষয় হইলেই বলক্ষয় হয়, অতএব তিনি নির্জ্জন স্থানে জলোৎপাদনের ন্যায় যে কোন প্রকারে হউক ধনাগমে যত্নবান হইবেন। আপদ্‌কাল উত্তীর্ণ হইলে প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা রাজার পরম ধর্ম্ম। সমর্থ ব্যক্তির ধর্ম্ম যে প্রকার, বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম্ম সে প্রকার নহে। ধনাগম ব্যতিরেকে তপস্যাদি দ্বারাও ধর্ম্ম-লাভ হয় বটে কিন্তু অর্থাগম না থাকিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। অতএব অর্থাগমবিরোধী ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তি ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুগত জীবিকালাভে সমর্থ হয় না এবং তৎকালে তাহার বিশেষ যত্ন দ্বারাও ধর্ম্মা-নুসারে বললাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং আপদ্‌কালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা কহেন যে ঐ রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক আপদ্‌কাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয় তৎকালকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয় এবং যাহাতে আপনারে শত্রুহস্তে নিপতিত হইতে না হয় এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করাই ভূপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারে অবসন্ন করা তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। তিনি আপনার ও অন্যের ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াও আপনার

উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে যত্ন করিবেন। ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল ও উৎসাহে নিপুণতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণ যেমন বিপদ্গ্রস্ত হইলে অযাজ্য-যাজন ও অভোজ্যান্ন ভোজন করিয়াও নিন্দনীয় হন না সেই রূপ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিরোধ হইলে তিনি তাপস ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতিরেকে আর সকলেরই ধন গ্রহণ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত বা নিরুদ্ধ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে তাহার কি সুপথ ও কুপথ বিচার করা উচিত; কখনই নহে, তৎকালে যে কোন পথ দ্বারা হউক পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষত্রিয় কোষ ও বলক্ষয় নিবন্ধন লোকের নিকট নিতান্ত অবমানিত হইলেও তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তি বা বৈশ্য ও শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন নিতান্ত নিষিদ্ধ। জয় লাভ দ্বারা ধনোপার্জ্জনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান বৃত্তি। তিনি স্বজাতীর নিকট কদাচ কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন না। যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে আপদ্কাল উপস্থিত হইলে গৌণকল্প দ্বারা বৃত্তিলাভ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ নহে। ক্ষত্রিয় আপদ্গ্রস্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৃত্তি ক্ষয় নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরও যখন অধর্ম্মাচরণ বিহিত হইতেছে তখন ক্ষত্রিয়ের উহা বিহিত না হইবার কারণ কি? ক্ষত্রিয় আপৎকালে ধনবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবেন। নিতান্ত অবসন্ন হওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয় প্রজাদিগের হন্তা ও রক্ষিতা সুতরাং আপদুদ্ধারের নিমিত্ত বল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বিশেষত এই জীব-

লোকে হিংসা না করিলে কাহারই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি, একাকী অরণ্যচারী মুনিও হিংসা না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না বিশেষত যে রাজা প্রজা-পালন করিবার অভিলাষ করেন কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কোন ক্রমেই জীবিকা লাভের সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, রাজা ও রাজ্য ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব রাজা যেমন আপদ্‌কালে স্বীয় ধন ব্যয় করিয়া রাজ্য রক্ষা করেন, তদ্রূপ রাজ্যস্থ প্রজাগণেরও রাজার বিপদ্‌কালে তাঁহারে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপ-স্থিত হইলেও কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্যান্য সঞ্চিত দ্রব্য রাষ্ট্র হইতে অন্তরিত করা রাজার কদাপি বিধেয় নহে। শম্বর কহিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে লোক স্বীয় আহারোপযোগী ধান্য হইতে অগ্রে বীজ রক্ষা করিবে। আপনাদিগের অর্থব্যয় দ্বারা রাজারে রক্ষা করা প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে রাজার রাজ্য নিতান্ত অবসন্ন হয়, যিনি জীবিকার অভাবে অন্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ, বা দেশা-ন্তরে অবস্থান করেন তাঁহার জীবনে ধিক্। কোষ ও বল রাজার মূল, তন্মধ্যে কোষ আবার বলের মূল, বল সকল ধর্ম্মের মূল এবং ধর্ম্ম প্রজাগণের মূল। কিন্তু অন্যকে পীড়ন না করিলে কোষ ও বল লাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আপদ্‌কালে কোষ ও বল লাভার্থ অন্যকে পীড়ন করিলে ভূপালগণকে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। লোকে যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ অকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা যখন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া অন্যকে

পীড়ন করেন, তখন তাঁহারে কি নিমিত্ত দূষিত হইতে হইবে।

অর্থের অসদ্ভাব হইলেই প্রজাপীড়ন করিতে হয় আপৎকালে প্রজাপীড়ন না করিলে কোন ক্রমেই অর্থলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজা অর্থ সংগ্রহের মানসেই বহুব্যয়সাধ্য হস্তিপালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য নির্ণয় করিয়া আপদ্‌কালে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবে। যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্ত সংস্কার এই তিনটী মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটী রাজ্য পুষ্টির প্রধান কারণ। আমি এই স্থলে এক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশক নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে যজ্ঞের নিমিত্ত যূপচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে সেই যূপবৃক্ষের সন্নিহিত যে সমস্ত বৃক্ষ উহা ছেদনের বিঘ্ন সম্পাদন করে, তৎ সমুদায়কে অবশ্যই ছেদন করিতে হয়। তাহারা আবার ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইবার সময় অন্যান্য বৃক্ষ সমুদায়কে নিপাতিত করে। ঐ রূপ যে সমস্ত মনুষ্য রাজার কোষ সঞ্চয়ের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে কদাচ সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থ দ্বারা ইহলোক, পরলোক, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই আয়ত্ত করা যায়। নির্দ্ধনেরা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থান করে। যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যে কোন প্রকারে হউক ধন গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে অধিক দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। এক ব্যক্তি কদাচ যুগপৎ ধনসংগ্রহ ও ধনত্যাগ করিতে পারে না। অরণ্য মধ্যে ধনবানের অবস্থান সম্ভবপর নহে। আর যাহারা এই

জনসমাজে বাস করিতেছে তাহাদিগকে নিরন্তর পার্থিব ধনরত্ন সমুদায় অধিকার করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, ভূপালগণের রাজ্য রক্ষার তুল্য পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। সম্পদ্‌কালে প্রজাদিগের নিকট প্রচুর পরিমাণে কর গ্রহণ করা নিতান্ত পাপজনক বটে, কিন্তু আপদ্‌কালে উহা দ্বারা তাদৃশ অধর্ম্ম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই জগতে কেহ কেহ দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান, কেহ কেহ তপস্যা এবং কেহ কেহ বুদ্ধি ও নিপুণতা দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। লোকে নির্দ্ধনকে দুর্ব্বল ও ধনবান্‌কে বলবান্ কহিয়া থাকে। ধনবান্ লোক সমুদায় বস্তু অধিকার করে ও সকল বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়। অর্থ প্রভাবে ধর্ম্ম কাম ও উভয় লোকে সদ্গতিলাভ হইয়া থাকে। অতএব লোকে ধর্ম্মানুসারে অর্থ লাভের চেষ্টা করিবে। অধর্ম্মানুসারে তাহা লাভ করিতে যেন তাহার কদাচ প্রবৃত্তি না জন্মে।

রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যে রাজা কোষাদি সংগ্রহে পরাঙ্মুখ, দীর্ঘসূত্র ও বন্ধুবান্ধব বিয়োগ ভয়ে সংগ্রামে বিমুখ হন; যাঁহার মন্ত্রণা ব্যক্ত হইয়া পড়ে; শত্রুগণ একত্র হইয়া যাঁহার রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক গ্রহণ করে; যাঁহার নিধনতা ও মিত্র বলের অভাব বশত মন্ত্রিগণ শত্রুদিগের বশীভূত হয় এবং যিনি পর সৈন্যের প্রভাবে অভিভূত ও বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক ব্যাকুলিত হন, তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্র চিত্ত হয় ও ধর্ম্মানুসারে জয় লাভের বাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্ম্ম। আর শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্ম্মানুসারে জয় লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহারে কতিপয় গ্রাম প্রদান করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিবেন অথবা রাজধানী ও অন্যান্য সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। রাজা যে কোন প্রকারে হউক জীবিত থাকিতে পারিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তিশালী হইতে

পারেন। অতএব কোষ ও বল পরিত্যাগ করিলে যে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেই আপদে আত্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যদি অন্তঃপুরিকাগণও শত্রুদিগের হস্তগত হয়, তথাপি তাহাদিগের প্রতি দয়া না করিয়া আত্ম-রক্ষা করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজার অমাত্য প্রভৃতি ক্রুদ্ধ, রাজ্য ও দুর্গাদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত কোষ পরিক্ষীণ এবং মন্ত্র প্রকাশিত হইলে তাঁহার কি কর্ত্তব্য? ভীষ্ম কহি-লেন, ধর্ম্মরাজ! শত্রু ধার্ম্মিক হইলে তাহার সহিত শীঘ্র সন্ধিস্থাপন ও অধার্ম্মিক হইলে তাহার প্রতি শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য। ফলত ভূপালগণ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে হয় উপায় দ্বারা অচিরাৎ তাহারে নিরস্ত করিবেন নচেৎ অবিলম্বে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবেন। অনুরক্ত হৃষ্ট ও সচেষ্ট সৈন্য অল্পমাত্র হইলেও তাহাদিগকে লইয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়। নরপতি সংগ্রামে নিহত হইলে স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সালোক্য এবং শত্রুগণকে নিপাতিত করিতে পারিলে পৃথি-বীর আধিপত্য লাভ করিতে পারেন; অতএব যুদ্ধে ভীত হওয়া তাঁহার কদাপি বিধেয় নহে। যুদ্ধ সময় সমুপস্থিত হইলে সমর পরিত্যাগের বাসনা না করিয়া বুদ্ধি কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করাই রাজাদিগের উচিত। আর যখন তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগের ক্রোধ বশত শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধিস্থাপন করিতে

নিতান্ত অসমর্থ হইবেন, তখন দুর্গ হইতে প্রথমত পলায়ন পূর্ব্বক পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা আপনার সৈন্য-গণকে সান্ত্বনা করিয়া মন্ত্র বলে পুনর্ব্বার স্বীয় রাজ্য অধিকার করিবেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজাদিগের সর্ব্বলোক-হিতকর পরম ধর্ম্ম বিনষ্ট ও জগতের যাবতীয় বস্তু দস্যুগণ কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা সেই আপদ্‌কালে স্নেহ-বশত পুত্র পৌত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া কি রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সেই আপদ্‌কালে বিজ্ঞান বল আশ্রয় করিয়া জীবন যাপন করা ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য। পৃথি-বীস্থ যাবতীয় ধন ধান্যাদি সাধুদিগের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে, অসাধুদিগের নিমিত্ত কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্র পথের অনুবর্ত্তী হইয়া অসাধুদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুদিগকে প্রদান করেন তিনিই আপদ্ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ। রাজা বিপদ্‌কালে রাজ্যপালনার্থ প্রজাগণকে প্রকো-পিত না করিয়া তাহাদের অদত্ত বস্তুও গ্রহণ করিতে পারেন। বিজ্ঞানবলসম্পন্ন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আপদ্‌কালে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও কেহ তাঁহারে নিন্দা করিতে পারে না। বল পূর্ব্বক জীবিকা লাভ করাই যাঁহাদের চিরাচরিত ধর্ম্ম তাঁহারা কদাচ অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। বলবান্ ব্যক্তিরা তেজঃপ্রকাশ করিয়াই কাল যাপন করেন। রাজারা আপদ্‌কালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রস্থ সমু-

দায় ব্যক্তির নিকট হইতে কোষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু মেধাবী নরপতিগণ ঐ সময় কদর্য্য স্বভাব দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করিয়াই ধনসঞ্চয় করেন। অত্যন্ত আপদ্ উপস্থিত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে নিপীড়িত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যে নরপতি ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাঁহারে অগাধ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। আমি এক্ষণে যাহা কহিলাম ইহা অতি প্রামাণিক ও লোকের দিব্যচক্ষু স্বরূপ। লোকে ইহার অনুসারে ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধুপদ বাচ্য হইয়া থাকে। গ্রামবাসী অসংখ্য লোক রোষপরবশ হইয়া রাজার নিকট পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে; অতএব নরপতি তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কাহারেও সংকৃত বা নিপীড়িত করিবেন না। লোকের পরিবাদ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে সভায় পরের নিন্দা কীর্ত্তিত হয় তথায় হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন বা তথা হইতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্র লোকেরাই পর নিন্দা ও পরের প্রতি ক্রূরাচরণ করে। সাধু ব্যক্তিরা সতত সাধুদিগের গুণই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শান্তস্বভাব বৃষভ যেমন যত্ন পূর্ব্বক ভার বহন করে, নরপতিও সেইরূপে রাজ্যভার বহন করিবেন। যাহাতে অনেকের সাহায্য লাভ করা যায় এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা ভূপতিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে চিরাচরিত প্রথাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু কেহ কেহ উহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন যে পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিগণও অপরাধী হইলে তাঁহারে দণ্ডবিধান করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। ঐ সকল লোক যে মাৎসর্য্য বা লোভের বশীভূত হইয়া ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করেন এরূপ বিবেচনা করিও না; বস্তুত তাঁহারা লিখিতের প্রতি শঙ্খের ব্যবহারানুসারে ধর্ম্মানুরোধেই ঐ রূপ কহিয়া থাকেন। অনেক মহর্ষি কুকর্ম্মশীল গুরুরও শাসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, বস্তুত ঐ রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। লোকে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহারে নিপাতিত করিয়া থাকেন। যে রাজা ছল পূর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। সর্ব্বাত্ম সংকৃত ধর্ম্ম চারি প্রকার; বেদনির্দ্দিষ্ট, স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট, সাধুজনাচরিত ও আত্মবিচার সিদ্ধ। এই চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মই অবগত হওয়া রাজাদিগের আবশ্যক। যে নরপতি তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রের অনুমোদিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারেন তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পপদের ন্যায় ধর্ম্মমূল অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রকাশ করা অতি সুকঠিন। নিষাদগণ যেরূপ অরণ্য মধ্যে শরাহত মৃগের রুধিরাক্ত পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাহার অন্বেষণ করে, সেই রূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন রাজর্ষিরা সাধুদিগের অবলম্বিত পথই আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে তাঁহাদিগের ন্যায় সেই পথ আশ্রয় কর।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কোষ পূরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোষ দ্বারাই ধর্ম্ম ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব কোষ সংগ্রহ করিয়া

বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাই রাজাদের প্রধান ধর্ম্ম। কোন সচ্চরিত্রতা বা কোন নৃশংসতা দ্বারা কখনই কোষ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই কোষ সংগ্রহ করা আবশ্যক। বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না ; কোষ রক্ষা না হইলেও বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বলহীন ব্যক্তি রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না এবং রাজ্যহীন ব্যক্তিরে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হওয়া মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্দ্ধিত করা নরপতি-দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা কোষহীন হইলে সকলেই তাঁহারে অবজ্ঞা করে। তখন আর কেহই তাঁহার নিকট অল্পলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না। লক্ষ্মী থাকিলে রাজার সম্মানের পরিসীমা থাকে না। আব-রণ দ্বারা যেমন স্ত্রীলোকের গুহ্যদেশ সমাবৃত হয় তদ্রূপ সম্পদ দ্বারা ভূপতির পাপ সকল আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। যে নরপতির পূর্ব্বাপকারীরা তাঁহার সম্পদ দর্শনে অনুতাপিত হইয়া শালাবৃকের ন্যায় গূঢ়ভাবে তাঁহারে নিধন করিবার মানসে আশ্রয় করে তাঁহার কখনই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। সতত উদ্যত হওয়াই নরপতিদিগের নিতান্ত আবশ্যক, নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার। বরং ভগ্ন হওয়া উচিত তথাপি কাহারও নিকট নত হওয়া বিধেয় নহে। বরং বনে গমন করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবে তথাপি মর্য্যাদাশূন্য দস্যুপ্রায় অমাত্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে না। অতি ভীষণ অকার্য্যসাধন সময়ে দস্যু-

গণের নিকট হইতে অসংখ্য সৈন্যলাভ করা যায়। রাজা এককালে নিয়মহীন হইলে তাঁহার নিকট অন্যান্য লোকের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণও শঙ্কিত হয়। অতএব লোকমনোহারী নিয়ম সংস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতি তুচ্ছ বিষয়েও নিয়ম থাকিলে উহা সাধারণের সমাদৃত হইয়া থাকে। নাস্তিকগণ ইহলোক পরলোকের ভয় করে না, অতএব তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করা যুক্তিযুক্ত নহে। দস্যুগণ অন্যান্য সদাচারে নিরত হইয়া পরধন অপহরণ করিলেও উহা অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ, দস্যুগণ দয়ালু হইলে তাহাদের দয়া প্রভাবে অসংখ্য জীব পরিরক্ষিত হয়। উহারা সমর পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধ সাধন, কৃতঘ্নতা, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, লোকের এককালে নিধনতা সম্পাদন, কন্যাপহরণ ও পরদারাভিমর্ষণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। আবার যাহারা দস্যুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করে. তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের বিশ্বাসোৎপাদন পূর্ব্বক সমস্ত জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে উহাদিগের সমুদায় ধন সন্তানাদি নিঃশেষিত করিতে পারে। অতএব দস্যুদিগকে এককালে সম্পত্তিহীন না কবিয়া তাহাদিগকে আপনার বশীভূত করাই কর্ত্তব্য। আপনারে বলবান্ বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহিত নৃশংস ব্যবহার করা কদাপি বিধেয় নহে। যে রাজা প্রজাগণের নির্দ্ধনতা সম্পাদন করেন, তাঁহারে অচিরাৎ নির্দ্ধন হইতে হয়; আর যিনি তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন, তিনি যাবজ্জীবন রাজ্য ভোগ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্ম বাক্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়ের সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটী প্রত্যক্ষ সুখ। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ সুখে বিঘ্নোৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। ভূতলে বৃকপদচিহ্ন দর্শন করিয়া উহা বস্তুত বৃকের পদচিহ্ন কি না এইরূপ বিচারের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নিরর্থক। এই সংসার মধ্যে কেহই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন নাই। অতএব বিদ্যাদি দশবিধ বল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। সমুদায় বস্তুই বলবান্ ব্যক্তির বশীভূত থাকে। সম্পত্তি থাকিলে বল আয়ত্ত হয় এবং বল আয়ত্ত হইলেই উপযুক্ত অমাত্যগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জগতে নির্দ্ধন ব্যক্তি পতিত ও অল্পমাত্র দ্রব্যই উচ্ছিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। বলবান্ ব্যক্তি অতিমাত্র পাপানুষ্ঠান করিলেও ভয়প্রযুক্ত কেহ তাহা ব্যক্ত করে না। ধর্ম্ম ও বল এই দুইটী সত্যের আশ্রয় লাভ করিলে মানবগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বল ও ধর্ম্ম এ উভয়ের মধ্যে বলই শ্রেষ্ঠ। বল হইতে ধর্ম্মসম্ভূত হয়। ধূম যেমন সমীরণ আশ্রয় করিয়া উড্ডীন এবং লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় ও সুখ যেমন ভোগবান্ ব্যক্তিরে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম বলবান ব্যক্তিরে অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করে। বলবান্ পুরুষদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। তাহাদিগের সকল কার্য্যই সৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বলহীন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে কদাপি পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। সকলেই তাহার দৌরাত্ম্যে

উত্ত্যক্ত হয়। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইলেই সকলের নিকট অবমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে। তৎকালে তাহাদিগের প্রাণ ধারণ মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, পাপ ও চরিত্রদোষ নিবন্ধন বন্ধু বান্ধববিহীন হইলে মনুষ্যকে পরের বাক্য যন্ত্রণায় নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া যাহার পর নাই অনুতাপ করিতে হয়। পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য ত্রয়ী বিদ্যার আলোচনা, ব্রাহ্মণগণের উপাসনা, দর্শন বাক্য প্রয়োগ ও কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিসম্পাদন, মনের উন্নতি সাধন, মহদ্বংশে পাণিগ্রহণ, আপনার নম্রতা স্বীকার পূর্ব্বক অন্যের গুণ কীর্ত্তন, কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক জপানুষ্ঠান এবং মিতভাষী ও মৃদুস্বভাব হইয়া লোকের হিতসাধন করা আবশ্যক। বহুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিন্দায় ক্রুদ্ধ না হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সমাজে সতত অবস্থান ও তাঁহাদের অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত। এইরূপ সদাচারনিষ্ঠ হইলেই লোকে নিষ্পাপ ও সকলের সম্মানভাজন হইয়া ইহলোক ও পর-লোকে উৎকৃষ্ট সুখ লাভ করিতে পারে। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই বিধেয়,একাকী গোপনে ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পরস্বাপহারী দস্যুও অন্যান্য ধর্ম্মে বিভূষিত হইলে পরলোকে নরকগামী হয় না, এই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ দস্যুত্ব নিবন্ধন সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐ নিষাদ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে নিষাদীর গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে।

সে সতত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত, বুদ্ধিমান্, বিজ্ঞান সম্পন্ন, অনৃশংস, ব্রাহ্মণপ্রিয়, গুরুপূজক ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। নিষাদগণের মধ্যে বিজ্ঞ ও মৃগবিজ্ঞানে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিল। ঐ নিষাদ প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে অরণ্যমধ্যে মৃগদিগের ক্রোধ উত্তেজিত করিত। দেশ কালের বিষয়ে তাহার কিছুই অবিদিত ছিল না। সে নিরন্তর পর্ব্বতে পরিভ্রমণ ও একাকী বহুসংখ্য সেনা পরাজয় করিত। সকল ধর্ম্মেই তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। সে প্রতিদিন মধু, মাংস, ফল, মূল ও অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক বৃদ্ধ অন্ধ বধির পিতা মাতার শুশ্রূষা করিত। মান্য ব্যক্তিদিগকে কদাচ অবমাননা করিত না। অরণ্যবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগবধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত। যাঁহারা লোকভয়ে দস্যুর নিকট মাংস গ্রহণ করিতে সম্মত হইতেন না, সে প্রাতঃকালে অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগের গৃহে তাহা রাখিয়া যাইত।

একদা নির্দ্দয় নিয়ম হীন বহুসংখ্য দস্যু তাহারে গ্রামণী করিবার মানসে কহিল, হে বীর! তুমি দেশ কাল ও মুহূর্ত্ত সমুদায়ই অবগত আছ। তোমার তুল্য প্রজ্ঞাবান্ ও দৃঢ় ব্রতপরায়ণ লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আমাদের সকলের মতানুসারে প্রধান গ্রামণী পদ গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমরা তদনুসারেই কার্য্য করিব। এক্ষণে তুমি পিতা মাতার ন্যায় ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে প্রতিপালন কর।

তখন কায়ব্য তাহাদিগের বাক্যে স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে কহিল, প্রত্তিবাসিগণ! তোমরা স্ত্রী, ভীরু, শিশু, তাপস ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিনাশসাধন এবং বল পূর্ব্বক স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিও না। সকল প্রাণিমধ্যে স্ত্রীলোককে বিনাশ করা অতি গর্হিত কার্য্য। অতএব তদ্বিষয়ে যেন কোন মতেই তোমাদিগের বুদ্ধি প্রধাবিত না হয়। প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল চিন্তা ও তাঁহাদিগের হিতানুষ্ঠানার্থ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করিও না। দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা এবং বিবাহাদি সৎকার্য্যের বিঘ্নানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই মোক্ষ লাভের উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও তাঁহাদিগের পূজা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহার অমঙ্গলচিন্তা করেন, ত্রিভুবন মধ্যে তাহারে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, তাহারে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় অবশ্যই বিনাশ লাভ করিতে হয়। আমরা এই স্থানে অবস্থান করিয়াই সমস্ত বিষয়ের ফললাভে অভিলাষ করিব। যাহারা আমাদিগের অভিলষিত ফল প্রদানে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে শাসন করিবার নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; নিরপরাধী লোকের বধ সাধনের নিমিত্ত উহার সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে নিপীড়িত করে, তাহাদিগকেই বধ করা উচিত। যাহারা রাজ্যোপরোধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কুণপনিহত কৃমির ন্যায় বিনষ্ট হইতে হয়। হে প্রত্তিবাসিগণ!

পরস্বাপহারী দস্যু হইয়া এইরূপ নিয়মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে অবিলম্বে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

কায়ব্য এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে তত্রত্য সমুদায় দস্যুই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক পাপ হইতে বিরত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। জ্ঞানবান্ কায়ব্যও সাধুগণের হিতানুষ্ঠান ও দস্যুগণের পাপ নিবারণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা মহতী সিদ্ধি লাভ করিল। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত এই কায়ব্যচরিত চিন্তা করিবে, তাহার বন্য জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী হইতে কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না। সে বনমধ্যে গমন করিয়াও রাজার ন্যায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! মহীপাল যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক কোষ সঞ্চয় করিবেন, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ব্রহ্মবাক্যানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন শ্রবণ কর। ব্রহ্মস্ব ও যজ্ঞশীল ব্যক্তিদিগের ধন গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডহীন দস্যুদিগের ধনই হরণ করিবেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রজা ও রাজ্য ক্ষত্রিয়েরই অধিকৃত। ক্ষত্রিয়ই সমুদায় ধন ভোগ করিবেন, উহাতে অন্যের কিছুমাত্র অধিকার নাই। ধন দ্বারা বলবুদ্ধি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করাই রাজার কর্ত্তব্য। লোকে যেমন অভোজ্য ওষধি ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য পাক করিয়া থাকে। তদ্রূপ রাজারা দুষ্টগণের হিংসা করিয়া শিষ্টদিগকে প্রতিপালন করিবেন। যাহারা হবি দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন না করে তাহাদিগের ধন

নিতান্ত নিরর্থক। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলপূর্ব্বক ঐ রূপ ব্যক্তি-দিগের ধন অপহরণ করিবেন। সেই ধন দ্বারা অনেক সাধু-গণের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে। অতএব সেই অপহরণ জন্য রাজারে কিছুমাত্র দোষস্পর্শ করিতে পারে না। যিনি অসাধু-ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ পূর্ব্বক সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনি পরম ধার্ম্মিক। বজ্রীনামক শুক্লজীব ও পিপীলিকাদি যেমন অল্পে অল্পে বহুদূর গমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ রাজা আপনার শক্তি অনুসারে ক্রমে ক্রমে পরলোক জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। গবাদির গাত্র হইতে যেমন দংশমক্ষিকাদি দূরীকৃত করা যায়, তদ্রূপ অযাজ্ঞিক ব্যক্তিরে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। শিলার উপর ধূলি রাখিয়া শিলা দ্বারা পেষণ করিলে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে অতিশয় সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচন করা যায়, উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাহারে অনাগতবিধাতা, যে ব্যক্তি হঠাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে স্বীয় বুদ্ধি বলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংসাধন করিতে পারে তাহারে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং যে ব্যক্তি কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা সম্পাদনে সত্বর না হইয়া ইহা আজি না হয় কালি করিব বিবেচনা করিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহারে দীর্ঘসূত্র কহে। এই জগতে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি এই উভয় ব্যক্তিই সুখ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে

হয়। এক্ষণে আমি এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন এক মৎস্যসমাকীর্ণ স্বল্প-জল বিশিষ্ট জলাশয়ে তিনটী শকুল মৎস্য বাস করিত। তন্মধ্যে একটী অনাগতবিধাতা, একটী প্রত্যুৎপন্নমতি ও একটী দীর্ঘসূত্র। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। তখন সেই দীর্ঘদর্শী শকুলমৎস্য জলাশয়কে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইতে দেখিয়া স্বীয় মিত্রদ্বয়কে কহিল, দেখ, এক্ষণে এই জলাশয়েই জলজন্তুর বিপদ্‌কাল সমুপস্থিত হই-য়াছে; অতএব চল আমরা আমাদের নির্গমনের পথ নষ্ট না হইতে হইতেই অবিলম্বে অন্য জলাশয়ে প্রস্থান করি। যে ব্যক্তি নীতিপ্রভাবে অনুপস্থিত বিপদের প্রতিবিধান করে তাহারে কোন কালেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না; অতএব চল আমরা বিপদ্ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলায়ন করি। তখন দীর্ঘসূত্র কহিল, মিত্র! তুমি যাহা কহিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার মতে কোন কার্য্যেই ত্বরান্বিত হওয়া উচিত নহে। ঐ সময় প্রত্যুৎপন্নমতিও অনাগতবিধাতারে সম্বো-ধন করিয়া কহিল, ভাই! আমি ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া কোন কাৰ্য্য করি না, কিন্তু কোন কাৰ্য্য উপস্থিত হইলে তৎ-ক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারি। দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎপন্ন-মতি এই কথা কহিলে অনাগতবিধাতা তাহাদিগের তৎক্ষণাৎ পলায়নের মত নাই বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং অবিলম্বে স্রোত দ্বারা এক গভীর জলাশয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে সমুদায় জল

নিঃসৃত হইলে মৎস্যজীবি ধীবরগণ বিবিধ উপায় দ্বারা মৎস্য সমুদায়কে রুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সময় দীর্ঘসূত্র ও প্রত্যুৎ-পন্নমতি অন্যান্য মৎস্যগণের ন্যায় অবরুদ্ধ হইল। অনন্তর ধীবরগণ রজ্জু দ্বারা মৎস্যদিগকে গ্রথিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক গ্রথনরজ্জু দংশন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন ধীবরগণ সমুদায় মৎস্য গ্রথিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে বিপুলজলে প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি সেই গ্রহণরজ্জু পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপ-স্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু হীনবুদ্ধি দীর্ঘসূত্র পলায়নের কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিচেতন ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপ যে ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত উপস্থিত বিপদ্ বিবেচনা করিতে না পারে, তাহারে দীর্ঘসূত্র মৎস্যের ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি আপনারে কার্য্যনিপুণ বোধ করিয়া অগ্রে বিপদের প্রতিবিধান না করে, প্রত্যুৎপন্নমতি মৎস্যের ন্যায় তাহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি বিপদ্ উপস্থিত না হইতে হইতেই তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, সে অনাগত মৎস্যের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয়। অবহিত চিত্তে দেশের এবং কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, ক্ষণ, মাস, পক্ষ, ঋতু, কল্প ও সংবৎসর প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মতা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। মহর্ষিগণ ধর্ম্মার্থ শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্রে দেশ ও কালকেই প্রধান এবং মানবগণের অভীষ্ট প্রদ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি সুচারু রূপে দেশ কাল বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সে অনায়াসে উৎকৃষ্ট ফলভোগে সমর্থ হয়।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্না ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘসূত্রতারে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জন নরপতি কি রূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রু কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ না হন? অনেক শত্রু এক রাজারে আক্রমণ করিলে তাঁহার কি রূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। রাজা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্য শত্রু পূর্ব্বাপকার নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহারে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কি রূপে একাকী সহায় বিহীন হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন? মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কি রূপ ব্যবহার করা উচিত? যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হন? প্রাকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কি রূপে অবস্থান করা উচিত? এই সমস্ত বিষয়ও বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই সমুদায় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্লভ।

অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপদ্ কালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয় সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময় শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না, অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জ্জন বা সুখ ভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জ্জারমূষিক সংবাদ নামে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

কোন নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসঙ্ঘাতঘাতক মার্জ্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়াছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চাণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমন পূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ু-

ময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখে রজনী যাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমন পূর্ব্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত তাহাদিগকে লইয়া যাইত। একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জ্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুরে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষদ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্জ্জারের উপরে আরোহণ পূর্ব্বক মনে মনে হাস্য করত আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় উহার অনতিদূরে হরিতনামে এক তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বরে সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রক নামে এক তীক্ষ্ণতুণ্ড তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষ ভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে এই রূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসঙ্কট বিষম আপদ্ উপস্থিত হইলে আত্মহিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য। আপদ্ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমারে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ

হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপদ্‌কালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্র বিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হন না। অতঃপর এই মার্জ্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে; অতএব জীবন রক্ষার্থ এই মার্জ্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জ্জার আমার পরম শত্রু; কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থ সাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া জীবন রক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খমিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয় তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা হইবে। যাহা হউক এক্ষণে এই মার্জ্জার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা অতএব ইহারে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করি। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহারেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সন্ধি বিগ্রহ কালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিনীতবচনে মার্জ্জারকে কহিল, সখে!

তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমারে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধন মুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতি দূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমারে আক্রমণ করিতে না পারে তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থান পূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপট চিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব এক্ষণে যদি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহারেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের

প্রতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থ সাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিত সমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধি সংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ দ্বারা সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধিসংস্থাপন পূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধার সাধন করিব, কিন্তু অগ্রে তোমারে আমার উদ্ধার করিতে হইবে। মূষিকপ্রধান পলিত এইরূপ হিতকর হেতু যুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ মার্জ্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক মনে মনে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, মহাত্মন্! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহাতে আমি তোমার প্রতি যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়াছি অতএব এসময় শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমারে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি আমি তোমার নিকট

আত্মসমর্পণ করিলাম ; তুমি আমারে আপনার শিষ্য ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন বুদ্ধিমান্ মার্জ্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহারে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল, সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সকল কথা কহিলে তৎসমুদায় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যাহার পর নাই ভীত হইয়াছি। আর ক্ষুদ্রাশয় উলূকও আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব ; তুমি আমারে বিনষ্ট করিও না। আমার দ্বারা নিশ্চয়ই তোমার পরিত্রাণ লাভ হইবে। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমারে মুক্ত করিব।

তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন মার্জ্জার মূষিকের যুক্তি সঙ্গত বাক্য শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল, ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে আমি তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধিস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত তোমার সমুদায় হিতকার্য্য সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেননা প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার

করে কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই পরোপকার করিয়া থাকে।

এইরূপে মার্জ্জার স্বার্থ সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড় মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ন্যায় তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জ্জার ও মূষিকের প্রীতি দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিক ভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান্ বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না। প্রত্যুত তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্য সাধনার্থ সন্ধি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই দেশ কালজ্ঞ মূষিক মার্জ্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করত ক্রমে ক্রমে তাহার পাশ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জ্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিল সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল, ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ তবে কি নিমিত্ত পাশ ছেদনে সত্বর হইতেছ না। ব্যাধ অবিলম্বেই এস্থানে আগমন করিবে; অতএব শীঘ্র পাশ ছেদন কর।

মার্জ্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান্ মূষিক তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিলক্ষণ অবগত আছি। উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয়

হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমারে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ; অতএব কাল প্রতীক্ষা কর। বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চাণ্ডালতনয় অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বরে বৃক্ষে আরোহণ করিবে। আমিও গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জ্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যেরূপ সত্বর হইয়া তোমারে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি সাধু ব্যক্তিরাও সে রূপে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষত বিলম্ব হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; অতএব সত্বরে আমারে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও।

মার্জ্জার এই রূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিল, মার্জ্জার! আমরা কেবল স্বার্থ

সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য সেবার ন্যায় অনর্থোপাতের মূলীভূত হইয়া বঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশত পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চাণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমারে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে; অতএব সেই সময়েই আমি তোমারে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদায় তন্তুই ছেদন করিয়াছি একমাত্র অবশিষ্ট আছে। অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘ নামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ কর্ণের ন্যায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ যাহার পর নাই মলিন। মার্জ্জার সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন

করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মূষিক সত্বরে মার্জ্জারের পাশ ছেদন করিয়া দিল। মার্জ্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল। মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের নিকট আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জ্জার আপনারে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশঙ্কা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমারে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভব সময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা প্রথমত মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময় কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুরে সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধুবান্ধব তোমারে পূজা করিবে। আমিও তোমারে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিৎ সৎকার করিব। কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

তুমি আমার শরীর গৃহ ও সমুদায় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমারে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমারে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

মার্জ্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রাবধারণক্ষম মূষিক আপনার হিতজনক অতি মধুর বাক্যে তাহারে কহিল, সখে! লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে তৎ সমুদায়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু ও মিত্র এই উভয়কেই উত্তম রূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায় তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও শত্রু বা কেহ কাহারও মিত্র নাই; কেবল সামর্থ্য নিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থ সিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধন নিবন্ধন কাল সহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই

মিত্রতা ও শত্রুতা জম্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থ বিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারে স্থির-প্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণ রূপ বিশ্বাস করা যুক্তি বিরুদ্ধ। কারণ বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হই-বার সম্ভাবনা। কি পিতা মাতা কি শত্রু কি মাতুল কি ভাগি-নেয় কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদায় লোকই আত্ম রক্ষায় ব্যগ্র। পিতা মাতা অতিপ্রিয় পুত্রকেও পতিত বলিয়া অব-গত হইলে জনসমাজে আপনাদের সন্ত্রম রক্ষার্থ অচিরাৎ তাহারে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনি-র্ব্বচনীয় প্রভাব !

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থ-সাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ, সন্দেহ নাই। বিশেষত তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক আত্ম রক্ষায়ও সতর্ক হয় না, তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতা নিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলত, চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্য বশত সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমারে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুর বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ উহা তোমার ভ্রম-

মাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্ত বশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদায় লোকই স্বার্থ-পরতার বশীভূত; ইহাতে কেহই কাহার যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদ্যপিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণ বশত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতি শৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংশ্রব নাই তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব-পর, সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্র পাঠ, হোম ও জপদ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলত লোকে যাহার দ্বারা কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে তাহার প্রতিই প্রীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণ সাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমারে প্রীতি প্রদর্শন করি-তেছ ইহার কারণ কি? তোমার অভ্যবহার লাভ ব্যতিরেকে উহার আর কোন কারণই অনুভূত হয় না। কিন্তু তুমি যাহাতে আমারে ভক্ষণ করিতে না পার আমিও তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সতর্ক আছি।

কাল হেতুকে আবিস্কৃত করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থ-শূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থ বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমারে

এইরূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকার পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ। সুতরাং তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ে সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশত মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি আমি এইরূপ নীতি শাস্ত্র সম্যক অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশ মধ্যে প্রবেশ করিব। আমি তোমার বলবীর্য্যে মুক্তিলাভ করিয়াছি এবং তুমিও আমার প্রভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এইরূপে আমরা স্বার্থ সাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পারের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার কিরূপে আমাদিগের সমাগম হইতে পারে। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে আমারে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই। আমি ভক্ষ্য তুমি ভোক্তা। আমি দুর্ব্বল তুমি বলবান্! সুতরাং আমাদের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিত-দিগের অনুমোদিত হইতে পারে। এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে আমারে ভক্ষণ করিবার মানসে

আমার প্রশংসা করিতেছ। তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশ বদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশমুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ। তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌশলক্রমে আমারে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমারে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষা গ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। তোমার পুত্র কলত্র সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমারে তোমার সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে। অতএব আমি আর তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। সংশ্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর। যে শত্রু অভদ্র এবং যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সন্নিধানে কিরূপে গমন করিবে? এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমারে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংশ্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত থাকিলেও কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংশ্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রান্ত হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি

আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্ম-প্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত পুত্র কলত্র রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্ম রক্ষা করা উচিত। আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রু হস্তে যে সমস্ত ধন রত্ন প্রদান করা যায় জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎ সমুদায় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্ম সমর্পণ করিলে ধন রত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে স্ত্রী ও সমস্ত ধন দিয়াও আত্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা আত্ম রক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী; তাহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্বা অবগত হইতে পারে তাহাদিগের শাস্ত্রার্থ দর্শিনী সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভৎর্সনা করিলে, বিড়াল যাহার পর নাই লজ্জিত হইয়া তাহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠান নিরত তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে তোমার অনিষ্ট আচরণ করিতে বাসনা করিতেছি এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে।

আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও মিত্রবৎসল, বিশেষত এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে তাহা কি সম্ভবপর হয়। তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।

মার্জ্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীর ভাবে তাহারে কহিল, লোমশ! তুমি সাধু; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে আমি তাহা সমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয় তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমারে স্তবই কর আর ধনই দেও কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হন না। এই বিষয়ে শত্রুর যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধন পুত্ত্রাদি সমুদায়ই লাভ হইয়া থাকে।

অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রু-গণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জ্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তোমারও জাতি সুলভ পাপ পরায়ণ হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত। মূষিক এই কথা কহিলে মার্জ্জার চাণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্র-তত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধি সামর্থ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষা-কৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জ্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল। আমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিস্তরে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করি-লাম, এক্ষণে উহা আবার সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা এক বার বৈরোৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি

কৌশলে অন্যকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার অনবধানতা দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও নির্ভীকের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করিবে। যে সতত এইরূপে সাবধান হয়, সে কখনই বিচলিত হয় না, বিচলিত হইলেও এককালে বিনষ্ট হয় না। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে মিত্রের সহিতও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সন্ধি বিগ্রহবিৎ পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! এইরূপ শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রসন্ন মনে সাবধানে ভীত হইয়া অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সভয় ব্যবহার ও অন্যের সহিত সন্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাবধানতা ও ভয় হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা ভয় উপস্থিত না হইতে ভীত হয়, তাহাদিগের কিছুতেই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক চিত্তে সকলের প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনারে বিজ্ঞ জানিয়া নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করে, সে অন্যের মন্ত্রণা কিছুতেই শ্রবণ করে না আর যে ব্যক্তি ভয়শীল, সে আপনারে অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞানদর্শী পণ্ডিতের নিকট সতত গমন করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান ও অবিশ্বস্তের সমক্ষে বহুতর বিশ্বাস প্রদর্শন করিবে এবং গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও লোকের সহিত কিছুতেই মিথ্যা ব্যবহার করিবে না।

হে যুধিষ্ঠির ! এই আমি পূর্ব্বতন নীতিশাস্ত্রবেত্তাদিগের মত এবং মূষিক ও বিড়ালের প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তুমি ইহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান এবং শত্রু মিত্রের প্রভেদ, সন্ধি বিগ্রহের প্রকৃত অবসর ও আপদ্ মুক্তির উপায় অবধারণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত এক কার্য্য সাধন করিতে হইবে জানিতে পারিলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া সাবধানে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহারে সম্যক্ বিশ্বাস করিবে না। এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই অবিরুদ্ধ। তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভ্যুদয়শালী ও পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। তুমি সতত ব্রাহ্মণগণের সহিত সংশ্রব রাখিবে। ব্রাহ্মণেরা ইহলোক ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভের হেতু। উহাঁরা ধর্ম্মবেত্তা, কৃতজ্ঞ, শুভানুধ্যায়ী ; অতএব উহাঁদিগকে সতত সৎকার করিবে। তাহা হইলে তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তোমার রাজ্য, যশ, কীর্ত্তি ও সন্ততি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যে মার্জ্জার ও মূষিকের সন্ধি বিগ্রহাত্মক বুদ্ধিসংস্কার সম্পাদক সংবাদ কীর্ত্তন করিলাম, ধীমান্ মহীপাল বিপক্ষমণ্ডলী মধ্যে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! আপনি কহিলেন যে, সকলের প্রতি বিশেষত শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করিলেই যদি মহাভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা কি রূপে রাজ্য রক্ষা ও কি রূপেই বা শত্রু পরাজয়

করিবেন? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কথা শ্রবণ করিয়া আমার মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পূজনী নামক পক্ষীর সহিত ব্রহ্মদত্ত নরপতির যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে এক পক্ষী বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিল। ঐ পক্ষী ব্যাধের ন্যায় সকল প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিত। ফলত পূজনী পক্ষী হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ছিল। কিয়দ্দিন পরে সেই অন্তঃপুর মধ্যে পূজনীর এক অত্যুত্তম শাবক জন্মে। পূজনী যে দিবস শাবক প্রসব করে, রাজমহিষীও সেই দিবস এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞা পূজনী রাজকুমারকে আপনার শাবকের ন্যায় স্নেহ করিত এবং প্রতিদিন সমুদ্রতীরে গমন পূর্ব্বক দুইটী অমৃততুল্য সুস্বাদু বলাধায়ী ফল আহরণ ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া একটী স্বীয় শাবককে ও অন্যটী রাজপুত্রকে অর্পণ করিত। রাজকুমার সেই ফল ভক্ষণ করিয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

একদা ধাত্রী রাজপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে বালক সেই পক্ষিশাবক অবলোকন করিয়া বালস্বভাব প্রযুক্ত তাহার নিকট গমন করিল এবং সেই শিশু শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে তাহারে ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়া পুনরায় ধাত্রীর সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় পক্ষিমাতা পূজনী ফল আহরণ

পূর্ব্বক অন্তঃপুরে আগমন করিয়া দেখিল যে, রাজপুত্র তাহার শাবককে নিপাতিত করিয়াছে। শাবক বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া পূজনীর দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে করিতে কহিল যে ক্ষত্রিয়ের সহিত একত্র বাস ও হৃদ্যতা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। উহারা কার্য্য উপস্থিত হইলেই লোককে সান্ত্বনা এবং কৃতকার্য্য হইলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়ের প্রতি বিশ্বাস করা নিতান্ত অনুচিত। ক্ষত্রিয়েরা লোকের অপকার করিয়াও তাহারে নিরর্থক সতত সান্ত্বনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, আজি আমিও এই কৃতঘ্ন, নৃশংস ও বিশ্বাসঘাতক রাজকুমারের বিশেষ অপকার করিয়া অনুরূপ বৈর নির্যাতন করিব। আমার শাবক উহার সহিত এক দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়া একত্র পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সতত উহার সহিত একত্র ভোজন ও উহার আশ্রয়ে বাস করিত। ঐ দুরাত্মা তাহার বধ সাধন করিয়া ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে। পূজনী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণ দ্বারা রাজকুমারের নয়নদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক সুস্থ চিত্তে পুনরায় এই কথা কহিল যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান করে পাপ তৎক্ষণাৎ তাঁহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। আর যাহারা কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করে, তাহাতে কখনই তাহাদিগের পুণ্য নাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া যদি স্বয়ং তাহার ফল ভোগ না করে, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রকে নিশ্চয়ই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।

অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় পুত্রের নয়নদ্বয় উৎপাটিত অবলোকন পূর্ব্বক পূজনী প্রথমে অপকৃত হইয়া পশ্চাৎ অপকারের প্রতিবিধান করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহারে কহিলেন, পূজনি! আমার পুত্র অগ্রে তোমার অপকার করিলে তুমি পশ্চাৎ প্রত্যপকার করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের উভয়ের অপরাধই তুল্য হইয়াছে; অতএব তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই অবস্থান কর।

তখন পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তি এক বার এক জনের নিকট অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার নিকট অবস্থান করে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা কদাচ তাহার প্রশংসা করেন না। অতএব অপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প। যে ব্যক্তি এক বার বৈরাচরণ করিয়াছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা শান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহার তাহাতে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ঐ রূপ বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। শত্রুতা এককালে বিনষ্ট হইবার নহে। পরস্পর বৈরভাব জন্মিলে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া উভয়েরই পুত্র পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হইলে তাহাদের আর পরলোক প্রাপ্তির উপায় থাকে না। অতএব এক বার বৈর সংঘটন হইলে পরস্পর বিশ্বাস না করাই সুখ লাভের নিদান। বিশেষত বিশ্বাসঘাতকের প্রতি একেবারে অবিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য। বিশ্বস্ত ব্যক্তিরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত নহে। কারণ বিশ্বাস হইতে ভয় উপস্থিত হইলে তদ্দারা মূলপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যের

বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং কাহারেও বিশ্বাস করিবে না। ইহ লোকে পিতামাতাই লোকের পরম বন্ধু এবং আত্মাই সুখ দুঃখের ভোক্তা। আর ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র, ভ্রাতা ও বয়স্য ধনগ্রহণ নিবন্ধন শত্রুপদবাচ্য হইয়া থাকে। পরস্পরের একবার বৈরভাব উপস্থিত হইলে আর সন্ধি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যে কারণে এখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কারণ অতীত হইয়াছে। প্রথমত এক জনের অপকার করিয়া পরিশেষে তাহারে অর্থ দান ও বহুমান প্রদর্শন করিলেও কখনই তাহার মনে প্রত্যয় জন্মে না। বলবান্ লোকের কার্য্য প্রদর্শন করিয়াই দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে। যে স্থানে প্রথমত সম্মানিত ও পশ্চাৎ অবমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমি বহুকাল পর্য্যন্ত পরম সমাদরে তোমার ভবনে বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে যখন তোমার সহিত আমার বৈরভাব জন্মিল, তখন আমি অচিরাৎ এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনী! লোকে অপকারীর প্রত্যপকার করিলে তন্নিবন্ধন কদাচ অপরাধী হয় না বরং তাহারে ঋণনির্ম্মুক্ত বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অতএব তুমি অন্যত্র গমন না করিয়া এই স্থানেই অবস্থান কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! অপকারীর প্রত্যপকার করিলে পুনরায় কখনই তাহার সহিত আন্তরিক সখ্যভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অপকৃত ও প্রত্যপকৃত উভয় ব্যক্তিরই অন্তঃকরণে প্রতিনিয়ত পরস্পরকৃত অপকার জাগরূক থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! অনেক স্থলে পরস্পরের বিরোধের পর পুনরায় সন্ধি সংঘটন হইয়া বৈরতার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে; ঐ সন্ধি নিবন্ধন তাহাদের কোন অপকারও হয় নাই।

পূজনী কহিলেন, মহারাজ! শত্রুতার উপশম কখনই নাই। শত্রুর সান্ত্বনা বাক্যে বিমোহিত হইয়া কদাচ তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাস করিলেই বিনষ্ট হইতে হয়, অতএব অতঃপর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার না হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। বল পূর্ব্বক সুনিশিত শস্ত্র প্রহারেও যাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, তাহারা কেবল এক সন্ধি প্রভাবে করেণুলোভাকৃষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় অনায়াসে পরাভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! একত্র সহবাস করিলে হত্যাকারী শত্রুর প্রতিও স্নেহ ভাবের উদয় হয় এবং কুক্কুর ও চণ্ডালের ন্যায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে; আর বৈরভাবও পদ্মপত্রস্থিত সলিলের ন্যায় অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না।

পূজনী কহিল, রাজন্! পণ্ডিতেরা স্ত্রী, বাস্তু, পরুষ বাক্য অপরাধ ও জাতিস্বভাব এই পাঁচটীরে শত্রুতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ব্যক্তির সহিত শত্রুতা সংঘঠন হইলে প্রকাশ্য রূপেই হউক, আর অপ্রকাশ্য রূপেই হউক, দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া তাহারে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। সুহৃদের সহিত বৈরভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। বৈরানল কাষ্ঠস্থিত

গূঢ় হুতাশনের ন্যায় সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। অর্থদান, সান্ত্বনা, পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা উহা উপশমিত করা যায় না। ফলত পরস্পরের বৈরানল এক বার উদ্দীপিত হইলে উহা এক পক্ষকে দগ্ধ না করিয়া কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে। অপকারী ব্যক্তিরে অর্থ বা সম্মান দ্বারা সমাদর করিলেও কখনই তাহার মনে শান্তি বা বিশ্বাসের উদয় হয় না। তৎকৃত অপকারই তাহার অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া থাকে। অতঃপর অন্য লোকে আমাদের অপকার করিতে চেষ্টা করিলে আমরা কখনই পরস্পর সাহায্য দানে যত্ন করিব না। ফলত আমি বিশ্বাস নিবন্ধন তোমার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! কাল প্রভাবেই সমুদায় কার্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কার্য্য নিবন্ধন কেহ কাহারও নিকট অপরাধী হইতে পারে না। জীবগণ কাল সহকারেই জন্ম গ্রহণ এবং সেই কালপ্রভাবেই আবার দেহ ত্যাগ করিতেছে। এই জগতে কেহ কেহ এককালে ও কেহ কেহ বা ক্রমে ক্রমে দেহ ত্যাগ করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অনেক দিন জীবিত রহিয়াছে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ কাল জীবগণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। অতএব আমরা পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের কারণ নহি। কালই প্রতিনিয়ত জীবগণের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছে। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি স্নেহভাব অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই স্থানে বাস কর। আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করিব না। তোমার যে

অপরাধ হইয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, তুমিও আমার দোষ মার্জ্জনা কর।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যদি কালকেই সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কর, তাহা হইলে বল দেখি লোকে বন্ধু বান্ধবগণের বিয়োগে কি নিমিত্ত শোকাকুল হয়? যদি কালই সুখ দুঃখ ও পরাভবের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-কালে দেবগণ কি নিমিত্ত অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন? যদি কাল সহকারে লোকে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কি জন্য রোগীর নিমিত্ত ঔষধ প্রস্তুত করেন? যদি কালই সকল কার্য্যের কারণ হয়, তাহা হইলে লোকে শোকাকুল হইয়া কি নিমিত্ত বিবিধ প্রলাপ করে এবং পাপকর্ত্তারেই বা কি নিমিত্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! তোমার পুত্র আমার সন্তানকে বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া আমিও তোমার পুত্রকে নিহত করিয়াছি, অতঃপর তুমি সুযোগ পাইলেই আমারে বিনাশ করিবে। আমি পুত্রশোকে কাতর হইয়া তোমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যে কারণে আমারে প্রহার করিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ ভোজন বা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পক্ষী গ্রহণ করিবার বাঞ্ছা করে। বধ ও বন্ধন ভিন্ন তাহাদিগের সহিত মনুষ্যের আর কোন সম্বন্ধই নাই। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা মরণ ও বন্ধনজনিত দুঃখ পরিজ্ঞাত আছেন বলিয়াই ভয়প্রযুক্ত মোক্ষতন্ত্র আশ্রয় করিয়া-ছেন। প্রাণ ও পুত্র সকলেরই প্রিয়। সকলেই দুঃখে কাতর হয় এবং সুখলাভের প্রত্যাশা করে। জরা, অর্থনাশ, অনিষ্ট

সংযোগ ও ইষ্ট বিয়োগ হইতেই দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানবগণ বৈরজনিত, স্ত্রীকৃত, পুত্রবিয়োগজ ও সহজ দুঃখে সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। অনেক বুদ্ধিহীন ব্যক্তি পর-দুঃখকে দুঃখ বলিয়া কীর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি কখন দুঃখ ভোগ না করে, সেই ব্যক্তিই ভদ্র লোকের নিকট পরের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখে অভিভূত হইয়া শোক প্রকাশ এবং পরের দুঃখকে আপনার দুঃখের ন্যায় বিবেচনা করে, সে কখনই পরদুঃখ দর্শনে সুস্থির হইতে পারে না।

হে মহারাজ! আমরা পরস্পর পরস্পারের যে অপকার করিয়াছি, তাহা শত বৎসরেও অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার নহে। অতএব আমাদিগের পুনরায় সন্ধি করা কি রূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে? পুত্রকে স্মরণ করিলেই আমার সহিত তোমার নূতন বৈরভাব উপস্থিত হইবে। এক জনের সহিত শত্রুতা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সন্ধি করিলে ভগ্ন মৃণ্ময় পাত্রের সন্ধির ন্যায় উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বার্থশাস্ত্রবেত্তারা অবিশ্বাসকেই সুখের মূলীভূত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের নিকট কহিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারে মধুলোভে শুষ্কতৃণ সমাচ্ছন্ন কূপে নিপতিত মধুলাভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। অনেক স্থলে শত্রুতা বংশপরম্পরাগত হইতে দেখা গিয়াছে। দুই ব্যক্তি পরস্পর শত্রুতা করিয়া পরলোক গমন করিলে অন্যান্য ব্যক্তি সেই দুই জনের পুত্র পৌত্রগণকে সেই শত্রুতায় প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত

করিয়া থাকে। ভূপালগণ প্রায়ই শত্রুদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া পরিশেষে তাহারে পাষাণ-নিপাতিত পূর্ণ ঘটের ন্যায় চূর্ণ করেন। উহাঁরা যাহার অপকার করেন, তাহারে কখনই বিশ্বাস করেন না। এক জনের অপকার করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিলেই অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

ব্রহ্মদত্ত কহিলেন, পূজনি! ইহলোকে অবিশ্বাস দ্বারা কাহারও অর্থলাভ হয় না এবং ভয় লোককে মৃতকল্প করিয়া রাখে।

পূজনী কহিল, মহারাজ! যে ব্যক্তির চরণ দ্বয় ক্ষত, সে অতি সাবধানে ধাবমান হইলেও তাহার পদদ্বয়ে অবশ্যই আঘাত লাগিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নেত্ররোগে একান্ত আক্রান্ত, সে বায়ুর প্রতিকূলে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিলে নিশ্চয়ই তাহার নেত্ররোগ বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি আপনার বল বিদিত না হইয়া মোহপ্রযুক্ত দুষ্ট পথ আশ্রয় করে, তাহারে নিশ্চয়ই অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি বৃষ্টি কালাকাল পরিজ্ঞাত না হইয়া ক্ষেত্রকর্ষণ করে সে কখনই শস্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেহের হিতসাধনোপযোগী তিক্ত, কষায়, বা মধুর আস্বাদ সম্পন্ন বস্তু আহার করে, তাহার সেই সমুদায় বস্তু অমৃত রূপে পরিণত হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি পরিণাম বিবেচনা না করিয়া লোভ বশত পথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপথ্য বস্তু ভোজন করে, তাহারে অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। দৈব ও পুরুষকার পরস্পরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। উদার স্বভাব

পুরুষেরা ঐ উভয়ের মধ্যে পুরুষকার শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করেন। আর অসার ব্যক্তিরা দৈবকেই বলবান্ জ্ঞান করিয়া প্রতিনিয়ত উহার উপাসনা করিয়া থাকে। যে কার্য্য আপনার হিতকর, তাহা তীক্ষ্ণ হউক বা মৃদুই হউক, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্য বিহীন মূর্খদিগকেই সর্ব্বদা অনর্থগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব দৈব অবলম্বন না করিয়া পরাক্রম সহকারে কার্য্য করাই বিধেয়। মানবগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও আপনার হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বিদ্যা, শৌর্য্য, দক্ষতা, বল ও ধৈর্য্যই লোকের সহজ মিত্র। লোকে ঐ সমুদায়ের প্রভাবেই সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্ব স্থানেই গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরম সুখে কালহরণে সমর্থ হন। উহাঁরা কাহারেও ভয় প্রদর্শন করেন না এবং কাহারও নিকট ভীত হন না। কার্য্যদক্ষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অল্প অর্থ থাকিলেও তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। কার্য্যদক্ষ না হইলে অর্থ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যে নির্ব্বোধেরা গৃহস্নেহে বদ্ধ হইয়া অন্যত্র গমনের বাঞ্ছা না করে, তাহাদিগকে তাহাদের দুশ্চরিত্র ভার্য্যাগণের দোষে সন্তান প্রসবিনী কর্কটীদিগের ন্যায় অচিরাৎ অবসন্ন হইতে হয়। কোন কোন মনুষ্য বিদেশে গমন করিতে হইলে আপনাদের বুদ্ধির দোষে আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্র, আমার মিত্র ও আমার স্বদেশ এই মনে করিয়া যাহার পর নাই ব্যাকুল হইয়া থাকে। স্বদেশ ব্যাধি বা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইলে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অন্য দেশে গমন এবং জনসমাজে সম্মানিত হইয়া

তথায় অবস্থান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমি এ স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রস্থান করিব। আমি তোমার পুত্রের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া আর আমার এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষ নাই। কুভার্য্যা, কুপুত্র, কুরাজা, কুসুহৃদ্ কুসম্বন্ধ ও কুদেশ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কুপুত্রের প্রতি বিশ্বাস থাকে না। কুভার্য্যাতে অনুরাগ জন্মে না। কুরাজার রাজ্যে সুখ ও কুদেশে জীবিকা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন। কুমিত্রের সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয় না এবং অর্থ ক্ষয় হইলেই কুসম্বন্ধ নিবন্ধন অবমানিত হইতে হয়। যে ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী হয়, তাহারেই ভার্য্যা, যে পুত্র হইতে সুখ লাভ হয়, তাহারেই পুত্র, যে মিত্র বিশ্বাসের পাত্র হয় তাহারেই মিত্র, যে দেশে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তাহারেই দেশ এবং যে রাজা প্রজাগণের প্রতি বল-প্রকাশ বা তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন না করেন ও দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তাঁহারে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। নরপতি ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণসম্পন্ন হইলেই প্রজাগণ পুত্র, কলত্র ও বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া স্বদেশে সুখে অবস্থান করিতে পারে আর রাজা অধার্ম্মিক হইলে প্রজাগণকে নিগৃহীত ও বিনষ্ট হইতে হয়। ভূপতিই প্রজাগণের ত্রিবর্গের মূল। অতএব অপ্রমত্ত চিত্তে তাহাদিগকে পালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রাজা প্রজাদিগের উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠাংশ কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সুচারু রূপে প্রতিপালন না করেন তাঁহারে তস্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে রাজা প্রজাগণকে অভয় প্রদান করিয়া

অর্থলোভে বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নরপতিরে সকল লোকের নিকট পাপ সংগ্রহ পূর্ব্বক নরকগামী হইতে হয়। আর যে রাজা প্রজাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করেন, তিনি অশেষ সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন এবং প্রজাগণ সতত তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। প্রজাপতি মনু নরপতিরে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তিনি রাজ্যের পিতৃস্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। রাজা প্রজাগণের হিত চিন্তা ও দরিদ্রদিগের ভরণ পোষণ করিয়া তাহাদের জননীর, কোপপ্রভাবে অনিষ্ট দহন পূর্ব্বক অগ্নির, দুষ্টের দমন করিয়া যমের, ইষ্টবিষয়ে অর্থ প্রদান পূর্ব্বক কুবেরের, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া গুরুর এবং রাজ্যপালন পূর্ব্বক রক্ষকের কার্য্য করিয়া থাকেন। যে রাজা স্বীয় গুণ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহার রাজ্য কোন কালেই ধ্বংস হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসীদিগের সম্মান করেন, তিনি উভয় লোকেই সুখ ভোগ করিতে পারেন। যে রাজার প্রজাগণ সর্ব্বদা করভারে পীড়িত, উদ্বিগ্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, তিনি নিশ্চয়ই শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া থাকেন। যে ভূপতির প্রজাগণ সরোবরসঞ্জাত উৎপল সমুদায়ের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তিনি ইহলোকে সমুদায় উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করিয়া পরলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে পারেন। বলবানের সহিত যুদ্ধ করা

কদাপি বিধেয় নহে। বলবান্ শত্রু যাহারে আক্রমণ করে, তাহার রাজ্যলাভ ও সুখভোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! পূজনী মহারাজ ব্রহ্মদত্তকে এই কথা কহিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এই আমি তোমার নিকটে পূজনী ও ব্রহ্মদত্তের ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা হয়, আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যুগক্ষয় নিবন্ধন ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন এবং লোক সকল বিনষ্ট প্রায় ও দস্যুদল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে রাজার কি রূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহীপাল তৎকালে ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপে অবস্থান করিবেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। ভারদ্বাজ-শত্রুঞ্জয়-সংবাদ নামক যে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রবণ করিলেই তুমি ঐ বিষয় অবগত হইতে পারিবে। সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে এক মহারথ মহীপাল ছিলেন। তিনি একদা মহর্ষি ভারদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অর্থনির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! অলব্ধ বস্তু কি রূপে লাভ করা যাইতে পারে এবং বস্তু লব্ধ হইলে কি রূপে তাহার পরিবর্দ্ধন, পরিবর্দ্ধিত হইলে কি উপায়ে তাহার রক্ষা বিধান ও সুরক্ষিত হইলে কি রূপে উহা ব্যয় করা যাইবে? রাজা শত্রুঞ্জয় মহর্ষি ভারদ্বাজকে এইরূপে অর্থ নির্ণয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি যুক্তি অনুসারে কহিলেন, মহারাজ! রাজা প্রতিনিয়ত

দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন, নিরন্তর পুরুষকার প্রদর্শন ও শত্রুর রন্ধ্রান্বেষণ করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার রন্ধ্র সতত প্রচ্ছন্ন থাকে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইবেন। উগ্রতর দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিলে সকলেই ভীত হইয়া থাকে, অতএব দণ্ড দ্বারাই সকলকে শাসন করিতে যত্নশীল হওয়া উচিত। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দণ্ডেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন; অতএব সাম, দান প্রভৃতি চারিটি উপায়ের মধ্যে দণ্ডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আশ্রয়স্থান উন্মূলিত হইলে আশ্রয়ীদিগের জীবন বিনষ্ট হয়। বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ হইলে উহার শাখা প্রশাখা সকলও নিপতিত হইয়া থাকে; অতএব বুদ্ধিমান্ নৃপতি অগ্রে শত্রুপক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পশ্চাৎ উহার পক্ষ ও সহায় উন্মূলনে যত্নবান্ হইবেন। আপদ্ কাল উপস্থিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, যুদ্ধ বা পলায়ন করিবে। হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় করিয়া বাক্যে বিনয় প্রদর্শন এবং কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া মৃদুভাবে লোকের সহিত সম্ভাষণ করিবে। শত্রুর সহিত কার্য্য সংশ্রব উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য এবং কৃতকার্য্য হইলে অবিলম্বেই তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। বিচক্ষণ ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রভাবে সান্ত্বনা করিবেন এবং সসর্প গৃহের ন্যায় সতত তাহা হইতে ভীত হইবেন। স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা যাহার বুদ্ধি পরাভূত করিতে হইবে, তাহারে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। পরিণামহিতকারিণী বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বোধকে এবং প্রত্যুৎপন্ন মতি দ্বারা পণ্ডিতকে সান্ত্বনা করা উচিত। মঙ্গলার্থী

ব্যক্তি লোকের নিকট অঞ্জলি বন্ধন, শপথ, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, প্রণতি ও অশ্রু মোচন করিয়াও স্বকার্য্য সাধন করিবে। যত দিন সময়ের প্রতিকূলতা থাকিবে, তত দিন শত্রুরে স্কন্ধে বহন এবং সময় অনুকূল হইলে তাহারে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনাশ করিবে। তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়স্কর কিন্তু তুষানলের ন্যায় নিরন্তর প্রধূমিত হওয়া বিধেয় নহে। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন পুরুষ কৃতঘ্নের সহিত অর্থের কোন সংশ্রব রাখিবেন না। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইলেই উপকারীর অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কার্য্য এককালে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন না করিয়া উহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। রাজা অন্য দ্বারা পোষ্যবর্গকে পোষণ পূর্ব্বক কোকিলের, শত্রুবর্গের মূলোৎপাটন করিয়া বরাহের, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা দ্বারা সুমেরুপর্ব্বতের, বিবিধ রূপ ধারণ পূর্ব্বক নটের অনুকরণ করিবেন। শূন্য গৃহের ন্যায় আপনার ধনাগমই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করা তাঁহার অতীব কর্ত্তব্য। মহীপাল প্রতিনিয়ত উদ্‌যোগ সম্পন্ন হইয়া শত্রুগৃহে গমন এবং উহার কোন অমঙ্গল থাকিলেও উহার মঙ্গল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবেন। অলস, অভিমানী, উদ্‌যোগ শূন্য, লোকাপবাদভীত ও দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি কিছুতেই অর্থলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। শত্রুগণ আপনাদিগের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পরছিদ্রের অনুসন্ধান করে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অঙ্গ গোপন ও আপনার ছিদ্র সংবরণে যত্নবান্ হওয়া, বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা, সিংহের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ, বৃকের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান এবং বাণের ন্যায়

শত্রুরে আক্রমণ করা উচিত। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী সম্ভোগ, মৃগয়া ও গীতবাদ্য এই সমস্ত কার্য্য যুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে। ঐ সমুদায় কার্য্যে একান্ত অনুরাগ দোষ-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুচতুর ভূপতি বংশাদি দ্বারা কার্ম্মুক প্রস্তুত করিবেন; মৃগের ন্যায় সতর্কচিত্তে শয়ন করিয়া থাকিবেন; সময়ক্রমে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন এবং দেশ কাল বিবেচনা করিয়া বিক্রম প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন। দেশ কাল সম্যক্ বিচার করিতে অসমর্থ হইলে বিক্রমও ব্যর্থ হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। কালাকাল ও বলাবল অবধারণ পূর্ব্বক সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। যে রাজা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক শাসন না করেন গর্ভবতী অশ্বতরীর ন্যায় তাঁহারে অবিলম্বেই বিনষ্ট হইতে হয়। যে রাজা পুষ্পিত হইয়াও অফল, ফলিত হইয়াও একান্ত দুরারোহ এবং অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় দৃষ্ট হন, তাঁহারে কদাচ শীর্ণ হইতে হয় না। রাজা বাক্য দ্বারা অর্থীদিগের আশা বলবতী করিয়া পরে বিশেষ কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার সেই আশার বিঘ্না-নুষ্ঠান করিবেন। যে পর্য্যন্ত ভয় উপস্থিত না হয়, তদবধি ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে, কিন্তু ভয় উপস্থিত হইয়াছে দেখিলে নির্ভীকের ন্যায় তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্য সঙ্কটে পতিত না হইলে কদাচ মঙ্গল লাভে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই সমস্ত মঙ্গল হস্তগত হয়। ভয় উপ-স্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্যক্ রূপে অবধারণ, উপস্থিত

হইলে যে কোন প্রকারে হউক নিবারণ এবং সম্যক্ রূপে নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা করিয়া অনিবৃত্তের ন্যায় বিবেচনা করা আবশ্যক। উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত সুখের প্রত্যাশা করা ন্যায়ানুগত নহে। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে অবস্থান করে, সে বৃক্ষাগ্রে নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার দুরবস্থা মোচন এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। যাহারা শত্রুর বিপক্ষ, সতত তাহাদিগের সম্মান করা কর্ত্তব্য। যাহারা আপনার চর তাহাদিগকেও শত্রুকর্ত্তৃক প্রেরিত আশঙ্কা করিবে এবং আপনার ও শত্রুর চরদিগকে বিলক্ষণ পরিচিত করিয়া রাখিবে। পাষণ্ড তাপস প্রভৃতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে পররাষ্ট্রে নিয়োগ করা শ্রেয়স্কর। লোকের কণ্টক স্বরূপ দুরাত্মা তস্করেরা উদ্যান, বিহারস্থান, শূন্যাগার, পানাগার, বেশ্যাপল্লী, তীর্থ ও দ্যূতসভায় প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া থাকে; উহাদিগকে শাসন করিয়া ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্কাশিত করা আবশ্যক। অবিশ্বস্তের প্রতি কদাচ বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। বিশ্বাসীর প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। সবিশেষ না জানিয়া এক জনকে বিশ্বাস করিলে বিলক্ষণ বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে; অতএব যাহারে বিশ্বাস করিতে হইবে, অগ্রে তাহারে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন করিবে এবং তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই সবিশেষ দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইবে। যাহাদিগের হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে

পারে, তাহাদিগকে বিলক্ষণ শঙ্কা করিবে ; আবার যাহাদিগের হইতে কোন শঙ্কারই সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকেও শঙ্কা করা আবশ্যক। কারণ ঐ ব্যক্তিহইতে যদি কোন কারণ বশত কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, সেই বিপদ্ লোককে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে। তপস্বীর ন্যায় কষায়বস্ত্র পরিধান, জটাজিন ধারণ ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুর বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া বৃকের ন্যায় তাহারে আক্রমণ করিবে। পুত্র, ভ্রাতা, পিতা বা সুহৃৎ যে কেহ হউন না কেন অর্থের বিঘ্নানুষ্ঠান করিলেই অবিচারিত চিত্তে তাঁহার শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক কি গুরুও অবিবেচক, গর্ব্বিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার দণ্ড বিধান করা অসঙ্গত নহে। মঙ্গলার্থী ব্যক্তি প্রত্যুত্থান, অভিবাদন ও দ্রব্যাদি সম্প্রদান দ্বারা শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড পতঙ্গ যেমন বৃক্ষের সমুদায় ফল পুষ্প ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাহার সমস্ত পুরুষার্থ বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। পরের মর্ম্ম পীড়ন, দারুণ কর্ম্ম সাধন ও মৎস্যঘাতীর ন্যায় অনেকের প্রাণ বিনাশ না করিলে কদাচ মহতী শ্রীলাভে সমর্থ হওয়া যায় না। জাতি নিবন্ধন কেহ কেহ শত্রু বা মিত্র হয় না, লোকে কার্য্যবশতই অন্যের শত্রু ও মিত্রপদবাচ্য হইয়া থাকে। শত্রু আক্রান্ত হইয়া অতি করুণ স্বরে পরিতাপ করিলেও তাহার বাক্য শ্রবণে দুঃখ প্রকাশ বা তাহারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বাপকারীরে যে কোন প্রকারে হউক বিনাশ করা উচিত। লোক সংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয়। আর যে ব্যক্তি বিপক্ষতাচরণ করিবে, তাহারে তৎক্ষণাৎ নিগ্রহ করাই শ্রেয়স্কর। কাহারে প্রহর

করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার প্রতি প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে। লোককে প্রহার করিয়াও তাহারে প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করা উচিত। লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াও তাহার নিমিত্ত রোদন ও শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহার সম্পদ লাভের ইচ্ছা আছে, তিনি সান্ত্ববাদ, সম্মান ও তিতিক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সহিত সুব্যবহার করিবেন। উহা অপেক্ষা অন্যের চিত্তরঞ্জনের উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। যাহাতে কিছু-মাত্র স্বার্থ নাই, সেরূপ বৈরাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বাহু দ্বারা নদী সন্তরণ করা অতি মূঢ়ের কার্য্য। গোবিষাণ ভক্ষণ অনর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর, উহাতে কেবল দন্ত সকল ক্ষয় হয়, কিন্তু কিছুমাত্র রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব যাহাতে লাভের সম্ভাবনা নাই, এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকে ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং মহৎ-লোকে ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি, অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান ও কামের জীবন-ধারণই মুখ্য ফল বিবেচনা করে। অতএব যাহাতে ত্রিবর্গের কোন পীড়া না জন্মে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া ত্রিবর্গের সেবা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ঋণ, অগ্নি ও শত্রুর অবশেষ রাখা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সমুদায়ের অত্যল্পমাত্র অংশ অবশিষ্ট থাকিলেই উহারা পুনর্ব্বার পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ঋণ, পরাভূত শত্রু ও ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলেই উহারা

ঘোরতর অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কণ্টক সমূলে উন্মূ-লন না করিলে তদ্দ্বারা বিলক্ষণ পীড়া জন্মে সন্দেহ নাই। সকল কার্য্যই সম্যক্ রূপে সম্পাদন করা এবং সতত সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনুষ্যবিনাশ, মার্গদূষণ ও গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পররাষ্ট্র বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান্ লোক গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুক্কুরের ন্যায় জাগরূক, সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত ও কাকের ন্যায় ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে এবং ভুজঙ্গের ন্যায় নিরুদ্বেগে শত্রুর দুর্গমধ্যে সত্বরে প্রবেশ করিবে। বীরকে প্রণতি, ভীরুকে ভয় প্রদর্শন ও লুব্ধকে অর্থদান দ্বারা আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করাই উচিত। শত্রুগণ রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভেদোৎপাদন ও প্রিয় বয়স্যের নিকট অনু-নয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বশে আনয়ন করিলেও যাহাতে উহারা অমাত্যগণকে ভেদ বা বিনাশ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান হওয়া উচিত। মহীপাল মৃদুস্বভাব হইলে সকলেই তাঁহারে অবজ্ঞা করে এবং অতিশয় উগ্র হইলে সক-লেই তাঁহা হইতে ভীত হয়; অতএব অবসর বুঝিয়া মৃদুতা বা উগ্রতা অবলম্বন করা রাজার আবশ্যক। মৃদুতা দ্বারা মৃদু ও দারুণ উভয়কেই বিনাশ করা যাইতে পারে, মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব মৃদু তীক্ষ্ণ অপেক্ষাও তীক্ষ্ণতর। যে ব্যক্তি সময়ানুসারে মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য ও শত্রু বিনাশে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক আপনারে দূরস্থ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি সুদীর্ঘ ; তিনি

অপকৃত হইলে সেই বাহুদ্বয় প্রভাবে দূরস্থ শত্রুরও অপকার সাধনে সমর্থ হন। যাহা পার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা পার হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু যাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে তাহা কদাচ আহরণ করিবে না। যাহার মূল উৎপাটন না করা যায়, তাহার নিমিত্ত খনন প্রয়াস স্বীকার করা বিধেয় নহে এবং যে শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারা যায় না, তাহারে প্রহার করা নিতান্ত নিরর্থক। এই কয়েকটী উপদেশ আপদ্ কালের নিমিত্ত কীর্ত্তন করিলাম। অন্য সময়ে ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ঘোর বিপদে নিপতিত হইলে ইহার অনুষ্ঠান পাপজনক হইতে পারে না। আমি তোমার হিতসাধনোদ্দেশেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম।

হে ধর্ম্মরাজ! রাজা শত্রুঞ্জয় হিতার্থী মহর্ষি ভারদ্বাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অক্ষুব্ধ মনে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে রাজশ্রী ভোগ করিতে লাগিলেন।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! পরম ধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় ও সকল লোক কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় লক্ষিত, নিয়ম বিনষ্ট, প্রজাবর্গ ভূপাল ও তস্করগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত, সমস্ত আশ্রম পাপভরে অভিভূত, দুরাত্মাদিগের কাম, লোভ ও মোহ প্রভাবে সকলেই শঙ্কিত ও অবিশ্বস্ত, ছল প্রভাবে পরস্পর নিহত ও বঞ্চিত, গ্রাম নগরাদি বহ্নির দ্বারা প্রদীপ্ত, ব্রাহ্মণগণ একান্ত সন্তপ্ত, পরস্পা-

য়ের প্রতি পরস্পারের ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য সমুদায় শুষ্কপ্রায় হইলে ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পা প্রভাবে পুত্র পৌত্রাদির পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। আর ভূপতিই বা ঐ রূপ অবস্থায় কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন এবং কি প্রকারে ধৰ্ম্ম ও অর্থ আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিবেন? আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! রাজ্যের যোগক্ষেম, অভিলাষানুরূপ বৃষ্টি এবং প্রজাবর্গের মধ্যে ভয় ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব সমস্তই রাজার পাপ পুণ্য প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাবও ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই। প্রজাবর্গের উচ্ছেদের নিদানভূত পূর্ব্বোক্ত রূপ বিপদের অবস্থা উপস্থিত হইলে লোকে বিজ্ঞানবল অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই স্থলে বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে দৈবের প্রতিকূলতা নিবন্ধন দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় বৃহস্পতি প্রতিকূল গমন ও শশধর দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলেন। মেঘের কথা দূরে থাকুক রাত্রিশেষে বিন্দুমাত্র নীহার দর্শন করাও লোকের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল। নদীর জল শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল। সরোবর, কূপ ও প্রস্রবণের শোভা এককালে তিরোহিত হইল। সলিলাগার উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বষট্কার ও অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য্য সমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। লোকে

কৃষি ও পশুপালন কার্য্যে এককালে পরাঙ্মুখ হইল। বিপণী ও আপণ উন্মূলিত হইয়া গেল। সকল লোকের আমোদ প্রমোদ তিরোহিত হইল। চতুর্দ্দিক্ কঙ্কালসঙ্কুল ও ভূতগণের চীৎকারে একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। গ্রাম নগরাদি সমুদায় শূন্যপ্রায় হইল। চারিদিকে গৃহদাহ হইতে লাগিল। প্রজারা কোন স্থলে তস্কর কোন স্থলে অস্ত্র শস্ত্র কোথাও বা নৃপতির ভয়ে ভীত হইয়া গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপদ্রব করিতে লাগিল। দেবালয় সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। বৃদ্ধ লোক সকল পুত্র পৌত্রাদি কর্ত্তৃক গৃহ হইতে নিষ্কাসিত এবং গো, অজ, মেষ ও মহিষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ওষধি সমুদায় নিঃশেষিত ও মনুষ্য সকল মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণেরা কালকবলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহই কাহারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে পৃথিবীতে এইরূপ বিবিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইলে মনুষ্যেরা ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। মহর্ষিগণ নিয়ম, হোম, দেবার্চ্চনা ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহ ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও জপ হোমাদি কার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক লোকালয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক অরণ্য মধ্যে প্রাণিঘাতক হিংস্র চাণ্ডালদিগের পল্লী অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, যে তথায়

কলস, কুক্কুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও উষ্ট্রের অস্থি ও কপাল এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে; গৃহ সমুদায় নির্ম্মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত এবং কুটীর ও মঠ সকল ভুজঙ্গনির্ম্মোকমাল্যে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। কোন স্থানে কুক্কুট-রব ও কোন স্থান গর্দ্দভের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোন স্থানে চাণ্ডালেরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কোন স্থলে উলূক ও নানাবিধ পক্ষীর প্রতিরূপে সমলঙ্কৃত দেবালয় সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন স্থলে লৌহঘণ্টা অনবরত ধ্বনিত হইতেছে এবং কোন স্থলে কুক্কুর সমুদায় দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া সেই চাণ্ডাল-পল্লীমধ্যে খাদ্য দ্রব্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বারংবার প্রার্থনা করিয়াও মাংস, অন্ন ও ফল মূল প্রভৃতি কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন হা কি কষ্ট! এই বলিয়া এক চাণ্ডালের আলয়ে নিপতিত হইলেন এবং যাহাতে আপনার বৃথা মৃত্যু না হয় ও যাহাতে দুরবস্থা দূর হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই চাণ্ডালগৃহে সদ্যোনিহত কুক্কুরের মাংসখণ্ড তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। তখন তিনি যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, আমারে যে কোন প্রকারে হউক, ঐ মাংসখণ্ড অপ-হরণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত এক্ষণে প্রাণ ধারণের উপায়ান্তর নাই। আপদ্‌কালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেও সাধু ব্যক্তির গৌরবের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না। আর শাস্ত্রে

নির্দ্দিষ্ট আছে, আপদ্‌কালে ব্রাহ্মণ প্রাণ রক্ষার্থ চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করিবেন। অগ্রে নীচ, পরে তুল্য ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিবে। উহাদিগের নিকট দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধার্ম্মিকের দ্রব্য গ্রহণ করাও অবিধেয় নহে। অতএব অগ্রে আমি এই নীচ ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিব। এই অপহরণ নিবন্ধন আমারে কখনই চৌর্য্য দোষে দূষিত হইতে হইবে না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র মনে মনে এই রূপ অবধারণ পূর্ব্বক তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর বিভাবরী ক্রমশ গাঢ় ও চাণ্ডালগণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে মহর্ষি কৌশিক নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া সেই চাণ্ডালের কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সেই ভীষণদর্শন শ্লেষ্মাজড়িতলোচন চাণ্ডাল জাগরিত ছিল। সে কুটীরমধ্যে মনুষ্য প্রবিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল, এক্ষণে সমস্ত চাণ্ডালেরাই নিদ্রিত হইয়াছে, কেবল আমিই জাগরিত রহিয়াছি। আমার গৃহে কোন্ ব্যক্তি কুক্কুরমাংস অপহরণ করিতে আসিয়াছে ? অদ্য নিশ্চয়ই তাহার জীবন সংশয় উপস্থিত। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিতান্ত ভীত এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন একান্ত লজ্জিত হইয়া চাণ্ডালকে কহিলেন, আমি বিশ্বামিত্র ; ক্ষুধায় অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তুমি সাধুদর্শী হও, তাহা হইলে আমারে বধ করিও না। চাণ্ডাল বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও নেত্র হইতে অশ্রু মার্জ্জন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ভগবন্ ! আপনি এই রাত্রি

কালে কোন্ কার্য্য সাধনার্থ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ? তখন মহর্ষি চাণ্ডালকে সান্ত্ববাক্যে কহিলেন, আমি ক্ষুধিত ও মৃতকল্প হইয়া তোমার এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিব বলিয়া আসিয়াছি। বুভুক্ষিত ব্যক্তির লজ্জা কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। দেখ, আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি ; ক্ষুধাপ্রভাবে আমার জীবন অবসন্ন ও জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি অতিশয় দুর্ব্বল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এই নিমিত্তই তস্করকার্য্য অধর্ম্ম জানিয়াও কুক্কুরের এই পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমি তোমাদিগের পল্লীমধ্যে ভিক্ষার্থ বিস্তর পর্য্যটন করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কিছুমাত্র ভক্ষ্য-দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়াই আমি এই পাপ কার্য্যে কৃতসংকল্প হইয়াছি। দেখ, অগ্নি দেবগণের মুখ ও পুরোহিত স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার পবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তথাচ তাঁহারে অগত্যা সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে হয়। অত-এব অগ্নি যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেন না, আমারও এক্ষণে তদ্রূপ খাদ্যাখাদ্য বিচারে পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে। তখন চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি না হয়, আমার নিকট সেই রূপ উপদেশ শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আর উহার অন্যান্য স্থানের মাংস অপেক্ষা পৃষ্ঠমাংস অতিশয় অপবিত্র। বিশেষত অভোগ্য চাণ্ডালধন অপহরণ করা নিতান্ত ধর্ম্মগর্হিত,

সুতরাং এই বিষয়ে অধ্যবসায় প্রদর্শন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে জীবন ধারণের নিমিত্ত অন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করুন। মাংস লোভে তপস্যা বিনষ্ট করিবেন না। শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর বিধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান; অতএব পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা আপনার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র চাণ্ডাল কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, আমি অনাহারে বহু দিন ইতস্তত পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু প্রাণধারণের কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারি নাই। লোকে নিতান্ত অবসন্ন হইলে যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ ধারণ করিবে এবং তৎপরে সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় এবং ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়। বেদ বহ্নি স্বরূপ, সেই বেদই আমার প্রধান বল। আমি সেই বল প্রভাবেই এই কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। যাহাতে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মৃত্যু অপেক্ষা প্রাণ রক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। লোকে জীবিত থাকিলে অনায়াসেই ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। অতএব আমি জীবন ধারণের অভিলাষ করিয়াই বুদ্ধি পূর্ব্বক অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করিতে বাসনা করিয়াছি। তুমি এক্ষণে এই বিষয়ে অনুমোদন কর। আমি জীবিত থাকিলে অনায়াসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব এবং আলোক যেমন গাঢ়তর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ তপ ও বিদ্যা প্রভাবে অশুভ সমুদায় উচ্ছিন্ন করিব।

চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে তোমার সুদীর্ঘ আয়ু বা অমৃতপানের ন্যায় তৃপ্তি লাভ হইবে না। অতএব আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। শাস্ত্রে উহা ব্রাহ্মণগণের নিতান্ত অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, এই দুর্ভিক্ষকালে অন্য মাংস নিতান্ত সুলভ নহে। আমারও কিছুমাত্র অর্থ সংস্থান নাই। বিশেষত এক্ষণে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজন লাভের উপায়ান্তর অবধারণে অসমর্থ হইয়াছি সুতরাং এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখ সম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু ভক্ষণ করাই শাস্ত্রসঙ্গত; অতএব আপনি এই অভক্ষ্য ভক্ষণে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহর্ষি অগস্ত্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাতাপি অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অতএব আমি এই দুর্ভিক্ষ কালে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিলে কখনই পাপে লিপ্ত হইব না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনি অন্য বস্তু ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত পর্য্যটন করুন। কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস গ্রহণ করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। আমি তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছি। অতএব উৎকৃষ্ট পবিত্র বস্তুর অভাবে এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করা আমার অকর্ত্তব্য নহে। চাণ্ডাল কহিল, ভগবন্! অসাধু লোকে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহা

কদাচ নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষত অকার্য্য সাধন করা সাধুলোকের কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি ছলক্রমেই এই অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ঋষি হইয়া অশ্রদ্ধেয় ও পাপ জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমার মতে পশু-জাতিত্ব নিবন্ধন মৃগ ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য; অতএব আমি অবশ্যই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিব। চাণ্ডাল কহিল, মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত তৎকালে অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই গণনা করিতে হইবে। উহাতে পাপের লেশ মাত্র নাই। যে কোন উপায়ে হউক ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দেহ আমার মিত্র, প্রিয়তম ও পূজ্য; সেই দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এই কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস অপহরণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে; নৃশংস চাণ্ডালগণকে দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! সাধু ব্যক্তিরা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণে তাঁহাদিগের কদাচ প্রবৃত্তি জন্মে না। অনেকে ক্ষুধারে পরাজয় করিয়া স্ব স্ব অভিলাষ সুসম্পন্ন করিয়াছেন; অতএব আপনি ক্ষুধা পরাজয় করিতে যত্নবান্ হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বটে, কিন্তু যাহার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে অনাহার দ্বারা দেহ শুষ্ক করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম লোপ হইয়া থাকে। ফলতঃ দেহ রক্ষা করা অবশ্যই

কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদিও কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিয়া আমারে অল্প পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আমি পরিশেষে তাহা ব্রতাদি দ্বারা নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইব। সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া দেখিলে আপদ্‌কালে কুক্কুরপৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়; আর মোহবুদ্ধি প্রভাবে এই বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা সদোষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি যে কুক্কুরের মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বলিয়া স্থির করিয়াছি উহা যদিও আমার ভ্রান্তি মূলক হয় তথাপি কুক্কুরমাংস ভোজন করিলে আমারে তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইতে হইবে না। ঐ পাপের প্রতিবিধান করিতে আমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। চাণ্ডাল কহিল, আমার মতে ব্রাহ্মণের এই কুক্কুর মাংস ভক্ষণ জনিত পাপ নিতান্ত নিন্দনীয়, এই নিমিত্তই আমি দুষ্কর্ম্মান্বিত চাণ্ডাল হইয়াও আপনারে ভর্ৎসনা করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদিও গো সমুদায় সলিলের উপরিভাগে বিচরণ এবং মণ্ডূকেরা বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে তথাপি তোমার ধর্ম্মে অধিকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া আত্মপ্রশংসা করা তোমার উচিত নহে। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! আপনার প্রতি আমার অতিশয় দয়া উপস্থিত হইয়াছে এই নিমিত্তই আমি মিত্রভাবে আপনারে শাসন করিতেছি; অতএব আপনি লোভ প্রভাবে কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইবেন না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, তুমি যদি আমার সুখাভিলাষী মিত্র হও, তাহা হইলে অবিলম্বে আমারে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা তোমার

কর্ত্তব্য হইতেছে। আমি ধর্ম্মপথ বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তুমি আমারে এই কুক্কুরমাংস প্রদান কর; ইহা ভক্ষণ করিলে আমারে কিছুমাত্র অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! এই কুক্কুরমাংস আমার ভোজ্য দ্রব্য; অতএব আমি ইহা আপনারে দান করিতে পারি না এবং আপনি ইহা অপহরণ করিলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইব না। বিশেষত এই আমি কুক্কুরমাংসদাতা ও আপনি উহার গৃহীতা হইলে আমাদের উভয়কেই ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই এই পাপাচরণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়া পরিশেষে পুণ্য অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মোপার্জ্জন করিব। এক্ষণে তুমিই বল দেখি যে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ ও অভক্ষ্য ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন এই দুইটির মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট। চাণ্ডাল কহিল ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে আত্মাই সাক্ষী; অতএব এই দুইটির মধ্যে কোনটি অপকৃষ্ট, আপনিই তাহা বিলক্ষণ অবগত হইতেছেন। কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি কুক্কুরমাংস ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহার আর অখাদ্য কিছুই নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। বিশেষত যাহাতে হিংসার লেশমাত্র নাই আপৎকালে সেই অভোজ্য ভোজন করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। উহা দ্বারা জনসমাজেও নিতান্ত নিন্দনীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। চাণ্ডাল কহিল, তপোধন! যদি প্রাণ ধারণই প্রধান কার্য্য বলিয়া আপনি কুক্কুর মাংস ভক্ষণ দুষ্কর্ম্মজ্ঞান না করেন, তাহা হইলে ত আপনার আর বেদ ও

আর্য্য ধর্ম্মকে গ্রাহ্য করা হইল না এবং খাদ্যাখাদ্যের কিছু-মাত্র বিচার রহিল না। বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস্তু ভোজ্য বা অভোজ্যই হউক তাহা ভোজন করিলে প্রাণি হিংসার ন্যায় ঘোরতর পাতকে লিপ্ত হইতে হয় না। সুরাপান করিলে পতিত হয় ইহা শাস্ত্রের শাসনমাত্র। অবৈধ মৈথুন প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সমুদায় লোককে এককালে পুণ্যচ্যুত ও ঘোর-তর পাপে লিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। চাণ্ডাল কহিল, যিনি অস্থান হইতে বা আগ্রহাতিশয় সহকারে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কুক্কুরমাংস গ্রহণ করেন, তাঁহারেই তন্নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয়। যাহার গৃহ হইতে উহা অপহৃত হয়, তাহার কিছুমাত্র দোষ নাই।

চাণ্ডাল এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল। তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কুক্কুরমাংস গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতি নিবৃত্ত হইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে সেই বনমধ্যে প্রাণ রক্ষার্থ উহা ভক্ষণ করিব বিবেচনা করিয়া অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক ঐন্দ্রা-গ্নেয় বিধি অনুসারে চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তিনি সেই চরুর অংশ প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিশ্বা-মিত্র দৈব কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবা মাত্র দেবরাজ ইন্দ্র প্রজা-গণের জীবন রক্ষার্থ প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জল প্রভাবে বিলক্ষণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধি পূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন। ঐ

মহাত্মা পরিশেষে তপঃপ্রভাবে আপনার পাপ অপনীত করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই রূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখে নিপতিত হইলে যে কোন উপায়ে হউক আপনারে উদ্ধার করিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মনুষ্য জীবিত থাকিলে অশেষবিধ মঙ্গল ও পুণ্য লাভে সমর্থ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা স্ব স্ব বুদ্ধি প্রভাবেই ধর্ম্মাধর্ম্মের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যদি মিথ্যা বাক্যের ন্যায় নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ঘোরতর কার্য্য সমুদায়ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল তবে কোন কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে? আর দস্যুরাই কি নিমিত্ত জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে? আপনার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম নিতান্ত শিথিলবন্ধ হইল বিবেচনা করিয়া আমার মন একান্ত অবসন্ন ও মোহজালজড়িত হইতেছে এবং কোন ক্রমেই আপনার উপদেশানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আমি কেবল বেদাদি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি না। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্র উভয় হইতেই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকেন। নরপতিদিগের নানা বিষয় হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের একমাত্র শাখা অবলম্বন করিলে কখন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে

পারে না। বুদ্ধিজনক ধর্ম্ম ও সজ্জনদিগের আচার পরিজ্ঞাত হওয়া ভূপালগণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নরপতি স্ব স্ব বুদ্ধিবলেই জয় লাভ ও ধর্ম্মসংস্কারে সমর্থ হইতে পারেন। রাজধর্ম্ম বহুশাখা সঙ্কুল। অধ্যয়ন কালে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা না করিলে অথবা উহার একদেশমাত্র শিক্ষা করিলে উহাতে সম্যক্ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র কার্য্য কখন ধর্ম্ম ও কখন অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা বিশেষ অবগত হইতে অসমর্থ হয়, তাঁহার পদে পদে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমত বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মের যাথার্থ্য অবগত হইয়া পরে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কার্য্য করা আবশ্যক। নরপতি আপদ্ কালে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিলে মূঢ়েরাই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন না। কেহ কেহ যথার্থজ্ঞানী এবং কেহ কেহ বৃথাজ্ঞান সম্পন্ন হয়। যাঁহারা জ্ঞানের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই সাধুসম্মত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও অর্থ শাস্ত্রের অপ্রমাণতা প্রতিপাদন করে। যাহারা কোন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ বিদ্যা লাভের কামনা করে, তাহারা মনুষ্য সমাজে পাপী ও ধর্ম্মলোপী বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণতবুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা জন্মে না। তাহারা শাস্ত্রের দোষানুসন্ধান পূর্ব্বক উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এবং অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা

অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে। যাহারা মুর্খের ন্যায় বাক্যবাণ পূর্ব্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নর রাক্ষস ও বিদ্যার বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত। ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম হইতে পরভ্রষ্ট হইতে হয়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বৃহস্পাতির মতে কেবল অন্যের সহিত তর্কবিতর্ক বা কেবল স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্ম নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে অন্যের সহিত তর্ক ও স্বীয় বুদ্ধি উভয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন বচনই অনর্থক নহে। লোকে কেবল যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিতে না পারিয়াই সংশয়াপন্ন হয়। কেহ কেহ লোকযাত্রা নির্ব্বাহকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি সাধুনির্দ্দিষ্ট যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিও যদি ক্রোধপরবশ বা ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া সভামধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার বাক্য যুক্তিসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করে না। অনেকে বেদার্থঘটিত তর্কযুক্ত বাক্যের এবং কেহ কেহ বা কেবল অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ নিবন্ধন তর্কবিহীন বচনের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আর কেহ কেহ বা যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা শাস্ত্রদূষিত বলিয়া তাহার অনর্থকতা সম্পাদন করে। অতএব যাহাতে তর্ক ও শাস্ত্র উভয়ই দূষিত না হয় এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই উচিত। পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সংশয় নাশার্থে তাহাদিগকে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে কহিয়াছিলেন।

সন্দেহ সঙ্কুল জ্ঞান থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান; অতএব তুমি অচিরাৎ সংশয়কে সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা কর। আমি এক্ষণে তোমারে যে যে উপদেশ প্রদান করিলাম, তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে স্বীকার না করা তোমার কখনই উচিত নহে। তুমি যে অতি উগ্র কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত অনেকে আমারে নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া সংগ্রামে পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যলোলুপ অসংখ্য ভূপতিরে স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিতসাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রাণিগণের লোকযাত্রা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতেছে। আর দেখ, অবধ্যকে বিনাশ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বিনাশ না করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে প্রজাগণ বৃকের ন্যায় পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া বিচরণ করে। যে রাজার অধিকার মধ্যে দস্যুগণ পরবৃত্ত অপহরণ করিয়া ভ্রমণ করে, তিনি ক্ষত্রিয় কুলের কলঙ্ক স্বরূপ। এক্ষণে বেদজ্ঞান সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে অমাত্যপদে অভিষেক করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মহীপতি প্রজাপালনের পদ্ধতি বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক কর গ্রহণ করেন, তিনি ক্লীব বলিয়া

পরিগণিত হন এবং যিনি উগ্রতা ও মৃদুতা এই উভয় অতি-ক্রম না করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি যাহার পর নাই প্রশংসা লাভ করেন। অতএব প্রথমত উগ্র মূর্ত্তি ধারণ ও পরিশেষে মৃদুতা অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিতান্ত ক্লেশকর। তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে বলিয়াই আমি তোমারে সদুপদেশ প্রদান করি-তেছি। দেখ, ভগবান্ বিধাতা তোমারে উগ্র কর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; অতএব রাজ্য শাসন করাই তোমার উচিত। ধীমান শুক্রাচার্য্য নিয়ত দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! রাজধর্ম্মে এমন কোন নিয়ম আছে যাহা কোন কালে কাহারও লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি বিদ্যাবৃদ্ধ তপস্যানিরত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত সেবা করিবে। উহাই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম। তুমি দেবগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণের প্রতিও সেই রূপ ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলে নানাবিধ অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। উহাঁদের প্রীতি অমৃত তুল্য ও ক্রোধ বিষ-তুল্য। উহাঁদের প্রীতিনিবন্ধন লোকের মহীয়সী কীর্ত্তিলাভ হয় এবং উহারা ক্রুদ্ধ হইলে দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি সমুদায় শাস্ত্র পরি-জ্ঞাত হইয়াছেন ; অতএব শরণাগত ব্যক্তিরে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। শরণাপন্ন ব্যক্তিরে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত প্রাণিগণের রক্ষা বিধান পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদান পূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কপোত কি রূপে শরণাগত শত্রুরে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল এবং তাহার কি গতিই বা লাভ হইয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! ভার্গব মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপনাশিনী বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তুমি উহা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ মুচুকুন্দ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মকামার্থ সম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কালে এক পক্ষিলুব্ধক পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও হনুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদায় সুহৃদ্ সম্বন্ধী ও বন্ধু বান্ধব তাহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংশ্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে,

তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায় ? হত্যা-কারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে। ঐ পাপাত্মা নিষাদ জালগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়া তাহা-দিগকে বিক্রয় করিত, এইরূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু সেই দুরাত্মা কোন ক্রমেই আপনার অসৎ প্রবৃত্তি নিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না। একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমা-চ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিতচিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সমুদায় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীত বিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যাহার পরনাই কষ্টে নিপতিত হইয়া-ছিল তথাপি সেই কপোতীরে ভূতলে নিপতিত দেখিবা মাত্র

স্বীয় পঞ্জরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীরে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে এক মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফলভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদ দল শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিরে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, তরুবর! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখিত চিত্তে শয়ন করিল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিন প্রাতঃকালে তাহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। পক্ষী রজনী

সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া অনুতাপ করত কহিতে লাগিল, হায়! আমার প্রণয়িনী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না! ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কানন মধ্যে তাহার ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই। আজি প্রিয়াবিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে। গৃহস্থের গৃহ পুত্র পৌত্র বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যা-বিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণীশূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। আজি যদি আমার সেই অরুণনেত্রা বিচিত্রাঙ্গী মধুরভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি! আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষেই তাঁহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্ণ বদনে কাল হরণ এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থিরস্বভাব যশস্বিনী প্রিয়তমা আমারে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এ পর্য্যন্ত আগমন করি-তেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যাবিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়, সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও

বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্তব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই, তাহার অরণ্যে গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতি পূর্ব্বে যে কপোতীরে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতীই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জরমধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আহা! আমি বস্তুত গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আমার সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহারে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে পারে সমুদায় দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অগ্নিরে সাক্ষী করিয়া পরিণয়কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতা স্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন, তাহারে দাবাগ্নিদগ্ধ পুষ্পস্তবক সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তারে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমারে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষাবিধান ও সমুচিত সৎকার করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্মগ্রহণ-নিবন্ধন স্বভাবত হীনবল হইয়াছি বটে তথাপি তোমার মত আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পর-লোকে সে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। পঞ্জরস্থ কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহারে এই রূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুল নয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগতপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, মহাশয়! এখানে

আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমারেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়াছেন ; অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত ব্যক্তি শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিত। লোকে বৃক্ষ ছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহারে ছায়া সেবনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই বিশেষত পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক কি পরলোক কুত্রাপি সদগতি লাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলাষ থাকে, প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পারাবত ! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্ন পূর্ব্বক ভূতলে শুষ্ক পত্র সমুদায় একত্র করিয়া দ্রুতবেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতি বিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্ররাশি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। হুতাশন উত্তম রূপে প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয় ! এক্ষণে

১২শ পর্ব্ব। ৬২ সংখ্যা।

পুরাণ সংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

মহাভারত

শান্তি পর্ব্বীয়

রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কোং কর্ত্তৃক পুনঃ প্রকাশিত

" এই মহাভারত গৃহস্থাশ্রমীর দর্পণ স্বরূপ, ভূপতির মন্ত্রি
স্বরূপ ও বৈরাগ্যানুরাগী মুমুক্ষু ব্যক্তির উত্তর সাধক স্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট নং ৩।

সম্বৎ ১৯৩০।

আপনি নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীতনির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্ট-চিত্তে ব্যাকুল নয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমারে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। আমরা এই বনে বাস করিয়া দৈনন্দিন-লব্ধ আহার সামগ্রী দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। তপোবনবাসী মুনিদিগের মত আমাদিগের কিছুমাত্র সঞ্চয় থাকে না। কপোত ব্যাধকে এই কথা বলিয়া স্বীয় জীবিকার প্রতি ধিক্কার প্রদান করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া ম্লানমুখে চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় মাংস দ্বারা অতিথি সৎকার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া লুব্ধককে কহিল, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আপনার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি। সদাশয় কপোত এই কথা বলিয়া শুষ্ক পত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরায় ব্যাধকে কহিল, মহাশয়! আমি পূর্ব্বে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, অতিথিসেবা অতি প্রধান ধর্ম্ম। অত-এব এক্ষণে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। আপ-নারে সেবা করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাঞ্ছা হইয়াছে। কপোত ব্যাধকে এই কথা কহিয়া তিন বার সেই প্রজ্বলিত হুতাশন প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

কপোত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাধের মনে দিব্য জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, হায়! আমি কি করিলাম! আমি নিতান্তই নিষ্ঠুর, লোকে আমার ব্যবসায় দর্শনে প্রতিনিয়ত আমারে নিন্দা করিয়া থাকে। এক্ষণে এই গর্হিত আচরণ, নিবন্ধন আমারে ঘোরতর অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! ব্যাধ কপোতকে তদবস্থ অবলোকন পূর্ব্বক এইরূপে আপনার কর্ম্মের নিন্দা করত নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধর্ম্মরাজ! অনন্তর সেই ক্ষুধার্ত্ত লুব্ধক অগ্নিপ্রবিষ্ট কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় কহিল, হায়! আমি কি করিলাম, আমি যাহার পর নাই নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধ। আমারে নিশ্চয়ই অনন্তকাল পাপ ভোগ করিতে হইবে। আমি শুভকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমগণের প্রাণ নাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য পাপাত্মা আর কেহই নাই। যাহা হউক, আজি মহাত্মা কপোত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া আমারে জ্ঞান প্রদান করিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর আমি পুত্রকলত্রাদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ত্যাগে কৃতসংকল্প হইব। আজি অবধি আমি শরীরকে সমুদায় ভোগে বঞ্চিত করিয়া গ্রীষ্মকালীন সরোবরের ন্যায় শুষ্ক করিব এবং বিবিধ ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ সহ্য করিয়া উপবাস দ্বারা পারলৌকিক ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা কপোত দেহ প্রদান করিয়া অতিথি সেবায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

অতএব আমি ইহার দৃষ্টান্তানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। ধর্ম্মই মোক্ষসাধনের প্রধান উপায়।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া যষ্টি, শলাকা ও পিঞ্জর প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কপোতীরে মুক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে কৃতনিশ্চয় হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ব্যাধ প্রস্থান করিলে পর কপোতী স্বীয় ভর্ত্তারে স্মরণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিল, হা নাথ! আমি কখন তোমার অমঙ্গল স্মরণ করি নাই। রমনীগণ অনেক পুত্রসত্ত্বেও পতিবিহীন হইলে সতত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। বন্ধু বান্ধবগণও তাহারে দেখিয়া যাহার পর নাই শোক প্রকাশ করেন। তুমি নিয়ত আমারে পরম সমাদরে প্রতিপালন করিতে। কেমন মনোহর মৃদুমধুর বচনে সম্ভাষণ করিতে। পূর্ব্বে তোমার সহিত পর্ব্বতগুহা, নদীনির্ঝর, রমণীয় বৃক্ষাগ্র ও আকাশমণ্ডল প্রভৃতি কত স্থানে সুখে বিহার করিয়াছি, আজি আমার সে সুখ সম্পত্তি কোথায়! পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা ইহারা পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; স্বামী ভিন্ন রমণীগণের অপরিমিত সুখদাতা আর কেহই নাই। ভর্ত্তাই স্ত্রী জাতির একমাত্র অবলম্বন। ভর্ত্তার নিমিত্ত সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ করাও বিধেয়। এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণকালও আমার জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। পতিব্রতা নারী পতিবিহীন হইয়া কখনই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না।

পতিপরায়ণা কপোতী করুণস্বরে এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া পরিশেষে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, তাহার ভর্ত্তা বিচিত্র মাল্য, পরিধেয় বস্ত্র ও কেয়ূর প্রভৃতি অলঙ্কার সমুদায়ে বিভূষিত হইয়া পুষ্পকরথে অধিরূঢ় হইয়াছে। পুণ্যকর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছেন। অনন্তর ঐ কপোত স্বীয় পত্নীর সহিত সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া তত্রত্য দেবগণের নিকট স্বীয় কর্ম্মানুরূপ সম্মানভাজন হইয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে সেই কপোতদম্পতী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছিল, সেই সময় সেই ব্যাধ ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে দৈবাৎ উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অবলোকন করিয়াছিল। কপোতদম্পতীর সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা সন্দর্শনে ব্যাধের মনে নিতান্ত দুঃখ হইল। তখন সে তপঃপ্রভাবে উহাদের ন্যায় সদ্গতি লাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া বাতাহার পরায়ণ, মমতাপরিশূন্য ও নিস্পৃহ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে এক পঙ্কজ পরিপূর্ণ নানাবিধ বিহঙ্গম সমাকীর্ণ সুশীতল সলিল সমন্বিত সুবিস্তীর্ণ সরোবর তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিরা ঐ সরোবর সন্দর্শন করিবামাত্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উপবাসনিরত শীর্ণকলেবর লুব্ধক উহার প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া শ্বাপদসমাকীর্ণ বন অতি সুবিস্তীর্ণ মনে করিয়া হৃষ্ট

চিত্তে তথায় প্রবেশ করিতে লাগিল। বনে প্রবেশ করিবার সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতলিপ্ত হইল। তথাপি সে সেই বিবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ অটবীতে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে নিরস্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ুবেগবশত বৃক্ষে বৃক্ষে সজ্ঘর্ষণ হওয়াতে অতিভীষণ দাবানল সমুত্থিত হইল। ঐ অগ্নি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে যেন সেই বৃক্ষলতা ও পত্রসমাযুক্ত পশুপক্ষিসঙ্কুল মহারণ্যের চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় লুব্ধক বনমধ্যে দাবাগ্নি সমুত্থিত দেখিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে মহা আহ্লাদে সেই ভীষণ হুতাশনের মধ্যে ধাবমান হইল। ব্যাধ অনলমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। কলেবর দগ্ধ হওয়াতে ব্যাধের আর পাপের লেশমাত্র রহিল না; সুতরাং সে অনায়াসে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক আপনারে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে কপোত, কপোতী ও ব্যাধ তিন জনেই স্ব স্ব পুণ্যফলে স্বর্গে গমন করিল। যে পতিব্রতা নারী এইরূপে স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি কপোতীর ন্যায় অনায়াসে স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। এই আমি তোমার নিকট লুব্ধক ও কপোতের পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই ইতিহাস কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটিবে না। হে ধর্ম্মরাজ! শরণাগত ব্যক্তিরে আশ্রয় দান করা প্রধান ধর্ম্ম। গোহত্যা-

কারীর বরং নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি শরণাগতকে বিনাশ করে, তাহার কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই পাপনাশক ইতিহাস শ্রবণ করিলে লোকে সমুদায় দুঃখ হইতে বিমুক্ত ও চরমে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মোহ বশত পাপানুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে ইন্দ্রোত-পারীক্ষিত সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে পরীক্ষিততনয় মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জনমেজয় মোহবশত ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিল। তাঁহার প্রজাবর্গ এবং পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহারে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন রাজা জনমেজয় সেই ব্রহ্মহত্যা পাপে নিরন্তর দগ্ধপ্রায় হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে অভিনিবিষ্ট হইলেন এবং দেশ বিদেশ পর্য্যটন করত বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পর্য্যটন ক্রমে শুনকনন্দন মহর্ষি ইন্দ্রোতের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহারে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার চরণ গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি ইন্দ্রোত পরীক্ষিত নন্দনকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী; তোমার পর পাপাত্মা আর কেহই নাই। তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিলে?

আমাদিগের নিকট তোমার প্রয়োজন কি? তুমি আমারে কদাচ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না; অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। ইহা তোমার আগমনের উপযুক্ত স্থান নহে। ইহা সাধু লোকেরই প্রীতিপদ। তোমার দেহ হইতে রুধিরের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইতেছে। তুমি শবের ন্যায় অতি বিকৃতদর্শন হইয়াছ। এক্ষণে তুমি অমাঙ্গলিক হইয়াও মাঙ্গলিকের ন্যায় এবং মৃত হইয়াও জীবিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছ। তুমি ব্রহ্মঘাতক ও অবিশুদ্ধস্বভাব। নিরন্তর পাপ কল্পনা করিয়াই পরম সুখে নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাক। তোমার জীবন নিতান্ত নিরর্থক। তুমি অতি নীচ ও পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। পিতা বহুবিধ মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াই তপ, দেবার্চ্চনা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বন্দনা ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুপুত্র লাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তই তোমার পিতৃগণ নরকে গমন করিবেন। তাঁহারা তোমা হইতে যে সমস্ত মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। লোকে যাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্ততি লাভ করে, তুমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিই সতত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাক। অতঃপর তুমি দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পাপপ্রভাবে নিশ্চয়ই বহুকাল অবঃশিরা হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত থাকিবে। তথায় গৃধ্র ও অয়োমুখ ময়ূরগণ তোমারে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। তৎপরে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমারে পুনরায় পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে

হইবে। তুমি এক্ষণে ইহলোক ও পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু যমালয়ে যমদূতেরা অবশ্যই ঐ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিবে।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

রাজা জনমেজয় মহর্ষি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! আমি অতিশয় নিন্দনীয়, সুতরাং আমার ও আমার কার্য্যের বারংবার নিন্দা করা আপনার অনুচিত নহে। এক্ষণে আমি আপনারে বিনীত বচনে কহিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি হুতাশন মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াই যেন প্রজ্বলিত হইতেছি এবং স্বীয় কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। যম হইতে আমার অন্তঃকরণে যাহার পর নাই ভয় সঞ্চার হইতেছে। অতএব এক্ষণে হৃদয় হইতে এই দুর্ভাবনারূপ বিষম শল্য উদ্ধার না করিয়া কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব। অতঃপর আপনি আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারে উপদেশ প্রদান করুন। আমি পুনরায় ব্রাহ্মণগণের প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিব। আমার কুল এককালে উন্মূলিত হইয়া যাউক। যাহারা ব্রহ্মহত্যা পাপে দূষিত হইয়া স্বজাতীয়দিগের সহিত সহবাস ও সম্মানলাভে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি যাহার পর নাই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, নিষ্পরিগ্রহ যোগীরা যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তিরে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনারা আমারে রক্ষা করুন। যাগযজ্ঞ শূন্য পাপাত্মারা কদাচ ইহলোকে মঙ্গল

লাভ করিতে পারে না এবং পরলোকে পুলিন্দ শবর প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির ন্যায় নিরন্তর নরকে বাস করিয়া থাকে। হে শৌনক ! আপনি পরম সুপণ্ডিত ; অতএব আমারে বালকের ন্যায় বিবেচনা করিয়া পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ ! অপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে মোহ প্রভাবে অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহার আর বিচিত্র কি। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা মোহাবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ ক্রোধ প্রকাশ করেন না। লোকে প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করিলেই স্বয়ং অশোচ্য হইয়া শোচ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। পর্ব্বতশিখরারূঢ় ব্যক্তি-গণ যেমন নিম্নস্থ ব্যক্তিদিগকে অবলীলাক্রমে অবলোকন করিতে পারে, তদ্রূপ প্রজ্ঞাপ্রাসাদে সমারূঢ় মহাত্মারা অনা-য়াসে অন্যের হৃদয়গত ভাব অবধারণে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি সাধু লোকের প্রতি বিরক্ত, সাধুদিগের দৃষ্টিপথ বহির্ভূত এবং সাধু জন কর্ত্তৃক সতত তিরস্কৃত হয়, তাহার কদাচ প্রজ্ঞালাভ হয় না এবং তাদৃশ ব্যক্তির প্রজ্ঞালাভ না হওয়াতে কেহই বিস্ময়ান্বিত হয় না। হে মহারাজ ! তুমি ব্রাহ্মণের সামর্থ্য, বেদ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে বিধানা-নুসারে পাপ শান্তি করিবার চেষ্টা কর। পাপশান্তি বিষয়ে ব্রাহ্মণেরাই তোমার আশ্রয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলে এবং ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাপ কার্য্যে অনুতাপ করিলেই পরলোকে মঙ্গললাভ হইয়া থাকে।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আমি পাপের নিমিত্ত অনু-তাপ ও যাহাতে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সতত তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি মঙ্গল লাভার্থে আপনার নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ! তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর এবং ধর্ম্মা-নুসারে যাহাতে সকলের হিতসাধন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। আমি ভয়, কার্পণ্য বা লোভপরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই তিরস্কার করিতেছি। এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে আমার সত্য উপদেশ বাক্য শ্রবণ কর। তোমারে উপদেশ প্রদান করিলে লোকে আমারে পাপিষ্ঠ সংগৃহীতা এবং কেহ কেহ বা অধার্ম্মিক বলিয়া দূষিত করিবে, আমার বন্ধু বান্ধবগণও আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া আমারে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আমি ব্রাহ্মণগণের হিতসাধনার্থেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা সুস্পষ্ট অবগত হইবেন। অতএব আমি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অনাদরে কিছুমাত্র বিষণ্ণ না হইয়া তোমারে উপদেশ প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের রক্ষা বিধানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহারা আমার সাহায্যে শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও এবং আর কখন তাঁহা-দিগের অনিষ্টাচরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর। জনমে-জয় কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে আর আমি কদাচ কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্ম-ণের অনিষ্টাচরণ করিব না।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ইন্দ্রোত কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তোমার চিত্ত অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে স্বয়ং ধর্ম্মানুসরণে ব্যগ্র হইয়াছ। ভূপতি যে প্রথমত নিতান্ত উগ্রস্বভাব ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরিশেষে লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। লোকে কহিয়া থাকে যে, যে মহীপাল দুশ্চরিত্রতা আশ্রয় করিয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হন, তিনি লোক সকলকে একান্ত সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যে এক্ষণে লোকের অনিষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণে ও ভূপালভোগ্য দ্রব্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহা অতিশয় অদ্ভুত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কার্য্য সবিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে বিস্তর গুণ দর্শে। যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, দয়া প্রদর্শন, বেদাধ্যয়ন, সত্যবাক্য প্রয়োগ, তপঃসাধন ও পুণ্যস্থান পর্য্যটন লোকের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তপস্যা নৃপতিগণের পক্ষে পরম পবিত্র। তুমি সম্যক্ রূপে তপোবল অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভে সমর্থ হইবে। এই স্থলে রাজা যযাতি যে রূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তিনি কহেন যে, যে মনুষ্য জীবিত থাকিবার অভিলাষ করেন, তিনি যত্ন সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা সরস্বতী। সরস্বতী অপেক্ষা উহার তীর্থ এবং সরস্বতীর তীর্থ অপেক্ষা পৃথূদক অতি

পবিত্র। পৃথূদকের সলিলে অবগাহন ও উহা পান করিলে অকালমৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহাসরোবর, পুষ্কর তীর্থ সমুদায়, প্রভাস, উত্তর মানস, মানস সরোবর ও কালোদক তীর্থে গমন করিলে সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। অতএব স্বাধ্যায়সম্পন্ন মনুষ্য এই সমস্ত তীর্থে অবগাহন করিবেন। মনু কহিয়াছেন, পবিত্র ধর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে দানই উৎকৃষ্ট এবং দান অপেক্ষা সন্ন্যাস সমধিক শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে রাজকুমার সত্যবান্ যে রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রবণ কর। লোকে বালকের ন্যায় রাগদ্বেষাদি শূন্য ও পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইবে। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ ভোগ কেবল কল্পনা মাত্র। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পাপপুণ্য শূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন, তাঁহাদের জীবিত থাকাই শ্রেয়।

এক্ষণে ভূপতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি ধৈর্য্য ও দান দ্বারা স্বর্গ অধিকার করিতে যত্নবান্ হও। যে মনুষ্যের ধৈর্য্য ও ইন্দ্রিয়সংযম আছে, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবী পালন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বারংবার ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ উৎপাদন কর। আর আপনার এই দুরবস্থার বিষয় মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া কদাচ ব্রহ্মহিংসা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহারই অনুষ্ঠানে যত্ন কর। কোন রাজা তুষারের ন্যায় শীতল, হুতাশনের ন্যায় তেজস্বী ও যমের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী এবং কেহ বা লাঙ্গলের ন্যায় দুষ্টগণের মূলোন্মূলনে তৎপর হইয়া থাকেন এবং কেহ

বা বজ্রের ন্যায় সহসা দুর্দ্দান্তদিগকে আক্রমণ করেন। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, সামান্য বা বিশেষ রূপে খলের সহিত সংসর্গ করা তাঁহার কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে পাপ একবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনুতাপ দ্বারা, যাহা দুই-বার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা প্রতিজ্ঞা দ্বারা এবং যাহাতে তিনবার প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহা ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে। আর যে পাপ বারংবার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তীর্থ পর্য্যটন দ্বারা তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। যিনি শ্রেয়ো-লাভার্থী, মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সতত সুগন্ধ সেবন করিয়া থাকে, তাহার গাত্র হইতে সুগন্ধ নির্গত হয়, আর যে সতত দুর্গন্ধ সেবন করে, তাহার কলেবর হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইয়া থাকে। তপঃ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে অচিরাৎ পাপধ্বংস হইয়া যায়। লোকে সংবৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তিন বৎসর অগ্নির উপাসনা করিলে অথবা শত যোজন দূর হইতে মহাসরোবর, পুষ্করতীর্থ, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর মানসে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যে জীবের হিংসা করে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে তজ্জাতীয় জীবের বন্ধন মুক্ত করিতে পারিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়। মনু কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে নিমগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে স্নাত ব্যক্তির ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া জনসমাজে সৎকার লাভ করে এবং প্রাণিগণ জড় ও মূকের ন্যায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সমুদায় সুরাসুর একত্র হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিয়াছিলেন, মহর্ষে! আপনি ধর্ম্ম ও পাপের ফল সমুদায় সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে যে যোগশীল ব্যক্তির সুখ দুঃখ তুল্য, তিনি পাপ ও পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হইতে পারেন কি না আর ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কি রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন পাপাচরণ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে ক্ষারযুক্ত মলিন বস্ত্রের মালিন্যের ন্যায় তাহার সেই পাপ অচিরাৎ ক্ষয় হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পাপ কার্য্য করিয়া অভিমান না করে এবং অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হয়। যে ব্যক্তি সাধুদিগের ছিদ্র গোপন করিয়া রাখে, তিনি পাপ কার্য্য করিয়াও কল্যাণ লাভে সমর্থ হন। দিবাকর যেমন প্রাতঃকালে সমুদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য দ্বারা অচিরাৎ স্বীয় পাপ নিবারণে সমর্থ হন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মহর্ষি ইন্দ্রোত মহারাজ জনমেজয়কে এই বলিয়া তাঁহারে বিধি পূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে মহাত্মা জনমেজয় নিষ্পাপ, মঙ্গলান্বিত ও প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী হইয়া নবোদিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্বীয় রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি কি কখন কোন মনুষ্যকে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরুজ্জীবিত হইতে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন?

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই উপলক্ষে গৃধ্রজম্বুক-সম্বাদ নামক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যনিবাসী এক ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে এক বিশালনেত্র সুকুমার কুমার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ বালক গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত অকালে কালকবলে নিপতিত হইল। তখন ব্রাহ্মণের বন্ধু বান্ধবগণ নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই কুলের সর্ব্বস্বভূত মৃত শিশুরে গ্রহণ পূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় তাহারে ক্রোড়ে লইয়া অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বালকের পূর্ব্বোক্ত মধুর বাক্য বারংবার স্মরণ হওয়াতে তাঁহা-দিগের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা কোন ক্রমেই সেই মৃত শিশুরে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

ঐ সময় এক গৃধ্র তাঁহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! সকলকেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব তোমরা অবিলম্বে এই বালককে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর। মানবগণ এই স্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরু-ষের মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। সমুদায় জগৎই সুখ দুঃখে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহলোকে

সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে বারংবার সংযোগ ও বিপ্রযোগ লাভ করিতে হয়। যাহারা মৃতদেহ পরিত্যাগ না করে এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগামী হয়, তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব তোমরা অচিরাৎ প্রস্থান কর; এই গৃধ্র-শৃগালসঙ্কুল কঙ্কালপূর্ণ ভীষণ শ্মশানে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিও না। মর্ত্ত্যলোকে জীবমাত্রকেই মত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিরে পুনর্জ্জীবিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহলোকে সকলকেই কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তগত হইতেছেন, অতএব তোমরা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান কর। গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণ মৃতবালকের দর্শনলালসা ও জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে তাহারে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিবার মানসে পথে দণ্ডায়মান হইল।

ঐ সময় এক কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া সেই গৃহগমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্দ্দয়! দেখ, এখনও দিনমণি অস্তগত হন নাই; তথাপি তোমরা নিতান্ত ভীত হইয়া এই বালকের স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। মুহূর্ত্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্ত্ত প্রভাবে এই বালকের পুনর্জীবন লাভ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। অতএব তোমরা কি করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় এই বালককে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছ। পূর্ব্বে যাহার

মধুর বাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তোমরা যাহার পর নাই পুলকিত হইতে, এক্ষণে সেই মিষ্টভাষী শিশু সন্তানের প্রতি কি তোমাদিগের কিছুমাত্র স্নেহ হইতেছে না। তোমরা পশুপক্ষীদিগের অপত্যস্নেহ অনুধাবন করিয়া এই বালকের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। পশুপক্ষী কীট প্রভৃতি প্রাণিগণের অপত্যস্নেহ কর্ম্মসন্ন্যাসী মুনিগণের যজ্ঞের ন্যায় নিতান্ত ফল বিহীন। তাহারা কি ইহলোক কি পরলোক কখন সন্তান হইতে সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের সন্তানগণ বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে স্বেচ্ছানুসারে আহার বিহার করে, কদাচ পিতা-মাতারে প্রতিপালন করে না তথাপি তাহারা অপত্যগণের লালন পালনে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে। হায়! আমি এত দিনে বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে, মানবগণের শরীরে কিছুমাত্র স্নেহ নাই, সুতরাং তাহাদের শোক কি রূপে সম্ভবপর হইতে পারে। তোমরা কি রূপে এই কুলরক্ষক পুত্রকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ? এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বহুক্ষণ বাষ্পবারি পরিত্যাগ ও এই শিশুরে সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এতাদৃশ ইষ্ট বস্তু পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। ক্ষীণ, অভিযুক্ত ও শ্মশানস্থিত ব্যক্তির নিকট বান্ধবগণ অবস্থান করিলে আর কেহই তাহারে আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রিয় এবং সকলেই স্নেহের বশীভূত। সাধু ব্যক্তিরা পশুপক্ষীদিগের প্রতিও সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে তোমরা মাল্য বিভূষিত নববিবাহিত কুমা-রের ন্যায় এই পদ্মপলাশলোচন বালককে পরিত্যাগ করিয়া

কি রূপে প্রস্থান করিতেছ? জম্বুক এইরূপ করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে সেই ব্রাহ্মণগণ সত্বরে শবরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! তোমরা নিতান্ত নির্ব্বোধ নচেৎ কি নিমিত্ত এই নীচাশয় নৃশংস অল্পবুদ্ধি জম্বুকের কথা শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আর কি নিমিত্তই বা আপনাদের আত্মার উপর নিরপেক্ষ হইয়া এই পঞ্চভূত পরিশূন্য কাষ্ঠবৎ নিপতিত বালকের নিমিত্ত শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছ? অতঃপর তীব্রতর তপঃপ্রভাবে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। সেই তপোনুষ্ঠানে যত্নবান হওয়াই তোমাদের আবশ্যক। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিলে কিছুই দুর্ল ভ হয় না। অতএব এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য লোকের দেহের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্য প্রভাবেই এই বালক তোমাদিগকে শোকসাগরে নিপাতিত করিয়া মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছে। এবং সন্তান সন্ততি গাভী, সুবর্ণ ও মণিমুক্তাদি বিবিধ সম্পত্তি সমুদায়ই তপোবল লভ্য। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ তপস্যা করা যায়, ইহ জন্মে তদনুসারে সুখ দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ অগ্রে সুখ দুঃখ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্র পিতার অথবা পিতা পুত্রের কর্ম্ম অনুসারে ফলভোগ করেন না। সকলকেই স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে ফলভোগ করিতে হয়। অতএব এক্ষণে তোমরা অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া যত্নসহকারে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ কর। শোক,

দীনতা ও স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ বালককে শূন্য প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া সত্বরে এস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। কর্ত্তারেই শুভাশুভ কার্য্যের অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। তাঁহার বান্ধবদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব থাকে না। বান্ধবগণ এই শ্মশান ভূমিতে প্রিয়তম বন্ধুরে পরিত্যাগ করিয়া আর ক্ষণমাত্র এস্থানে অবস্থান করেন না। অচিরাৎ মৃত ব্যক্তির স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল নয়নে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। কি বিদ্বান্ কি মূর্খ কি ধনবান কি নির্দ্ধন সকলকেই স্ব স্ব শুভাশুভ কার্য্যের ফল সমভিব্যাহারে কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। এক্ষণে আর কেন বৃথা শোক করিতেছ? কাল সকলেরই নিয়ন্তা এবং ধর্ম্মত অপক্ষপাতী। মৃত্যু কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ কি গর্ব্ভস্থ সকলকেই আক্রমণ করে। এ জগতের গতি এইরূপ।

গৃধ্র এই কথা কহিলে সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এক জন গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তখন জম্বুক তাঁহারে গমন করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! এক্ষণে এই ব্যক্তি স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে গৃধ্রের বাক্যে তোমাদিগের স্নেহের হ্রাস হইয়াছে। আজি এই বালক বিনষ্ট হওয়াতে বৎসহীন গোযূথের ন্যায় তোমাদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। মর্ত্যলোকে মানবদিগের যতদূর শোক হইয়া থাকে আজি তাহা অবগত হইলাম। স্নেহ প্রযুক্ত আজি আমারও অশ্রুপাত হইতেছে। সকল বিষয়েই প্রথমত যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যত্ন করিলে

পর দৈববল সহযোগে কার্য্যকলাপ সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবেই দৈববল লাভ করা যায়। সর্ব্বদা পরিতাপ করা কর্ত্তব্য নহে। পরিতাপ করিলে সুখলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যত্নদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তোমরা এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন কর। কি নিমিত্ত নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিতেছ। পুত্র পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন হয় ও বংশরক্ষা করে। উহা জনকের অর্দ্ধ অঙ্গস্বরূপ। তোমরা সেই পুত্রকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে সায়ংকালে একেবারে পুত্রের সহিত গৃহে গমন অথবা এই স্থানে অবস্থান করিবে।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! আমি সহস্র বৎসর হইল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু কখন কোন স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবকে একবার কালকবলে নিপতিত হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখি নাই। কেহ কেহ গর্ব্ভ হইতে মৃতাবস্থায় নিস্থত হয় এবং কেহ কেহ জাতমাত্রেই কেহ কেহ অঙ্গ চালন করিতে করিতেই মৃত ও কেহ কেহ বা যৌবনাবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। পশু, পক্ষি প্রভৃতি সকল জন্তুরই ভাগ্য অনিত্য। কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই পরমায়ুর অধীন। অনেকেই প্রিয়তম পুত্রকলত্রদিগকে শ্মশানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোক সন্তপ্তচিত্তে গৃহে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য মাত্রকেই অসংখ্য অনিষ্ট ও ইষ্টবস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখিত মনে পরলোকে প্রস্থান করিতে হয় অতএব তোমরা অচিরাৎ এই

জীবিতশূন্য কাষ্ঠ প্রায় বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর; এখন উহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা নিতান্ত নিরর্থক। উহারে জীবিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইবে না। এক্ষণে উহার শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই হইতেছে না। তবে তোমরা কি নিমিত্ত উহারে পরিত্যাগ করিয়া গৃহগমনে বিরত হইতেছ? আমি মোক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যুক্ত্যনুসারে অতি কঠোর বচনে তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে তোমরা তদনুসারে অবিলম্বে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। এখন উহারে দর্শন ও উহার অঙ্গচেষ্টাদি স্মরণ করিলে তোমাদের শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থানে উদ্যত হইল।

তখন সেই জম্বুক দ্রুতপদ সঞ্চারে তথায় আগমন করিয়া সেই মৃত বালককে অবলোকন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মানবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত গৃধ্রের বাক্যে স্নেহ শূন্য হইয়া এই তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভ দিব্য ভূষণ ভূষিত বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছ। এই বালক তোমাদের পিতৃলোকের পিণ্ডদাতা। ইহারে পরিত্যাগ করিলে তোমাদিগের স্নেহ, বিলাপ বা রোদনের কিছুমাত্র শান্তি হইবে না বরং পরিশেষে মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র তপঃপরায়ণ শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিলে সেই ধর্ম্ম প্রভাবে এক ব্রাহ্মণ বালক পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি শ্বেতও তাঁহার মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত

করিয়াছিলেন। অতএব মৃতব্যক্তির পুনর্জীবন নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। তোমরা এ স্থানে দীনভাবে রোদন করিলে কোন সিদ্ধ পুরুষ বা মুনি অথবা কোন দেবতা তোমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে পারেন। জম্বুক এই কথা কহিলে সেই শোকার্ত্ত মানবগণ গৃহগমনে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সেই গৃধ্র তাহাদিগের রোদন শব্দ শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পুনরায় তাহাদিগকে কহিল, হে মানবগণ! তোমরা অকারণে কেন এই বালককে নেত্রজলে অভিষিক্ত ও কর দ্বারা সংঘট্টিত করিতেছ। ঐ শিশু কৃতান্তের শাসনানুসারে দীর্ঘনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। কি তপস্বী, কি বুদ্ধিমান, কি ধনাঢ্য সকলকেই উহার ন্যায় শমনভবনে গমন করিতে হয়। মানবগণ এই প্রেত ভূমিতে সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া অতিকষ্টে দিবারাত্রি ভূতলে নিপতিত হইয়া থাকে। আজি এই বালককে জীবিত করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐ শিশু কখনই জীবিত হইবে না। লোকে একবার কলেবর পরিত্যাগ করিলে কি পুনরায় জীবিত হইয়া থাকে। শত শত শৃগালও শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যত্ন করিলেও এই বালকের জীবন দানে সমর্থ হইবে না। তবে যদি ভগবান্ রুদ্রদেব, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা বা বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন, তাহা হইলে এই শিশু পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। তোমরা অনবরত অশ্রুপাত, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলে উহার

জীবন লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। আমি, শৃগাল, এবং তোমরা, আমরা সকলেই স্ব স্ব পাপ পুণ্যের ভার বহন করত কৃতান্তের পথে অবস্থান করিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই স্থির করিয়াই অন্যের অপ্রিয়াচরণ, পরুষবাক্য প্রয়োগ, পরদ্রোহ ও পরদারাগমনাভিলাষ একেবারে পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে তোমরা যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সত্য বাক্য প্রয়োগ, শাস্ত্রালোচনা, ন্যায়পথ অবলম্বন এবং প্রাণিগণের প্রতি সরল ব্যবহার ও দয়া প্রকাশের চেষ্টা কর। যাহারা জীবিত থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য বান্ধবগণের তত্ত্বাবধারণ না করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। এক্ষণে এই বালকের কিছুমাত্র ইঙ্গিত দৃষ্টগোচর হইতেছে না, সুতরাং ইহার জীবিত লাভের নিমিত্ত রোদন করা নিতান্ত নিষ্ফল। গৃধ্র এই কথা কহিলে ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্নেহ নিবন্ধন শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন জম্বুক কহিল, মর্ত্ত্যলোক অতি ভয়ানক স্থান, ইহাতে কাহারও নিস্তার নাই। এখানে লোকের জীবিতকাল অতি অল্প এবং সততই প্রিয়তম বন্ধু বিয়োগ হইয়া থাকে। এই জগতে প্রায় সকল কার্য্যই অলীক ও অপ্রিয়। বিশেষত আজি এই শোকবর্দ্ধক ভাব দর্শনে আর ক্ষণমাত্র ইহলোকে অবস্থান করিতে অভিরুচি হইতেছে না। বন্ধুবিয়োগ কি কষ্টকর! হে মানবগণ! তোমাদের শরীরে কি কিছুমাত্র স্নেহ নাই! তোমরা পাপাত্মা গৃধ্রের বাক্য শ্রবণে এককালে স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া শোকভরে কেন গৃহে প্রতিগমন করিতেছ।

সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখানুভব হইয়া থাকে। ইহলোকে কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। এক্ষণে তোমরা এই রূপবান্ কুলপ্রদীপ পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কোথায় গমন করিতেছ? এইরূপ গুণসম্পন্ন বালকের লাবণ্য দর্শনে ইহারে জীবিত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শিশু অবশ্যই জীবিত হইবে এবং তোমরা সুখ লাভ করিবে। আজি তোমাদের মঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব কোন ক্রমে এই বালককে পরিত্যাগ করিও না। শ্মশানবাসী নিশাচর শৃগাল স্বকার্য্য সাধনার্থ এইরূপ অতি মনোহর মিথ্যা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া তথায় সেই বালকের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন গৃধ্র কহিল, হে মানবগণ! এই শবসমাকীর্ণ পেচক-নাদনিনাদিত নীলমেঘসদৃশ শ্মশানভূমি অতি ভয়ানক স্থান। যক্ষ ও রাক্ষসগণ ইহাতে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। অত-এব সূর্য্য অস্তাচলগামী ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত না হইতে হইতেই এই বালককে পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার প্রেতকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ঐ দেখ, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়া-ছেন। শ্যেনগণ অতি কঠোর শব্দ করিতেছে; শৃগালকুলের ভীষণ চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সিংহগণ গর্জ্জন করত ইতস্তত সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নীলবর্ণ চিতাধূম পাদপ সমুদায় রঞ্জিত করিয়াছে এবং মাংসাশী প্রাণি-গণ অনাহার নিবন্ধন ভীষণ ধ্বনি করিতেছে। ক্ষণ কাল পরেই বিকৃতাকার মাংসলোলুপ হিংস্র জন্তুগণ এই স্থানে

উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান। আজি এখানে অবস্থান করিলে নিশ্চয়ই তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইবে। অতএব জম্বুক বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরাৎ এই বালককে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করাই তোমাদের শ্রেয়। যদি তোমরা জ্ঞান শূন্য হইয়া শৃগালের মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলকে বিনষ্ট হইতে হইবে।

তখন শৃগাল কহিল, হে মানবগণ! যতক্ষণ দিবাকর অস্তাচলে গমন না করেন, তোমরা সেই কালপর্য্যন্ত স্নেহ নিবন্ধন রোদন করত নির্ভীকচিত্তে এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বালককে নিরীক্ষণ কর। মোহবশত গৃধ্রের নিষ্ঠুর বাক্যে বিশ্বাস করিলে আর উহার মুখাবলোকনে সমর্থ হইবে না।

হে ধর্ম্মরাজ! ক্ষুধার্ত্ত গৃধ্র ও শৃগাল এইরূপে স্বকার্য্য সাধনার্থ তুল্য প্রতিদ্বন্দী হইয়া বুদ্ধি প্রভাবে সেই বালকের আত্মীয়গণকে প্রতারিত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উহাদের উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের সেই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে বিমুগ্ধপ্রায় ও ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন এবং পরিশেষে সেই স্থানে অবস্থান করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতে করিতে তথায় উপবেশন করিলেন। ঐ সময় ভূতভাবন ভবানীপতি সেই ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত দয়াপরায়ণ ও পার্ব্বতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক করুণার্দ্র চিত্তে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি মহাদেব, তোমা-দিগকে বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। অতএব তোমরা

অচিরাৎ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ মহাদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই বালকের বিলাপ নিবন্ধন আমরা সকলেই মৃতপ্রায় হইয়াছি। অতএব এক্ষণে ইহার জীবন প্রদান করিয়া আমাদিগকে জীবিত করুন। ব্রাহ্মণগণ এই কথা কহিলে জীবহিতৈষী ভগবান্ ভূতনাথ জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক শতায়ু হও বলিয়া বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ঐ সময় গৃধ্র ও শৃগাল তাঁহার প্রসাদে তৃপ্তিজনক আহার প্রাপ্ত হইল। এই রূপে সেই ব্রাহ্মণেরা ভগবান্ ভূতনাথের প্রসাদে মৃত বালকের পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পুলকিত চিত্তে দেবাদিদেবকে অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনৌদাস্য, অধ্যাবসায় ও ভগবান্ শঙ্করের অনুগ্রহে অবিলম্বেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দৈববল ও অধ্যবসায়ের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ব্রাহ্মণেরা অতি দীন ভাবে রোদন করিতেছিলেন; কিন্তু দৈব ও অধ্যবসায়বলে অচিরাৎ তাঁহাদিগের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ বালকবিনাশজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাহ্লাদে সেই শিশু সমভিব্যাহারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সকলেরই সেই বুদ্ধি আশ্রয় করা শ্রেয়। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষলাভের উপদেশাত্মক ইতিহাস সতত শ্রবণ করে, সে উভয় লোকেই সুখী হইতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অসার দুর্ব্বল ব্যক্তি চির-

সন্নিহিত উপকারাপকারসমর্থ উদ্যোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুরে বাক্য দ্বারা অবমানিত করিলে সে যদি ক্রোধভরে তাহারে উন্মূলন করিবার নিমিত্ত আগমন করে তাহা হইলে ঐ দুর্ব্বল ব্যক্তি কি রূপে আত্মরক্ষা করিবে?

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই স্থলে শাল্মলীপবন সংবাদ নামে এক ইতিহাস আছে শ্রবণ কর। হিমালয় পর্ব্বতে এক বিশালস্কন্ধ সম্পন্ন বহু শাখাসমন্বিত ফল কুসুম পল্লবোপশোভিত চতুঃশত হস্ত বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষ ছিল। শুকসারিকা সতত উহাতে বাস এবং মত্ত মাতঙ্গগণ ও অন্যান্য মৃগ সমুদায় গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ক্লান্ত হইলে উহার মূলে বিশ্রাম করিত। বণিকসম্প্রদায় ও বনবাসী তপস্বিগণ গমন কালে পরিশ্রান্ত হইলে উহার সুশীতল নিবিড় ছায়ায় অবস্থান করিতেন একদা দেবর্ষি নারদ ঐ রমণীয় বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা ও স্কন্ধ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তরুবর! তুমি অতি প্রিয়দর্শন; তোমার মূলে উপবেশন করিয়া আমরা সকলেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকি। পক্ষী মৃগ ও মাতঙ্গগণ হৃষ্টান্তঃকরণে নিরন্তর তোমার ছায়ায় অবস্থান করে। তোমার স্কন্ধ ও শাখা সমুদায় অতি বিশাল; কিন্তু ঐ সমুদায় কদাচ বায়ুবেগ প্রভাবে ভগ্ন হয় না। ভগবান্ পবন যে তোমারে রক্ষা করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি কি তোমার আত্মীয় বন্ধু অথবা অন্য কোন কারণ বশত তাঁহার সহিত তোমার প্রণয় জন্মিয়াছে। দেখ, মহাপ্রভাবসম্পন্ন সমীরণ বৃক্ষ সকল নিপাতিত, পর্ব্বতশিখর বিচলিত এবং পাতালতল, সরিত, সাগর ও

সরোবর সমুদায়কে শুষ্ক করিতেছে। কিন্তু কখনই তোমার কোন অপকার করেন নাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তিনি সখ্যভাব নিবন্ধন তোমার রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। এবং তুমি সেই নিমিত্তই শাখা, পল্লব ও ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছ। এই সমুদায় বিহঙ্গম প্রফুল্ল মনে তোমার শাখা প্রশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক বিহার করত তোমার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। যখন তোমার কুসুম সকল বিকসিত হয়, তখন এই পক্ষিগণের কি মধুর স্বরই শ্রুতি-গোচর হইয়া থাকে এই সমস্ত মাতঙ্গ ও মৃগগণ দুরন্ত গ্রীষ্ম-প্রভাবে অতিশয় সন্তপ্ত ও দলবদ্ধ হইয়া তোমার সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তপস্বী ও যতিগণ সততই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। অতএব তোমার এই আয়তন স্বর্গ ও সুমেরুর ন্যায়, সন্দেহ নাই।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

হে বৃক্ষ ! এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি মহা-বল পরাক্রান্ত বায়ুর সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছ বলি-য়াই তিনি পরম আত্মীয়ের ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ আছেন। এই ভূমণ্ডলে বায়ুবেগে ভগ্ন হইতে পারে না, এরূপ পর্ব্বত, গৃহ বা বৃক্ষ আমি কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। তুমি বন্ধুত্ব নিবন্ধন বায়ু কর্ত্তৃক শাখা পল্লবের সহিত রক্ষিত হইতেছ বলিয়াই নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছ।

বৃক্ষ কহিল, ভগবন্ ! সমীরণ আমার সুহৃৎ বা বিধাতা নহেন যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার রক্ষা করিবে। আমার

তেজ ও বল তাঁহার অপেক্ষা অধিক। তাঁহার বল আমার বলের অষ্টাদশ অংশের একাংশমাত্র। তিনি বৃক্ষ পর্ব্বতাদি ভগ্ন করিয়া মহাবেগে আগমন করিলেও আমি স্বীয় বল প্রভাবে তাঁহারে স্তম্ভিত করিয়া রাখি। এইরূপে আমার নিকট তিনি বারংবার প্রতিহত হইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারে রোষাবিষ্ট দেখিলেও আর আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হয় না।

নারদ কহিলেন, হে বৃক্ষ! তুমি অতি অজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বায়ুর তুল্য বলশালী আর কেহই নাই। তোমার কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ ইহাঁরা কেহই বায়ুর তুল্য বলশালী নহেন। এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করিতেছে, ভগবান্ বায়ু উহাদের সকলেরই প্রাণপ্রদ। ইনি শান্তভাবে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া সকল প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইনি যদি অশান্ত প্রকৃতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সকলকেই জীবনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব তুমি যে পরম পূজ্য জগৎ প্রাণ সমীরণকে সম্মান করিতেছ না, ইহাতে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। তুমি অতি অসার; এক্ষণে আপনার দুর্ব্বুদ্ধিবলে কেবল বাচালতা প্রকাশ ও ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তোমার নিকট বায়ুর নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমি যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে বায়ুর সমক্ষে গমন করিয়া তোমার এই অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া দিব। চন্দন, স্যন্দন, তাল, দেব-দারু, বেতস ও বকুল প্রভৃতি মহাবল পাদপ সমুদায় বায়ুর

প্রতি কদাচ এইরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করে নাই। তাহারা আপনাদিগের ও বায়ুর বলের তারতম্য বিলক্ষণ অবগত আছে, এই নিমিত্তই তাহারা সতত সমীরণকে নমস্কার করিয়া থাকে। তুমি কেবল মোহপ্রভাবে বায়ুর অনন্ত বল অবগত হইতে সমর্থ হইতেছ না। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি এই কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পবনের নিকট চলিলাম।

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

তপোধনাগ্রগণ্য নারদ শাল্মলীরে এই কথা বলিয়া বায়ুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, সমীরণ! হিমালয় পর্ব্বতের উপর এক নিবিড়চ্ছায়াসমন্বিত বহুশাখা প্রশাখাপরিশোভিত বিপুল শাল্মলীবৃক্ষ আছে। সে তোমারে অবজ্ঞা করিয়া তোমার প্রতি যে রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করা আমার উচিত নহে। আমি তোমারে বলবান্দিগের অগ্রগণ্য, গৌরবান্বিত ও কৃতান্ততুল্য ক্রোধ-পরায়ণ বলিয়া অবগত আছি।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিলে ভগবান্ সমীরণ শাল্মলীর প্রতি যাহার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, শাল্মলে! তুমি মহাত্মা নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি পবন। অবিলম্বেই তোমারে স্বীয় প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শন করিব। আমি তোমার পরাক্রমের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিকালে তোমারে অবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমারে রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি আত্মবীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত

হইতেছ, কদাচ এ রূপ বিবেচনা করিও না। যাহা হউক, যখন তুমি আমারে সামান্য লোকের ন্যায় অবমাননা করিয়াছ, তখন আমি তোমারে এরূপ বলপ্রদর্শন করিব যে, তুমি বিশেষ রূপে আমার প্রভাব অবগত হইবে।

ভগবান্ পবন এইরূপে ক্রোধ প্রকাশ করিলে শাল্মলী সহাস্যমুখে তাঁহারে কহিল, সমীরণ! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সাধ্যানুসারে আমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ কর। তোমার ক্রোধে আমার কি হইতে পারে? তোমা হইতে আমার কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমা অপেক্ষা বলবান্। যাহাদিগের বুদ্ধিবল থাকে, তাহাদিগকেই যথার্থ বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল শারীরিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন বলবান্ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

শাল্মলী এই বলিয়া বায়ুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে সমীরণ আমি কল্যই তোমার প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রজনী সমাগত হইল। তখন শাল্মলীবৃক্ষ মনে মনে পবনের অভিসন্ধি ও তদপেক্ষা আপনার দৌর্ব্বল্য বিবেচনা করিয়া কহিতে লাগিল। আমি দেবর্ষি নারদের নিকট যাহা কহিয়াছি তৎসমুদায়ই মিথ্যা। আমি সমীরণের পরাক্রম কখনই সহ্য করিতে পারিব না। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ যাহা কহিয়াছেন, কিছুই মিথ্যা নহে। বায়ু যথার্থই অতিশয় পরাক্রমশালী। যাহা হউক, আমি অন্যান্য বৃক্ষ হইতে দুর্ব্বল বটে, কিন্তু আমার তুল্য বুদ্ধিমান্ বনস্পতি আর কেহই নাই। অতএব আমি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়াই সমীরণের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব।

এক্ষণে আমার যে রূপ কৌশল অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হই-তেছে, যদি সমুদায় বৃক্ষ সেই রূপ কৌশল আশ্রয় করিয়া এই অরণ্যে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পবনের ক্রোধনিবন্ধন তাহাদের আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। কিন্তু ঐ সমুদায় পাদপের বুদ্ধি বালকদিগের ন্যায়। সমীরণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে যে রূপে উন্মূলিত করে, তাহা তাহারা কিছু মাত্র অবগত হয় না।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

শাল্মলী বৃক্ষ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধ-চিত্তে স্বয়ং আপনার শাখা প্রশাখা সমুদায় ছেদন পূর্ব্বক কুসুম পল্লবাদি শূন্য হইয়া সমীরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র পবন ক্রোধভরে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসংখ্য মহাবৃক্ষ উৎপাটিত করিতে করিতে শাল্মলীর নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে, শাল্মলী ভীত হইয়া স্বয়ং কুসুম ও শাখা প্রশাখাদি পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। শাল্মলীর দুর্দ্দশা দর্শনে পবনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি হর্ষোৎ-ফুল্ল চিত্তে তাহারে কহিলেন, শাল্মলে! তুমি স্বয়ং আপনার যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছ, আমি তোমারে এই রূপই দুরবস্থা-গ্রস্ত করিতাম। যাহা হউক, আমার পরাক্রমই তোমার দুরবস্থা সম্পাদনের কারণ। তুমি আপনার কুমন্ত্রণাতেই আমার পরাক্রমের বশীভূত হইয়া স্বয়ং শাখা প্রশাখা বিহীন ও কুসুম শূন্য হইয়াছ।

সমীরণ এই কথা কহিলে শাল্মলী যাহার পর নাই লজ্জিত

হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। অতএব যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি নিবন্ধন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, তাহারে নিশ্চয়ই সেই শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্ব্বলদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্যপরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করাই উচিত। বুদ্ধিজীবীর সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তৃণরাশি প্রবিষ্ট হুতাশনের ন্যায় অরাতি মধ্যে প্রবেশ করে। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ কিছুই নাই। অতএব বালক, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বলবানের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। বলবানের প্রভাবে যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তোমাতেই তাহার প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও পরাক্রম একমাত্র মহাত্মা অর্জ্জুনের তুল্য ছিল না। এই নিমিত্তই ধনঞ্জয় সংগ্রামে স্বীয় বলে তাহাদিগকে নিহত ও ভগ্ন করিয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম অতঃপর আর যাহা যাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর।

অষ্ট পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কি হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমি তাহা প্রকৃত রূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত

হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই লোকের সমুদায় পুণ্য গ্রাস করিতেছে। লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয়, লোভই তাহার মূল। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নিলর্জ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়-তৃষ্ণা, কুকর্ম্মের প্রবৃত্তি ও বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্ট চিন্তা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যু ভয়, বলবতীঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণ প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয়। মনুষ্যগণ কি বাল্য কি কৌমার কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভ দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহারে পরিতৃপ্ত করা যায় না এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করিবেন। যাহারা অধীর প্রকৃতি ও লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা বহুদর্শী হইয়া বহুতর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

স্মরণ ও অন্যের শংসয়াপনোদন করিয়া থাকেন, তাঁহা-
দিগকেও লোভের বশীভূত হইলে কষ্ট ভোগ করিতে হয়।
লুব্ধেরা সততই ক্রোধ দ্বেষ পরায়ণ ও শিষ্টাচার পরিশূন্য
হইয়া থাকে। উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্ট-
জনক। উহাদিগের বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাব
পরিপূর্ণ, উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে
প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যু স্বরূপ।
ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া
প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত
করে। অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ, শোক ও অভিমান নিরন্তর উহা-
দিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলত উহাদের ন্যায়
অশিষ্ট আর কেহই নাই।

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।
যাহাদিগের পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরক ভয় নাই; যাঁহা-
দিগের প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়ই তুল্য; যাঁহাদের ভোগ্য বস্তুতে
কদাচই লোভ জন্মে না; যাঁহারা শিষ্টাচার পরায়ণ, ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহশীল ও সত্যব্রত নিরত; যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছু-
মাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপ-
কারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ; যাঁহারা কদাচ অন্যের
দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না; সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক,
দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন এবং অন্যের
হিত সাধনার্থ প্রাণপর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন
না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে
পারে না। তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার

নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎ পথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধু লোক সমুদায় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম ক্রোধ বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কার শূন্য নিত্য ব্রতপরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধন লোভ বা যশো লোভে ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন না; শরীররক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব। অতএব তুমি প্রতি নিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে; তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মল প্রকৃতি, সত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভাবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈব প্রভাবেই লোকের বাক্য কখন বিপদ্ ও সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে।

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি অনর্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ লোভের বিষয় নির্দ্দেশ করিলেন, এক্ষণে অজ্ঞানের বিষয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অজ্ঞান অতি অনিষ্টকর পদার্থ।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় আপনার অবনতি বুঝিতে না পারে এবং সতত সাধুদিগের দ্বেষ করে, তাহারে নিশ্চয়ই জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। অজ্ঞান প্রভাবেই লোকে নিরয়গামী, দুর্গতি বিশিষ্ট ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদয়, মূল, সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎ সমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান একমাত্র অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয় সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতিলোভ এই উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত, অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি। যে

সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভের উৎপন্ন হয়, সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে মহারাজ! লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহারাজ জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য মহীপালগণ লোভ পরিত্যাগ করিয়াই স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও তাঁহাদের ন্যায় লোভ বিহীন হও। লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারিবে।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ইহলোকে স্বাধ্যায়নিরত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যের কি রূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। ধর্ম্মপথ অতি বৃহৎ ও বহুশাখা সঙ্কুল অতএব কি রূপে সংক্ষেপ পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়; আর ধর্ম্মের মূলই বা কি? তৎসমুদায় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি যাহা শ্রবণ করিয়া অমৃত-পায়ীর ন্যায় তৃপ্তি লাভ করিবে, যদ্দ্বারা তোমার যাহার পর নাই শ্রেয়োলাভ হইবে, আমি সেই বিষয় তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানা-প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংয-মই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা দমগুণকে মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়া-ছেন। দমগুণ সকল লোকেরই বিশেষত ব্রাহ্মণের সনাতন

ধর্ম্ম। দমগুণ প্রভাবেই ব্রাহ্মণের কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। দমগুণ, দান, যজ্ঞ ও শাস্ত্র জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দমগুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই, লোকে দমগুণ প্রভাবেই পাপ বিহীন তেজস্বী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকে। দমগুণ অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম! দমগুণ হইতে ইহ লোকে সিদ্ধি ও পর লোকে সুখ লাভ করিতে পারা যায়। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অনায়াসে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভে সমর্থ হয় এবং নির্ভয়ে নিদ্রাসুখানুভব, নির্ভয়ে জাগরণ ও নির্ভয়ে জনসমাজে বিচরণ করিতে পারে। তাঁহার অন্তঃকরণ সততই প্রসন্ন থাকে। যে ব্যক্তি দমগুণ বিহীন, তাহারে নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে। চারি আশ্রমেই দমগুণ উৎকৃষ্ট ব্রত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আমি দমগুণ হইতে যে সমুদায় গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দমগুণই ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অহিংসা, অনুসূয়া, গুরু পূজা প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দম গুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্ম শ্লাঘা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অনিত্য সুখলাভে তাঁহার কখনই তৃপ্তি হয় না। সম্বন্ধ সংযোগ জনিত মমতা নিবন্ধন তাঁহারে কখনই ক্লেশ ভোগ

করিতে হয় না। যে মহাত্মা গ্রাম্য আরণ্য ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং কদাচ কাহার নিন্দা ও প্রশংসা করেন না, তিনি অচিরাৎ মুক্তি লাভে সমর্থ হন। ব্রাহ্মণ সদাচার পরায়ণ, প্রসন্নচিত্ত ও আত্ম তত্ত্বজ্ঞ। ব্রাহ্মণও বিবিধ সংসর্গ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারেন। সাধু ব্যক্তিরা যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তৎ সমুদায়ই জ্ঞানবান্ তপস্বীর পথ স্বরূপ। অতএব সেই পথ পরিত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। যে জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়া সেই পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি প্রাণিগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় না করেন এবং প্রাণিগণ যাহা হইতে কিছু মাত্র ভীত না হয়, তাঁহারে কখনই পরলোকে শঙ্কিত হইতে হয় না। যিনি অর্থ সঞ্চয় না করিয়া সৎ কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক উহা ব্যয় করেন এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়া সকলের সহিত মিত্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি চরমে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ আশ্রয় করেন, তাঁহারা চিরকাল তেজোময় লোকে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি যথা বিধি তপস্যা, বিবিধ বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও সমুদায় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যাভিলাষী, বিষয় রাগ বিবর্জ্জিত, প্রসন্ন চিত্ত ও আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন, তিনি ইহ লোকে সম্মান ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সমুদায় লোকে বিচরণ করিতে পারেন। দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্ম নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ

প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞানবান্ মহাত্মাদিগের পরলোকে ভয়ের কথা দূরে থাকুক, ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম নিবন্ধন ভয়ও তিরোহিত হয়। দমগুণের এই এক মাত্র দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিরে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে। উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রত্যুত বহুতর গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। সহিষ্ণু ব্যক্তি ক্ষমাগুণ প্রভাবে অসংখ্য লোককে বশীভূত করিতে পারেন। দমগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির অরণ্য গমনের প্রয়োজন কি; তিনি যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানই অরণ্য ও পুণ্যাশ্রম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মুখে এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহারে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মা ভীষ্মদেবও যাহার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! পণ্ডিতেরা কহেন যে, তপস্যাই সকলের মূল। যে মূঢ় তপোনুষ্ঠান করে নাই, সে কখনই উৎকৃষ্ট ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা তপঃপ্রভাবেই এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ তপোবলে বেদ সমুদায় অধিকার করেন। তপোবলে ফল মূল উৎপন্ন হইয়াছে। তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। ঔষধ ও আরোগিতা তপোমূলক। পৃথিবী মধ্যে যে বস্তু নিতান্ত দুর্লভ তপোবলে তাহাও অধিকার করা যায়। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ

করিয়াছিলেন, তপই তাহার কারণ। তপঃপ্রভাবে সুরাপান, তস্করতা, ভ্রূণহত্যা ও গুরুতল্প গমন প্রভৃতি পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তপস্যা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনশন অহিংসা, সত্যবাক্য প্রয়োগ, দান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বেদজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম, জননীরে প্রতিপালন করা অপেক্ষা সৎকার্য্য এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। ধন, ধান্য ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি, পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য মৃগ, পক্ষী ও অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমুদায় তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তপঃপ্রভাবেই দেবগণ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তপঃপ্রভাবে অন্যান্য অভীষ্ট ফলের কথা দূরে থাকুক দেবত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করা যাইতে পারে।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃলোক ও দেবগণ সতত সত্য ধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব সত্য কি? উহা কি রূপে লাভ হইতে পারে? আর লাভ করিলেই বা কি হয়? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন। শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! কোন মহাত্মাই ধর্ম্মসঙ্করের প্রশংসা করেন না। সত্য অবিকৃত, সত্যই সাধু ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। অতএব সত্যকে সতত নমস্কার করিবে। সত্য তপ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ। এক-

মাত্র সত্যেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক্ষণে সত্যের লক্ষণ ও অনুষ্ঠানের বিষয় এবং যে রূপে সত্য লাভ করা যাইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য ত্রয়োদশ প্রকার। অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। এই সমুদায়ই সত্যস্বরূপ! সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা যায়। দান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। ক্ষন্তব্য ও অক্ষন্তব্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে তুল্যদৃষ্টি হইতে পারিলেই অনায়াসে ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায়। লজ্জা ধর্ম্ম-প্রভাবেই অধিকৃত হইয়া থাকে। লজ্জাসম্পন্ন ব্যক্তি সতত মঙ্গল লাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ণ হন না এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় ও স্নেহ পরিত্যাগই ত্যাগপদ বাচ্য হইয়া থাকে। লোকে রাগ দ্বেষ বিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণ সম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্ন সহকারে রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন,

তাঁহারই সাধুতা লাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছু মাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। মঙ্গল লাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাহারা ক্ষমাগুণ সম্পন্ন ও সত্য পরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্য লাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্য ধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সত্যের গুণ গরিমার পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও এক দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে সন্দেহ নাই।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা, শোক, নিন্দা, অকার্য্যপ্রবৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ত্রয়োদশ দোষ মানবগণের ভীষণ শত্রু স্বরূপ। উহারা নিরন্তর অনবহিত মানবগণকে আশ্রয় করিয়া অবহিত চিত্তে ক্লেশ প্রদান করে। উহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় দর্শনমাত্র বল পূর্ব্বক মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষমা প্রভাবেই উহার লয় হইয়া যায়। সঙ্কল্প হইতে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। উহারে সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। অসূয়া পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে। মোহ অজ্ঞতা ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহবশত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়। বন্ধুবিয়োগ উপস্থিত হইলে স্নেহের আধিক্য বশত শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদায় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখন আর উহার সম্পর্কও থাকে না। ক্রোধ ও লোভ বশত অকার্য্যপ্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার

শান্তি হয়। সত্যত্যাগ ও অসাধুসংসর্গ নিবন্ধন মাৎসর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলে উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য এই তিনের প্রভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়। কাম ও হর্ষ বশত ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে এবং প্রজ্ঞা প্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষ বাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হইয়া থাকে। বলবান্ শত্রুর প্রতীকার সাধনে অসমর্থ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উদ্রেক হয়, কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীন জনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়। অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য বোধ হইলে আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না। হে ধর্ম্মরাজ! একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা সকলেই এই সমুদায় দোষে দূষিত ছিল, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আমি সর্ব্বদা সাধুসহবাস নিবন্ধন অনৃশংসতা বিশেষ অবগত আছি, কিন্তু নৃশংস ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার কিছুই অবগত নহি। সাধু ব্যক্তিরা

কূপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে উভয় লোকেই অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে বিশেষ রূপে নৃশংস ব্যক্তিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! নৃশংস ব্যক্তিদিগকে সততই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ও কুকর্ম্ম করিবার বাসনা করিতে দেখা যায়। উহারা নিরন্তর পরের নিন্দা করে, জনসমাজে নিন্দনীয় হয় এবং আপনারে দৈবপ্রভাবে বঞ্চিত বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় নীচাশয় আর কেহই নাই উহারা সতত আত্মাভিমান, আত্মশ্লাঘা ও আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে। উহারা যাহার পর নাই শঙ্কিতচিত্ত, ছলগ্রাহী, কৃপণ, মিথ্যাপরায়ণ, লুব্ধ, আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষ্টা ও হিংসাবিহারনিরত। উহারা নিরন্তর আশ্রমসঙ্কর করিবার চেষ্টা ও স্বীয় সহযোগীদিগের প্রশংসা করিয়া থাকে। উহাদিগের গুণাগুণ বিবেচনা কিছুমাত্র নাই। উহারা গুণশালী ধার্ম্মিক লোককে পাপাত্মা বলিয়া বিবেচনা করে এবং আপনার স্বভাবের ন্যায় সকলের স্বভাব বিবেচনা করিয়া কাহারেও বিশ্বাস করে না। অন্যের অণুমাত্র দোষ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অন্যের দোষ আপনার দোষের সমান হইলে কখনই তাহা উল্লেখ করে না। উপকারী ব্যক্তিরে শত্রু জ্ঞান করে এবং তাহার কার্য্যকালে তাহারে অর্থদান করিয়া যাহার পর নাই পরিতাপিত হয়। যে ব্যক্তি সকলের সমক্ষে একাকী সুস্বাদু বিবিধ ভক্ষ্য সামগ্রী ভোজন করে, তাহারেও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত করা যায়। কিন্তু যিনি অগ্রভাগ ব্রাহ্মণ-

গণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট নৃশংসদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। উহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! বেদবেদান্ত পারগ যাগ যজ্ঞ শীল ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণ নিস্ব হইলে আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ধন দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণেরা নিস্ব ভাবাপন্ন নহেন, তাঁহা-দিগকে কেবল দক্ষিণা দান করাই উচিত। আর যাঁহারা অব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে বেদির বহির্ভাগে অপক্বান্ন দান করাই শাস্ত্র সম্মত। ব্রাহ্মণগণ বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ স্বরূপ। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরন্তর যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব মহীপাল তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে ধন রত্ন প্রদান করিবেন। যে ব্রাহ্মণের তিন বৎসর বা অধিক কাল পোষ্যবর্গ ভরণ পোষণ করিবার উপ-যুক্ত ধান্যাদি পর্য্যাপ্ত থাকে, তিনিই সোম পান করিতে সমর্থ হন। যাজ্ঞিক বিশেষত ব্রাহ্মণের একাংশ ধনের অভাবে যদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিক নৃপতি অসংখ্য পশু সম্পন্ন অযাজ্ঞিক অসোমপায়ী বৈশ্যের ধন বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহারে প্রদান করিবেন। শূদ্রের যাগ যজ্ঞে কিছুমাত্র অধিকার নাই, অতএব ব্রাহ্মণের যজ্ঞ সাধনের

নিমিত্ত শূদ্রের আবাস হইতেও স্বেচ্ছানুসারে ধন আহরণ করা তাঁহার অকর্ত্তব্য নহে। যাহারা শত গোধন সম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, রাজা এইরূপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ অবিচারিত চিত্তে অর্থ আহরণ করিবেন। যে ব্যক্তি দানশীল নহে, তাহার নিকট হইতে ধন আহরণ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ করিলে রাজার পরম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে।

যে ব্রাহ্মণ তিন দিবস অন্নাভাবে উপবাস করিয়াছেন, তিনি নীচকার্য্যে নিরত ব্যক্তির আবাস, উদ্যান বা যে কোন স্থান হইতে হউক এক দিনের আহারোপযোগী ধান্য হরণ পূর্ব্বক রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন তাঁহার কর্ণ গোচর করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই অপরাধ অবগত হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাঁহার দণ্ড বিধান করিবেন না। ভূপতির অনবধানতা দোষেই ব্রাহ্মণকে অন্নাভাবে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়; অতএব রাজা তাঁহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া তাঁহার জীবিকা বিধান করিয়া দিবেন এবং পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে বৈশ্বানর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা অনুকল্পকে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। দেবতা বিশ্বদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ আপদ্‌কালে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া অনুকল্প অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুখ্যকল্প পরিপালনে সমর্থ হইয়াও অনুকল্প অবলম্বন করে, সে কখনই পরলোকে উৎকৃষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয় না। রাজার

নিকট আপনার ব্রাহ্মণ্যের বিষয় নিবেদন করা বেদবিৎ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়বল অপেক্ষা ব্রহ্মবল নিতান্ত দুঃসহ; অতএব রাজা ব্রাহ্মণ তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ব্রাহ্মণ কর্ত্তা, শাস্তা, বিধাতা ও দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রভাবে, বৈশ্য, ও শূদ্র অর্থ বলে এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোম দ্বারা আপদ্ হইতে মুক্ত হইবেন। কন্যা, যুবতী এবং মন্ত্র জ্ঞান শূন্য মূর্খ ও সংস্কারহীন ব্যক্তি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে অধিকারী নহে। উহারা যে ব্যক্তির যজ্ঞে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত আপনারে নরকস্থ করে, সুতরাং যাগ যজ্ঞ কুশল বেদবেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণেরই হোতা হওয়া উচিত। যিনি অগ্নিহোত্রের প্রাজাপত্য অন্ন দক্ষিণা প্রদান না করেন, ধার্ম্মিকেরা তাঁহারে আহিতাগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। অতএব দক্ষিণা প্রদান না করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞ দক্ষিণাশূন্য হইলে যজমানের প্রজা, পশু, পুণ্য ফলোপার্জ্জিত স্বর্গ, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ ঋতুমতী ভার্য্যার সহবাস করেন, যিনি সাগ্নিক নহেন এবং যাঁহার কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। যে গ্রামে কূপ ব্যতিরেকে অন্য জলাশয় নাই, ব্রাহ্মণ তথায় শূদ্রাপতি হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে তাঁহার শূদ্রত্ব লাভ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ পরস্ত্রীর সহিত বিহার এবং বৃদ্ধ শূদ্রকে মান্য বোধ করিয়া আপনার শয্যায় স্থান প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি

ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উঁহাদের পৃষ্ঠভাগে তৃণশয্যায় উপবেশন করিলে শুদ্ধিলাভে সমর্থ হন। ব্রত পরায়ণ ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট বর্ণের সহিত একরাত্রি একত্র শয়ন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, তিন বৎসর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের পশ্চাদ্ভাগে তৃণ শয্যায় উপবেশন করিলে তাঁহার সেই পাপ অপনীত হয়। ক্রীড়া, বিবাহ, গুরুর কার্য্য সাধন ও আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না। স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিবে। অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে সুবর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত পান অবিধেয় নহে। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্ম্মানুসারে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিবারণ, গো ব্রাহ্মণের হিত সাধন ও আত্মরক্ষার নিমিত্ত বৈশ্যও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প গমন, ব্রহ্মস্ব হরণ ও সুবর্ণাপহরণ এই পাঁচটী মহাপাতক। প্রাণ ত্যাগই ঐ পাতক সমুদায়ের প্রায়শ্চিত্ত। লোকে মদ্যপান, অগম্যাগমন ও পতিত ব্যক্তির সহিত সহযোগ করিলে অবিলম্বেই পতিত হইয়া থাকে। পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যয়ন বিবাহাদি সম্পর্ক রাখিলেই সংবৎসর মধ্যে পতিত হইতে হয়, কিন্তু উহার সহিত গমন, শয়ন ও ভোজনাদি দ্বারা পাতিত্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী মহাপাপ ব্যতিরেকে আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে।

একবার সেই সমস্ত পাপের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া কালসহকারে পুনরায় তৎসমুদায়ে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত। সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণঘাতক ও গুরুতল্পগামীর দেহান্তে প্রেত কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত না হইলেও অবিচারিত চিত্তে আহারাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। গুরু ও অমাত্যগণ পতিত হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। অধর্ম্মাচরণ করিলে তপঃপ্রভাবে তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি তস্কর, তাহারে তস্কর বলিলে তাহার সমান পাপগ্রস্ত হইতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত তস্কর নহে, তাহারে তস্কর বলিলে তস্কর অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে কন্যা আপনার কৌমারাবস্থা দূষিত করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চারি অংশের তিন অংশ আর যে পুরুষের সংসর্গে উহা দূষিত হয়, সে একাংশমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার বা প্রহার করিলে লোকে শত বৎসর প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না এবং তাঁহাদিগকে বধ করিলে সহস্র বৎসর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদিগকে তিরস্কার, প্রহার বা বধ করা অতিশয় অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দেহে শস্ত্রাঘাত করিলে তাঁহার সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইয়া যাবৎ সংখ্যক ধূলি আর্দ্র করে, প্রহর্ত্তারে তত বৎসর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ব্রাহ্মণঘাতক গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ সংগ্রামে শস্ত্র দ্বারা নিহত হইলে বা প্রদীপ্ত হুতাশনমধ্যে আত্মনিক্ষেপ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে

পারে। সুরাপায়ী ব্যক্তি উত্তপ্ত মদ্য পান পূর্ব্বক শরীর দগ্ধ বা মৃত্যুমুখে দেহ সমর্পণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। দুরাশয় পাপপরায়ণ ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করিলে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি উত্তপ্ত করিয়া তাহা আলিঙ্গন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ বা পুংস্ত ও বৃষণ ছেদন পূর্ব্বক অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া নৈঋত কোণে প্রস্থান অথবা ব্রাহ্মণার্থে প্রাণত্যাগ, কিম্বা অশ্বমেধ, গোমেধ ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, সে দ্বাদশ বৎসর সেই মৃত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার কুকার্য্য প্রখ্যাপিত করিয়া তপোনুষ্ঠান করিবে। আর যে ব্যক্তি গর্ভিণীরে নিপাতিত করে, তাহারে উহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সুরাপায়ী, সে ব্রহ্মচারী ও পরিমিতাহারী হইয়া ক্ষিতিতলে শয়ন এবং তিন বৎসরেরও অধিক অগ্নিষ্টুতাপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ব্রাহ্মণগণকে সহস্র বৃষ ও সহস্র ধেনু প্রদান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। বৈশ্যকে বিনষ্ট করিলে দুই বৎসর এক শত বৃষ ও একশত ধেনু এবং শূদ্রকে বিনষ্ট করিলে এক বৎসর এক বৃষ ও এক শত ধেনু প্রদান করিবে। কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রকে বিনষ্ট করিলে শূদ্রবিনাশজনিত পাপনিবারণোপযুক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। মার্জ্জার, চাস, মণ্ডুক, কাক, সর্প ও মূষিককে নিহত করিলে পশুতুল্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়।

এক্ষণে অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কীর্ত্তন করি-

তেছি, শ্রবণ কর। পাপ অল্প হইলে অনুশোচনা বা এক বৎসর কাল ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। শ্রোত্রিয়পত্নীতে গমন করিলে তিন বৎসর ও অন্য স্ত্রীসংসর্গে দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দিবসের চতুর্থ ভাগে আহার করিবে অথবা তিন দিবস সলিলমাত্র পান করিয়া উপবেশন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে পাপ নিরাকৃত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অকারণে পিতা মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে ধর্ম্মানুসারে পতিত হয়। ভার্য্যা ব্যভিচারিণী বা কারাগারে নিরুদ্ধা হইলে তাহারে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রদান করিবে। ব্যভিচারী পুরুষের যে ব্রত, ব্যভিচারিণী স্ত্রীরেও সেই ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যে নারী আপনার পতিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জাতির সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহারে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থানে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও ব্যভিচারী পুরুষকে বহ্নিতপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইয়া কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করা রাজার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া সংবৎসরকাল প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহারে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দুই বৎসর পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকিলে তিন বৎসর এবং চার বৎসর তাহার সংসর্গে থাকিলে পাঁচ বৎসর পৃথিবী পর্য্যটন ও মৌনব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচরণ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনূঢ়াবস্থায় স্বয়ং বিবাহ করিলে তাহারে, তাহার স্ত্রীরে এবং তাহার জ্যেষ্ঠকে পতিত হইতে হয়। ঐরূপ স্থলে উহাদের তিন জনকেই নষ্টাগ্নি ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান ও এক মাস চান্দ্রায়ণব্রত বা কৃচ্ছ্র ব্রতানু-

ষ্ঠান করিতে হইবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠকে ইহা আপনার ভার্য্যা গ্রহণ করুন এই বলিয়া আপনার স্ত্রী প্রদান করিয়া পরিশেষে জ্যেষ্ঠের অনুমতি ক্রমে সেই ভার্য্যারে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যাহারা অধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হয়। গো ব্যতিরেকে অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দূষিত হইতে হয় না। পশুজাতির উপর মনুষ্যদিগের আধিপত্য আছে। পশু হিংসা করিলে চমরীপুচ্ছ পরিধান ও মৃণ্ময়পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার দুষ্কর্ম্ম প্রখ্যাপিত করত প্রতিদিন সাত গৃহে ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিবে এবং সেই ভিক্ষায় যাহা কিছু লাভ হইবে, তদ্দারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ঐ রূপ ব্রত আচরণ করিলে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে তাহার সেই পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি চমরীপুচ্ছ ধারণ না করিবে, তাহার সম্বৎসর ঐ রূপ ভিক্ষাব্রত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা দান করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানের নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা একটিমাত্র গো প্রদান করিলে ঐ পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। যে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট বা উষ্ট্রের মাংস মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃ সংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সুরাপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তিন দিবস উষ্ণজল পান, তিন দিবস উষ্ণদুগ্ধ পান ও তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিবেন। মনুষ্যগণ বিশেষত ব্রাহ্মণগণ পাপানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময় খড়্গযুদ্ধবিশারদ মহাত্মা নকুল কথা কহিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শরতল্পশায়ী ভীষ্মদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! জনসমাজে শরাসনই উৎকৃষ্ট প্রহরণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, কিন্তু আমার মতে খড়্গই প্রধান। দেখুন, সংগ্রামে কার্ম্মুক বিশীর্ণ ও অশ্ব সমুদায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে একমাত্র খড়্গ দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। খড়্গধারী বীর পুরুষ একাকীই চাপহস্ত ও গদাশক্তিধারী অসংখ্য বীরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে কোন্ অস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করা যায় এবং খড়্গ কি রূপে কাহার নিমিত্ত কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক উৎপন্ন হইল আর কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ব্বে ইহার আচার্য্য ছিলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইতেছে। অতএব আপনি উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

তখন ধনুর্ব্বেদবিশারদ শরতল্পশায়ী ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মদেব দ্রোণশিষ্য সুশিক্ষিত মহাত্মা নকুলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে কৌশলযুক্ত বিচিত্রার্থ সমন্বিত সার বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাদ্রীকুমার! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, এক্ষণে আমি ঐ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এই জগৎ একার্ণবময় ছিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল ও মহীতলের কিছুমাত্র নির্দ্দেশ ছিল না, সমুদায় স্থান গম্ভীর দর্শন, তিমির জালে সমাচ্ছন্ন, নিঃশব্দ ও অপ্রমেয় ছিল। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ু,

অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, ভূমি, দিক্, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমুদায়ের সৃষ্টি করিয়া মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও ভগবান্ রুদ্র এই কএকটি পরম তেজস্বী পুত্র উৎপাদিত করিলেন। ঐ সকল বিধাতৃতনয়ের বংশসম্ভূত দক্ষ প্রজাপতি হইতে ষষ্টি কন্যা সমুৎপন্ন হইল। ব্রহ্মর্ষিগণ পুত্রলাভার্থ তাঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করিলেন। ঐ সমস্ত কন্যা হইতে দেবতা, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, রাক্ষস, বিহঙ্গম, মৃগ, মীন, শাখামৃগ, মহাসর্প, জলচরপক্ষী, বিবিধ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজগণের সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমে পরিপূর্ণ হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম উৎপাদন করিলেন। তখন দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, সিদ্ধ ও মরুদ্গণ, মহর্ষি ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, নারদ, পর্ব্বত এবং কাশ্যপ, বালখিল্য, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য, অগ্নিকিরণপায়ী, আকৃষ্ট, হংস, অনলোদ্ভূত, প্রশ্নি ও বানপ্রস্থ মহর্ষিগণ, আচার্য্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি ও বলি প্রভৃতি ক্রোধলোভ সমন্বিত অধার্ম্মিক দানবগণ পিতামহের শাসন অতিক্রম করিয়া অধর্ম্মাচণে প্রবৃত্ত হইল এবং আমাদিগের সহিত দেবগণের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই এই স্পর্দ্ধা করিয়া প্রাণিগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার ও দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সমভিব্যাহারে হিমালয়ের শত যোজন বিস্তৃত মণিরত্নখচিত অত্যুচ্চ সুরম্য শৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের হিত সাধনার্থ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহস্র বর্ষ অতীত হইলে তিনি ঐ স্থানে বিধানানুসারে এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ঐ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞনিপুণ দীক্ষিত মহর্ষিগণ ও দেবগণ সমুপস্থিত ছিলেন ; ব্রহ্মর্ষিগণ উহার সদস্য হইয়াছিলেন এবং বিধিবিহিত সমিৎ, প্রদীপ্ত হুতাশন ও সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় বিবিধ পাত্র উহার অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। ঐ যজ্ঞ আরম্ভ হইলে ক্ষণকাল পরে প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে এক তেজঃপুঞ্জ কলের দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ সমুত্থিত হইল। উহার দেহ সুদীর্ঘ, বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামল, দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ ও উদর অতিমাত্র কৃশ। ঐ পুরুষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল। মহাসাগর সংক্ষুব্ধ হইয়া ভীষণ তরঙ্গমালা ও আবর্ত্তে সমাকীর্ণ হইল। গগনমণ্ডল হইতে অনিষ্টকর উল্কা সমুদায় ও বৃক্ষ হইতে শাখা সমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রসন্ন ও বায়ু প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং প্রাণিগণ বারংবার শঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেই পুরুষকে অনল হইতে সমুত্থিত ও দুর্নিমিত্ত সমুদায় প্রাদুর্ভূত দর্শন করিয়া মহর্ষি, পিতৃলোক ও গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি দানবগণের বিনাশ ও লোকরক্ষার নিমিত্ত অসি নামে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে স্মরণ করিয়াছি। কমলযোনি এই কথা কহিবামাত্র সেই

পুরুষ স্বীয় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার খড়্গ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা বৃষভকেতু মহাত্মা দেবদেব মহাদেবকে অধর্ম্মনিবারণ সেই তীক্ষ্ণধার অসি প্রদান করিলেন।

ভগবান্ ভূতনাথ ব্রহ্মার নিকট অসি গ্রহণ করিয়াই রূপান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইলেন। তাঁহার মস্তক সূর্য্যকে স্পর্শ করিল। পরিধান কৃষ্ণাজিন সুবর্ণময় তারকা সমুদায়ে সুশোভিত হইল। বদনমণ্ডল হইতে বিবিধবর্ণ অগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল এবং ললাটনেত্রে দিবাকরের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও অন্য নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন ভগনেত্রহন্তা শূলপাণি সেই বিধাতৃপ্রদত্ত কালাগ্নি সদৃশ প্রভাসম্পন্ন খড়্গ ও চপলা বিরাজিত জলধরের ন্যায় ভীষণ চর্ম্ম উদ্যত করিয়া যুদ্ধ করিবার মানসে ঘোর রূপে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ গর্জ্জন ও হাস্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঐ সময় দানবগণ, রুদ্রদেব যুদ্ধার্থ অতি ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্বলন্ত অঙ্গার ও লৌহময় অন্যান্য ঘোরতর অস্ত্র সমুদায় বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং অচিরাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে দর্শন করিবামাত্র সকলেই মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময় ভগবান্ বিরূপাক্ষ অসিহস্তে এরূপ বেগে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতেছিলেন যে, দানবগণ তিনি একাকী হইলেও সহস্র সংখ্যক বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনন্তর ভূতভাবন ভবানীপতি সেই দানবদলের মধ্যে প্রবেশ

পূর্ব্বক কাহারে ছিন্ন, কাহারে ভিন্ন, কাহারে নিপীড়িত এবং কাহারে বা পোথিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অসংখ্য দানবের বাহু ছিন্ন, ঊরু ভগ্ন ও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহারা প্রায় সকলেই ভূতলে নিপতিত হইল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ খড়্গাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে কেহ কেহ ভূগর্ব্ভে, কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে ও কেহ কেহ জল মধ্যে এবং কেহ কেহ বা আকাশমার্গে পলায়ন করিল। ঐ সময় সেই ঘোরতর সমরব্যাপার সমুপস্থিত হওয়াতে ধরাতল মাংস ও শোণিত প্রভাবে নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতস্তত দানবগণের রুধিরাক্ত কলেবর নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমরভূমি কিংশুকবৃক্ষ পরিশোভিত পর্ব্বত সমুদায়ে সমাকীর্ণ রহিয়াছে।

ভগবান্ রুদ্রদেব এইরূপে দানবগণকে সংহার পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবদায়ক শিবরূপ ধারণ করিলেন। তখন ঋষি ও দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভূতভাবন সেই দানবশোণিতলিপ্ত ধর্ম্মরক্ষার হেতুভূত ভীষণ খড়্গ বিষ্ণুকে অর্পণ করিলে বিষ্ণু মরীচিমুনিরে, মরীচি মহর্ষিগণকে, মহর্ষিগণ পুরন্দরকে এবং পুরন্দর লোকপালদিগকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে লোকপালগণ সূর্য্যতনয় মনুরে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়া কহিলেন, তুমি মনুষ্যদিগের অধীশ্বর; অতএব এই ধর্ম্মনিদান অসি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাগণকে প্রতিপালন

কর। মানবগণ শরীর ও মন এই উভয়ের প্রীতি সাধনার্থ ধর্ম্মসেতু অতিক্রম করিলে তুমি ধর্ম্মানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ড-দান দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। লোকে অপরাধ করিলে তাহারে বাক্যদণ্ড বা ধনদণ্ড দ্বারা শাসন করা কর্ত্তব্য। অধিক অপরাধ না করিলে কাহারও অঙ্গবৈকল্য বা বিনাশ সাধন করা বিধেয় নহে। বাক্যদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড সমুদায়কে অসির প্রতিকৃতিরূপ বলিয়া গণনা করা উচিত।

লোকপালগণ মহাত্মা মনুরে এইরূপে খড়্গ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাদের শাসনানুসারে সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত রহিলেন এবং পরি-শেষে বহুকালের পর স্বয়ং রাজকার্য্যবিরত হইয়া জনসমাজের রক্ষাবিধানার্থ স্বীয় পুত্র ক্ষুপকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাত্মা ক্ষুপ ইক্ষ্বাকুরে, ইক্ষ্বাকু পুরুরবারে পুরুরবা আয়ুরে, আয়ু নহুষকে, নহুষ যযাতিরে, যযাতি পুরুরে, পুরু অমূর্ত্তরয়ারে, অমূর্ত্তরয়া ভূমিশয়কে, ভূমিশয় ভরতকে, ভরত ঐলবিলকে, ঐলবিল ধুন্ধুমারকে, ধুন্ধুমার কাম্বোজদেশীয় মুচুকুন্দকে, মুচুকুন্দ মরুত্তকে, মরুত্ত রৈবতকে, রৈবত যুব-নাশ্বকে, যুবনাশ্ব রঘুরে, রঘু ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিনাশ্বকে, হরি-নাশ্ব শুনককে, শুনক উশীনরকে, উশীনর ভোজ প্রভৃতি যাদবগণকে, যাদবগণ শিবিরে, শিবি প্রতর্দ্দনকে, প্রতর্দ্দন অষ্টককে, অষ্টক পৃষদশ্বকে, পৃষদশ্ব ভরদ্বাজতনয় দ্রোণকে এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্যকে সেই খড়্গ অর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে সেই উৎকৃষ্ট খড়্গ লাভ করিয়াছ। কৃত্তিকা ঐ খড়্গের নক্ষত্র,

অগ্নি উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, রোহিণী উহার উৎপত্তি স্থান এবং রুদ্রদেব উহার গুরু। এক্ষণে ঐ খড়্গের গোপনীয় যে আট নাম উচ্চারণ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অসি, বিসাসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল। খড়্গ সমুদায় অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাণে উহা মহেশ্বরের অস্ত্র বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যুদ্ধবিশারদ বীর মাত্রেরই এই খড়্গকে পূজা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে মহারাজ পৃথু হইতে শরাসনের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শরাসন প্রভাবেই পৃথিবী হইতে বিবিধ রত্ন ও প্রভূততর শস্য সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মানুসারে ধরামণ্ডল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অতএব শরাসনেরও সম্মান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মাদ্রীতনয়! এই আমি তোমার নিকট খড়্গের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মহীয়সী কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পিতামহ ভীষ্ম এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসস্থানে গমন পূর্ব্বক চারি ভ্রাতা ও বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের প্রভাবেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। এক্ষণে ঐ তিনটীর মধ্যে কোনটী প্রধান, কোনটী মধ্যম ও কোনটী অপকৃষ্ট এবং কাম ক্রোধ ও লোভ এই ত্রিবর্গ বিজয়ের নিমিত্তই বা কোনটীরে অবলম্বন করিতে হইবে? তৎসমুদায় যথার্থ রূপে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিলে সর্ব্ব প্রথমে প্রতিভা-সম্পন্ন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, ধর্ম্ম-নন্দন! অধিকতর অধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানু-ষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম এই সমুদায় ধর্ম্মের সম্পত্তি। অতএব আপনি অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মই অবলম্বন করুন। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ। ধর্ম্ম প্রভাবে ঋষি-গণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সমুদায় লোক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দেবগণ ধর্ম্মবল সহকারে উন্নতি লাভ করিয়াছেন এবং অর্থ ধর্ম্মেরই অনুগত। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। পণ্ডিতগণ ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থকে মধ্যম ও কামকে নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংযত চিত্তে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ অর্থশাস্ত্র-বিশারদ মহামতি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, রাজন্! এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংস-নীয়। অর্থ আবার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্মের মূল কারণ। অর্থ ভিন্ন ধর্ম্ম ও কাম লাভ হই-বার সম্ভাবনা নাই অর্থবান্ ব্যক্তি অনায়াসে অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ ও দুর্লভ অভিলষণীয় দ্রব্য লাভ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্ম ও কাম অর্থের অঙ্গস্বরূপ। অর্থ সিদ্ধি হইলেই ঐ উভয় সুসম্পন্ন হয়। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তিরাও সতত ব্রহ্মার ন্যায় অর্থবান্ ব্যক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারীরাও মস্তক মুণ্ডন ও জটাজিন ধারণ পূর্ব্বক দান্ত, ভস্মাদিদিগ্ধাঙ্গ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থান করেন।

বিদ্বান্ ও শান্তগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষায়বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুল হইয়াও অর্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষাতেই লোকে আস্তিক, নাস্তিক ও সংযমী এবং কুলক্রমাগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়। যিনি ভূতগণকে ভোগপ্রদান ও দণ্ড দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করেন, তিনিই যথার্থ অর্থবান্। ফলত আমার মতে অর্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে নকুল ও সহদেব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, অতএব আপনি উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করুন।

মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া নিরস্ত হইলে ধর্ম্মার্থবেত্তা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্য শয়ন উপবেশন বা বিচরণ করুক, সকল অবস্থাতেই নানা প্রকার উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থসংস্থান চেষ্টা করিবে। অর্থ পরম প্রিয় ও নিতান্ত দুর্লভ। উহা অধিকৃত হইলে এই জীবলোকে সকল অভিলাষই সফল হইয়া থাকে। ধর্ম্মসংযুক্ত অর্থ এবং অর্থসংযুক্ত ধর্ম্ম। অমৃতমিশ্রিত মধুর ন্যায় পরম রমণীয়। যে ব্যক্তি অর্থহীন, তাহার কোন বাসনাই পরিপূর্ণ হয় না এবং যিনি ধর্ম্মপরায়ণ নহেন, তাঁহার অর্থসদ্ভাব হওয়া নিতান্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ শূন্য, তাহা হইতে সমুদায় লোক ভীত হইয়া থাকে; অতএব ধর্ম্মকে প্রধান আশ্রয় করিয়া অর্থ সাধনে যত্নবান্ হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। যাহারা আমাদিগের এই বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ হয় না। ফলত লোকে

অগ্রে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরে ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং তৎপরে কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে।

নকুল ও সহদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভীমসেন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কামনা শূন্য, সে কখনই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের বাসনা করে না, অতএব কামই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলমূলাশী বায়ুভক্ষ্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল বেদ-বেদান্ত পারগ স্বাধ্যায়নিরত মহর্ষিগণ কাম প্রভাবে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, প্রতিগ্রহ ও তপস্যায় নিত্য নিরত রহিয়াছেন। বণিক, কৃষক, শিল্পী ও দেবশিল্পিগণ কাম প্রভাবেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। অনেকে কাম প্রভাবে সাগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কাম নানাপ্রকার। কাম দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। কামশূন্য জীব কখন জন্মে নাই, জন্মিবে না এবং এখনও বর্ত্তমান নাই। অতএব কামই সার পদার্থ। ধর্ম্ম ও অর্থ ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। যেমন দধি অপেক্ষা নব-নীত, তিল অপেক্ষা তৈল, তক্র অপেক্ষা ঘৃত, কাষ্ঠ অপেক্ষা পুষ্প ও ফল উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই শ্রেয়। পুষ্প হইতে যেমন মধু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কাম হইতে সুখ সঞ্জাত হইয়া থাকে, কাম ধর্ম্মার্থের উৎপত্তি স্থান ও আত্মার স্বরূপ। কাম না থাকিলে কেহই উপাদেয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ বা ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিত না। ফলত কামের প্রভাবেই লোকে নানাপ্রকার কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। অত-এব ধর্ম্মার্থ অপেক্ষা কামই উৎকৃষ্ট। হে মহারাজ! আপনি কাম প্রভাবে বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মদমত্ত প্রিয়দর্শন প্রমদাগণের সহিত বিহার করুন। কামই আমাদিগের উৎকর্ষ

সম্পাদন করিয়া থাকে। আমি ধর্ম্মার্থ কামের মর্ম্ম অবগত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনি ইহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় করিবেন না। সাধু লোকেরা আমার এই উৎকৃষ্ট সার বাক্যে অবশ্যই সমাদর করিবেন। ফলত ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকেই তুল্য রূপে সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে মনুষ্য উহাদের মধ্যে একটীর প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করে, সে অতি জঘন্য ; যে ব্যক্তি তুল্যরূপে দুইটীর সেবা করে, সে মধ্যম আর যে ব্যক্তি সমভাবে ত্রিবর্গেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চন্দনচর্চ্চিত কলেবর বিচিত্র মাল্যধারী মহাবীর ভীমসেন এইরূপ কামের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বিরত হইলেন।

অনন্তর পরম সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের পাঁচ জনের বাক্য শ্রবণ ও তাহা সম্যক্ পর্য্যোলোচনা করিয়া সমুদায় অসার বোধ হওয়াতে তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! তোমরা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছ। তোমরা আমারে যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তোমরা তাহা অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। যে মহাত্মা পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যাচরণ করেন না ; ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না ; লোষ্ট ও কাঞ্চনকে তুল্য রূপে দর্শন করেন এবং কোন দোষেই লিপ্ত হন না, তিনি সুখ দুঃখ ও অর্থ সিদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। এই জীবলোকে সমুদায় জীবই জন্ম মৃত্যুশৃঙ্খলে সংযত এবং জরা ও বিকারের আয়ত্ত। ইহারা ঐ সমস্ত দুরতিক্রমণীয় ব্যাপারে বারং-

বার নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মোক্ষকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এক্ষণে সেই মোক্ষ যে কি পদার্থ তাহা আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, যাহারা সংসারস্নেহে সংযত থাকে, তাহাদিগের কখনই মুক্তি-লাভ হয় না। আর যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে কদাপি অভিভূত না হন, তাঁহারাই মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। অতএব কোন বস্তুকেই প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি যাহা কহিলাম, ইহাই সার। যাহা হউক, এই ভূমণ্ডলে কেহ আপনার ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না। বিধাতা আমারে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি। ভগবান্ বিধাতা সমুদায় প্রাণিকেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, সুতরাং তিনিই বলবান্। ফলত মনুষ্য যখন ত্রিবর্গ বিহীন হইলেও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় তখন মোক্ষই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর, সন্দেহ নাই। ধর্ম্মনন্দন এই কথা কহিলে অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ তাঁহার হেতুগর্ভ মনোগত বাক্য শ্রবণে যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে প্রণাম করিলেন। অন্যান্য পার্থিবগণও ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাদিগের প্রীতি দর্শনে হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া পুনরায় বিজ্ঞবরাগ্রগণ্য জাহ্নবীতনয় ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহারে পরম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ ! কি রূপ মনুষ্য শান্তস্বভাব ?

কাহারা ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ে হিতকার্য্য করিয়া থাকে? সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। হিতকারী ও হিতবাক্য শ্রোতা সুহৃদ অতি দুর্লভ অতএব আমার মতে অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ অপেক্ষা সুহৃদই শ্রেষ্ঠ।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য ও কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত সন্ধি করা অকর্ত্তব্য তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা লুব্ধ, ধর্ম্মবর্জ্জিত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপ পরায়ণ, শঙ্কিতচিত্ত, উদ্যোগবিহীন, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, লোকনিন্দিত, গুরুদারাপহারী, ব্যসনাসক্ত, দুরাত্মা, নির্লজ্জ, নাস্তিক, বেদনিন্দক, কামাসক্ত, অসত্যপরায়ণ, লোকের দ্বেষভাজন, নিয়মলঙ্ঘনশীল, নির্ব্বোধ, কৃতঘ্ন, ছিদ্রান্বেষণতৎপর, মৎসরান্বিত, সুরাপায়ী, নির্দ্দয়, দুঃশীল, অধীর, নৃশংস ও বঞ্চক, যাহারা সর্ব্বদা কুমন্ত্রণা করিয়া মিত্রের অপকার ও অন্যের অর্থ অপহরণ করিতে ইচ্ছা করে, মিত্রের নিকট উপযুক্ত ধনলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হয়, মিত্রকে সতত অকার্য্য সাধনে নিযুক্ত করে, অনবহিত ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অযোগ্য লোকের সহিত অকস্মাৎ বিরোধ এবং কল্যাণকর মিত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়, মিত্রের অজ্ঞানতা নিবন্ধন অল্পমাত্র অপকার হইলেও তাহার প্রতি দ্বেষপরায়ণ হইয়া কেবল স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টা করে, মিত্রের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া শত্রুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, হিতকার্য্যকে বিপরীত জ্ঞান করে, মঙ্গল কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত না হয় এবং সতত প্রাণিগণের বধসাধনে নিরত থাকে। তাহাদিগের

সহিত সন্ধি করা কদাপি বিধেয় নহে। যাঁহারা সৎকুলোদ্ভব, সদ্বক্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান বিশারদ, রূপগুণ সম্পন্ন, সৎসংসর্গ পরায়ণ, সর্ব্বজ্ঞ, লোভ মোহ বর্জ্জিত, মাধুর্য্যগুণ সম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, ব্যায়ামশীল, সৎকুলসম্ভূত, কুল-রক্ষক, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রথিত, যথাশক্তি সৎকার করিলেই যাঁহারা পরিতুষ্ট হন, যাঁহাদিগের অকস্মাৎ ক্রোধ বা বিরাগ উপস্থিত না হয়, যাঁহারা বিরক্ত হইয়াও মনকে পবিত্র রাখেন, স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সুহৃদ্ কার্য্য সাধন করেন, মিত্রের প্রতি কদাচ বিরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত না হন, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রকে নির্দ্ধন পুরুষ ও যুবতী রমণীদিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতে পরামর্শ প্রদান না করেন, লোষ্ট ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান করেন এবং মিত্রের প্রতি একান্ত অনুরাগ নিবন্ধন আত্মাভিমান শূন্য হইয়া পরিজনদিগকে নিগ্রহ করিয়াও সুহৃৎকার্য্য সাধনে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই সন্ধি করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে নরপতি ঐ প্রকার লোকদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তাঁহার রাজ্য শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ জিতক্রোধ মহাবল পরাক্রান্ত ও কুলশীলগুণসম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহিত সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি ইহার পূর্ব্বে যে যে প্রকার লোকের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছি, কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতক তাহাদের সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, অতএব সেই সমস্ত দুরাচারদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করাই উচিত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন কাহারে কহে তাহা বিশেষ রূপে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে; অতএব আপনি উহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ-নিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে যাহা ঘটিয়াছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা মধ্যদেশ নিবাসী গৌতমনামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণবর্জ্জিত গ্রামকে যাহার পর নাই সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে এক সর্ব্ব-বর্ণ বিশেষজ্ঞ ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ঐ দস্যু ব্রাহ্মণ ভক্তিপরায়ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় দানশীল ছিল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্র দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহারে নূতন বস্ত্র ও এক যুবতী দাসী প্রদান করিল। তখন গৌতম যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গৃহে বাস করিয়া দাসী কুটুম্বদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে বাস নিবন্ধন তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন উপস্থিত হইল। তখন তিনি প্রত্যহ অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দস্যুগণের ন্যায় বন-বাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহবাস হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিংসাপরা-য়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় আচরণ হইয়া উঠিল।

তখন তিনি নিরন্তর কেবল পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়াই সেই দস্যু গ্রামে পরম সুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায় নিরত বিনীত মূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যু গ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্র স্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি কদাচ শূদ্রান্ন প্রতিগ্রহ করিতেন না, সুতরাং সেই দস্যু সমাকীর্ণ গ্রামে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণ পূর্ব্বক চারিদিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে গৌতম গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া শরাসন ও অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে স্বীয় আবাসে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহ দ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহারে চিনিতে পারিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মোহ বশত কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন ও গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে পূর্ব্বতন বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণকে স্মরণ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছ। যাহা হউক, অতঃপর স্বয়ং আপনার তত্ত্ব অনুধ্যান পূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই কথা কহিলে গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহারে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি নির্দ্ধন ও বেদজ্ঞান বিহীন, এই নিমিত্তই ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আজি আপনারে দর্শন করিয়া কৃতার্থ

হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন ; কল্য প্রাতঃকালে আমরা উভয়েই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। গৌতম এই কথা কহিলে ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন, কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না।

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

পরদিন শর্ব্বরী প্রভাত হইবামাত্র সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলে গৌতম স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পথি মধ্যে একদল সমুদ্র গমনোন্মুখ বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই বণিক্‌দিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বণিক্ দল কোন গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে এক মত্ত মাতঙ্গ অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া সেই বণিক-দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গৌতম নিতান্ত ভীত হইয়া সেই হস্তীর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি-লাভ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার্থ প্রাণপণে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হই-লেন এবং অসহায় হইয়া একাকী কিম্পুরুষের ন্যায় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি সমুদ্র গম-নের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে নন্দনকানন সুন্দর এক সুরম্য কাননে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে, ঐ স্থানে পাদপ সমুদায় নিরন্তর ফল পুষ্পে সুশোভিত রহি-য়াছে। চূ্যত বৃক্ষ, সকল ঋতুতেই ফল প্রসব করিতেছে।

শাল, তাল, তমাল, চন্দন ও কালাগুরুবৃক্ষ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। যক্ষ ও কিন্নরগণ নিরন্তর উহাতে বিহার করিতেছে এবং মনুষ্যবদন ভারুণ্ড ও ভূলিঙ্গ প্রভৃতি সামুদ্রিক ও পার্ব্বতীয় বিহঙ্গগণ রমণীয় মধুর গন্ধে আমোদিত পর্ব্বত প্রস্থে সুস্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গৌতম সেই সমস্ত পক্ষীদিগের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া এক কাঞ্চন বালুকাসমাচ্ছন্ন স্বর্গতুল্য সুরম্য সমতল প্রদেশে একটি বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিলেন। উহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে উহা ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পফলে পরিশোভিত ও উহার মুলদেশ চন্দন বারি দ্বারা সংসিক্ত; গৌতম সেই মনোহর পবিত্র বটবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া প্রফুল্ল মনে উহার মূলদেশে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় সুগন্ধী সমীরণ গৌতমের কলেবর পুলকিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌতম সেই সুশীলত বায়ু প্রভাবে গতক্লম হইয়া তথায় পরম সুখে শয়ন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকাল প্রাদুর্ভূত হইল। ইত্যবসরে ব্রহ্মার প্রিয়সখা কশ্যপপুত্র নাড়ীজঙ্ঘ নামে বক ব্রহ্মলোক হইতে তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার আর একটি নাম রাজধর্ম্ম। ঐ বিহঙ্গম দেবকন্যার গর্ভসম্ভূত ও দেবতার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।

গৌতম সেই সমলঙ্কৃতকলেবর বিহঙ্গমকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া উহারে বধ করিবার অভিসন্ধি করিতে লাগি-

লেন। বিহগরাজ রাজধর্ম্ম সেই ব্রাহ্মণকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি অতিথি রূপে আমার আবাসে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে দিবাকর অস্তগত ও সন্ধ্যাকালও সমুপস্থিত হইল, অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই পান ভোজন করিয়া অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে স্বেচ্ছানুসারে গমন করিবেন।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! বক এই কথা কহিলে গৌতম তাহার মধুর বাক্য শ্রবণে বিস্মিত ও কৌতূহলান্বিত হইয়া অনিমিষ-নেত্রে তাহারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজধর্ম্ম গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্! আমি কশ্যপের ঔরসে দাক্ষায়ণীর গর্ব্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আপনি আমার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করুন। সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহারে শালপুষ্পময় দিব্য আসন গঙ্গাসলিলান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল এবং গৌতম প্রীতমনে ভোজন করিলে তাঁহার শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত স্বীয় পক্ষপুট বীজন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতমের শ্রম দূর হইলে রাজধর্ম্ম তাঁহার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করাতে তিনি এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম গৌতম। অনন্তর রাজধর্ম্ম গৌতমের নিমিত্ত দিব্য পুষ্পযুক্ত পর্ণময় সুবাসিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। গৌতমও পরম সুখে তাহাতে শয়ন করিলেন। তখন কশ্যপতনয় তাঁহারে সম্বোধন পূর্ব্বক

কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? গৌতম কহিলেন, বিহঙ্গম! আমি নিতান্ত দীনহীন; কিঞ্চিৎ অর্থের নিমিত্ত সমুদ্র গমনাভিলাষে বহির্গত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাজধর্ম্ম কহিল, ব্রহ্মন্! আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইয়া অর্থ সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিবেন। বৃহস্পাতি পরম্পরাগত, দৈব, কাম্য ও মৈত্র এই চারি প্রকার অর্থাগমের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে; অতএব আপনি যাহাতে ধনবান্ হন, আমি তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিব। বক এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিল; ব্রাহ্মণও পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে রাজধর্ম্ম গৌতমকে একটী সুদীর্ঘ পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি এই পথে গমন করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন। এখান হইতে তিন যোজন দূরে বিরূপাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসাধিপতি বাস করিতেছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজধর্ম্ম এই কথা কহিলে গৌতম সেই বিহঙ্গ নির্দ্দিষ্ট পথে স্বেচ্ছানুসারে অমৃততুল্য ফল ভক্ষণ ও চন্দনাগুরুভূয়িষ্ঠ বনাবলি দর্শন করিতে করিতে দ্রুতপদ সঞ্চারে গমন করিয়া মেরুব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ নগরের তোরণ, প্রাকার, কপাট ও অর্গল সমুদায় প্রস্তরময়। গৌতম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান রাক্ষসরাজের

নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ স্বীয় সখা রাজধর্ম্ম গৌতমকে প্রেরণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভৃত্যগণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তোমরা অচিরাৎ নগরদ্বার হইতে গৌতমকে আমার নিকট উপনীত কর। ভৃত্যগণ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র শ্যেনের ন্যায় দ্রুতগমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৌতমকে কহিল, মহাশয়! রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র আগমন করুন। গৌতম ভৃত্যগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসাধিপতির দর্শন বাসনায় বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে পুরশোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে দূতগণের সহিত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর গৌতম রাজভবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাক্ষসাধিপতি বিরূপাক্ষ তাঁহারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গোত্র, আচার, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাক্ষসরাজ গোত্রাচারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে গৌতম নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় গোত্রের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইলেন। অন্যান্য বিষয়ে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রাক্ষসেন্দ্র সেই স্বাধ্যায়-হীন ব্রহ্মতেজ বিহীন ব্রাহ্মণকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার বাসস্থান কোথায় এবং আপনি কোন্ বংশেই বা দার পরিগ্রহ করিয়াছেন, অকুতোভয়ে যথার্থরূপে তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন গৌতম কহিলেন, রাজন্! আমি সত্য কহিতেছি, মধ্যদেশ আমার জন্মভূমি, কিরাতভবন

আমার বাসস্থান এবং আমি এক বিধবা শূদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

গৌতম এই কথা কহিলে রাক্ষসাধিপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। ইনি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্মের সহিত ইহাঁর সৌহার্দ্দ আছে এবং সেই মহাত্মাই ইহাঁরে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজধর্ম্ম আমার ভ্রাতা, বান্ধব ও প্রিয় সখা, অতএব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমারে তাহাই করিতে হইবে। আজি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী। আজি আমারে সহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। আমি সেই উপলক্ষে ইহাঁরেও ভোজন করাইয়া প্রভূত ধন দান করিব। ইনি আমার ভাগ্যক্রমেই এই পবিত্র দিনে আমার ভবনে অতিথি হইয়াছেন। আর বিপ্রগণকে যে সমুদায় ধন প্রদান করিতে হইবে, তাহাও প্রস্তুত রহিয়াছে।

রাক্ষসাধিপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে কৃতস্নান পট্টবস্ত্রধারী নানালঙ্কারভূষিত সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিরূপাক্ষ তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে দিব্য কুশাসন সমুদায় প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর বিপ্রগণ কুশাসনে উপবিষ্ট হইলে রাক্ষসরাজ বিধানানুসারে তিল, কুশা ও সলিল দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলেন। পিতৃলোক, অগ্নি ও বিশ্বেদেবের প্রতিমূর্ত্তি সমুদায় গন্ধপুষ্প প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা পূজিত হইয়া শশাঙ্ক সমূহের ন্যায় শোভা

পাইতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত-মধুসংযুক্ত দিব্যান্ন পরিপূর্ণ হীরকাঙ্কিত সুবর্ণপাত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। বিপ্রগণ প্রতিবৎসর আষাঢ়ী ও মাঘী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষসের ভবনে পরম সমাদরে স্বেচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী প্রাপ্ত হইতেন। আর শরৎকাল অতীত হইলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। রাক্ষসরাজ তদনুসারে ঐ দিন দক্ষিণা দানের নিমিত্ত অজিন, রাঙ্কব, সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও মহামূল্য হীরক প্রভৃতি বিবিধ রত্ন সমুদায় রাশীকৃত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা স্বেচ্ছানুসারে এই সমুদায় রত্ন ও স্ব স্ব ভোজনপাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। মহাত্মা বিরূপাক্ষ এই কথা কহিবামাত্র ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি নানা দেশ হইতে সমাগত রাক্ষসদিগকে ব্রাহ্মণগণের অনিষ্ট সাধনে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজগণ! কেবল আজিকার দিবস রাক্ষস হইতে আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। অচিরাৎ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট ধন গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় গৌতমও অতিভার সুবর্ণভার গ্রহণ পূর্ব্বক যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই বটবৃক্ষমূলে আগমন ও উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিত্রবৎসল বকরাজ রাজধর্ম্ম তথায় উপ-

স্থিত হইল এবং গৌতমকে সমাগত দেখিয়া স্বাগত প্রশ্নান্তে মহা আহ্লাদে স্বীয় পক্ষপুট বীজন দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক আহার সামগ্রীর আয়োজন করিয়া দিল। তখন গৌতম বিলক্ষণ রূপে ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি লোভপ্রযুক্ত শ্রমোপজীবীর ন্যায় এই ভার সংগ্রহ করিয়াছি। বিশেষত আমারে দূর পথে গমন করিতে হইবে। কিন্তু পথি মধ্যে ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারি এমন কোন খাদ্য দ্রব্যই দেখিতেছি না। অতএব এক্ষণে এই বককেই নিহত করা কর্ত্তব্য। ইহার দেহ মাংসরাশিতে পরিপূর্ণ। ঐ মাংস দ্বারা আমার অনায়াসেই পাথেয় নির্ব্বাহ হইবে। দুরাত্মা কৃতঘ্ন গৌতম মনে মনে এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া রাজধর্ম্মের বিনাশ সাধনার্থে গাত্রো-ত্থান করিলেন।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! গৌতম যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, বিহগরাজ রাজধর্ম্ম ঐ স্থানের অনতিদূরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বয়ং বিশ্বস্ত চিত্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশে শয়ান রহিয়া-ছিল। পাপাত্মা গৌতম ঐ পক্ষীরে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া প্রদীপ্ত বহ্নি দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন। ঐ সময় ঐ কার্য্য যে নিতান্ত পাপজনক, তাহা একবারও মনে উদয় হইল না। প্রত্যুত যাহার পর নাই আহ্লাদেরই সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন তিনি ঐ পক্ষীরে পক্ষরোম-শূন্য ও অগ্নিতে সুপক্ব করিয়া সেই সমস্ত সুবর্ণের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে সেই দিবস অতীত হইলে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ স্বীয় সখা রাজধর্ম্মকে অবলোকন না করিয়া আপনার পুত্রকে কহিল, বৎস! আজি রাজধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করিতেছি না কেন? সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মারে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকে। প্রত্যাগমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কখনই গৃহে গমন করে না। কিন্তু অদ্য দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে আমার গৃহে আগমন করে নাই। তাহার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি অবিলম্বে তাহার অনুসন্ধান কর। আমার বোধ হইতেছে, সেই স্বাধ্যায়শূন্য ব্রাহ্মণ্যবিহীন দ্বিজাধম গৌতম তাহারে বধ করিয়া থাকিবে। সেই দুরাত্মার ভাবভঙ্গী দেখিয়াই তাহারে ভীষণাকার নির্দ্দয় দুষ্ট ও দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ঐ দুরাত্মা সেই স্থানে গমন করাতেই আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিচলিত হইতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র রাজধর্ম্মের আবাসে গমন করিয়া সে জীবিত আছে কি না জানিয়া আইস।

রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহার পুত্র অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে রাজধর্ম্মের আবাসে গমন পূর্ব্বক সেই বটবৃক্ষের সন্নিধানে তাহার অস্থি সমুদায় নিপতিত অবলোকন করিল। বকের অস্থি দর্শনে রাক্ষসতনয়ের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। তখন সে অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে গৌতমকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে অন্যান্য রাক্ষসগণের সহিত ধাবমান হইল এবং বহুদূরে গৌতমকে আক্রমণ করিয়া তাঁহারে রাজধর্ম্মের পক্ষাস্থিচরণশূন্য

মৃত দেহের সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক মেরুব্রজে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের নিকট গমন করিল। রাক্ষসরাজ সখার মৃতদেহ দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া অমাত্য ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আবাস মধ্যে রাজধর্ম্মের বিয়োগ নিবন্ধন ঘোরতর আর্ত্তনাদ সমুখিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিতান্ত শোকাকুল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মিত্রবৎসল বিরূপাক্ষ কৃতঘ্ন গৌতমের উপর যাহার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি অন্যান্য রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে এই পাপাশয় ব্রাহ্মণকে বিনাশ কর। ইহার মাংস ভোজন করিয়া রাক্ষসগণ তৃপ্তি লাভ করুক। এই দুরাত্মা অতিশয় পাপপরায়ণ ; অতএব আমার মতে তোমাদিগের হস্তে ইহার মৃত্যুলাভ হওয়াই শ্রেয়। রাক্ষসরাজ এইরূপ আদেশ করিলে তত্রত্য ঘোরবিক্রম রাক্ষসগণ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ ! এই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিতে আমাদিগের কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। আপনি ইহারে দস্যুদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। পাপাত্মারে আমাদিগের ভক্ষণার্থ প্রদান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। রাক্ষসগণ বিনীত ভাবে এই কথা কহিলে বিরূপাক্ষ তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, তবে অদ্যই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণের দেহ দস্যুগণকে সমর্পণ কর।

তখন সেই রাক্ষসগণ বিরূপাক্ষের আজ্ঞানুসারে পট্টিশ দ্বারা গৌতমের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দস্যুদিগকে প্রদান

করিতে লাগিল। কিন্তু দস্যুগণও সেই নরাধমের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইল না। হে ধর্ম্মরাজ! যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তাহারে ভোজন করে না। বরং ব্রহ্মঘ্ন, সুরা-পায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, তাহার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। যে নরাধম মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন ও নৃশংস, রাক্ষস বা অন্যান্য কীটেরাও তাহারে ভক্ষণ করে না।

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানারত্ন সংযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার সমলঙ্কৃত সুগন্ধময় চিতা প্রস্তুত ও প্রজ্বলিত করিয়া যথা বিধানে বকপতি রাজধর্ম্মের প্রেতকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে বকের মাতা দাক্ষায়ণী সুরভি ঐ চিতার ঊর্দ্ধভাগে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার বদন হইতে অনবরত ক্ষীরমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই ফেন বকরাজের চিতাতে নিপতিত হওয়াতে বকপতি উহার স্পর্শমাত্র পুনর্জ্জীবিত হইয়া চিতা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাক্ষসনাথ বিরূপাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাক্ষসের ভবনে সমাগত হইয়া তাঁহারে কহিলেন, রাক্ষসনাথ! তুমি সৌভাগ্য ক্রমে রাজধর্ম্মকে পুন-র্জ্জীবিত করিয়াছ। এক্ষণে আমি উহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যে রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ঐ বকপতি লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত না হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহারে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যখন সে আমার সভায় সমাগত

হইল না তখন তাহারে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে হইবে। হে রাক্ষসনাথ! ভগবান্ ব্রহ্মার সেই বাক্য প্রভাবেই এই পক্ষী গৌতম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াও অমৃত স্পর্শে পুনর্ব্বার জীবিত লাভ করিয়াছে।

সুররাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে; বক তাঁহারে প্রণিপাত করিয়া কহিল, সুরেশ্বর! যদি আমার প্রতি আপনার দয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে পুনর্জ্জীবিত করুন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বকের প্রার্থনা বাক্য শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া অমৃতনিষেক দ্বারা গৌতমকে জীবন প্রদান করিলেন। অনন্তর বকপতি রাজধর্ম্ম পাপপরায়ণ মিত্র গৌতমকে তাঁহার ধন সম্পত্তির সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতমনে স্বীয় আবাসে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে ব্রহ্ম সদনে সমুপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মহাত্মা বককে অবলোকন করিয়া বিধানানুসারে তাহার অতিথি সৎকার করিলেন। এ দিকে গৌতমও পুনরায় কিরাতভবনে সমুপস্থিত হইয়া সেই শূদ্রার গর্ব্ভে দুষ্কর্ম্মকারী পুত্র সমুদায় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। গৌতম বকবধ করিলে দেবগণ তাঁহারে এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ঐ কৃতঘ্ন পাপাত্মা গৌতম বিধবা শূদ্রার গর্ব্ভে কতকগুলি পুত্রোৎপাদন করিয়া পরিশেষে নরকগামী হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! পূর্ব্বে মহর্ষি নারদ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা স্মরণ করিয়া তোমার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। কৃতঘ্নের যশ, আশ্রয় বা সুখ কুত্রাপি নাই। কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, উহাদের

কোন রূপেই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মিত্রদোহী ব্যক্তি অনন্তকালঘোরতর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। মিত্রের হিতাভিলাষীও কৃতজ্ঞ হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত। মিত্র হইতে সম্মান লাভ, ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ও বিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবিধ প্রকারে মিত্রের পূজা করিবেন। সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপাত্মা কৃতঘ্ন ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মিত্রদোহী ব্যক্তি কুলাঙ্গার, পাপাত্মা ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়, হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের মুখে এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহার পরনাই প্রীতি লাভ করিলেন।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব সমাপ্ত।

মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়।

চতুঃসপ্তত্যধিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি পরম পবিত্র রাজধর্ম্মাশ্রিত আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে যে ধর্ম্ম সমুদায় আশ্রমবাসীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না। আশ্রম সমুদায়ে যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদায় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ফল অপ্রত্যক্ষ। পরলোকেই ঐ সমুদায়ের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ। তপস্যা দ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মিলে ইহলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। লোকে যে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সংসার তৃণাদির ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কলেবর পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে বদ্ধ থাকে, তাহারে নিশ্চয়ই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব ইহলোকে মোক্ষ লাভার্থ যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির করিলেন, পিতামহ ! ধনক্ষয় অথবা স্ত্রী পুত্র ও পিতার মৃত্যু হইলে কোন্ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক শোক হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! অর্থনাশ, পিতৃবিয়োগ ও পুত্র কলত্রের মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি নিতান্ত কাতর হয়, শম গুণাদি অবলম্বন দ্বারা শোক নিবারণ করা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এই উপলক্ষে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ স্যেনজিতের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ ! তুমি অজ্ঞানের ন্যায় কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ ? কিয়দ্দিন পরে তোমার নিমিত্তও লোকে শোক করিবে এবং যাহারা তোমার নিমিত্ত শোক করিবে, তাহাদিগকেও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ফলত কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ সকলেই যে পুরুষ হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছে, পরিশেষে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে।

স্যেনজিৎ কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি কি রূপ বুদ্ধি, তপস্যা, সমাধি, জ্ঞান ও শাস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া বিষাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ ! কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষী সমুদায় প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্ম নিবন্ধন দুঃখ ভোগ করিতেছে। আমি আপনার আত্মারেও আপনার বলিয়া জ্ঞান করি না। আবার সমুদায় জগৎকে ও আপনার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আর পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুতেই যে আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিগণের অধিকার আছে, ইহাও আমি বিল-

ক্ষণ অবগত হইয়াছি। এই নিমিত্তই আমার অন্তঃকরণে হর্ষ বা বিষাদের সঞ্চার হয় না। যেমন মহাসমুদ্রে মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ এক বার পরস্পর মিলিত ও পুনরায় পৃথক্‌ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্রপৌত্র জ্ঞাতি বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়গণ এক বার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যখন সংসারমধ্যে আত্মীয়বর্গের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন তাহাদিগের স্নেহে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। তোমার পুত্র চক্ষুর অগোচর চিন্ময় মহাপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে। তোমার সেই পুত্র তোমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে নাই এবং তুমিও তাহারে সবিশেষ অবগত হইতে পার নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত অনুতাপ করিতেছ? বিষয় লাভে তৃপ্ত না হওয়াই দুঃখের ও দুঃখ নাশই সুখের কারণ। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জগতে সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে; সকলেই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের অবসানে সুখ লাভ করিয়া থাকে। কেহই চিরকাল দুঃখ বা সুখ ভোগ করে না। তুমি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছ, কিয়দ্দিন পরে সুখ ভোগ করিতে পারিবে। শরীরই সুখ ও দুঃখের আশ্রয় স্বরূপ; অতএব দেহিগণ শরীর দ্বারা যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া

যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতাময় সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞান সম্ভূত ক্লেশ সমুদায় তিল-রাশির ন্যায় প্রাণিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে। নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থ চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল তুল্য বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে। এই সংসারমধ্যে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদায়ই দৈবায়ত্ত। কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ সমুদায় ব্যক্তিই দৈবপ্রভাবে সুখ লাভ করিয়া থাকে। সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে। প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখ লাভ হয় না। বুদ্ধি ধন লাভের ও মূঢ়তা অর্থনাশের হেতু নহে। কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, কি বীর, কি ভীরু, কি অলস, কি দীর্ঘদর্শী, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্ সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ফলত দৈব যাহারে সুখ প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক। বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী ;

অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র। ইহলোকে যাঁহারা সুষুপ্তি লাভ করিতে পারেন অথবা যাঁহারা নিরন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন। ভেদদর্শীদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পণ্ডিতেরা সমাধি বা সুষুপ্তি আশ্রয় করিয়া থাকেন, অন্য পথে পদার্পণ করিতে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। ফলত সুষুপ্তি ও সমাধি দ্বারাই লোকের যথার্থ সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি সুখলাভ করিয়া সুখদুঃখশূন্য ও মাৎসর্য্য বিহীন হইয়াছেন, অর্থ বা অনর্থ তাঁহাদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যাহারা তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই নিরন্তর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সদসদ্বিবেকবিহীন গর্ব্বিত মূর্খেরাই শত্রুজয় ও পরের অবমাননা করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় পরমানন্দে নিয়ত কাল হরণ করিয়া থাকে। সুখের পরিণামেই দুঃখ উপস্থিত হয়। আলস্যই দুঃখের প্রধান কারণ। দক্ষতা দ্বারাই সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা দক্ষ ব্যক্তিরেই আশ্রয় করে, অলস ব্যক্তি কখনই ঐ দুই পদার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কি সুখ কি দুঃখ কি প্রিয় কি অপ্রিয় যাহা উপস্থিত হউক না, সুস্থ চিত্তে তাহা অনুভব করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই সংসারে শোক ও ভয়ের বিষয় সহস্র সহস্র রহিয়াছে। ঐ সমুদায় মূঢ় ব্যক্তিদিগকে অভিভূত করে, পণ্ডিতদিগকে কখনই বিচলিত করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, কৌশলজ্ঞ, শাস্ত্রাভ্যাসনিরত, অসূয়াবিহীন, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয়

এবং যিনি স্থিরচিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা ব্রহ্মভূত হইতে পারেন লোকে তাঁহারে কখনই স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শরীরের কোন অঙ্গও যদি শোক, ত্রাস, দুঃখ বা আয়াসের কারণ হয় তাহা পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিষয় সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে মমতা জন্মে তাহাই পরিতাপের কারণ হইয়া উঠে। আর যাহা যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, সেই সকল হইতেই সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়সুখানুরাগী পুরুষকে বিষয় সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনষ্ট হইতে হয়। ঐহিক বিষয়সুখ বা স্বর্গীয়সুখ বৈরাগ্যজনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। কি পণ্ডিত কি মূর্খ কি বলবান কি দুর্ব্বল সকলকেই পূর্ব্বজন্মকৃত শুভাশুভ কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইবে। এইরূপে সুখ দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় জীবমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা ঐ বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া কিছুতেই অভিভূত হন না। তাঁহারা সতত বিষয় সমুদায়ের নিন্দা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কামকে ক্রোধের হেতু ও লোকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষের বিষয়বাসনা সমুদায় কূর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তখনই তিনি আত্মজ্যোতি প্রভাবে স্বয়ং আত্মারে দর্শন করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি ভয়, বিষয়ানুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন, যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করেন এবং যখন তাঁহা হইতে কেহই ভীত না হয়, সেই সময়েই তাঁহার পরম পদার্থ ব্রহ্ম পদার্থ লাভ হইয়া থাকে। আর যখন তিনি

সত্য, মিথ্যা, শোক, হর্ষ, ভয়, অভয় এবং প্রিয় অপ্রিয় পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, সেই সময়ই তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়া উঠে। দুর্ম্মতিরা যাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, মনুষ্য জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হইবার নহে এবং যাহারে প্রাণান্তকর রোগ বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় সেই বিষয় তৃষ্ণারে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী।

পূর্ব্বে পিঙ্গলা নামে এক বেশ্যা যাহা কহিয়াছিল এবং ক্লেশের সময় যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল আমি এই উপলক্ষে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। একদা ঐ বেশ্যা সঙ্কেতস্থানে স্বীয় প্রিয়তম কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সেই ক্লেশের সময় দৈবপ্রভাবে তাহার শান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তখন সে ক্ষোভ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়! যে সর্ব্বান্তর্যামী নির্ব্বিকার পুরুষ আমার হৃদয়ে বাস করিতেছেন, আমি এতকাল কামাদি দ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। এক দিনও হৃদয়ানন্দকর পরমাত্মার শরণাপন্ন হই নাই। আজি আমি আত্মজ্ঞানবলে অজ্ঞান স্তম্ভযুক্ত নবদ্বারসম্পন্ন গৃহ সমাচ্ছন্ন করিব। পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলাম সেই ব্যক্তি সমাগত হইলে কখনই তাহারে কান্ত বলিয়া বোধ করিব না। এক্ষণে আমার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই নরকরূপী ধূর্ত্তেরা পুনরায় আমারে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না। দৈববল ও জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অনর্থও অর্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে। আজি আমি জ্ঞানবলে বিষয়বাসনা পরিত্যাগ

ও জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। আশাবিহীন মহাত্মারাই স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। আশা পরিত্যাগ অপেক্ষা পরম সুখের কারণ আর কিছুই নাই। পিঙ্গলা এইরূপে আশার উচ্ছেদ করিয়া পরম সুখে নিদ্রাগত হইল।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! মহারাজ স্যেনজিৎ ব্রাহ্মণের এই সমুদায় ও অন্যান্য যুক্তিযুক্ত উপদেশ শ্রবণে শোক পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! এই সৰ্ব্বভূতক্ষয়কর কাল অতি সত্বরে অতিক্রান্ত হইতেছে, সুতরাং মনুষ্য কি রূপে শ্রেয়োলাভ করিবে? আপনি তাহা কীৰ্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! আমি এই স্থলে পিতাপুত্র সংবাদ নামে এক প্রাচীন ইতিহাস কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বকালে কোন স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের মেধাবী নামে এক মেধাবী পুত্র ছিলেন। একদা সেই মোক্ষধৰ্ম্মার্থ কুশল লোকতত্ত্ববিশারদ মেধাবী পিতারে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিত! মনুষ্যের পরমায়ু অতি সত্বরে ক্ষয় হইতেছে, ধীরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া কি কি কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; আপনি তাহা যথার্থ রূপে আনুপূৰ্ব্বিক কীৰ্ত্তন করুন। আমি আপনার উপদেশানুসারে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিব।

পিতা কহিলেন, বৎস! মনুষ্য সৰ্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূৰ্ব্বক বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে পিতৃগণের উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিবে এবং পরিশেষে বিধি

পূর্ব্বক অগ্ন্যাধান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক মুনি হইবে।

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক নিরন্তর অভিভূত ও আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে অমোঘ বিষয় সমুদায় নিরন্তর গতায়াত করিতেছে, সুতরাং আপনি কি রূপে আমারে ঐ প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন?

পিতা কহিলেন, বৎস! তুমি আমারে কি নিমিত্ত এই রূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিলে? জীবলোক কোন্ বস্তু দ্বারা অভিভূত ও কোন্ বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে কি রূপ অমোঘ বিষয় সকলই বা নিরন্তর গতায়াত করিতেছে?

পুত্র কহিলেন, তাত! এই জীবলোক সততই জরা দ্বারা অভিভূত ও মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এবং ইহাতে আয়ুক্ষয়কর রাত্রি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত ইহা অবগত হইতেছেন না। আমি যখন বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি যে, রাত্রি সকল প্রতি নিয়ত জগতে সঞ্চরণ করিয়া লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে এবং মৃত্যু ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, তখন কি রূপে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কালাতিপাত করিব। যখন প্রত্যেক রাত্রি লোকের আয়ু ক্ষয় করিতেছে, তখন মনুষ্যের জীবিতকাল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অল্প সলিলস্থ মৎস্যের ন্যায় কোন ব্যক্তিই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের অভিলাষ সুসম্পন্ন না হইতে হইতেই

মৃত্যু তাহারে আক্রমণ করে এবং ব্যাঘ্রী যেমন মেষকে লইয়া যায় সেইরূপ সে বিষয়াসক্তচিত্ত কাম্য কর্ম্মের ফলভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকে। অতএব যাহা আপনার শ্রেয়স্কর তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদ্বিষয়ে কাল প্রতীক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত। মনুষ্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত না হইতে হইতেই মৃত্যু তাহারে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং যাহা পরদিনের কার্য্য তাহা অদ্যই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য এবং যাহা অপরাহ্নে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নেই সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কার্য্য সমাধা হউক বা না হউক, মৃত্যু তাহার প্রতীক্ষা করে না এবং কোন্ দিন যে মৃত্যু হইবে তাহাও কেহ অবধারণ করিতে পারে না। মনুষ্যের জীবন অনিত্য; অতএব যৌবনাবস্থাতেই ধর্ম্মানুশীলন করা আবশ্যক। ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য মোহ প্রভাবে পুত্র কলত্রাদির কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই যে কোন প্রকারে হউক উহাদিগকে ভরণ পোষণ করে, কিন্তু ব্যাঘ্র যেমন নিদ্রিত মৃগকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু সেই বিষয় সম্ভোগে অপরিতৃপ্ত পুত্রাদি পরিবৃত মনুষ্যকে অনায়াসে হরণ করিয়া থাকে। লোকে এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, এই কার্য্য অর্দ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই কৃতান্তের বশীভূত হয়। মনুষ্য কিছুমাত্র কর্ম্মের ফল উপভোগ না করিতে করিতেই এবং ক্ষেত্র, গৃহ ও বিপণীকার্য্যে সংসক্ত থাকিতে থাকিতেই

মৃত্যু তাহারে আত্মসাৎ করে। কি দুর্ব্বল কি বলবান্ কি শূর কি ভীরু কি মূর্খ কি পণ্ডিত মৃত্যু কাহারেই পরিত্যাগ করে না। হে তাত! যখন মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বিবিধ নিমিত্ত সমুৎপন্ন দুঃখ সমুদায় দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তখন আপনি কি প্রকারে সুস্থের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? জীব জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র জরা ও মৃত্যু তাহার বিনাশ সাধনের নিমিত্ত তাহারে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই জরা ও মৃত্যু দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থই আক্রান্ত ও অভিভূত রহিয়াছে। গ্রামে বাস মৃত্যুমুখে অবস্থানের তুল্য। অরণ্য দেবতার স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তথায় বাস করিয়া তপস্যা করাই শ্রেয়। স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তিই সংসার বন্ধনের রজ্জু। পুণ্যবান্ লোক সেই রজ্জু ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করেন; আর যে ব্যক্তি পাপাত্মা সে কখনই সেই রজ্জু ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে কদাপি কাহারও হিংসা না করে, হিংস্র ও তস্করগণ তাহার কোন অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। জরা ও ব্যাধি মৃত্যুর সেনা স্বরূপ। কোন ব্যক্তি উহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া নিবারণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। সত্যেই অমৃত প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব সত্যব্রত, সত্যযোগ ও সত্য আগম পরায়ণ হইয়া সত্য দ্বারাই মৃত্যুকে পরাজয় করিবে, মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটিই দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহ প্রভাবে মৃত্যু এবং সত্য প্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মার ন্যায় কাম ক্রোধ ও

হিংসাশূন্য, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং সমদুঃখ সুখ হইয়া মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিব। উত্তরায়ণ উপস্থিত হইলে আমি শান্তিযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্‌যজ্ঞ, মনোযজ্ঞ ও কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইব। মাদৃশ ব্যক্তিদিগের কখনই হিংসামূলক পশুযজ্ঞ বা অনিষ্ট ফলোপধায়ক ক্ষত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যাঁহার বাক্য, মন, তপস্যা, ত্যাগ ও সত্য ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্যের তুল্য তপস্যা, আসক্তির তুল্য দুঃখ ও বিরক্তির তুল্য সুখ আর কিছুই নাই। আমি ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ। অতএব আমি কখনই জায়ার গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইব না। পুত্র আমার উদ্ধার সাধনে সমর্থ নহে। আমি ব্রহ্মেই উৎপন্ন হইব। একাকীত্ব, সমতা, সত্য, সচ্চরিত্রতা, অহিংসা, সরলতা, তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ হইতে নিবৃত্তিই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। বিনশ্বর ঐশ্বর্য্য, বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রে প্রয়োজন কি? আপনার পিতা ও পিতামহ কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই; অতএব বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ পুত্রের এইরূপ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমিও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সেই রূপ অনুষ্ঠান কর।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! যাহারা ধনবান্ বা নির্দ্ধন হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অবস্থান করে, তাহাদিগের সুখ দুঃখ